বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার

ভক্তকবি শ্রীমৎ শ্রীজয়দেব গোস্বামী বিরচিত

শ্রীপূজারি গোস্বামী বিরচিত টীকা সমেত

[এতৎসহ প্রাচীন লুপ্তরত্ন উদ্ধার
৺রসময় দাস-কৃত সুললিত পদ্যানুবাদ]

সৎসাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচার-ব্রত
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

অষ্টম-সংস্করণ

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

[মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত গাহিয়াছেন,—

"চল যাই জয়দেব, গোকুল-ভবনে,
তব সঙ্গে যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীতধড়া গলে,
নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী ঘনে।
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে
ভুলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে—
বহিবে সমীর ধীরে সুস্বর-লহরী,
মৃদুতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে। আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরয ধরি কি রহে ব্রজের সুন্দরী ?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবে মনে ?"

স্বর্গের অমৃত উচ্ছ্বসিত প্রেম-ভক্তির মন্দাকিনীধারা—যাহার প্রবাহে সন্তাপিত হৃদয় শান্তি-পুলকে স্নিগ্ধ ও পবিত্র হয়—রাধাপ্রেমের সাধ্বাবাঁশী—যাহার সম্মোহন ঝঙ্কারের তানতরঙ্গে ভারতের গগন-পবন চির-মুখরিত—যশেন্দুহার-বিভূষিত, বঙ্গের কবিকুলজনক, ভক্তাবতার শ্রীজয়দেব

গোস্বামি-বিরচিত ললিত-লবঙ্গলতা-পরিমল-বিনিন্দিতচ্ছন্দের মোহন উচ্ছ্বাস শ্রীগীতগোবিন্দের নূতন পরিচয় নিতান্ত অনাবশ্যক।

যে পদামৃতলহরী ভক্তের প্রাণস্পর্শী—পাষাণ-প্রাণও ভক্তিরসে দ্রবকারী—যে জয়দেবের কৃষ্ণলীলা শ্রবণে যুগাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভাবে উন্মাদ হইতেন—স্বয়ং শ্রীমুখে সংকীর্ত্তন, সুব্যাখ্যা করিয়া ভক্তগণকে ভাবোন্মাদে আত্মহারা করিতেন, যে সুধাক্ষরিত সুধাধারা—মধুময় প্রেমলীলা ভক্ত প্রেমিকের তুলসীমালা সদৃশ মহাপবিত্র—যে অমিয়াভ কাব্যের এক চরণ 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' স্বয়ং শ্রীমাধব রক্তোৎপল কমলকরে লিখিয়া ভক্তিজগতে ভক্তের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—যে শ্যামপ্রেম-মন্দাকিনীর লহরলীলায় বিদ্যাপতি, চাণ্ডদাস, গোবিন্দদাসের প্রেমদ্যুতি স্পন্দিত হইয়াছে—যে অনুপম বাঁশরীর মোহনীয় বেষে ভক্তের মানসকাননে শ্রীবৃন্দাবনের মুরলী-ঝঙ্কার ঝঙ্কৃত হয়—সেই শ্যাম-প্রেমের যমুনাপ্রবাহের সর্ব্বজনসম্মোহন ভক্তিতরঙ্গিণী শ্রীগীতগোবিন্দ।

জগতের সাহিত্যে প্রেমভক্তির এমন মধুর সঙ্গম আর কোন কাব্যে নাই। আর্য্য সাহিত্যের কুবের-ভাণ্ডারের ইহা অমূল্য সম্পদ্—ভক্তের ধ্যান জ্ঞান চিরশান্তি-পরিমলসুরভিত হৃদিবিনোদন পারিজাতমালা। ভারতের ও জগতের বিভিন্ন সাহিত্যে শ্রীগীতগোবিন্দ অনূদিত হইয়া সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। ভারতে হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া ভাষায় শ্রীগীতগোবিন্দের অনেকগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। স্যার উইলিয়াম জোন্স ইংরাজী ভাষায়—সুপণ্ডিত ল্যাসন ল্যাটিন ভাষায়—প্রাচ্য-ভাষাবিদ্ পণ্ডিত রুকর্ট জার্ম্মাণ ভাষায় এবং এক জন ফরাসী পণ্ডিত ফরাসী সাহিত্যে ইহার সুমধুর অনুবাদ করিয়াছেন। সুকবি এডউইন্ আর্ণল্ড তাঁহার ইংরাজী কাব্যের প্রারম্ভে এই কাব্যের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন যুগের অনেকগুলি পণ্ডিত

শ্রীগীতগোবিন্দের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য, কমলাকর, কুম্ভকর্ণ মহেন্দ্র, কৃষ্ণদত্ত, কৃষ্ণদাস, গোপাল, চৈতন্যদাস, নারায়ণ ভট্ট, নারায়ণ দাস, পীতাম্বর, ভগবদ্দাস, ভাবাচার্য্য, মানাঙ্ক, রামতারণ, রামদত্ত, রূপদেব পণ্ডিত, লক্ষ্মণ ভট্ট, লক্ষ্মণ সূরী, বনমালী ভট্ট, বিট্‌ঠল দীক্ষিত, বিশ্বেশ্বর ভট্ট, শঙ্কর মিশ্র, শ্রীহর্ষ, হৃদয়াভরণ, পূজারী গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ শ্রীগীতগোবিন্দের টীকা লিখিয়াছেন। এতদ্‌ব্যতীত বালবোধিনী, বচনমালিকা নামে আরও দুইখানি গীতগোবিন্দের প্রসিদ্ধ টীকা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতা ব্যতীত অন্য কোন ভক্তিগ্রন্থের এত অধিক টীকা আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইহার ভিতর পূজারী গোস্বামীর টীকা প্রামাণ্য ও সর্ব্বজনবোধ্য বলিয়া আমরা শ্রীগীতগোবিন্দের সহিত সন্নিবেশিত করিয়াছি। শ্রীগীতগোবিন্দের অনেকগুলি পুথি ও প্রাচীন বঙ্গানুবাদও দেখিতে পাওয়া যায়। কবিবর রসময় দাস ও সুকবি গিরিধর পদ্যে শ্রীগীতগোবিন্দের সুমধুর অনুবাদ করিয়াছিলেন। আমরা পরিশিষ্টে রসময় দাসের লুপ্তপ্রায় পদ্যানুবাদ সংযোগ করিয়াছি।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের মুকুটমণি বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির পদরচনার ভিতরও গীতগোবিন্দের শ্যামপ্রেমের লহরলীলা স্পন্দিত। তাঁহারই ভাবে ভাবিত—তাঁহারই কল্পনা-চিন্তার ধারা অনুসরণ করিয়া যে পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণবসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

যুগের পর যুগসন্ধি—শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া যে কালজয়ী কাব্যের মর্ম্মস্পর্শী ছন্দের নৃত্য-লীলায়িত গতির ভিতর শ্রীরাধামাধবের প্রেমলীলার অনন্ত সৌন্দর্য্য—শৃঙ্গাররসের মোহন আবেশের পুলক-প্রবাহ প্রদর্শন করিয়া মানব-মনকে সম্মোহিত—পুলকিত করিতেছে, শতাব্দীর

দীর্ঘতা ভেদ করিয়া আজও যাহা নিত্য পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরে গীত না হইলে শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা সম্পূর্ণ হয় না—সেই ভক্ত-প্রাণোন্মাদন পরম পবিত্র কাব্যের সপ্তম সংস্করণ প্রকাশ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইতেছি। ভক্তকবি শ্রীজয়দেবের কাব্যরস অনুবাদে ফুটাইয়া তোলা অসম্ভব—সৎসাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচার-ব্রত স্বর্গীয় পিতৃদেব ভক্তিরসের মাধুর্য্যসৌন্দর্য্য পরম ও চরম বিকাশ যোগ্য অনুবাদে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন—নির্ভুল করিবার জন্যও যত্নের ত্রুটি করি নাই—সুধীজন-সমাজ, ভক্তসম্প্রদায়, সুরসিকবৃন্দ, এই সংস্করণ পাঠে তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিলে সাধনা সার্থক হইবে।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ফুলদোল, ১৩৩৪। | বিনয়াবনত শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অষ্টম সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীগীতগোবিন্দের সপ্তম সংস্করণ এক বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হইতে দেখিয়া আমরা আশায় উৎফুল্ল—আনন্দে আত্মহারা হইয়াছি। যাঁহারা বলেন, শিক্ষিত সমাজ দেশের অমূল্য সম্পদ আর্য্যসাহিত্যের—ভক্তিগ্রন্থের সমাদর করেন না, তাঁহারা কেবল বিলাসলালসা-কলুষিত পাশ্চাত্য কাব্য-উপন্যাসেরই অনুরাগী—দেশের কোহিনূর ফেলিয়া কেবল বিদেশী কাচের সমাদর করেন. আশা করি, এ শুভ সংবাদে তাঁহাদের সে ভ্রান্ত ধারণা অপনোদিত হইবে—তাঁহারা আমাদেরই মত আশ্বস্ত—আনন্দিত হইবেন। ভক্ত-সমাজ যে শ্রীগীতগোবিন্দের অফুরন্ত অমৃত-প্রস্রবণে—ভক্তি-মন্দাকিনী-ধারায় শান্তিলাভ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সুধীজন-সমাজের উৎসাহে—ভক্তবৃন্দের শুভাশীর্ব্বাদে শ্রীগীতগোবিন্দের অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। শ্রীগীতগোবিন্দের পুলক-ঝঙ্কারে জ্ঞান-ভক্তির লীলানিকেতন—পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ আবার মুখরিত—অনুপ্রাণিত হইয়া আনন্দ-পুলকে সম্মোহিত হউক—ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর মন-প্রাণ আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমগানে সঞ্জীবিত হউক, ইহাই অভাজনের একমাত্র কামনা।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির দোলপূর্ণিমা, ১৩৩৫ | বিনয়াবনত— শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

চতুর্থ-সংস্করণের ভূমিকা

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥"

উপরি-উক্ত শ্লোকটির যাথার্থ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। বস্তুতঃ মহাকবি শ্রীজয়দেব-বিরচিত শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থে বাক্যের যেরূপ পল্লবিত্ব, যেরূপ পদবিন্যাস, যেরূপ শ্রুতিধরতা, যেরূপ ভাবমাধুর্য্য ও যেরূপ সর্ব্বরসাত্মকতা দৃষ্ট হয়, তাদৃশ আর কোন গ্রন্থে লক্ষিত হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক কথায় এরূপ কবিত্ব, এরূপ মাধুর্য্য ও এরূপ পদবিন্যাস অতি বিরল। কবিবর শ্রীজয়দেব গীতিকাচ্ছলে এই গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুমধুর লীলা বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিতে করিতে ভাবুকের হৃদয় গভীর ভাবভরে বিমোহিত হইয়া পড়ে, চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়, অন্তর-সাগরে সাত্ত্বিক প্রেমরস উথলিয়া উঠে। এই গ্রন্থ ভক্তের কণ্ঠহার, ভাবুক জনের একমাত্র অবলম্বন, ভক্তিরসের একমাত্র আধার। যে কোন সম্প্রদায়ই হউন না কেন, ইহা পাঠ করিলে সকলেরই চিত্ত ভক্তিরসে, প্রেমরসে বিগলিত হইয়া পড়ে, আনন্দাশ্রুতে নয়ন পরিপূর্ণ হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা এই গ্রন্থখানি প্রাঞ্জলভাবে অনুবাদ করিয়া ভক্তমণ্ডলীসকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম। অত্যল্প দিনের মধ্যেই ক্রমে ক্রমে তিনটি সংস্করণের সহস্র সহস্র খণ্ড গ্রন্থ ভক্তমণ্ডলী কর্ত্তৃক

সাদরে সংগৃহীত হইয়াছে। তথাপি ভক্তমণ্ডলীর অনেকের আশা পূর্ণ করিতে না পারিয়া পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কনের জন্য আমাদিগকে বার বার অনুরোধ করায় চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা এবারে সাধ্যানুসারে ভ্রমপ্রমাদগুলি সংশোধিত ও স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অধিকন্তু গ্রন্থের শেষভাগে ইহার একটি পদ্যানুবাদও সংযোজিত হইল। এক্ষণে সাধারণে সাদরে গৃহীত হইলেই সফল-প্রযত্ন হইব, কিমধিকমিতি—

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির } বিনীত—
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীজয়দেব-চরিত

প্রেম-ভক্তি-মন্দাকিনী-লীলালহরিত শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ কাব্যসুধারস-পানে বিভোর—উন্মাদ হইবার পূর্ব্বে প্রেমভক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, সাধকোত্তম শ্রীজয়দেবের ভগবৎপ্রেমে তন্ময় ভক্তিমাধুর্য্যমণ্ডিত জীবনী পাঠ—স্মরণ—মনন করা অত্যাবশ্যক। পাশ্চাত্য-শিক্ষা-গর্ব্বিত যুক্তিবাদী বাঙ্গালী আজ সে অতীত যুগের অলৌকিক কাহিনীতে আস্থাবান্—শ্রদ্ধান্বিত হইবেন কি না, জানি না। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানের লীলামাধুরী শ্রবণে—স্মরণে জীবন ধন্য জ্ঞান করেন, যাঁহারা ভগবৎপদে আত্মসমর্পিতপ্রাণ—যাঁহারা ভক্ত, ভগবান্ ও ভাগবত তিনই এক ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত এই মহাবাক্য প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করেন, শ্রীজয়দেবের অলৌকিক জীবনী তাঁহাদের প্রাণে শান্তির অমিয়ধারা ঢালিয়া দিবে।

শ্রীজয়দেব বীরভূম জেলার অজয়তীরে কেন্দুবিল্ব (বর্ত্তমান কেন্দুলী) গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী। জয়দেবের চরিতকারের ধারণা, তিনি খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু জয়দেব ইহাপেক্ষা পূর্ব্ব-যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কবিবর জয়দেব বাঙ্গালার শেষ রাজা গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। দিল্লী মুসলমানাধিকৃত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা মাণিক্যচন্দ্রের আদেশে রচিত 'অলঙ্কারশেখরে' লিখিত আছে, জয়দেব উৎকলরাজের সভাকবি ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের মহামাণ্ডলিক বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসের 'সূক্তি-কর্ণামৃতে' শ্রীজয়দেবের অমিয়াভ কাব্য উদ্ধৃত আছে। শ্রীগীতগোবিন্দের একখানি প্রাচীন পুথির পরিশেষে লিখিত আছে:—"অথ লক্ষ্মণসেন-নাম-নৃপতিসময়ে শ্রীজয়দেবস্য কবিরাজপ্রতিষ্ঠা।" 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' উক্ত আছে—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীগীতগোবিন্দ-পাঠে অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি নিজে স্থানে স্থানে

ব্যাখ্যা করিয়া ভক্ত-হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করিতেন। তাহা হইলে স্পষ্টই মনে হয়, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাচীনতম মহাগ্রন্থ 'ভক্তমালগ্রন্থে' শ্রীজয়দেবের ভক্তিমাধুরী-রঞ্জিত জীবনী সন্নিবেশিত আছে। তাহার বর্ণনা এইরূপ :—

অতি অল্পবয়সেই শ্রীজয়দেব বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে গমন করিয়া জগন্নাথদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। উৎকলাধিপতি তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহাকে সভাকবির পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহার ভক্তির প্রভাবে শ্রীজগন্নাথদেবও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

সেখানে তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য হইয়াছিল। পুত্রসন্তান না হওয়ায় এক জন ব্রাহ্মণ জগন্নাথদেবের সেবা করিয়া একটি সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। কন্যাটি জগন্নাথদেবের পদে আত্মনিবেদিতপ্রাণা—ভক্তিমতী সুলক্ষণা—রূপগুণসংযুক্তা—নাম পদ্মাবতী। বিবাহযোগ্য বয়সে ব্রাহ্মণ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণকমলে কন্যাটিকে নিবেদন করিতে আসিলে তিনি প্রত্যাদেশ পাইলেন—"জয়দেব নামে এক ভক্ত সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে তোমার ভক্তিমতী কন্যা সম্প্রদান কর।" ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে আনিয়া শ্রীজয়দেবকে গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলেন না। ব্রাহ্মণ পদ্মাবতীকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব পদ্মাবতীকে বলিলেন, "তোমার পিতা চলিয়া গেলেন—তোমার এ স্থানে একাকী থাকা সম্ভব নহে। তোমাকে কোথায় রাখিয়া আসিব, বল ?" ভক্তিস্নিগ্ধকণ্ঠে পদ্মাবতী উত্তর করিলেন—"শ্রীজগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশে পিতা আপনার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন—আপনি আমার স্বামী—দেবতা—আমি কায়মনোবাক্যে আপনার সেবা করিব।" জয়দেব পদ্মাবতীকে পরিহার করিতে পারিলেন না—গ্রহণ করিয়া সংসারী হইলেন ; গৃহে শ্রীরাধামাধব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবার ভার গুণবতী পদ্মাবতীর উপর ন্যস্ত করিলেন। উভয়ের হৃদয়ে শ্যাম-প্রেমের লহরলীলা উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল—সেই উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া শ্রীগীতগোবিন্দ-কাব্যরূপে সেই প্রেমের মন্দাকিনীধারা বহিল।

শ্রীগীতগোবিন্দ লিখিবার কালে শ্রীজয়দেব প্রেম-ভক্তির সকল রসের মধুরোজ্জ্বল চিত্র—কল্পনার মোহন আবেশে ফুটাইয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু মানপ্রকরণে শ্রীভগবান্ খণ্ডিতা নায়িকার পায়ে ধরিবেন, ইহা লিখিতে তাঁহার মত ভক্তের প্রাণে কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। তিনি মহাসমস্যায় পড়িলেন, অনেক চিন্তা করিয়াও

স্মরগরলখণ্ডনম্

মম শিরসি মণ্ডনম্—

পর্য্যন্ত লিখিয়া পাদপূরণ করিতে পারিলেন না। পুথি বন্ধ করিয়া সমুদ্রে স্নানার্থে গমন করিলেন। ভক্তের ব্যথা, আকুল নিবেদন বুঝিয়া স্বয়ং ভগবান্ আসিয়া ভক্তের সমস্যা পূরণ করিলেন—শ্রীহস্তে লিখিলেন—

"দেহি পদপল্লবমুদারম্॥"

স্বামী এইমাত্র স্নানে গেলেন, আবার তৎক্ষণাৎ গৃহে ফিরিয়া পুথি খুলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন দেখিয়া পতিব্রতা পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! এইমাত্র স্নানে গেলেন, এত সত্বর ফিরিয়া আসিলেন কেন?" জয়দেবরূপী শ্রীভগবান্ কহিলেন—"পথে কবিতার একটি ছন্দ মনে আসিল, বিস্মরণভয়ে সত্বর ফিরিয়া লিখিয়া গেলাম।"

পাদপূরণ করিয়া শ্রীভগবান্ প্রস্থান করিবার অনতিবিলম্বে জয়দেব স্নান সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এইমাত্র লিখিয়া যাইতেছেন, আবার অবিলম্বে স্নান করিয়া ফিরিতে দেখিয়া পদ্মাবতী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, এইমাত্র পুথি লিখিয়া গেলেন, আবার এত সত্বর স্নান করিয়া ফিরিলেন কিরূপে?" বিস্মিত জয়দেব বলিলেন, "সে কি, আমি আবার ফিরিয়া পুথি লিখিলাম কখন্—আমি ত স্নান করিয়াই ফিরিতেছি।" পদ্মাবতীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না—তিনি বলিলেন, —"তবে আপনি—না—যিনি আপনার বেশে পুথি লিখিয়া গেলেন, কে আমার স্বামী?" বিস্মিত জয়দেব বস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়াই পুথি খুলিলেন—যাহা দেখিলেন, তাহাতে পুলক-প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন —আনন্দের আতিশয্যে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ক্ষণবিলম্বে বাহ্যচেতনালাভ করিয়া উন্মাদের মত বলিতে লাগিলেন—"আমি ধন্য।

আমার গ্রন্থপ্রণয়ন সার্থক—ভগবান্ স্বয়ং এ কার্য্যে তাঁহার লীলামাধুরী বর্ণনার সমস্যাপূরণ করিয়া স্বীয় কমল-করে দেবাক্ষরে লিখিয়াছেন—

"দেহি পদপল্লবমুদারম্"

পদ্মাবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভগবৎপদে আত্মনিবেদিত-প্রাণা সাধ্বী তুমি ধন্য—তোমার জন্ম সার্থক, তুমি চর্ম্মচক্ষুতে ঋষিগণের অনন্তসাধনার কাম্য শ্রীভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে—আমি হতভাগ্য—আমার ভাগ্যে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিল না।" শ্রীগীতগোবিন্দ-রচনা সম্পূর্ণ হইলে ভক্তপ্রবর জয়দেব হস্তলিখিত পুথিখানি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণ-সরোজে ভক্তিভরে সমর্পণ করিলেন।

তখন মুদ্রণ-যন্ত্রের ও সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তন না হইলেও—লোকমুখে প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত প্রাণমন-বিভ্রমকারী শ্রীগীতগোবিন্দ-গীতি শ্রবণ করিয়া ভক্ত, ভাবুক, পণ্ডিত ও সংসারী সকল সম্প্রদায় আত্মহারা হইতে লাগিলেন—শ্রীগীতগোবিন্দের মহিমার কথা দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—বিদ্বজ্জনসমাজ একবাক্যে জয়দেবের জয়গান করিতে লাগিলেন—অতুলনীয় কবিপ্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 'ভক্তমালগ্রন্থে' একটি প্রবাদ উক্ত হইয়াছে :—

এক মালিনী শ্রীগীতগোবিন্দ গান করিতে করিতে ক্ষেত্রে কাজ করিতেছিল। শ্রীগীতগোবিন্দের ভক্তি-ঝঙ্কারে আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেব সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, গান শুনিতে শুনিতে শ্রীভগবান্ এমন তন্ময় হন যে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের বস্ত্র ক্ষেত্রের কণ্টকে ও ধূলিতে পূর্ণ হয়। পরদিন উৎকল-রাজ শ্রীমন্দিরে গিয়া প্রভুর অঙ্গবস্ত্র ধূলি ও কণ্টকে পূর্ণ দেখিয়া পাণ্ডাদের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যাদেশ পান, অমুক ক্ষেত্রের মালিনীর শ্রীগীতগোবিন্দ-গীতি-মাধুর্য্যে সম্মোহিত হইয়া চিত্ত বিভ্রম ঘটিয়াছিল—সেই জন্যই অঙ্গ ধূলিধূসরিত ও কণ্টকিত হইয়াছে। রাজাদেশে তৎক্ষণাৎ শিবিকা পাঠাইয়া মালিনীকে শ্রীমন্দিরে আনাইয়া গীতগোবিন্দগীতি শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রত্যহ শুনান হইতে লাগিল। তদবধি এখনও পর্য্যন্ত শ্রীমন্দিরে প্রত্যহ শ্রীগীতগোবিন্দ গীত হইয়া

থাকে। শ্রীমন্দিরে কোন দিন গীতগোবিন্দ গীত না হইলে সে দিন শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা অসিদ্ধ হয়।

শ্রীগীতগোবিন্দ শ্রবণে শ্রীজগন্নাথদেবের এত প্রীতি দেখিয়া উৎকলরাজ নিজে একখানি গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করিয়া জগন্নাথদেবের শ্রীচরণে অর্পণ করেন। পরদিন প্রাতে মন্দির খুলিলে সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, জগন্নাথদেব জয়দেবের গীতগোবিন্দখানি রাখিয়া রাজার গীতগোবিন্দখানি ফেলিয়া দিয়াছেন—রাজা এই সংবাদ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ্ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন সঙ্কল্প করিলে দৈববাণী পাইলেন—"রাজা, মনঃক্ষোভ দূর কর—জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথমেই তোমার দ্বাদশটি শ্লোক চিরদিন সন্নিবেশিত থাকিবে। দৈবাদেশ শ্রবণে রাজা আনন্দে আত্মহারা হইলেন; জীবন—সাধনা সার্থক জ্ঞান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

জয়দেবের উপরে ভগবানের অশেষ করুণা—জয়দেবের কষ্টে তিনি নিজে ব্যথিত হইতেন। ভক্তমালে জয়দেবের উপর ভগবানের স্নেহের কথায় লিখিত হইয়াছে, জয়দেব দরিদ্র—তিনি নিজে কুটীরের চাল ছাইতেছিলেন—ভীষণ রৌদ্রে ঘর্ম্মাপ্লুত হইতেছিলেন। ভগবান্ ভক্তের কষ্ট দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ঘরের ভিতর হইতে চাল বাঁধিবার দড়ী জোগাইয়া দিতে লাগিলেন। জয়দেব মনে করিলেন, বুঝি পদ্মাবতী দড়ী তুলিয়া দিতেছেন; কিন্তু কার্য্যশেষে নামিয়া দেখেন, কেহ নাই—শ্রীরাধামাধবের হস্তে ঝুল-ময়লা লাগিয়াছে। তখন বুঝিলেন, ভক্তবৎসল শ্রীহরি তাঁহার জন্য এ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। জয়দেব চরণে পড়িয়া এই অপার স্নেহের জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। পদ্মাবতীর ভক্তিপ্রবাহে সম্মোহিত হইয়া শ্রীরাধামাধব এক দিন তাঁহার প্রদত্ত অন্নভোগ ভোজন করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধামাধবের সেবার ও উৎসবের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইল। ভক্তকবি জয়দেব দেশান্তরে অর্থসংগ্রহের আশায় যাত্রা করিলেন। পথে দস্যুরা ধরিয়া অর্থাদি কাড়িয়া লইয়া হস্তপদ কাটিয়া তাঁহাকে কূপের ভিতর ফেলিয়া দিল। মৃত্যুভয়হীন জয়দেব কূপমধ্যে থাকিয়া অসহ্য যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে মৃগয়া করিতে গিয়া এক

রাজা কূপমধ্যে হরিধ্বনি শুনিয়া জয়দেবকে উত্তোলন করিলেন—সমাদরে শিবিকায় তুলিয়া প্রাসাদে আনিলেন। জয়দেবের চারিত্র্যমাধুর্য্যে, কাব্য-প্রতিভা-প্রভাবে এবং তদীয় কণ্ঠে চিত্তবিমোহন গীতগোবিন্দগীতি শুনিয়া রাজা রাণী মুগ্ধ পুলকিত হইলেন। রাজা জয়দেবের পরিচয় লইয়া লোক ও শিবিকা পাঠাইয়া পদ্মাবতীকে প্রাসাদে আনয়ন করিলেন। বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভক্তপ্রবর জয়দেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণলীলাশ্রবণে, ভক্ত ও বৈষ্ণব-সেবায় ও দানে রাজা রাণী জীবন ধন্য করিতে লাগিলেন। এক দিন জয়দেবের নির্য্যাতনকারী দস্যুগণ বৈষ্ণববেশে রাজভবনে অতিথি হইল। জয়দেব উহাদিগকে চিনিয়াও যথাযোগ্য সম্মানে অতিথি-সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; কিন্তু দস্যুগণ জয়দেবের মাহাত্ম্য না বুঝিয়া মনে করিল, বুঝি জয়দেব পূর্ব্বনির্য্যাতনের প্রতিশোধ লইবার জন্য অবসরের সুযোগ খুঁজিতেছেন। তাহারা আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া পলায়নের জন্য ব্যস্ত হইল। ক্ষমাশীল জয়দেব তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া, রাজাকে বলিয়া তাহাদিগকে বহু অর্থ প্রদান করাইলেন এবং লোকজন সঙ্গে দিয়া বিদায় দিলেন। কিছু দূর গিয়া রাজ-অনুচরগণকে বিদায় দিয়া দস্যুগণ বলিল, "তোমাদের নিকট একটা গুপ্ত-রহস্য বলিব—গোপনে রাজাকে বলিবে—বৈষ্ণব হইবার পূর্ব্বে আমরা এক রাজার অনুচর ছিলাম। রাজা কোন বিশেষ কারণে তোমাদের ঐ মোহান্ত বাবাজীকে আমাদের হত্যা করিতে আদেশ করেন। আমরা তাঁহার হস্তপদ কাটিয়া ছাড়িয়া দিই। গুপ্তকথা প্রকাশের আশঙ্কায় তোমাদের ভণ্ড মোহান্ত রাজাকে অনুরোধ করিয়া আমাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য এই প্রভূত অর্থ প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকে সত্বর বিদায় প্রদান করিলেন।" এই কথা শেষ হইবামাত্র দুর্ব্বৃত্তগণ যেন কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। ভৃত্যগণ সাধুদ্বেষী ব্যক্তির অদ্ভুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অদ্ভুত ঘটনা রাজার নিকট নিবেদন করিল। তখন রাজার প্রশ্নের উত্তরে জয়দেব দস্যুগণের নির্য্যাতনকাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন—"পরহিংসা অকর্ত্তব্য, এই জন্যই আমি দুষ্টগণের শাস্তিবিধান না করিয়া শিষ্টব্যবহারে তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। কিন্তু ভগবানের অমোঘ বিধানে তাহারা কর্ম্মফল ভোগ করিল।"

রাজমহিষীর সহিত পদ্মাবতীরও যথেষ্ট সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। একদা মহিষী ভ্রাতার মৃত্যুতে ভ্রাতৃবধূর সহমরণ জন্য রোদন করিতেছিলেন। সাধ্বী পদ্মাবতী বলিলেন,—"স্বামীর মৃত্যুতে পতিগতপ্রাণা নারীর প্রাণ শরীরে থাকে না।"—মহিষী এ কথা মনে করিয়া রাখিলেন। এক দিন তিনি পদ্মাবতীর কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে জয়দেবের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ প্রদান করিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ পতিপ্রাণা পদ্মাবতীর কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। মহিষী পদ্মাবতীর অতর্কিত মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়া এবং নিজেই ইহার কারণ বুঝিয়া হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। মহিষী-প্রমুখাৎ পদ্মাবতীর নিধনসংবাদ শুনিয়া রাজা মহিষীকে যথেষ্ট অনুযোগ করিয়া জয়দেবের নিকটে সাশ্রুনেত্রে পদ্মাবতীকে জীবনদানের জন্য সকাতরে অনুরোধ করিলে সাধকপ্রবর জয়দেব পদ্মাবতীর কর্ণবিবরে শ্রীকৃষ্ণনামামৃত সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণনামের মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রপ্রভাবে দেখিতে দেখিতে পদ্মাবতী নয়ন উন্মীলন করিয়া সংজ্ঞালাভ করিলেন—যেন তিনি নিদ্রাবেশে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শনের জন্য জয়দেবের আগ্রহ হইল। তিনি রাজা ও রাণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধামাধববিগ্রহকে কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনধামে যাত্রা করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনধামে উপনীত হইয়া জয়দেব কেশিঘাট-তটে ইষ্টমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গীতগোবিন্দগানে সমবেত ভক্তজন-মণ্ডলীকে সম্মোহিত পুলকিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী লীলাগান শ্রবণে—তাঁহাদের সুমধুর চারিত্র্যমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কোন মহাজন কেশীঘাটের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীরাধামাধববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। জয়দেবের তিরোধানের পর জয়পুর-রাজ সেই দিব্যমূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিয়া জয়পুরের ঘাটী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে দীর্ঘকাল বাস করিয়া জীবনের শেষাবস্থায় নির্জ্জনে সাধনভজন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীজয়দেব স্বীয় জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব গ্রামে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন হন। তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন। কেন্দুলী গ্রাম হইতে ১৮ ক্রোশ দূরে গঙ্গা অবস্থিত। জয়দেব

প্রত্যহ ১৮ ক্রোশ হাঁটিয়া গিয়া গঙ্গায় অবগাহন করিতেন। ঘটনাক্রমে এক দিন গঙ্গাস্নানে যাইতে না পারিয়া তিনি বড়ই মনঃক্ষোভে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। সাধকের চিত্তক্ষোভ দর্শনে আর্দ্র হইয়া—ভক্তের মনোব্যথা দূর করিবার জন্য মা গঙ্গা কেন্দুবিল্ব গ্রামে কলনাদে প্রবাহিতা হইয়া পূতসলিলে সমগ্র গ্রাম পবিত্র করিলেন। জয়দেব সে মন্দাকিনী-প্রবাহে স্নাত হইয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিলেন। স্বীয় জন্মভূমিতেই জয়দেবের সাধনলীলার পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁহার পবিত্র স্মৃতির স্মরণার্থ ও সম্মানার্থ এখনও পর্য্যন্ত এই স্থানে প্রতি বর্ষে মাঘ-সংক্রান্তির দিন শ্রীজয়দেবের মেলার অনুষ্ঠান হয়; অসংখ্য ভক্ত বৈষ্ণব সমবেত হইয়া জয়দেবের পুণ্যগাথা-গানে গগন-পবন মুখরিত করেন।

ইহাই জয়দেবের ভক্তি-উচ্ছ্বসিত সাধনাসমুজ্জ্বল অলৌকিক সংক্ষিপ্ত জীবনী। শুদ্ধা ভক্তি—আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস না করিয়া শ্রীভগবানের চরণসরোজে আত্মনিবেদিতপ্রাণ হইলে—সর্ব্বজীবে সমকরুণার আলয় হইলে মানব সাধনাপ্রভাবে যে জগজ্জনকল্যাণ করিতে পারে, এই অলৌকিক জীবনী তাহার মূর্ত্ত আদর্শ।

প্রথমঃ সর্গঃ

(সামোদদামোদরঃ

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয় ।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং,
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ-কেলয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যকৃপাশীধুকণোন্মত্তেন কেনচিৎ ।
টীকা সংগৃহ্যতে গীতগোবিন্দস্য সমাসতঃ ॥
স্বয়ং বোদ্ধুমভিপ্রায়ং জয়দেবমহামতেঃ ।
ক্রমেণোপক্রমাদেষা গ্রথ্যতে বালবোধিনী ॥ *

অথ শ্রীরাধামাধবয়োর্বিজন-কেলি-বর্ণনময়ং শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যং প্রবন্ধমারভমাণস্তত্র চ তয়োঃ সর্ব্বোত্তমতাং নিশ্চিন্বানঃ শ্রীমান্ জয়দেব-নামা কবিরাজস্তমাল-বন-তমঃপুঞ্জ-কুঞ্জসদনাদ্বহিঃ স্থিতয়োস্তত্র প্রবেশায় গদিত-শ্রীরাধিকাসখীবচনমনুস্মরংস্তদেব মঙ্গলমাচরতি। তদ্বর্ণন-ময়ত্বাৎ প্রবন্ধোঽয়ং মঙ্গলরূপ ইতি বিজ্ঞাপয়তি মেঘৈরিতি।

"হে রাধিকে! নভোমণ্ডল নিবিড় জলদজালে সমাবৃত হইয়া উঠিল,

শ্রীরাধামাধবয়ো রহঃ-কেলয়ো জয়ন্তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে। শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বেন সর্ব্বাবতারেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বাৎ শ্রীরাধিকায়াঃ সর্ব্বলক্ষ্মীময়ীত্বেনাস্য সর্ব্বপ্রেয়সীভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাচ্চ। যথোক্তং শ্রীসূতেন,—এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। তথা চ বৃহদ্গৌতমীয়ে—দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ-সংমোহিনী পরেতি। অতএবামুং মনোজ্ঞমং বিঘ্নান্ বিধূয় সংপাদয়ন্তি-ত্যর্থঃ। ভগবতঃ স্বরূপশক্তিবিশেষত্বাৎ কেলীনাং জয়কর্তৃত্বং যুক্তমেব। উৎকর্ষপ্রতিপত্তিরেব জয়তেরর্থঃ। সর্ব্বোৎকর্ষপ্রতিপত্ত্যাবকর্ম্মকঃ যথা জয়তি রঘুবংশতিলক ইতি। ক জয়ন্তি? যমুনাকূলে। কিং লক্ষ্যীকৃত্য?—প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমন্তং লক্ষ্যীকৃত্য তত্রেত্যর্থঃ। কীদৃশয়োঃ?—ইত্থমনেন প্রকারেণ নন্দয়তীতি নন্দঃ, স চাসৌ নিদেশশ্চেতি সঃ নন্দনিদেশঃ শ্রীরাধিকায়াঃ সখীবচনং তস্মাচ্চলিতয়োঃ। নিদেশমাহ,—হে রাধে! যতোঽসৌ নক্তং পূর্ব্বরাত্রৌ ত্বাং বিহায়ান্যাভিঃ কৃতনৃত্যগীতাদ্য-পরাধতয়া ভীরুঃ ভীতঃ ত্বৎকৃতবহুনায়িকাবল্লভতারোপণাশঙ্কী তস্মাত্ত্ব-মেবেমং ত্বন্নিমিত্তানুভূতমর্ম্মব্যথং শ্রীকৃষ্ণং গৃহং মঞ্জুতরেত্যাদি বক্ষ্যমাণং কেলিসদনং প্রাপয়, পুরঃ কেলিসদনমনুসরন্তী এতস্য কেলিসদনপ্রাপ্তা-বনুকূলা ভবেতি। অথবা ত্বমেবেমং গৃহং প্রাপয় গৃহস্থং কুরু, ত্বয়ৈবায়ং গৃহিণীমানস্বিত্যর্থঃ। এবকারেণ সমবধারণেন অস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরেতি কুণ্ডিনবাসিজনানাং রুক্মিণীদেবীং প্রতি আশীর্ব্বচনং, ত্বমেব অস্য ভার্য্যা ভবেত্যাশীঃ সূচিতা। 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী

বনভূভাগও শ্যামল তমালতরুনিকরে অন্ধকারময়, শ্রীকৃষ্ণ অতীব ভয়শীল, নিশাভাগে একাকী গমনে সমর্থ হইবেন না; সুতরাং তুমি

গৃহমুচ্যতে ইত্যুক্তেঃ। জ্যোৎস্নাবত্যামস্যাং জনাকুলায়াং ময়া কথমসৌ প্রবেশনীয়স্তত্র সময়ানুকূল্যমাহ। মেঘৈরম্বরমাকাশং মেদুরং স্নিগ্ধম্ আচ্ছাদিতমিত্যর্থঃ। অস্য প্রিয়ামিলনেচ্ছোদ্ভূতমেঘাবৃতশ্চন্দ্র ইত্যর্থঃ। বনভুবস্তমালদ্রুমৈঃ শ্যামাঃ নিবিড়ান্ধকারৈর্ন লক্ষিতাঃ ততোহত্র ন কাপি শঙ্কেত্যর্থঃ। এতদনন্তরমেবৈতল্লীলাবসরে সাপীদং বক্ষ্যতি অক্ষ্যো-নিক্ষিপদঞ্জনমিত্যাদিনা। ততো বিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভা-ব্যতে। তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয় ইতি শ্রীশুকোক্তিরিয়ম্। জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে ইতি কাব্যপ্রকাশোক্তের্নমস্ক্রিয়া সূচিতা। শ্রীরাধামাধবয়ো রহঃ-কেলয়োঽত্র প্রতিপাদ্যাঃ। অতো বস্তু-নির্দ্দেশোঽপি। এবং পক্ষত্রয়প্রতিপাদনৈর্মহাকাব্যত্বমুক্তং যথা কাব্যা-দর্শে—সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণম্। আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তু-নির্দ্দেশো বাপি তন্মুখমিতি। রাধামাধবয়োরিত্যনেন তয়োরন্যোন্যাব্যভি-চারিবিদ্যোতমানতা সূচিতা। যথোক্তং ঋক্পরিশিষ্টে—রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা ইত্যাদি। রাধামাধবয়োরিত্যত্র সমাসেন তয়োঃ পরস্পরবিদ্যোতমানতা ব্যজ্যতে। শৃঙ্গাররসপ্রধানং হি কাব্যং, শৃঙ্গাররসে স্ত্রিয়া এব প্রাধান্যম্ ইতি শ্রীরাধায়াঃ প্রাঙ্ নির্দ্দেশঃ॥ ১॥

ইঁহাকে আপনার সমভিব্যাহারে লইয়া গমন কর।" নন্দকর্তৃক এই-রূপে অনুজ্ঞপ্ত হইয়া বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধাসতী হঁরি সমভি-ব্যাহারে পথপ্রান্তবর্ত্তী কুঞ্জতরুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং কালিন্দী-কূলে সমুপস্থিত হইয়া বিরলে (মনসুখে) কেলি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের সেই গুপ্তকেলি ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণ মহাত্মগণের হৃদয়-মন্দিরে প্রস্ফুরিত হইয়া জয়লাভ করুক॥ ১॥

বাগ্দেবতা চরিত চিত্রিত চিত্তসদ্মা,
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত-
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম ॥ ২

এবমাদ্যৈকপদ্য-সূচিতকেলিস্ফুরণোপস্থাপিতানন্দ-পূরপ্লাবিতান্তঃকরণ-তয়া উদ্যৎকারুণ্যেনাধুনিকভক্তজনানুগ্রহপরবশঃ সন্ কবিরেতদ্ব্যক্তীকরণায় প্রবন্ধেনানুসংদধদাত্মনস্তৎসামর্থ্যং সমর্থয়ন্নাহ বাগ্দেবতেতি। জয়ং সর্ব্বোৎকৃষ্টং শ্রীকৃষ্ণং দেবয়তি দ্যোতয়তি স্বভক্ত্যা প্রকাশয়তীতি জয়-দেবঃ অতঃ স এব কবিস্তদ্বর্ণনকৃতী এতৎ শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যং প্রবন্ধং প্রকর্ষেণ বিধ্যতে শ্রোতৃণাং হৃদয়মস্মিন্নিতি প্রবন্ধস্তং করোতি প্রকাশ-য়তি। শ্রোতৃহৃদয়বন্ধনশক্তিরস্য কথং স্যাৎ, অত আহ,—শ্রীরত্র রাধা বসুবংশেন দিব্যতীতি বসুদেবো হি শ্রীনন্দঃ দ্রোণো বসূনাং প্রবর ইত্যুক্তেঃ তস্যাপত্যং বাসুদেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তয়োর্যাঃ রতিকেলিকথাস্তাভিঃ সহিতং তল্লীলাবিশেষবর্ণনরূপমিত্যর্থঃ। এবঞ্চৈতৎ কথময়ং কর্ত্তুং শক্নু-য়াদত আহ বাচাং বক্তব্যত্বেনোপস্থিতানাং তৎকেলিময়ীনাং দেবতা বক্তা প্রবর্ত্তকশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্তচ্চরিতেন চিত্ররূপেণ লিখিতং চিত্তরূপং সদ্ম মনো গৃহং যস্য সঃ ইন্দ্রিয়শক্তির্দেবতাধীনা নিজেষ্টদৈবতং বাগ্দেবতাত্বেন রূপিতমতএব তৎকর্ত্তৃকত্বং, তত্রৈব পর্য্যবস্যেৎ; তথা চ চিত্তস্য ফলকত্বেন চরিত্রস্য চিত্রবিশেষত্বনিরূপণাদ্ যথা চিত্রবিশেষঃ ফলকমধিষ্ঠায় স্বয়মেব প্রকাশয়তি তথাত্রাপীত্যর্থঃ। এবং বাচাং মনসশ্চ মাধবপরতোক্তা। এতাবতাপি কথং তচ্ছক্তিরতঃ কায়িকবৃত্তেঃ শ্রীরাধিকাপরত্বমাহ। পদ্মং বিদ্যতে করে যস্যাঃ সা পদ্মাবতী শ্রীরাধা শরাবত্যাদীনামিত্যাদি গ্রহণা-

---

যাঁহার চিত্তমন্দির হরির চরিত-চিত্রে সমঙ্কিত, যিনি শ্রীরাধিকার

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো,
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং,
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥ ৩

দ্দীর্ঘঃ তস্যাশ্চরণয়োর্নিমিত্তভূতয়োরেব চারণচক্রবর্ত্তী নর্ত্তকশ্রেষ্ঠঃ নৃত্যাদিনা সদা তদারাধনতৎপর ইত্যর্থঃ। অনেন তৎপ্রধানোপাসনাস্যনো দর্শিতা ॥ ২ ॥

এবমাত্মনস্তদযোগ্যতামাপাদ্য সিদ্ধেঽপি প্রতিজ্ঞাতেঽর্থে চিত্তবিনোদকত্বাভাবাৎ কদাচিন্মন্দজনাঃ শ্রদ্ধা ন দধ্যুরিত্যধিকারিণোঽপি নিশ্চিন্বন্নাহ যদীতি। ভো ভক্তজন! যদি হরিস্মরণে শ্রীকৃষ্ণানুচিন্তনে মনঃ সরসং স্নিগ্ধং, যদি সবিলাসস্য রাসকুঞ্জাদিলীলায়াঃ কলাসু বৈদগ্ধীচারুচেষ্টাসু কুতূহলং কৌতুকমস্তি, তদা জয়দেবকবেঃ সরস্বতীং বাণীং শৃণু। কীদৃশ্যসৌ? যস্যা এবাধিকারিণোঽপি নিশ্চনোষীত্যাহ শৃঙ্গাররসপ্রাধান্যান্মধুরা ঝটিত্যর্থাবগতেঃ কোমলা গেয়ত্বাৎ কান্তা কমনীয়পদা পদাবলী পদশ্রেণী যস্যাস্তাম্। এভিঃ পদ্যৈঃ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাধিকারিণোঽপি দর্শিতাঃ। রাধামাধবয়ো রহঃকেলয়োঽত্রাভিধেয়াঃ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাবঃ সম্বন্ধঃ। তৎকেলীনামনুমোদনজনিতানন্দানুভবঃ প্রয়োজনং এতদ্রসভাবিতান্তঃকরণোঽধিকারী ॥ ৩॥

পাদপদ্মসেবনে নিরত, সেই মহাকবি নর্ত্তকপ্রবর জয়দেব শ্রীহরির রতিকেলিকথা-সম্বন্ধীয় এই গীতগোবিন্দনামক প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন ॥ ২ ॥

হে ভক্তজন! যদি শ্রীকৃষ্ণস্মরণে চিত্ত রসপূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয়, যদি বিলাসকলা-শিক্ষায় কৌতূহল বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে যাহা মধুর, কোমল ও রমণীয় পদাবলীতে গ্রথিত, সেই জয়দেবভারতী আকর্ণন কর ॥৩॥

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং,
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনঃ,
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ ॥ ৪

অথৈতদাবেশেনৈবান্যত্র প্রাকৃতবর্ণনপ্রায়তামালোক্যাত্মনঃ প্রৌঢ়িমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ বাচ ইতি। উমাপতিধরনামা কবিঃ বাচঃ পল্লবয়তি বিস্তারয়তি মাত্রং, ন তু কাব্যগুণযুক্তাঃ করোতি; পল্লবগ্রাহিতা দোষোঽস্য। শরণনামা কবিঃ দুরূহস্য দুর্জ্ঞেয়স্য কাব্যস্য দ্রুতে শীঘ্ররচনে শ্লাঘ্যঃ, ন তু প্রসাদাদিগুণযুক্তে। শৃঙ্গার এবোত্তরঃ শ্রেষ্ঠো যত্র তস্য সৎপ্রমেয়স্য সামান্যনায়কনায়িকাপ্রায়বর্ণনস্য রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনস্য স্পর্দ্ধাবান্ কোঽপি ন বিশ্রুতঃ, ন রসান্তরবর্ণনৈঃ। ধোয়ীনামা কবিরাজঃ শ্রুতিধরঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রবণমাত্রেণ গ্রন্থাধিকারী, ন তু স্বয়ং কবিতয়া। গিরাং শুদ্ধিং শোধনপ্রকারং জয়দেব এব জানীতে, কেবলভগবদ্গুণবর্ণনরূপং তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লব ইত্যুক্তেঃ। অথবা দৈন্যোক্তিরিয়ং, যথা গিরাং সন্দর্ভশুদ্ধিং কিং জয়দেব এব জানীতে ন জানীত এব। যত্র উমাপতিধরঃ বাচঃ পল্লবয়তি, শরণো দুরূহদ্রুতে শ্লাঘ্যঃ, গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য তুল্যো নাস্ত্যেব, ধোয়ী তু

কবিশ্রেষ্ঠ উমাপতি বাক্য পল্লবিত করিতে সুদক্ষ; কঠিন পদবিন্যাসে ও দ্রুতলিখনে শরণের প্রশংসা সর্ব্বত্র বিখ্যাত; আদিরসাত্মক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৎকবিতা-রচনায় গোবর্দ্ধনাচার্য্যের সদৃশ অন্য কাহাকেও লক্ষিত হয় না, কবিরাজ ধোয়ীর শ্রুতিধরতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ;

(গীতম্)

(মালব-গৌড়রাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে)

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং,
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্ ।
কেশব ধৃতমীনশরীর,
জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥ (ধ্রুবম্)

কবীনাং রাজা শ্রুতিধরশ্চ। যদ্যপি স্বয়ং দৈন্যেনৈবমুক্তং তথাপি সরস্বতী পূর্ব্বার্থমেব প্রমাণয়তি ॥ ৪ ॥

অথ তৎকেলীনাং সর্ব্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনায়াদৌ সর্ব্বরসাশ্রয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য মৎস্যাদ্যবতারত্বেন সর্ব্বরসাধিষ্ঠাতুরখিলনায়কশিরোরত্নতাং প্রতিপাদয়ন্ সর্ব্বোৎকর্ষাবির্ভাবনং প্রার্থয়তি প্রলয়েত্যাদিনা বসন্তে বাসন্তীত্যন্তেন। কেশব ইতি কেশিদৈত্যনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ। জয় সর্ব্বোৎ-কর্ষমাবিষ্কুরু, তদাবিষ্করণসামর্থ্যে হেতুঃ। হে জগদীশ! জগতাং ঈশ! তথাবিধত্বেঽপি কারুণ্যমাহ। হরে হরতি ভক্তানামশেষক্লেশমিতি হরিঃ। হে তথাবিধ! তৎক্লেশহরত্বং তদেকপ্রয়োজনমাত্রাবতারত্বেন প্রতিপাদ-য়তি। তত্রাদৌ মীনরূপেণ নৌকারূপপৃথিব্যাকর্ষণেনাহ প্রলয়েতি। ধৃতং স্বেচ্ছয়াবিষ্কৃতং মৎস্যাকারং শরীরং যেন হে তথাবিধ! জয়। জয় জগদীশ হরে ইত্যেব ধ্রুবপদং প্রতিপদমনুবর্ত্তমানত্বাৎ। তদাকর্ষণপ্রকার-মাহ।—প্রলয়কালীনা যে সমুদ্রাস্তেষামেকীভূতে জলে মগ্নং বেদং অখেদং

কিন্তু সর্ব্বভাবগর্ভ, সর্ব্বরসাত্মক গ্রন্থরচনায় একমাত্র কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেবই সমর্থ সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

হে কেশব! হে মীনদেহধারিন্! হে জগদীশ! হে হরে! প্রলয়সময়ে বেদত্রয় সাগর-গর্ভে নিমগ্ন হইলে তুমিই মীনরূপে নৌকার ন্যায়

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে,
ধরণিধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে ।
কেশব ধৃতকচ্ছপরূপ (কূর্ম্মশরীর),
জয় জগদীশ হরে ॥ ৬ ॥

যথা স্যাত্তথা ধৃতবানসি। তৎপ্রকারমাহ।—কৃতং নৌকায়াশ্চরিত্রং যত্র তৎ ইত্যপি ক্রিয়াবিশেষণং, সত্যব্রতং প্রলয়ক্লেশাদপাদিত্যর্থঃ। অনেনৈব মীনস্য বীভৎসরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৫ ॥

ন কেবলং তদাকর্ষণমাত্রেণ অপি তু তদ্ধারণপূর্ব্বকস্থিত্যাপীত্যাহ ক্ষিতিরিতি। সর্ব্বত্র পূর্ব্ববন্মুখবন্ধযোজনা। হে ধৃতকচ্ছপরূপ! তব পৃষ্ঠে ক্ষিতিস্তিষ্ঠতি। নমু পঞ্চাশৎকোটিযোজনবিস্তীর্ণা কথং মম পৃষ্ঠে স্থিতা ইত্যাহ।—অতিশয়নে বিপুলতরে পৃথিব্যাপেক্ষয়াপ্যধিকবিস্তীর্ণে। পুনঃ কীদৃশে?—ধরণ্যাঃ ধারণেন যৎ কিণচক্রং শুষ্কব্রণসমূহস্তেন কঠিনে। অনেন কূর্ম্মস্যাদ্ভুতরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৬ ॥

সম্যক্‌রূপে সেই বেদের রক্ষাবিধান করিয়াছিলে; তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ৫ ॥

হে কেশব! হে কূর্ম্মরূপধারিন্! হে জগদীশ! হে হরে! দ্বিতীয়াবতারসময়ে বসুমতী তোমার বিশালতর পৃষ্ঠদেশে অধিষ্ঠিত হইয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় তোমার পৃষ্ঠদেশ পৃথিবীধারণে ব্রণাঙ্কিত হওয়াতে অধিকতর গৌরবান্বিত হইয়াছিল; তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ৬ ॥

প্রথমঃ সর্গঃ

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না,
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ,
জয় জগদীশ হরে ॥ ৭ ॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং,
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ,
জয় জগদীশ হরে ॥ ৮

ন চৈতাবতৈবোদ্বহনপূর্ব্বোদ্গমনেনাপীত্যাহ। হে ধৃতশূকররূপ! তব দন্তাগ্রে ধরণী লোকধারণকর্ত্র্যপি লগ্না বসতি। কুত্র কেব?—শশিনি চন্দ্রে নিমগ্না কলঙ্কস্য কলেব। অত্র দশনস্য বালচন্দ্রেণোপমা ধরণ্যাঃ কলঙ্ককলয়া, অতএব নিমগ্নশব্দস্য উপাদানম্। অনেনৈব বরাহস্য ভয়ানকরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৭ ॥

নাত্মনঃ ক্লেশসহনমাত্রেণ পরপীড়য়াপীত্যাহ। হে ধৃতনরহরিরূপ! তব করকমলবরে নখমস্তি। কীদৃশম্?—অদ্ভুতম্ আশ্চর্য্যং শৃঙ্গমগ্রভাগো যস্য তাদৃশম্। অদ্ভুতত্বমেবাহ।—বিদারিতো হিরণ্যকশিপোর্দৈত্যস্য তনুরূপভৃঙ্গো যেন তৎ। অন্যদ্ধি কমলাগ্রং ভৃঙ্গেণ দল্যতে ইদন্তু

হে কেশব! হে শূকররূপধারিন্! হে জগদীশ! তৃতীয়াবতারে ধরণী-দেবী তোমার বিমল-দন্তাগ্রকোটিতে সংলগ্ন হইয়া শশধরে কলঙ্করেখার ন্যায় বিরাজিত হইয়াছিলেন; হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ৭ ॥

হে কেশব! হে নরসিংহরূপধারিন্! হে জগদীশ! ভ্রমরেরা পদ্মের অগ্রভাগ ভেদ করিয়া থাকে; কিন্তু তোমার করপদ্মে নখরূপ অত্যদ্ভুত

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন,
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ,
জয় জগদীশ হরে ॥ ৯ ॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং,
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ,
জয় জগদীশ হরে ॥ ১০ ॥

কমলাগ্রং ভৃঙ্গং ব্যদালীদিত্যদ্ভুতশৃঙ্গত্বং নখস্যেত্যর্থঃ। অনেনৈব শ্রীনৃসিংহস্য বৎসলরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৮ ॥

অপিচ কপটদৈন্যাদিনাপীত্যাহ। হে ধৃতবামনরূপ! হে অদ্ভুতবামনরূপ! বিক্রমণে পাদাক্রমণনিমিত্তমুপাদায় বলিং ছলয়সি বঞ্চয়সি। পদনখনীরেণ জনিতং জনানাং পাবিত্র্যং যেন হে তাদৃশ! জয় এতদদ্ভুতত্বম্। অনেনৈব বামনস্য সখ্যরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৯ ॥

ন সকৃন্মাত্রপরপীড়য়া অসকৃত্তৎপীড়য়াপীত্যাহ। হে ভৃগুপতিরূপ! ক্ষত্রিয়াণাং যদ্রুধিরং তন্ময়ে পয়সি জলে জলরূপে কুরুক্ষেত্রস্থতীর্থে জগৎ

শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রকাশিত হইয়া হিরণ্যকশিপুর দেহরূপ ভ্রমরকে বিদীর্ণ করত অদ্ভুত গুণ প্রকাশ করিয়াছিল; হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ৮ ॥

হে কেশব! হে বামনাবতার! হে জগদীশ! ত্বদীয় চরণনখাগ্র হইতে বিনিঃসৃত জলে বিশ্বসংসার পবিত্রভাব ধারণ করিয়াছে, তুমি বামনরূপী হইয়া ত্রিপাদ দ্বারা জগৎ আক্রমণপূর্ব্বক দৈত্যনাথ বলিকে ছলনা করিয়াছিলে; হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ৯ ॥

হে কেশব! হে ভৃগুরামাবতার! হে জগদীশ! তুমি পিতৃবধজনিত

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং,
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরামশরীর,
জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ ॥

প্রাণিমাত্রং অপগতপাপং যথা স্যাত্তথা স্নপয়সি। কীদৃশম্?—তেন স্নপনেন শমিতঃ সংসারতাপো যস্য তাদৃশঃ। তৎস্নানেন পাপক্ষয়াৎ জ্ঞানোৎপত্ত্যা ভবতাপশান্তিরিত্যর্থঃ। অনেনৈব পরশুরামস্য রৌদ্ররসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্। ১০॥

ন চৈতাবতা প্রিয়াবিয়োগাদিদুঃখসহনেনাপীত্যাহ। হে ধৃতরঘুপতিরূপ! সংগ্রামে দশসু দিক্ষু রাবণস্য যে মস্তকাস্ত এবোপহারস্তং দদাসি। কিমত্যচেতনাসু দিক্ষু বলিদানং দিশাং পতীনামিন্দ্রাদীনামভীষ্টং তৈরপি কথং স বলিঃ কাঙ্ক্ষ্যতে, রমণীয়ং পরোদ্বেজকস্য রাবণস্য মৌলিবলিস্তেষাং রতিজনক ইত্যর্থঃ। অনেনৈব শ্রীরামস্য করুণরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্॥ ১১॥

ক্রোধভরে অন্ধ হইয়া ক্ষত্রিয়-রুধিরে বসুমতীকে অভিষিক্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের পাপতাপ হরণ করিয়াছিলে; হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ১০॥

হে কেশব! হে রামাবতার! হে জগদীশ! তুমি দশাননসংহারকালে দশদিক্‌পালকুলের চিরবাঞ্ছিত রাক্ষসরাজের দশমুণ্ড বলিরূপে প্রদান করিয়াছিলে; হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ১১॥

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং,
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্ ।
কেশব ধৃতহলধররূপ,
জয় জগদীশ হরে ॥ ১২ ॥
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং,
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর,
জয় জগদীশ হরে ॥ ১৩ ॥

নৈতাবন্মাত্রং স্বপ্রেয়সী-শ্রমরূপ-ক্লেশাপনোদনায়াত্মভক্তযমুনাকর্ষণাদিনা-প্যাহ। হে ধৃতহলধররূপ! ত্বং শুভ্রে বপুষি জলদবন্নীলং বসনং ধারয়সি। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে,—হলেন হতের্হননং তদ্ভীত্যা মিলিতা যমুনা তদ্বদাভা যস্য তৎ। অনেনৈব শ্রীহলধরস্য হাস্যরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ নিজাজ্ঞারূপবেদবিরুদ্ধবাদপ্রবর্ত্তনেনাপীত্যাহ। ত্বং যজ্ঞবিধের্যজ্ঞবিধায়কবেদবাক্যসমূহং নিন্দসীত্যহহেত্যদ্ভুতং স্বয়ং বেদান্ প্রকাশ্য স্বয়মেব নিন্দসীত্যদ্ভুতম্। তৎপ্রকারমাহ।— দর্শিতঃ পশূনাং ঘাতো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা কথং নিন্দসীত্যাহ। পশুষু সদয়ং হৃদয়ং যস্য হে

হে কেশব! হে বলদেবরূপিন্! হে জগদীশ! তুমি বলরামরূপে জলদশ্যামল নীলাম্বর ধারণপূর্ব্বক হলাকর্ষণভয়ে সঙ্কুচিতা কালিন্দীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলে; হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ১২ ;

হে কেশব! হে বুদ্ধশরীরধর! হে জগদীশ! পশুবধদর্শনে তোমার সকরুণ কোমল হৃদয় আর্দ্রীভূত হইলে তুমি হিংসার দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং,
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর,
জয় জগদীশ হরে ॥ ১৪ ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং,
শৃণু শুভদং সুখদং ভবসারম্।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ,
জয় জগদীশ হরে ॥ ১৫ ॥

তাদৃশ অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইত্যাদিনা দৈত্যমোহনায় পশুষু দয়াসহিত ইত্যর্থঃ। অহেঃ পয়ঃ পোষ ইব দৈত্যানাং যজ্ঞকরণমনুচিতমিতি তন্মোহনং যুক্তমিত্যর্থঃ। অনেনৈব বুদ্ধস্য শান্তরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ১৩ ॥

বুদ্ধধর্ম্মং বিনা প্রাণিবধেনাপীত্যাহ। হে ধৃতকল্কিশরীর! ত্বং ম্লেচ্ছনিবহস্য নাশনিমিত্তং করবালং খড়্গং কলয়সি, কলিহল্যোঃ কামধেনুত্বাদ্ধারয়সি। কীদৃশম্?—কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং অতিশয়মিত্যর্থঃ। করালং ভয়ঙ্করম্। কমিব?—ধূমকেতুনামা য ঔৎপাতিকো গ্রহস্তমিব। অনেনৈব কল্কিনো বীররসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ১৪ ॥

এবং প্রত্যেকাঙ্গরসাধিষ্ঠাতৃপুরস্কারেণ নিবেদ্য সমুদিতাঙ্গরসাধিষ্ঠাতৃ-

---

যজ্ঞবিধানপ্রবর্ত্তক বেদের অপবাদ দিয়াছিলে; হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ১৩ ॥

হে কেশব! হে কল্কিরূপিন্! হে জগদীশ! তুমি যুগাবসানে ম্লেচ্ছকুলের সংহারার্থ ধূমকেতুর ন্যায় আবির্ভূত হইয়া করকমলে ভীষণদর্শন অসি ধারণ করিবে; হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ১৪ ॥

হে কেশব! হে দশাবতারধারিন্! হে জগদীশ! কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীজয়দেব

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥ ১৬॥

পুরস্কারেণ নিবেদয়তি। হে দশাবিধরূপ শ্রীকৃষ্ণ! জয়। জয়দেবকবের্ময়েদমুদিতং শৃণু। কীদৃশম্?—শুভদং জগন্মঙ্গলপ্রদম্। যতো ভবস্ত জন্মনঃ ত্বদবতারাণাং সারং রহস্যং যত্র তৎ, অতএবোদারং পরমং মহৎ সুখদং পরমানন্দপ্রদং জন্ম গুহ্যমিতি শ্রীসূতোক্তেঃ॥ ১৫॥

অথ বর্ত্তমানপ্রত্যয়ৈরবতারাণাং তত্তল্লীলানামপি নিত্যত্বপ্রতিপাদনেন শ্রীকৃষ্ণস্য নিত্যং তত্তদবতারলীলত্বং বক্তুং উক্তগীতার্থমেকশ্লোকেন নিবধ্নন্নাহ বেদানিতি। দশাবতারান্ কুর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণায় সর্ব্বাকর্ষণানন্দায় তুভ্যং নমোহস্তু। দশাকৃতিত্বং প্রকটয়ন্নাহ। মীনরূপেণ বেদোদ্ধরণং কুর্ব্বতে, কূর্ম্মরূপেণ ভুবনানি বহতে, বরাহরূপেণ পৃথিবীমণ্ডলমূর্দ্ধং নয়তে, নৃসিংহরূপেণ হিরণ্যকশিপুং দারয়তে, বামনরূপেণ বলিং ছলয়তে, ছলেন

যাহা বর্ণনা করিতেছেন, ইহা মনোরম, কল্যাণপ্রদ, সুখকর ও সংসারের সারভূত; তুমি ইহা আকর্ণন কর; তুমি জয়যুক্ত হও॥ ১৫॥

তুমি মৎস্যাবতারে বেদের উদ্ধারসাধন করিয়াছ, কূর্ম্মাবতারে বসুমতীকে পৃষ্ঠোপরি বহন করিয়াছ, বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক ধরণীকে ঊর্দ্ধে সমুত্তোলন করিয়াছ, নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুর বিশাল বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছ, বামনাবতারে ত্রিপাদভূমিপ্রার্থনাচ্ছলে দৈত্যনাথ বলিকে প্রবঞ্চিত করিয়াছ, পরশুরামরূপী হইয়া ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিয়াছ. রামাবতারে রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাভূত করিয়াছ,

(গীতম্)

(গুর্জ্জরীরাগেণ নিঃসারতালেন চ গীয়তে)

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল (এ)
কলিতললিতবনমাল! জয় জয় দেব হরে॥ ১৭॥ (ধ্রুবম্)

ব্যাজেনাত্মসাৎ কুর্ব্বতে, পরশুরামরূপেণ দুষ্টক্ষাত্রিয়াণাং নাশং কুর্ব্বতে, শ্রীরামরূপেণ রাবণং জয়তে, বলভদ্ররূপেণ দুষ্টদমনায় হলং ধারয়তে, বুদ্ধরূপেণ কারুণ্যং বিস্তারয়তে. কল্কিরূপেণ ম্লেচ্ছান্নাশয়তে। অনেনৈব সর্ব্বাবতারিত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বরসত্বং সিদ্ধম্॥ ১৬॥

অথ তেনৈব সর্ব্বোপাস্যত্বেঽপি ধ্যেয়বিশেষত্বং বদন্ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বনায়কশিরোরত্নতাপ্রতিপাদনায় ধীরোদাত্তত্বাদি-চতুর্ব্বিধ-নায়ক-গুণসমন্বয়েন সর্ব্বোৎকর্ষাবির্ভাবনং প্রার্থয়তে শ্রিতকমলেত্যাদিভিঃ। তত্র পরমব্যোমনাথত্বেন ধীরললিতত্বমাহ। শ্রিতমাশ্রিতং লক্ষ্ম্যাঃ কুচমণ্ডলং যেন হে তাদৃশ! অনেন বিদগ্ধত্বপরিহাসবিশারদত্বপ্রেয়সীবশত্বনিশ্চিন্তত্বানি সূচিতানি। অতএব ধৃতে কুণ্ডলে যেন হে তাদৃশ! ধৃতা সুন্দরী বনমালা যেন হে তাদৃশ! অনেন বিশেষণদ্বয়েন নবতারুণ্যং তেনৈব বেশবিন্যাসসিদ্ধেঃ। হে দেব! হে হরে! জয় উৎকর্ষমাবিষ্কুরু। ইতি সর্ব্বত্র যোজনা নিষ্পাদ্যাঽবিশেষেণ। জয় জয় দেব হরে ইতি ধ্রুবপদম্॥ ১৭॥

বলরামরূপী হইয়া হল-করে বিরাজ করিয়াছ, বুদ্ধরূপে সংসারে সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছ, অবশেষে কল্কিরূপে ম্লেচ্ছকুলকে বিমোহিত করিবে। হে দশাবতারধারিন্! হে কৃষ্ণ! তোমাকে প্রণাম॥ ১৬॥

হে পদ্মাপয়োধরবিহারিন! হে কুণ্ডলধারিন্! হে মনোহরবনমালাধর! হে দেব! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ১৭॥

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন (এ)
মুনিজনমানসহংস ! জয় জয় দেব হরে ॥ ১৮ ॥
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন (এ)
যদুকুলনলিন-দিনেশ ! জয় জয় দেব হরে ॥ ১৯

অথ সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ধ্যেয়ত্বেন ধীরশান্তত্বমাহ। সূর্য্যমণ্ডলং মণ্ডয়তি ভূষয়তীতি হে তথাবিধ ! জয়। ইতি ক্লেশসহনত্বং বিনয়াদিগুণোপেতত্বঞ্চ ; অতএব মননশীলানাং মানসহংস ! মানসে সরসি হংস ইব সদা তচ্চিত্তে স্থিত ইত্যর্থঃ ; অতএব সমপ্রকৃতিকত্বং বিনয়াদিগুণোপেতত্বঞ্চ ; তেন তৎসংসারং নাশয়তীতি হে তাদৃশ ইতি বিবেচকত্বম্ ॥ ১৮ ॥

নিজোপাস্যত্বেনাপি ধ্যেয়বিশেষত্বেন ধীরোদ্ধতত্বমাহ দ্বাভ্যাম্। কালিয়-নামা বিষধরঃ সর্পস্তস্য গঞ্জন। জনান্ ব্রজজনান্ রঞ্জয়তীতি হে জনরঞ্জন ! কিমিতি তান্ রঞ্জয়ামীত্যাহ। যদুকুলমেব নলিনং তস্য দিনেশ সূর্য্য ইব। যাদবানাং হিতার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া ইত্যাদি বচনাদ্‌গোপা এব যাদবা, অতো গোকুলপ্রকাশক ইত্যর্থঃ। কালিয়েতি মাৎসর্য্যবত্ত্বং জন-রঞ্জনেতি যদুকুলেতি চ অহঙ্কারিত্বং অস্মত্তয়া মমতয়া চ জনরঞ্জনাদি-সিদ্ধেঃ ॥ ১৯ ॥

হে ভাস্করমণ্ডলভূষণ ! হে ভবদুঃখহারিন্। তুমি মননশীল মুনিবৃন্দের চিত্তগত পরব্রহ্ম ; তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ১৮ ॥

হে কালিয়দর্পহারিন্ ! হে জনমানসরঞ্জন ! তুমি যদুবংশরূপ কমলিনীর ভাস্করস্বরূপ ; তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ১৯ ॥

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন (এ)
সুরকুলকেলিনিদান ! জয় জয় দেব হরে ॥ ২০ ॥
অমলকমলদললোচন ভবমোচন (এ)
ত্রিভুবনভবননিধান ! জয় জয় দেব হরে ॥ ২১ ॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ (এ)
সমরশমিতদশকণ্ঠ ! জয় জয় দেব হরে ॥ ২২ ॥

তস্যৈব দ্বারকাতুপাস্যত্বেনাহ। মধুমুরনরকান্ বিনাশয়তীতি হে তথা-বিধ ! জয়। গরুড়ঃ পক্ষিরাজঃ স এব আসনং যস্য হে তাদৃশ ! সুরকুল-কেলীনাং নিদানং আদিকারণং হে তাদৃশ ! এতৈর্মায়াবিত্বাদিচতুষ্টয়ম্ ॥ ২০ ॥

সর্ব্বতাপোপশমনপূর্ব্বকসর্ব্বাভীষ্টপ্রদতয়া দেবসাহায্যকরূপেণ ধীরো-দাত্তত্বমাহ দ্বাভ্যাম্। নির্ম্মলকমলদলে ইব তাপশমকে লোচনে যস্য হে তাদৃশ ! জয় ইতি। তাদৃশলোচনোপলক্ষিতগম্ভীরত্বং কথং তাপশমকং অত আহ।—ভবং সংসারং মোচয়তীতি হে তাদৃশ ! ইতি করুণত্বম্। তদপি কুতঃ ?—ত্রিভুবনানাং ভবনস্য নিধানো নিধিরিব কারণং জনক ইত্যর্থঃ। ইতি বিনয়িত্বম্ ॥ ২১ ॥

জনকসুতয়া কৃতং ভূষণং যস্য হে তাদৃশ ! জয়। ইতি সুদৃঢ়ব্রতত্বম্।

হে মধুসূদন ! হে মুররিপো ! হে নরকাসুরধ্বংসকারিন্ ! হে গরুড়বাহন ! তুমি অমরনিকরের কেলিকলাপের মূলীভূত কারণ ; তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২০ ॥

হে অম্লানকমললোচন ! তোমার কৃপাতেই ভববন্ধন-বিমোচন হয়, তুমিই ত্রিসংসারস্থিতির একমাত্র আধার ; তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২১ ॥

হে হরে ! হে দেব ! হে জানকীবিভূষণ ! হে দূষণনাশিন্ ! তুমি সংগ্রামে দশাননকে পরাভূত করিয়াছ, তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২২ ॥

অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর (এ)
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর জয় জয় দেব হরে ॥ ২৩ ॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় (এ)
কুরু কুশলং প্রণতেষু, জয় জয় দেব হরে ॥ ২৪

জিতো দূষণস্তন্নামা রাক্ষসো যেন হে তাদৃশ ! ইত্যকথনত্বম্। সংগ্রামে শমিতঃ রাবণো যেন হে তাদৃশ ! ইতি ক্ষত্রস্বগূঢ়গর্ব্বত্বসুসত্ত্বভৃত্ত্বানি ॥ ২২ ॥

অস্মিন্ ধীরললিতমুখ্যত্বপ্রতিপাদনায় অজিতরূপত্বেন সংপুটিতমিব পুনস্তমেবাহ অভিনবেতি। হে নবীন-মেঘবৎ সুন্দর ! জয়। ধৃতো মন্দরস্তন্নামা গিরির্যেন হে তাদৃশ ! ক্ষীরাব্ধিমথন ইত্যধিগন্তব্যম্। আভ্যাং নবতারুণ্যং তদধিগমশ্চ। কুতঃ ?—শ্রিয়ঃ সমুদ্রমথনাবির্ভূতায়া মুখচন্দ্রে চকোর ইব সলালস ইতি প্রেয়সীবশত্বম্। এতেষু কেচিদ্‌গুণা অংশেন শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্ব এব পূর্ণতয়া বিরাজন্ত ইতি সর্ব্বোৎকর্ষত্বম্। অতোঽত্রাপি নবপদৈঃ সমাপ্তিঃ ॥ ২৩ ॥

অথ স্বসহিতেষু তৎশ্রোতৃবর্গেষু প্রসাদং প্রার্থয়তে। হে শ্রীকৃষ্ণ ! তব চরণে বয়ং প্রণতা ইতি ভাবয় জানীহি। ইতি জ্ঞাত্বা কিং কর্ত্তব্যম্ ?—প্রণতেষু অস্মাসু কুশলং তল্লীলানুভবসামর্থ্যং কুরু দেহি। তল্লীলানুভবস্য ত্বৎপ্রসাদং বিনানুপপত্তেঃ। পরমানন্দরূপত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

হে নবীন-নীরদ-শ্যামল-মনোহারিন্ ! হে মন্দরধারিন্ ! তুমি কমলার বিধুবদনের চকোর-স্বরূপ ; হে দেব ! হে হরে ! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২৩ ॥

হে দেব ! হে হরে ! আমি তোমার চরণকমলে প্রণাম করিতেছি, ইহা বিদিত হইয়া প্রণত ব্যক্তিকে শক্তিপ্রদান ও তাহার কল্যাণ-বিধান কর ; তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২৪ ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং (এ)
মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি জয় জয় দেব হরে ॥ ২৫ ॥
পদ্মাপয়োধরতটীপরিরম্ভলগ্ন-কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য ।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ-স্বেদাম্বুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ ॥ ২৬ ॥

অত্র স্বানুভবং প্রমাণয়তি। ইদং জয়দেবকবের্মম মুদং করোতি। ইদমিতি কিম্?—মঙ্গলং মঙ্গলাচরণমাত্রম্। কীদৃশম্?—উজ্জ্বলস্য শৃঙ্গারস্য গীতির্গানং যত্র তৎ। এবঞ্চেৎ কিমুত কেলীনামিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

এবং প্রার্থ্য শ্রোতৃন্ প্রতি আশিসমাতনোতি পদ্মেতি। মধুসূদনস্য বক্ষ্যমাণরীত্যা শ্রীকৃষ্ণস্য উরো বো যুষ্মাকং প্রিয়ং বাঞ্ছিতং অনু নিরন্তরং পূরয়তু। কীদৃশম্?—পদ্মা শ্রীরাধা তস্যাঃ পয়োধরপ্রান্তভাগপরিরম্ভ-লগ্নকুঙ্কুমেন মুদ্রিতং অঙ্কিতং মুদ্রাং প্রাপিতমিত্যর্থঃ। অত্রান্যা মা বিশতু ইত্যভিপ্রায়েণৈবেতি ভাবঃ। অতএব খেলতা অনঙ্গেন যঃ খেদস্তেন স্বেদাম্বূনাং পূরঃ প্রবাহো যত্র তৎ। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে।—ব্যক্তঃ প্রকটী-ভূতোঽনুরাগো যত্র তদিব। অন্তরুচ্ছলিতঃ প্রিয়ানুরাগো বহিঃ কাশ্মীর-রূপেণ উরসি আবির্ভূত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

জয়দেবকবি এই শৃঙ্গাররসগর্ভ কল্যাণময়ী গীতিকা রচনা করিতে-ছেন; হে দেব! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২৫ ॥

গাঢ় আলিঙ্গনে শ্রীমতী রাধিকার স্তনপ্রান্তের কুঙ্কুমরসে শ্রীহরির যে বিশাল বক্ষ সমঙ্কিত হইয়া মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং যে হৃৎ-প্রদেশ হইতে মদনখেদজনিত স্বেদজল সমুদ্ভূত হইয়া অনুরাগ-রূপে প্রকটিত হইয়াছিল, হরির রতিকালীন সেই বক্ষঃস্থল অনুক্ষণ তোমাদের অভীষ্টসাধন করুক্ ॥ ২৬ ॥

(গীতম্)

(বসন্তরাগেণ যতিতালেন চ গীয়তে)

বসন্তে বাসন্তীকুসুমসুকুমারৈরবয়বৈ-
র্ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসরণাম্ ।
অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিতচিন্তাকুলতয়া,
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী ॥ ২৭

তদেবং মঙ্গলসঙ্গমেনৈব মাধবোৎকর্ষমাবিষ্কৃত্য উপক্রমোক্ত-শ্রীরাধামাধব-রহঃকেলি-বর্ণনোৎকলিকোচ্ছলিত-চিত্তঃ কবির্দক্ষিণ-ধৃষ্ট-শঠ-নায়কগুণসমন্বয়ৈঃ শ্রীরাধিকায়াং শ্রীকৃষ্ণস্যানুকূলনায়কতাপ্রতিপাদনার্থং সূচীকটাহন্যায়েন শ্রীশুকোক্তিবৎ সাধারণ্যেনান্যাভিস্তদ্বিহরণং সমাসেন সমাপয়িতুকামস্তেনৈব শ্রীরাধিকায়াঃ সর্ব্বোৎকর্ষমাবিষ্কর্ত্তুং তত্র তত্র তস্যাঃ অষ্টনায়িকাবস্থাং বর্ণয়ন্ সম্ভোগপোষকবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারবর্ণনায় প্রথমং বিরহোৎকণ্ঠিতামাহ বসন্ত ইতি। বসন্তসময়ে তৎসহচারিণী সখী শ্রীরাধিকাং সরসং যথা স্যাত্তথা ইদং বক্ষ্যমাণমূচে। শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ং জ্ঞাপয়িতুমিতি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশীম্? মাধবীপুষ্পতোঽপি কোমলৈরঙ্গৈ-রুপলক্ষিতাং যুক্তামিত্যর্থঃ। তাদৃশ্যাপি দুর্গমে বর্ত্মনি ভ্রমন্তীম্। ননু কান্তারে কথং ভ্রমতি?—বহু যথা স্যাত্তথা কৃতং কৃষ্ণানুসরণং যয়া তাম্। অমন্দং যথা স্যাত্তথা কন্দর্পেণ কামেন তৎপ্রাপ্ত্যভিলাষেণ যো জ্বরস্তেন জনিতয়া চিন্তয়াকুলতয়া বলবতী পীড়া যস্যাস্তাম্। অত্র তাং বিহায় অন্যাভিস্তদ্বিহরণেনেদং গম্যতে। শারদীয়রাকারাত্রৌ প্রথমরাসমহোৎ-সবে, শ্রীরাধিকায়া অসমানোর্দ্ধরূপগুণবিলাসমনুভূয় তস্যাং সর্ব্ববিজয়ি-

---

একদা বসন্ত ঋতুতে শ্রীমতী রাধা শ্রীহরির অনুসরণ করিয়া পরি-ভ্রমণ করাতে বসন্তপুষ্পবৎ কোমল ত্বদীয় দেহলতিকা পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে,
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে।

স্বানুরাগং সফলং মন্যমানস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ক্বচিৎ কদাচিৎ কথঞ্চিত্তৎসাদৃশ্যং ভবেন্ন বেতি স্থূণানিখননন্যায়েন তদ্বিবিৎসায়াং চিরমত্যদ্ভুতায়াং দিনকাতিপয়ানন্তরং লীলেয়মিতি। অথবা তদ্বিবিৎসায়ামত্যদ্ভুতায়াং তদিচ্ছানুসারিণ্যা যোগমায়য়া কংসানুজ্ঞাতাক্রূরাগমনে কৃতে তদর্থমেবানেকনারীসংকুলাং শ্রীমথুরামসৌ গতবান্, গত্বা চ তত্র নারীপ্রভৃতিষু ব্রহ্মসুন্দরীণামিব রূপগুণাদিমননুভূয় শ্রীদ্বারাবতীং তদাশয়া জগাম। তত্র নরেন্দ্রকন্যা বিবাহ্যাপি নরকাসুরাহৃতগন্ধর্ব্বযক্ষনাগনরকন্যানাং শতাধিকষোড়শসহস্রাণি বিবাহ্য তাসু তাস্বপি তাসাং সাদৃশ্যং ন লব্ধম্; ততো দন্তবক্রবধানন্তরং পুনর্ব্রজাগমনে জাতে সত্যেব লীলেয়মিতি। কেশিমথনমিতি হরিঃ কুবলয়াপীড়েন সার্দ্ধমিত্যাদি বক্ষ্যমাণত্বাৎ প্রোষিতভর্তৃকাঙ্গীকারাচ্চ ॥ ২৭ ॥

কিমূচে ইত্যপেক্ষায়ামাহ ললিতেত্যাদিনা। হে সখি! ইহ বৃন্দাবনবিপিনে রসঃ শৃঙ্গারস্তৎসহিতে বসন্তসময়ে হরির্বিহরতি। কেন প্রকারেণ?—যুবতিজনেন সমং নৃত্যতি। কীদৃশে?—বিরহিজনস্য দুরন্তে দুঃখেন গময়িতুং শক্যে। ইত্যুভয়োর্বিশেষণম্। হরির্মনোহরণশীলঃ অতোঽস্য বিরহো দুঃসহঃ সরসোঽপি বসন্তোঽয়ং বিরহিণাং দুঃখদত্বাৎ দুরন্ত ইত্যর্থঃ। তদভিপ্রায়জ্ঞানাভাববীর্য্যাদিকনিবারণায় ইদমুক্তং

ও মদনযন্ত্রণাজনিত ভাবনায় কাতর হওয়ায় প্রেমজ্বালা দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে কোন সখী শ্রীমতী রাধাকে সম্বোধনপূর্ব্বক সাদরে (বক্ষ্যমাণ) মধুরবাক্যাবলী বলিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৭ ॥

হে প্রিয়সহচরি! দেখ দেখ, পুনঃ পুনঃ মলয়-মারুত-আলিঙ্গনে লবঙ্গ-লতিকারা কেমন মনোহরদৃশ্য হইয়াছে। ভ্রমর-গুঞ্জন-মিশ্রিত

বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে,
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে ॥ ২৮ ॥ (ধ্রুবম্)
উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে,
অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে (বিহরতি) ॥ ২৯ ॥

ধ্রুবম্। বসন্তস্যৈব বিশেষণানি বৃন্দাবনস্যাপি সম্ভবন্তি। কীদৃশে ? ললিতায়া লবঙ্গলতায়াঃ পরিশীলনেন আলিঙ্গনেন কোমলো মলয়াচলসম্বন্ধী সমীরো যত্র তস্মিন্ ; লতানারীসংস্পর্শাৎ কোমলত্বেন মান্দ্যম্ ; পুষ্পসম্বন্ধাৎ সৌগন্ধ্যম্, যমুনাজলসম্বন্ধাৎ শৈত্যম্, অচেতনাপি লতা কান্তমন্তরেণ চেৎ স্থাতুং ন শক্নোতি তর্হি চেতনানাং কা কথেত্যর্থঃ। তথা মধুকরাণাং সমূহেন কর্ম্বিতানাং মিশ্রিতানাং কোকিলানাং কূজিতং যত্র স কুঞ্জকুটীরো যত্র তস্মিন্ ॥ ২৮ ॥

বিরহিজনদুরন্ততামাহ। পুনঃ কীদৃশে ?—উদ্গতো মদো যস্য তেন মদনেন মনোরথো যেষাং তেষাং পথিকবধূজনানাং জনিতো বিলাপো যেন তস্মিন্। যতঃ অলিকুলেন সংকুলেন ব্যাপ্তেন কুসুমসমূহেন নিঃশেষেণাকুলঃ বকুলকলাপো যত্র তস্মিন্ ॥ ২৯ ॥

কোকিলের কুহুরবে নিকুঞ্জগৃহ পরিপূরিত হইয়াছে। আহা ! এরূপ মনোহর বসন্তকালে শ্রীহরি যুবতী নারীগণের সহিত কেলি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সানন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিতেছেন। হায় ! বিরহিণীগণসকাশে বসন্তঋতু যার-পর-নাই যন্ত্রণাপ্রদ ॥ ২৮ ॥

এই সময়ে প্রেমমদে মত্ত পথিক-রমণীরা উদ্দাম-মদনভরে ব্যাকুলা হইয়া বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। বকুলতরুসমূহ কুসুমে বিভূষিত হইয়াছে এবং ভ্রমরকুল আসিয়া তদুপরি উপবেশনপূর্ব্বক তাহাদিগকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিতেছে ॥ ২৯ ॥

মৃগমদসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে।
যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে (বিহরতি) ॥ ৩০ ॥
মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুমবিকাশে।
মিলিতশিলীমুখপাটলিপটলকৃতস্মরতূণবিলাসে (বিহরতি) ॥ ৩১ ॥
বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকনতরুণকরুণকৃতহাসে।
বিরহিনিকৃন্তনকুন্তমুখাকৃতিকেতকিদন্তুরিতাশে (বিহরতি) ॥ ৩২ ॥

পুনঃ কীদৃশে ?—কস্তূরিকায়াঃ সুগন্ধস্য যো রভসঃ অতিশয়ঃ তস্যাস্বত্তা নবদলানাং শ্রেণী যেষু তে তমালা যত্র তস্মিন্। তথা যুবজনানাং হৃদয়বিদারণায় মনসিজস্য যে নখাস্তদ্বদ্রুচির্যেষাং পলাশকুসুমানাং তেষাং সমূহো যত্র তস্মিন্ যুবস্বতিনির্দ্দয় ইতি ভাবঃ॥ ৩০ ॥

পুনঃ কীদৃশে ?—মদনমহীপতেঃ সুবর্ণচ্ছত্রস্য ইব রুচির্যস্য নাগকেশরকুসুমস্য বিকাশো যত্র তস্মিন্। কিঞ্চ মিলিতাঃ শিলীমুখা ভ্রমরা যস্মিন্ তেন পাটলিপুষ্পসমূহেন কৃতঃ তূণীরস্য বিলাসো যত্র তস্মিন্। পাটলিপুষ্পস্য তূণাকারত্বাৎ শিলীমুখশব্দস্য শ্লিষ্টার্থত্বাৎ সাম্যম্॥ ৩১ ॥

পুনঃ কীদৃশে ?—বিগলিতং লজ্জিতং লজ্জা যস্য তস্য জগতঃ প্রাণি-

তমালতরুনিকর অভিনব পল্লবে সুসজ্জিত হইয়া কস্তূরীগন্ধের ন্যায় সৌরভ বিস্তার করিতেছে; বিকাশোন্মুখ কিংশুকপুষ্প যেন কন্দর্পদেবের নখের আকার ধারণপূর্ব্বক যুবকযুবতীদের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে॥ ৩০ ॥

কন্দর্পদেব বসন্ত-ঋতুতে নরপতিরূপে বিরাজমান; প্রস্ফুটিত নাগকেশর উহার স্বর্ণচ্ছত্র এবং ভৃঙ্গবেষ্টিত পাটলী-কুসুমরাজি উহার বিলাস-তূণীররূপে শোভা পাইতেছে॥ ৩১ ॥

বসন্তঋতুর আগমনে জগতের জীবমাত্রই লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়াছে;

মাধবিকাপরিমললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ।
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ (বিহরতি) ॥ ৩৩ ॥

যত্রস্থাবলোকনেন তরুণৈঃ করুণবৃক্ষৈঃ পুষ্পব্যাজেন কৃতো হাসো যত্র তস্মিন্। যূনামেব কামাভিজ্ঞতয়া হাস্যস্থাপযুক্তত্বে শ্লিষ্টার্থস্য তরুণ-শব্দস্যোপাদানম্। তথা বিরহিণাং নিকৃন্তনায় কুন্তস্য অস্ত্রবিশেষস্য মুখমিব আকৃতির্যাসাং তাভিঃ কেতকীভির্দন্তুরিতা উন্নতদন্তা আশা দিশো যত্র তস্মিন্। অনেন অতিনির্দ্দয়তা সূচিতা ॥ ৩২ ॥

পুনঃ কীদৃশে ?—মাধবিকায়াঃ সৌরভেন ললিতে তথা নবমালি-কাপুষ্পৈরতিসৌরভে। মুনিমনসামপি মোহজনকে কামিনাং কা বার্ত্তে-ত্যর্থঃ। ঈদৃশোঽপি যঃ সমাধিযুক্ত-মুনীনাং মনস্যুদ্বেজকঃ স কথং চিরং তিষ্ঠতি ? তরুণানাং নিরুপাধিকমিত্রে একশেষস্তরুণশব্দঃ তরুণ্যশ্চ তরুণাশ্চ তেষামিতি ॥ ৩৩ ॥

তদ্দর্শনেই যেন তরুণ করুণতরুরাজি * কুসুমচ্ছলে হাস্যবিকাশ করি-তেছে এবং বিরহিণীগণকে সংহার করিবার জন্য প্রাসবদন † কেতকী উচ্চদশনে চতুর্দ্দিক্ দন্তবিকাশ করিয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৩২ ॥

আহা! বসন্তঋতু বাসন্তীপুষ্পের সৌরভে ললিত এবং নব-মালিকাপুষ্পের সুগন্ধে নিরতিশয় আমোদিত। এই বসন্তকাল মুনি-গণেরও মনোমোহন করে। আহা! বসন্তঋতু যুবকযুবতীকুলের অকৃত্রিম সখা ॥ ৩৩ ॥

* করুণ—বাতাবিনেবু। † প্রাস—ভল্লাস্ত্র

স্ফুরদতিমুক্তলতাপরিরম্ভণপুলকিতমুকুলিতচূতে।
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনাজলপূতে (বিহরতি)॥ ৩৪॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারম্।
সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারম্ (বিহরতি)॥ ৩৫॥

দরবিদলিতমল্লীবল্লিচঞ্চৎপরাগ-
প্রকটিতপটবাসৈর্বাসয়ন্ কাননানি।

পুনঃ কীদৃশে?—স্ফুরন্ত্যা মাধবীলতায়াঃ পরিরম্ভণেন পুলকিত ইব মুকুলিতো চূতো রসালতরুর্যত্র তস্মিন্। যথা কশ্চিদ্বরাঙ্গনালিঙ্গিতঃ পুলকিতো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। কীদৃশে বৃন্দাবনবিপিনে?—পর্য্যন্তব্যাপ্তযমুনাজলেন পূতে পবিত্রে শোভিত ইত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

অথ গীতার্থমুপসংহরন্ স্বভণিতেরুৎকর্ষমাহ। শ্রীজয়দেবস্য ভণিতমিদং উদয়তি বিরাজতে। কুতঃ?—হরিচরণয়োঃ স্মরণেন সারং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং তত্রাপি রসঃ শৃঙ্গারস্তৎপোষকবসন্তসময়সম্বন্ধিনো বনস্য বর্ণনং যত্র তৎ। অতএব সন্নিধানবর্ত্তিন্যাঃ শৃণ্বন্ত্যাস্তস্যা মদনবিকারো যত্র তৎ॥ ৩৫॥

পুনরুদ্দীপনায় অনিলমেব বিশেষতো বর্ণয়তি দরেতি। ইহ বসন্তসময়ে বায়ুশ্চেতো দহতি বিরহিণামিত্যর্থাদধিগন্তব্যম্; ননু কিমপরাদ্ধমেতৈস্তস্য

মাধবীর আলিঙ্গনে সহকারতরু পুলকিত হইয়া মুকুলিত হইতেছে; শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীসলিলে পরিবেষ্টিত পবিত্র বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন সন্দেহ নাই॥ ৩৪॥

রাধাসতীর মদনবিকারজনিত, রসগর্ভ, জয়দেববিরচিত, হরিচরণস্মৃতিসারপূর্ণ এই বাসন্তীবর্ণন প্রকটিত হইল॥ ৩৫॥

মলয়সমীরণ বনভাগের চারিদিকে অর্দ্ধবিকসিত মল্লিকা-লতিকার

ইহ হি দহতি চেতঃ কেতকীগন্ধবন্ধুঃ,
প্রসরদসমবাণপ্রাণবদ্গন্ধবাহঃ ॥ ৩৬ ॥

অদ্যোৎসঙ্গবসদ্ভুজঙ্গকবলক্লেশাদিবেশাচলং,
প্রালেয়প্লবনেচ্ছয়ানুসরতি শ্রীখণ্ডশৈলানিলঃ।
কিঞ্চ স্নিগ্ধরসালমৌলিমুকুলান্যালোক্য হর্ষোদয়া-
দুন্মীলন্তি কুহূঃ কুহূরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাং গিরঃ ॥ ৩৭

যদেষাং চেতো দহতি তত্রাহ। প্রতিদিশং সঞ্চরতঃ কামস্য প্রাণতুল্যঃ কামসখ ইতি যাবৎ। কামোহত্র নৃপত্বেন নিরূপিতস্তৎসখা বায়ুঃ সখ্যুরাজ্ঞা-পালনং বিরহিষ্বনালোচ্য তচ্চেতো দহতীত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্?—ঈষদ্বিকসিতায়া মল্লিকায়াঃ সকাশাদ্গুচ্ছদ্ভিঃ পুষ্পরাগৈরেব প্রকটিতপটবাসৈঃ সুগন্ধচূর্ণৈঃ কাননানি সুরভীণি কুর্ব্বন্। কীদৃশঃ?—কেতকীপুষ্পগন্ধস্য সহচারী ॥ ৩৬ ॥

পুনরতিশয়েনোৎপ্রেক্ষ্যতে অদ্যেতি। মলয়াচলসম্বন্ধী বায়ুরদ্য মহেশাচলং হিমাচলমনুসরতি। কিমর্থম্?—হিমাবগাহনেচ্ছয়া। কুতস্তদিচ্ছা তত্রাহ। মলয়স্য ক্রোড়ে বসতাং সর্পাণাং কবলেন যঃ ক্লেশঃ তস্মাদিবোৎপ্রেক্ষে। চন্দনতরুকোটরস্থাহিকবলসন্তপ্তো হিম-স্নানেচ্ছয়া যাতীত্যর্থঃ। ন কেবলমিদমেব দুঃসহমন্যদপীত্যাহ কিঞ্চেতি। স্নিগ্ধবৃক্ষাণাং অগ্রভাগে মুকুলান্যবলোক্য হর্ষোদয়াৎ কুহূঃ

পুষ্পরাগ বিকীর্ণ করিয়া যেন সুগন্ধচূর্ণ দ্বারা তদীয় নবকিসলয়রূপ অম্বর সুরভীকৃত করিয়া দিতেছে এবং মদনের প্রিয়সখা সেই বায়ু কেতকী-কুসুমের সৌরভে আমোদিত হইয়া, চন্দনবৃক্ষের অঙ্কশায়ী সর্পগণের নিশ্বাসে বিষাক্ত হইয়া হিমজলে অবগাহনাভিলাষে হিমগিরির অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। কলনাদী কোকিলকুল মনোহর রসালশিরে মুকুটবৎ

উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ-
প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ ॥ ৩৮ ॥

কুহুরিতি পিকানাং গির উদ্গচ্ছন্তি। কীদৃশ্যঃ—মধুরাস্ফুটধ্বনিনোদ্ভটাঃ ॥ ৩৭ ॥

চিরবিরহিণঃ প্রিয়ামিলনং বিনা তদ্দিবসনির্য্যাপণং দুর্ঘটমিত্যাহ উন্মীলদিতি। প্রিয়াবিরহিতৈরমী বসন্তসম্বন্ধিনো বাসরা অতিকষ্টেন নির্ব্বাহ্যন্তে। কীদৃশাঃ?—উন্মীলন্তি যানি মধূনি গন্ধাশ্চ তেষু লুব্ধৈর্মধুপৈঃ কম্পিতেষু আম্রমুকুলেষু ক্রীড়তাং কোকিলানাং সূক্ষ্মকলৈর্যে কোলাহলাস্তৈরুদ্ভূতঃ কর্ণজ্বরো যেষু তে। কৈর্নীয়ন্তে?—ধ্যানে প্রাণসমায়াশ্চিন্তনে অবধানেন ক্ষণং প্রাপ্তায়াঃ প্রাণসমায়াঃ সমাগমরসাদুৎপন্নৈরুল্লাসৈঃ ॥ ৩৮ ॥

মুকুলরাজি নিরীক্ষণপূর্ব্বক সহর্ষে মধুর কুহু কুহু রবে চারিদিক্ প্রতিনাদিত করিতেছে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

চূতমুকুলের সুগন্ধ যতই প্রসৃত হইতেছে, মধুগন্ধলোলুপ মধুকরেরা ততই মুকুলে ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রুতিসুখকর কুহু কুহু রব করত বিরহী পথিককুলের শ্রুতিসন্তাপ সমুৎপাদন করিতেছে। এই সময়ে তাহারা কেবল প্রাণসমা প্রণয়িনীর বিধুমুখ অনুধ্যান করিতেছে এবং চিন্তাসমাগমে ক্ষণকালমাত্র আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া অতিকষ্টে দিনযাপন করিতেছে ॥ ৩৮ ॥

অনেকনারীপরিরম্ভসংভ্রমস্ফুরন্মনোহারিবিলাসলালসম্।
মুরারিমারাদুপদর্শয়ন্ত্যসৌ সখীসমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্॥ ৩৯॥

(গীতম্)

(রামকিরিরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে)

চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী।

এবং তদ্বনবর্ণনাদিভিঃ শ্রীরাধিকামুদ্দীপ্তভাবাং বিধায় কিঞ্চিৎ সবিধং নীত্বা অসৌ সখী শ্রীরাধিকাং পুনরাহ। কিং কুর্ব্বতী? মুরারিং আরাৎ সমীপে প্রত্যক্ষং উপ অধিকং দর্শয়ন্তী। কথমনভীষ্টং অন্যাঙ্গনা-রমণং দর্শয়তি, তত্রাহ অনেকনারীতি। অনেকনারীণাং পরিরম্ভ-সংভ্রমেণ স্ফুরৎসুখাবির্ভবং সুমনোহারিষু লালসৌৎসুক্যং যস্য তৎ। এত-দ্বিলাসস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ তস্যা বিলাসস্যৈব স্ফুরণং যুক্তমিত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

শ্লোকোক্তমর্থং গীতেন বর্ণয়ন্নাহ চন্দনেত্যাদিনা। হে বিলাসিনি! অসমানোর্দ্ধবিলাসশীলে! ইহ বৃন্দাবনে স্বাভিপ্রায়ানভিজ্ঞে বধূসমূহে হরির্ব্বিলসতি. তদ্বিলাসসাদৃশ্যাভাসং কাময়তে। কীদৃশে?—কেলিষু শ্রেষ্ঠেঽপি। কীদৃশো হরিঃ?—চন্দনানুলিপ্তে নীলকলেবরে পীতং

সখী দেখিল, তাহাদের নাতিদূরে শ্রীহরি গোপযুবতীগণের সহিত কেলিনিমগ্ন রহিয়াছেন। গোপাঙ্গনারা আলিঙ্গনার্থ ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় হরির মনোরম বিলাসবাসনা স্ফুরিত হইতেছে। তখন সখী অন্ত-রাল হইতে শ্রীমতী রাধাকে সেই ব্রজবিহার দেখাইয়া পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল॥ ৩৯॥

সখি! দেখ, শ্রীহরি বিলাসবিমোহিতা গোপিকাকুলের সহিত লীলায় উন্মত্ত রহিয়াছেন। উঁহার নীলতনু চন্দনে অনুলিপ্ত, পীতবসনে

হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে, বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে ॥ ৪০ ॥(ধ্রুবম্)

পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্,

গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্, (হরিরিহ) ॥৪১॥

কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্ ।

ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্ (হরিরিহ) ॥ ৪২ ॥

বসনং যস্য, বনমালা বিদ্যতে যস্য, স চ সমর্পিতানেকোপকরণানেকবর্ণ-বধূনিকরে ত্বদ্দত্তচন্দনবনমালাত্বদ্বর্ণবসনভূষিত এবং বিলসতীত্যর্থঃ। অতএব কেলিষু চলদ্ভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতেন গণ্ডযুগ্মেন সাস্মিতেন চ শোভমানঃ ৪০ ॥

কাচিৎ গোপবধূর্নিবিড়স্তনভারাতিশয়েন সরাগং যথা স্যাত্তথা হরিং পরিরভ্য উন্নতঃ পঞ্চমস্বরো যত্র তৎ রাগমনুগায়তি। ত্বদনুরাগেণ সহ বর্ত্তমানং হরিমিতি বা ॥ ৪১ ॥

কাপি মুগ্ধবধূর্মধুসূদনবদনসরোজং অধিকং যথা স্যাৎ তথা ধ্যায়তি, ভ্রমরবদ্রসবিশেষান্বেষণপর ইতি শ্লিষ্টমধুসূদনপদোপন্যাসঃ। কীদৃশম্ ?—বিলাসেন চঞ্চলয়োর্বিলোচনয়োঃ খেলনেন জনিতস্তাসাং মনোজো যেন তং ত্বদ্বিলাসস্ফূর্ত্তুল্লসিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

আবৃত এবং মনোহর বনমালায় অলঙ্কৃত। বিহারকালে কাঞ্চনময় মকরকুণ্ডল আন্দোলিত হওয়াতে তদীয় কপোলযুগল বিকসিত হইয়া মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে ॥ ৪০ ॥

কোন গোপী ঘনোন্নত কুচভরে হরিকে নিপীড়িত করিয়া অনুরাগ-সহকারে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কোকিলকণ্ঠে সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥ ৪১ ॥

কোন গোপবধূ হরির বিলাস-কটাক্ষপাতে বিমোহিত হইয়া কৃষ্ণের বিলাসচপল-নয়নবিরাজিত মদনোদ্দীপক মুখপদ্ম ধ্যান করিতেছে ॥ ৪২ ॥

কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে (হরিরিহ) ॥৪৩॥
কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকূলে।
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে (হরিরিহ) ॥ ৪৪ ॥
করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতীঃ প্রশশংসে (হরিরিহ) ॥ ৪৫ ।

কাপি নিতম্ববতী কিঞ্চিৎ কথনব্যাজেন শ্রুতিমূলে মিলিতা সতী কপোলতলে দয়িতং চারু যথা স্যাত্তথা চুচুম্ব। কাদৃশে ?—প্রিয়াভিলাষসূচকে ॥ ৪৩ ॥

কাচিদ্গোপাঙ্গনা কেলিকলাকুতুকেনামুং শ্রীকৃষ্ণং পীতাম্বরে করেণাকৃষ্টবতী। কাদৃশম্ ?—যমুনায়াস্তটে বেতসীকুঞ্জে গতম্ ॥ ৪৪॥

রাসরসে সহনৃত্যপরা যুবতিঃ হরিণা প্রশশংসে। তদীয় কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যাভাসং সমালোক্য স্তুতেত্যর্থঃ। কীদৃশে ?—করতলতালৈস্তরল-

কোন নিতম্ববতী হরির কর্ণে কর্ণে কোন কথা বলিবার ছলে কপোলপার্শ্বে উপনীত হইয়া তদীয় প্রেমোৎফুল্ল বিধুমুখ দেখিয়া চিত্তরঞ্জন চুম্বনে আপনার মনোরথ সফল করিতেছে ॥ ৪৩ ॥

কোন গোপিকা হরিকে মনোরম বেতসকুঞ্জে বিহার করিতে দেখিয়া কৌতুকে অঞ্চলধারণপূর্ব্বক কালিন্দীতীরাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৪৪ ॥

কোন গোপী রাসরসে রঙ্গিণী হইয়া হরির সহিত নৃত্যে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং বলয়ধ্বনি করিয়া তাঁহার বেণুনাদের সহিত করতালি প্রদান

শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্।
পশ্যতি সস্মিতচারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্ (হরিরিহ)॥ ৪৬॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্।
বিপিনবিনোদকলাবলিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যম্ (হরিরিহ)॥ ৪৭॥ *

বলয়াবলিভিস্তৎস্বনৈর্মিলিতঃ কলস্বনো বংশো যত্র তস্মিন্। করতল-তালবলয়ধ্বনিমুরলীনাদসংকুল ইত্যর্থঃ॥ ৪৫॥

শ্লিষ্যতীত্যাদিভিঃ সাধারণ্যমেব দর্শিতং ন ত্বেকস্যাং শৃঙ্গারারম্ভ ইত্যর্থঃ। স কৃষ্ণঃ স্মিতচারু যথা স্যাত্তথা পরাং পশ্যতি অপরাং বামা-মনুনয়েন প্রসাদয়তি॥ ৪৬॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদং গীতং শুভানি বিস্তারয়তু। কীদৃশম্?—অদ্ভুতং কেশবস্য কেলৌ রহস্যং বৈদগ্ধীবিশেষেণ শ্রীরাধাবিলাসপরীক্ষণরূপং যত্র তত্তথা। বৃন্দাবনবিহারে সৌষ্ঠবযুক্তং যশঃপ্রদঞ্চ॥ ৪৭॥

করিতেছে; কৃষ্ণও সেই নর্ত্তকী মৃগলোচনাকে ধন্যবাদ প্রদান করি-তেছেন॥ ৪৫॥

কৃষ্ণ কোন গোপীকে আলিঙ্গন, কাহাকেও চুম্বন এবং কাহারও বা হর্ষপরিবর্দ্ধন করিতেছেন। তিনি সহাস্য আস্যে কাহারও প্রতি নেত্রপাত করিয়া অনুরাগভরে অন্য কামিনীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন॥ ৪৬॥

জয়দেববিরচিত, অদ্ভুত-কানন-কেলি-সমন্বিত, কীর্ত্তিকর হরিক্রীড়ার রহস্যগীতি ভাগবতকুলের কল্যাণবিধান করুক॥ ৪৭॥

---

* বৃন্দাবনবিপিনে ললিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যম্।—পাঠান্তরম্।

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্ ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৪৮ ॥

অথ গীতার্থং শ্লোকেন বিশদয়ন্তী তামুদ্দীপয়তি বিশ্বেষামিতি। হে সখি! মধৌ বসন্তে মুগ্ধো ত্বচ্চিন্তয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচারশূন্যো হরিঃ ক্রীড়তি। কিং কুর্ব্বন্?—বিশ্বেষাং সর্ব্বগোপাঙ্গনাজনানামনুরঞ্জনেন তেষাং স্বস্ববাঞ্ছাতিরিক্তরসদানপ্রীণনেনানন্দং জনয়ন্। পুনঃ কিং কুর্ব্বন্? —অঙ্গৈরনঙ্গোৎসবমাধিক্যেন প্রাপয়ন্। কীদৃশৈঃ?—নীলকমলশ্রেণী-তোঽপি শ্যামলকোমলৈঃ। ইন্দীবরশব্দেন শীতলত্বং, শ্রেণীশব্দেন নব-নবায়মানত্বং, শ্যামলপদেন সুন্দরত্বং, কোমলশব্দেন সুকুমারত্বঞ্চ সূচিতম্। নন্বু দ্বিকোটিস্থোঽয়ং রসঃ নায়কস্যানুরাগে সত্যপি নায়িকানুরাগমন্তরেণ কথং তদুদয়ঃ স্যাদত আহ।—ব্রজসুন্দরীভিরালিঙ্গিতঃ স্বস্বপ্রেমানুরূপা-লিঙ্গনানুরঞ্জিতোঽনুরাগং প্রাপিত ইত্যর্থঃ। এতেনান্যোন্যানুরঞ্জনমাত্র-তাৎপর্য্যকতয়া প্রেমবিপাকোদ্গতপ্রেমরসাবির্ভাবেন প্রাকৃতরসস্থিরস্কৃত ইতি সূচিতম্। তর্হি সঙ্কোচাপত্তিঃ স্যাৎ নৈব বাচ্যং, স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা কালদেশক্রিয়াণামসঙ্কোচাদিত্যর্থঃ। তথাপি তস্য সর্ব্বাঙ্গতা ন স্যাৎ, অভিতঃ সর্ব্বৈরঙ্গৈরিত্যর্থঃ। তথাপ্যঙ্গানাং দিঙ্মাত্রতা স্যান্ন প্রত্যঙ্গ-মিতি একৈকাঙ্গস্য যথোচিতক্রিয়য়েত্যর্থঃ। নন্বেকেনানেকানাং সমা-

---

হে সখি! শ্রীহরি গোপিকাগণের চিত্তবিনোদনপূর্ব্বক নীলোৎ-পলদলবৎ শ্যামল, সুকোমল অঙ্গ-সৌকুমার্য্যে তাহাদিগের মদনোৎসব-বিধান করিতেছেন এবং ব্রজবধূরা চারিদিক্ হইতে নির্ব্বিঘ্নে তদীয় প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছে। আহা! চিত্তরঞ্জন হরি যেন

রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবা-
মভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া।
সাধু ত্বদ্বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি-
র্ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে সামোদদামোদরো নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

ধানং কথং স্যাত্তত্রাহ। শৃঙ্গাররসো মূর্ত্তিমানিত্যহমুৎপ্রেক্ষে। যতঃ সোঽপ্যেক এব বিশ্বমনুরঞ্জয়ন্নানন্দয়তি ॥ ৫৮ ॥

অথ কবিরপি বসন্তমাসমনুবর্ণয়ন্ শারদীয়রাসকৃতরাধাশ্রীকৃষ্ণবিলাস-মনুস্মরন্ তদ্বর্ণনরূপমাশিসং প্রযুঙ্‌ক্তে রাসেতি। হরির্বো যুষ্মান্ রক্ষতু। কীদৃশঃ ?—আভীরবামভ্রুবাং গোপসুন্দরীণাং সমীপে শ্রীরাধয়া উদ্ভটং যথা স্যাত্তথা উরঃ পরিরভ্য চুম্বিতঃ। লজ্জাশীলায়াস্তত্র তৎসিদ্ধিঃ কথং প্রেমান্ধয়া প্রেমাবেশাদিত্যর্থঃ। কিং কৃত্বা ? ত্বদ্বদনং সাধু রমণীয়ং সুধাময়মিতি নিগদ্য গীতিস্তুতিব্যাজং বিধায় অতস্তদ্বৈদগ্ধ্যমালোক্য যৎ স্মিতং তেন তস্যা মনোহরণশীলঃ। কীদৃশীনাম্ ?—রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতাম্ ॥ ৫৯ ॥

অতএব সর্গোঽয়ং শ্রীরাধাবিলাসানুভবেন আসম্যগ্মোদেন সহ বর্ত্তমানো দামোদরো যত্র সঃ ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যাং প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

বসন্তকালে মূর্ত্তিমান্ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ আদিরসের ন্যায় বিহার করিতেছেন ॥ ৫৮ ॥

প্রেমান্ধ শ্রীমতী রাধা রাসোল্লাসবিহ্বলা গোপিকাকুলের সমক্ষেই হরিকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক "হে প্রাণনাথ! তোমার বদন কি রমণীয়! কি অমৃতময়!" এই প্রকারে গীতের প্রশংসাচ্ছলে শ্রীহরিকে চুম্বন করিলেন। হরি প্রিয়তমার রতিকলাভিজ্ঞতা দেখিয়া মৃদু-মধুর হাস্য করাতে তাঁহার মনোরম বদনপদ্ম আরও মনোহর ভাব পরিগ্রহ করিল। সেই চিত্তরঞ্জন-বেশধারী কৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৫৯ ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

(অক্লেশকেশবঃ)

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ,
বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-
মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্ ॥ ১

অথ সখীবচনং নিশম্য স্বয়মপ্যনুভূয় শ্রীকৃষ্ণস্য সাধারণবিহরণং বিলোক্য ঈর্ষ্যোদয়াৎ তদ্দর্শনমপ্যসহমানাহন্যতো গতা সখীমুবাচেত্যাহ বিহরতীতি। ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে লীনা শ্রীরাধা দীনা সতী সখীং প্রতি রহোহত্যন্তগোপ্যমপি স্বানুভূতমুবাচ। কীদৃশী ?—ঈর্ষ্যয়ান্যত্র গতা। ঈর্ষ্যাপি কুতঃ ?—তাস্বপি সর্ব্বাসু সমানঃ প্রণয়ো যস্য তথাভূতে হরৌ বিহরতি সতি বিগলিতো নিজোৎকর্ষঃ অহমেবাসাধারিণী প্রেয়সী ইত্যেবংরূপো যস্তস্মাৎ প্রণয়তারতম্যাদ্বিহারস্য সাম্যব্যবহরণাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বভাবান্যথাত্বদর্শনাক্ষমতয়া অন্যতো গতেত্যর্থঃ। কীদৃশে লতাকুঞ্জে ?—গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডল্যা মুখরং শিখরমগ্রভাগো যস্য তাদৃশে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণকে গোপবধূগণের সহিত সমভাবে কেলি করিতে দেখিয়া শ্রীমতী রাধার অন্তরে অভিমানের উদয় হইল। স্বীয় প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল বিবেচনায় তিনি, যাহার শিখরপ্রদেশকে ভ্রমরকুল গুঞ্জনরবে মুখরিত করিতেছিল, সেই লতাকুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথায় উপবেশনপূর্ব্বক দীনভাবে প্রিয়সহচরীসকাশে আত্মমনোরথ বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

(গীতম্)

(গুর্জ্জরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে)

সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশং,
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলবতংসম্ ।
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং,
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ২ ॥ (ধ্রুবম্)

তদেবাহ। হে সখি! মম মনঃ ইহ বিহিতবিলাসং হরিং তত্র যথোচিতক্রিয়াভিঃ স্ববিহরণশীলং স্মরতি, পূর্ব্বানুভূতমেব প্রমাণয়তি। কীদৃশম্?—রাসে শারদীয়ে কৃতঃ পরিহাসো যেন তম্। ধ্রুবম্। পুনঃ কীদৃশং হরিম্?—সঞ্চরন্তী অধরসুধা যত্র তেন ধ্বনিনা বাদিতঃ মোহনবংশো যেন তম্। তাদৃশবংশীধ্বনিরপ্যত্র নাস্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বত্রৈবং যোজ্যম্। দৃশোর্দৃষ্টেরঞ্চলং চক্ষুঃপ্রান্তভাগঃ কটাক্ষঃ ইতি যাবৎ। বলিতেন ইতস্ততঃ প্রচলতা দৃগঞ্চলেন যোঽসৌ চঞ্চলমৌলিঃ শিরোভূষণং তেন কপোলে বিলোলৌ বতংসৌ কর্ণভূষণে যস্য তম্ ॥ ২ ॥

হে প্রিয়সহচরি! শারদীয়া নিশিতে হরির সেই রাসকেলি, সেই পরিহাস সকলই নিরন্তর আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। আহা! আমার যেন অনুমান হইতেছে, হরি তাঁহার সেই মোহন বংশীটি মুখে ধরিয়া অধরামৃতাসক্ত করিতেছেন। যখন বঙ্কিম-কটাক্ষ-দৃষ্টিতে তাঁহার চূড়া চপল হইত, তখন শ্রবণকুণ্ডলযুগল দোদুল্যমান হইয়া গণ্ডদেশে অপরূপ শোভা সম্পাদন করিত ॥ ২ ॥

চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশম্।
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতমেদুরমুদিরসুবেশম্ (রাসে) ॥ ৩ ॥
গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখচুম্বনলম্ভিতলোভম্।
বন্ধুজীবমধুরাধরপল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভম্ (রাসে) ॥ ৪ ॥
বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িতবল্লবযুবতিসহস্রম্।
করচরণোরসি মণিগণভূষণকিরণবিভিন্নতমিস্রম্ (রাসে) ॥ ৫ ॥

পুনঃ কীদৃশম্?—চন্দ্রকেণার্দ্ধচন্দ্রাকারেণ চারুণাং ময়ূরপুচ্ছানাং মণ্ডলেন বেষ্টিতাঃ কেশা যস্য তম্। তদেব উৎপ্রেক্ষতে,—বৃহাদিন্দ্রধনুষা অনুরঞ্জিতশ্চিত্রিতো যঃ স্নিগ্ধো মেঘঃ তাদৃক্ শোভনো বেশো যস্য তম্ ॥ ৩ ॥

পুনঃ কীদৃশম্?—গোপজাতীয়স্ত্রীণাং মুখচুম্বনেন লম্ভিতঃ প্রাপিতো লোভো যস্য তং মন্নীতি শেষঃ। তথা বন্ধুকপুষ্পবৎ অরুণো মধুরশ্চ অধরপল্লবো যস্য তম্। তথা বিকসিতেন স্মিতেন শোভা যস্য তম্ ॥ ৪ ॥

ইহ রাসে বিহিতবিলাসং হরিম্, কীদৃশম্?—বিস্তীর্ণঃ পুলকো যয়োস্তাভ্যাং পল্লববৎ কোমলাভ্যাং ভুজাভ্যাং বলয়বৎ বেষ্টিতং

আহা! তদীয় চন্দ্রক-বিরাজিত মনোহর শিখিপুচ্ছ দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টিত মসৃণ কেশপাশদর্শনে অনুমিত হয় যেন, নবনীরদ একখানি পরিপূর্ণ মনোহর ইন্দ্রধনু দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

যে সময়ে বিশালনিতম্বিনী গোপবালাদের বদনচুম্বনে তদীয় বলবতী বাসনা জন্মে, তখন বন্ধুজীবপুষ্পসদৃশ মনোহর অধর-কিসলয়দ্বয় যেন বিকসিত হয় এবং মধুর হাস্য সহকারে তদীয় বদনখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠে। সখি! সেই মনোহর মুখখানি আমার মনে পড়িতেছে ॥ ৪ ॥

হরি যে সময়ে আনন্দভরে বিশাল বাহুযুগল দ্বারা পরিবেষ্টনপূর্ব্বক

জলদপটলচলদিন্দুবিনিন্দকচন্দনতিলকললাটম্ ।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দননির্দ্দয়হৃদয়কবাটম্ (রাসে) ॥ ৬ ॥
মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডমুদারম্ ।
পীতবসনমনুগতমুনিমনুজসুরাসুরবরপরিবারম্ (রাসে) ॥ ৭ ॥

বল্লবযুবতীনাং সহস্রং যেন তম্. একদানেকালিঙ্গনাদ্যৈকনিষ্ঠপ্রেমাণমিত্যর্থঃ। তথা করচরণোরসি স্থিতানি মণিগণোপলক্ষিতানি যানি ভূষণানি তেষাং কিরণৈর্নাশিতং অন্ধকারং যেন তম্ ॥ ৫ ॥

পুনঃ পূর্ব্বানুভূতস্ত মেঘসমূহেন বেষ্টিতেন্দোঃ শোভাতিশায়ী চন্দনতিলকো ললাটে যস্য তম্, তথা পীনপয়োধরয়োঃ পর্য্যন্তভাগস্য মর্দ্দনেন নির্দ্দয়ং হৃদয়কবাটং যস্য তম্। গূঢ়ত্ববিস্তীর্ণত্বাভ্যাম্ অত্র হৃদয়স্য কবাটত্বেন নিরূপণম্ ॥ ৬ ॥

পুনঃ কীদৃশম্ ?—মণিপ্রচুরাভ্যাং মকরাকারাভ্যাং মনোহরাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতৌ গণ্ডৌ যস্য তম্। যদ্যপ্যেতদপ্রস্তুতোপকারবর্ণনং তথাপি বিরহিণ্যা গুণোৎকীর্ত্তনত্বাদ্ভূষণং অতএবোদারং তথা পীতং

সহস্র গোপ-রমণীকে যুগপৎ আলিঙ্গন করেন, তখন তদীয় কর, পদ ও বক্ষস্থ মণিময় অলঙ্কারের সমুদ্দীপ্ত কান্তিতে তিমিররাশি বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ৫ ॥

তদীয় ললাটতটস্থ চন্দনতিলক জলদ-বেষ্টিত বালচন্দ্রমাকেও তিরস্কৃত করে। তিনি যে সময়ে নিষ্ঠুরহৃদয়ে পীনকুচ মর্দ্দন করিতেন, হায়! সখি! সেই সময়ের সেই মধুরভাব এখনও আমার হৃদয়মন্দিরে স্মরণ হইতেছে ॥ ৬ ॥

প্রিয়বল্লভের গণ্ডযুগল রমণীয় মণিকুণ্ডলে অলঙ্কৃত হইয়া কেমন

বিশদকদম্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্।
মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তম্ (রাসে) ॥ ৮ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুন্দরমোহনমধুরিপুরূপম্।
হরিচরণস্মরণং প্রতি সংপ্রতিপুণ্যবতামনুরূপম্ (রাসে) ॥ ৯ ॥

বসনং যস্য তম্। কিঞ্চ অনুগতঃ সৌন্দর্য্যেণাকৃষ্টঃ মুগ্ধাদীনাং বরপরিবারঃ পরিগ্রহো যেন তম্ ॥ ৭ ॥

অত্যুৎকণ্ঠায়াঃ স্ফুরিতমাহ। বিশদকদম্বতলে মিলিতং পুষ্পিতত্বাদ্বিশদত্বং প্রেমকলহোদ্ভূতক্লেশাৎ যদ্ভয়ং তচ্চাটুভিরপনয়ন্তং তথাপ্যনির্ব্বচনীয়ং যথা স্যাত্তথা মামপি মামেব রময়ন্তম্। কয়া ? তরঙ্গ ইব আচরন্ননঙ্গো যত্র তয়া দৃশা মনসা চ ময়া সহ রতিং ধ্যায়ন্তমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বদৃষ্টস্ফুর্ত্তিরিয়ম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতং ভগবদ্ভক্তিবিশেষবতাং হরিচরণস্মরণং প্রতি সংপ্রতি ইদানীং যোগ্যং তাদৃশভাগ্যবতামাস্বাদনীয়মিতি ভাবঃ। কীদৃশম্ ?—অতিশয়েন সুন্দরং মোহনঞ্চ মধুরিপোঃ রূপং যত্র তৎ ॥ ৯ ॥

মোহনভাব ধারণ করে! সখি! সেই পীতাম্বর কৃষ্ণের সৌকুমার্য্যে মুনিপত্নী, মানবী, দেবী ও দানবী সকলেই বিমোহিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

যে সময়ে নাথ কুসুমভূষিত-কদম্বমূলে উপবিষ্ট হইয়া মৎপ্রতি বঙ্কিম কটাক্ষপাত করেন, তখন অনুমান হয়, যেন সেই প্রেমদৃষ্টিতে কামের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। আহা! সে সময়ে নাথ কেবল আমাকেই হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন। সখি! হরির সেই মোহনবেশ দেখিলে কলিকলুষভীতির আশঙ্কা থাকে না ॥ ৮ ॥

অধুনা পুণ্যশীল হরিভক্তবৃন্দ এই মোহন মদনমোহন-হরিরূপবর্ণনসমন্বিত জয়দেববাক্যে কৃষ্ণের পদকমল স্মরণ করুন ॥ ৯ ॥

গণয়তি গুণগ্রামং ভামং ভ্রমাদপি নেহতে,
বহতি চ পরিতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ।
যুবতিষু বলতৃষ্ণে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা,
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্ ॥ ১০ ॥

নন্থ শ্রীকৃষ্ণস্ত্বাং বিহায় অন্যাভিশ্চেদ্বিহরতি তর্হি ত্বং কিমিতি তং স্মরসীতি যোগ্যং স্বাভিপ্রায়ং পরীক্ষ্যমাণাং সখীং প্রত্যাহ গণয়তীতি। মম বামং সুন্দরং বিদগ্ধমিতি যাবৎ, বৈদগ্ধ্যঞ্চ বক্ষ্যমাণমধুসূদনশব্দার্থে দর্শয়িতব্যম্; তাদৃশং মম মনঃ কৃষ্ণে কামমভিলাষং পুনরপি করোতি। অহং কিং করোমি?—নিজোৎকর্ষানুভবানন্দোন্মাদং মদায়ত্তং ন ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশে কৃষ্ণে?—পূর্ব্বরীত্যা ময়ি বলন্তী তৃষ্ণা যস্য তস্মিন্। তদর্থমেব যুবতীষু মাং বিনা বিহারিণি অতএব তস্য গুণানাং গ্রামং সমূহং গণয়তি। ভামং ক্রোধং ভ্রমাদপি নেচ্ছতি, দোষং ময়ি সাধারণ্যাচরণং দূরতো বিমুঞ্চতি,পরিতোষঞ্চ বহতি প্রাপ্নোতি ॥ ১০ ॥

হে সখি! আমার মন পরের অধীন, এখন উপায় কি? আমার চিত্ত হরিগুণগণনাতেই নিরত রহিয়াছে, ভ্রমেও তৎপ্রতি রোষপ্রদর্শনের অবকাশ দেয় না, বরং তদীয় দোষত্যাগপূর্ব্বক সন্তোষ প্রাপ্ত হইতেছে। হায়! আজি গোপিকাদিগের প্রতি বল্লভের প্রেমতৃষ্ণা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আমাকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অন্যনারী সহ কেলি করিতেছেন, তথাপি মদীয় চিত্ত তাঁহার কল্যাণকামনায় ব্যগ্র; তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মদীয় মন অন্যদিকে ধাবিত হইতেছে না ॥ ১০ ॥

(গীতম্)

(মালবগৌড়রাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে)

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং,
চকিতবিলোকিতসকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তম্।
সখি হে কেশিমথনমুদারং,
রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্॥ ১১ ॥ (ধ্রুবম্)

অভিলাষানেবাহ নিভৃতেত্যাদিভিঃ। উৎকণ্ঠয়া ক্ষণমপি স্থাতুমশক্নুবতী সখীং প্রার্থয়তে। হে সখি! ময়া সহ কেশিমথনং শ্রীকৃষ্ণং রময়। কেশিমথনমিতি প্রথমে নিজভাবাবলম্বনভুজস্ফূর্ত্ত্যা ভুজবীর্য্যোদ্বোধকনামনির্দ্দেশঃ। তত্র হেতুমাহ।—মদনেন প্রেম্ণা যো মনোরথঃ বিবিধসম্ভোগাভিলাষস্তেন যুক্তয়া। এতাবতাপি কথং তৎসিদ্ধিরিত্যত আহ। সবিকারং ময়ি মানসভাবেন সহিতম্ অতএব উদারং মনোরথদাতারম্। এবমন্যোন্যানুরাগঃ কথিতঃ, অন্যথা রসাভাসাপত্তেঃ। কীদৃশ্যা ময়া?—নিশি নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নির্জ্জনার্থং নিভৃতমিতি কুঞ্জস্য রম্যতার্থং গৃহমিতি চ। কীদৃশম্? তদলাভান্মম বৈকল্যাদিদিদৃক্ষয়া রহসি নিলীয় বসন্তং সঙ্কুচিতমাত্মানং কৃত্বা তিষ্ঠন্তম্। চকিতং যথা স্যাত্তথা কৃষ্ণঃ কুত্র

সখি! আজি সেই উদারচেতা মধুসূদনকে আনিয়া আমার সহিত মিলিত কর। পূর্ব্বের ন্যায় আজি আমি এই নির্জ্জন নিকুঞ্জ-গৃহে গমন করিব। হরি আমার অভিসন্ধি পরিজ্ঞাত হইবার জন্য লুকায়িত থাকিবেন, আমিও চমকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে চপলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিব। আমাকে উৎকণ্ঠিতা দর্শনে সখাও রতিরঙ্গসহকারে হাস্য করিবেন।

প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া পটুচাটুশতৈরনুকূলম্।
মৃদুমধুরস্মিতভাবিতয়া শিথিলীকৃতজঘনদুকূলম্ (সখি হে)॥ ১২॥
কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্,
কৃতপরিরম্ভণচুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্ (সখি হে)॥ ১৩॥

নিলীয়াস্তে ইতি বিলোকিতাঃ সকলা দিশো যয়া তয়া রতিরভসাদুচ্ছলিতরসেন মদ্বৈকল্যং সমীক্ষ্য হসন্তম্॥ ১১॥

প্রথমমিলনেন লজ্জিতয়া নিত্যং নবনবানুভবাত্তথোক্তং মম প্রসাদনসমর্থানাং বিনয়োক্তীনাং শতৈর্মামনুনয়ন্তং মৃদুমধুরস্মিতেন যুক্তং ভাবিতং যস্যাস্তয়া স্বচাটুভিরপগতসলজ্জবামতাং মাং স্মিতাদিভির্জ্ঞাত্বা শিথিলীকৃতং জঘনস্থং দুকূলং যেন তম্॥ ১২॥

পল্লবশয্যায়াং শায়িতয়া চিরকালং ব্যাপ্য মমৈবোরসি শয়ানম্, ততশ্চ কৃতে পরিরম্ভণ-চুম্বনে যয়া তয়া পরিরভ্য কৃতমধরপানং যেন তম্॥ ১৩॥

আমি কামবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইলে তদ্দর্শনে তিনিও মদনবিকারে কাতর হইয়া উঠিবেন॥ ১১॥

প্রথমমিলনসময়ে আমার লজ্জাবোধ হইবে, নাথ "আমি তোমারই" এইরূপ মধুময়ী বাণী প্রয়োগপূর্ব্বক আমাকে কতই অনুনয়-বিনয় করিবেন। আমি যেমন মৃদুমধুর হাস্যে দুই একটি বাক্যপ্রয়োগ করিব, অমনই কামমত্ত সখা আমার পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া লইবেন॥ ১২॥

প্রিয়সখা আমাকে বনপল্লবশয্যার উপর শয়ন করাইয়া মদীয় বিশাল বক্ষে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া থাকিবেন। আমি আলিঙ্গন সহকারে চুম্বন করিলে তিনিও আলিঙ্গনপূর্ব্বক আমার অধরামৃতপানে প্রবৃত্ত হইবেন॥ ১৩॥

অলসনিমীলিতলোচনয়া পুলকাবলিললিতকপোলম্ ।
শ্রমজলসকলকলেবরয়া বরমদনমদাদতিলোলম্ (সখি হে) ॥ ১৪ ॥
কোকিলকলরবকূজিতয়া জিতমনসিজতন্ত্রবিচারম্ ।
শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলয়া নখলিখিতঘনস্তনভারম্ (সখি হে) ॥ ১৫ ॥

অলসেন নিমীলিতে লোচনে যয়া তয়া পুলকাবলিভির্ললিতং কপোলং যস্য তম্ । শ্রমজলং সকলকলেবরে যস্যাস্তয়া বরমদনমদাদতি-লোলং সতৃষ্ণম্ ॥ ১৪ ॥

কোকিলস্য কলরব ইব কূজিতং যস্যাস্তয়া জিতোঽভিভূতঃ কাম-শাস্ত্রস্য বিচারো যেন তম্ । অতএব তৎশাস্ত্রোক্তক্রিয়াপরিভাবস্য ব্যতি-ক্রমো ন শঙ্কনীয়ঃ । শ্লথকুসুমৈরাকুলাঃ কুন্তলা যস্যাস্তয়া নখৈরঙ্কিতো ঘনস্তনভারো যেন তম্ ॥ ১৫ ॥

আমি আলস্যবশে চক্ষু মুদ্রিত করিলে, তদীয় কপোলযুগল পুলকভরে কণ্টকিত হইলে অপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্য ধারণ করিবে, রতিখেদজনিত বিন্দু বিন্দু স্বেদোদ্গমে মদীয় সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্রীভূত হইলে তাহা দেখিয়া হরি কামবশে অধিকতর চপল হইয়া উঠিবেন ॥ ১৪ ॥

আমি কোকিলার ন্যায় কুহুরবে ধ্বনি করিলে অমনই প্রাণনাথ আমাকে কামশাস্ত্রবিচারে পরাভূত করিবেন । আমি কেশপাশ আলু-লায়িত করিবামাত্র কেশভূষণ পুষ্পরাজি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িবে, এ দিকে সখাও আমার পীনোন্নত কুচযুগে নখরাঘাত করিবেন ॥ ১৫ ॥

চরণরণিতমণিনূপুরয়া পরিপূরিতসুরতবিতানম্।
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া সকচগ্রহচুম্বনদানম্ (সখি হে) ॥ ১৬ ॥
রতিসুখসময়রসালসয়া দরমুকুলিতনয়নসরোজম্।
নিঃসহনিপতিততনুলতয়া মধুসূদনমুদিতমনোজম্ (সখি হে) ॥১৭॥

চরণয়োঃ রণিতৌ মণিযুক্তমঞ্জীরৌ যস্যাস্তয়া। অনেন লীলাবিশেষঃ সূচিতঃ। সম্পূর্ণতাং নীতঃ সুরতস্য বিস্তারো যেন তম্। পূর্ব্বং মুখরা পশ্চাৎ বিশৃঙ্খলা ত্রুটিতগুণা কাঞ্চী যস্যাস্তয়া কেশগ্রহণেন সহ চুম্বন-দানং যস্য তম্ ॥ ১৬ ॥

রতিঃ শৃঙ্গাররূপা তয়া যত্র সুখং তস্য যঃ সময়ঃ কালস্তত্র যো রসঃ তেন অলসো যস্যাস্তয়া ; ঈষন্মুকুলিতে নয়নসরোজে যস্য তম্। নিঃসহো-ঽসহনমবলত্বং ইতি যাবৎ, নিঃসহেন নিপতিতা তনুলতা যস্যাস্তয়া। মধুসূদনমিতি শ্লিষ্টং অনেন ভৃঙ্গো যথা অন্যকুসুমাবলীনাং মধু ক্রমেণাস্বা-দয়ন্ কমলিন্যুৎকর্ষমনুভূয় তস্যামাসক্তো ভবতি, তদ্বৎ অয়মপীতি স্বম-নসো বৈদগ্ধ্যমেব বোধিতম্, অতএবাবিভূর্তো মনোজঃ কামো মদভি-লাষো যস্য তম্ ॥ ১৭ ॥

আমি পদে মণিময় নূপুরের ধ্বনি করিলে সখা রতিবিতান পরিপূর্ণ করিবেন। আমার কাঞ্চীদামে শব্দ হইতে থাকিবে ও তাহার গ্রন্থি-সকল ছিন্ন হইয়া যাইবে, তখন নাথ আমার কেশপাশ ধরিয়া সাদরে মুখচুম্বন করিতে থাকিবেন ॥ ১৬ ॥

কেলিসুখের সময় আমি প্রেমরসে অবশ হইয়া পড়িলে সখার কমললোচনও ঈষন্মুকুলিত হইবে। আমার অঙ্গযষ্টি অবশ হইলে তাহা দেখিয়া হরির হৃদয়ে মদনবেগ দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে ॥ ১৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়মধুরিপুনিধুবনশীলম্।
সুখমুৎকণ্ঠিতগোপবধূকথিতং বিতনোতু সলীলম্ (সখি হে) ॥ ১৮ ॥
হস্তস্রস্তবিলাসবংশমনৃজুভ্রূবল্লিমদ্বল্লবী-
বৃন্দোৎসারিদৃগন্তবীক্ষিতমতিস্বেদার্দ্রগণ্ডস্থলম্।

ইদং শ্রীজয়দেবভণিতং কর্ত্তৃ সুখং বিতনোতু। কাদৃশম্?—উৎকণ্ঠিতায়া গোপবধ্বাঃ শ্রীরাধায়াঃ কথিতং যত্র তৎ; তথা অতিশয়েন মধুরিপোঃ সুরতক্রীড়াং শীলয়তি স্মারয়তীতি তৎসুলীলয়া সহ বর্ত্তমানম্ ॥ ১৮ ॥

অথ পূর্ব্বদৃষ্টগোপীমণ্ডলস্থশ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যা স্বমনসোঽনুভূতং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়জ্ঞানং সাক্ষাদ্দর্শয়ন্তী সাটোপমাহ হস্তেতি। হে সখি! অহং কাননে গোবিন্দং পশ্যামি হৃষ্যামি চ। কীদৃশম্?—ব্রজসুন্দরীগণবৃতম্। ননু মুগ্ধাসি ত্বং, যতঃ ত্বাং বিহায়ান্যাঙ্গনাভিঃ সহ বিহরন্তং হরিং পশ্যসি, দৃষ্ট্বা চ হৃষ্যসীত্যাশঙ্ক্যাহ। কুটিলভ্রূলতাযুক্তানাং বল্লবীনাং বৃন্দোৎসারিণা নিজভাবোদ্বোধকেন অপাঙ্গেন বীক্ষিতমপি মামুদ্বীক্ষ্য উদ্‌গ্রীবকো ভূত্বা বিশেষেণ দৃষ্ট্বা বিলক্ষিতো বিস্ময়ান্বিতো যঃ স স্মিতসুধয়া মুগ্ধমাননং যস্য

হরিবিরহবিধুরা শ্রীমতী রাধাদেবীর উক্তিস্বরূপ জয়দেবরচিত এই হরিরতিলীলাবর্ণন হরিভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করুক ॥ ১৮ ॥

সখি! পূর্ব্বকথা সকলই আমার মনে পড়িতেছে। যে সময়ে হরি ব্রজবালাগণে পরিবৃত হইয়া নিকুঞ্জ-মন্দিরে বিরাজ করেন, তদীয় বিলাসবংশী করস্খলিত হইতেছে, গণ্ডপ্রদেশ স্বেদবারিতে পরিপ্লুত হইতেছে, হঠাৎ আমি তখন তথায় সমুপস্থিত হইলাম। সহসা আমাকে উপস্থিত দর্শনে হরি চমকিত হইয়া উঠিলেন। সলজ্জ হাস্য দ্বারা তাঁহার

মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিতস্মিতসুধামুগ্ধাননং কাননে,
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণবৃতং পশ্যামি হৃষ্যামি চ ॥ ১৯ ॥
দুরালোকঃ স্তোকস্তবকনবকাশোকলতিকা-
বিকাশঃ কাসারোপবনপবনোঽপি ব্যথয়তি ।
অপি ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গীরণিতরমণীয়া ন মুকুল-
প্রসূতিশ্চূতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি ॥ ২০ ॥

স চ তম্। মদ্বৈশিষ্ট্যানুভাবাৎ বিস্ময়হর্ষান্বিতম্ ইত্যর্থঃ। অতএব মদ্দর্শনাবেশেন হস্তাৎ স্খলিতো বিলাসবংশো যস্য তম্, অতএব অতি-স্বেদেনার্দ্রং গণ্ডস্থলং যস্য তম্ ॥ ১৯ ॥

এবমুক্ত্বা তৎস্ফূর্ত্ত্যপগমে পুনরত্যন্তার্ত্তিভরেণাহ দুরালোক ইতি। হে সখি! অল্পো গুচ্ছো যাসাং তাসাং নবকাশোকলতিকানাং বিকাশো দুঃখেনালোক্যতে। কিঞ্চ সরোবরস্য উপবনসম্বন্ধী পবনোঽপি ব্যথয়তি। ভ্রাম্যন্তীনাং ভৃঙ্গীনাং রণিতৈঃ রমণীয়াপি প্রশস্তাগ্রভাগযুক্তাপি চূতানাং মুকুলপ্রসূতির্ন সুখয়তি; অশোকোঽপি শোকদায়ী, পবনোঽপি পীড়কঃ, রমণীয়াপি উদ্বেগকরীত্যহো বিরহবৈপরীত্যমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বদন অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করাতে মনোহরদৃশ্য হইল। আহা! আমি সখাকে তদবস্থ দেখিয়া কতই আনন্দ বোধ করিয়াছি ॥ ১৯ ॥

প্রিয়সখি! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবস্তবকে সমলঙ্কৃত অভিনব অশোকলতিকা দেখিতে পারি না; কানন-সরসীর শীতল বায়ুতেও আজি আমার ক্লেশ-বোধ হইতেছে; সহকার-মুকুল শির উন্নত করিয়া উঠিয়াছে, মধুকরেরা গুন্ গুন্ স্বরে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, উহাদিগকে পরমসুন্দর দেখাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই আমার অন্তরে আনন্দোদয় হইতেছে না ॥ ২০ ॥

সাকূতস্মিতমাকুলাকুলগলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত-
ভ্রূবল্লীকমলীকদর্শিতভুজামূলার্দ্ধদৃষ্টস্তনম্।
গোপীনাং নিভৃতং নিরীক্ষ্য গমিতাকাঙ্ক্ষশ্চিরং চিন্তয়-
ন্নন্তর্মুগ্ধমনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে অক্লেশকেশবো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

অথ কবিরপি শ্রীরাধয়োন্নীতং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ং ব্যঞ্জয়ন্নাশাস্তে সাকূতেতি। শ্রীরাধিকোৎকর্ষনিশ্চয়েন নব ইব জাতঃ কেশবঃ বো যুষ্মাকং ক্লেশং হরতু। কীদৃশঃ?—গোপীনাং নিভৃতং রহস্যং তদ্ভাবপ্রকাশনং নিরীক্ষ্য অতুল্যায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বোত্তমতাং চিরমন্তর্ব্বিচারয়ন্নিরস্তা অন্যনারীষাকাঙ্ক্ষা যস্য সঃ অতঃ পরা উত্তমা অন্যা নাস্তীত্যর্থঃ। গমিতা তস্যাং প্রাপিতাকাঙ্ক্ষা যেন ইতি বা ভাবপ্রকাশকরূপাণি নিভৃতস্য বিশেষণান্যাহ। আকূতেন সহ স্মিতং যত্র তৎ তথাকুলাদপ্যাকুলঃ অতিশিথিলঃ অতএব গলন্ কেশবন্ধো যত্র তৎ। কিঞ্চ উৎক্ষিপ্তং ভ্রূবল্লীকং যত্র তৎ তথৈব। কর্ণকণ্ডুয়নাদিচ্ছলেন দর্শিতভুজামূলার্দ্ধদৃষ্টঃ স্তনো যত্র তৎ অতএব মুগ্ধং মনোহরম্ ॥ ২১ ॥

অতঃ সর্গোঽয়মক্লেশঃ গতঃ শ্রীরাধিকাসম্বন্ধমনঃ সাধারণ্যাভাসরূপঃ ক্লেশো যস্মাৎ স কেশবো যত্র সঃ। ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যাং অক্লেশকেশবো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

গোপরমণীরা নির্জ্জনে প্রেমগর্ভ ঈষদ্ধাস্য বিকাশপূর্ব্বক স্খলিত কেশপাশবন্ধনে ব্যগ্র হইয়া, উৎকীর্ণাসদৃশ ভ্রূলতিকা বিস্ফারিত করিয়া, পীন কুচার্দ্ধভাগ প্রদর্শনচ্ছলে বাহুমূল হইতে বসনাঞ্চল অপসারিত করিতেছে; সুতরাং হরিসকাশে চিত্তগত ভাব প্রকাশ করিলে তাঁহার বাসনাসঞ্চার হওয়ায় তিনি চিন্তানিমগ্নভাবে মনোরম বেশ পরিগ্রহ করিতেন; সেই মনোরঞ্জন হরি তোমাদিগের যাবতীয় দুঃখবিদূরণ করুন ॥ ২১ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

(মুগ্ধমধুসূদনঃ)

কংসারিরপি সংসারবাসনাবন্ধশৃঙ্খলাম্ ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ১ ॥
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ২ ॥

এবং সর্গদ্বয়েন শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রেমোৎকর্ষং নিরূপ্য ইদানীং শ্রীরাধিকোৎকণ্ঠাবর্ণনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণোৎকণ্ঠামাহ কংসারিরিতি। যথা সা তাস্মিন্নুৎকণ্ঠিতা তথা কংসারিরপি রাধাং আ সম্যক্‌প্রকারেণ হৃদয়ে ধৃত্বা ব্রজসুন্দরীস্তত্যাজ। বহুবচনেন তত্ত্যাগস্য বলবৎপ্রয়োজনতয়া অস্য তস্যামতিগাঢ়ানুরাগো ধ্বনিতঃ, হৃদয়ে তদ্ধারণপূর্ব্বকং শারদীয়-রাসান্তর্ব্বিস্ফূর্ত্ত্যা চলিত ইত্যর্থঃ। কীদৃশীম্?—পূর্ব্বানুভূতস্মৃত্যুপস্থাপিতা বিষয়স্পৃহা বাসনা, সম্যক্ সারভূতায়াঃ প্রাক্ নিশ্চিতয়া বাসনয়া বন্ধনায় স্থূণানিখননন্যায়েন দৃঢ়ীকরণায় শৃঙ্খলাং নিগড়রূপাং পরমাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। যথা কশ্চিদ্বিবেকী পুরুষঃ তারতম্যেন সারবস্তুনিশ্চয়াৎ তদেকচিত্তঃ তদন্যৎ সর্ব্বং ত্যজতি তথায়মপি তাস্তত্যাজ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

তদনন্তরকৃত্যমাহ ইতস্তত ইতি। ন কেবলং সৈব মাধবোঽপি

শ্রীমতী রাধিকাই শ্রীহরিকে সংসারমায়ায় বন্ধন করিবার শৃঙ্খল-রূপিণী হইলেন এবং কৃষ্ণও রাধাগতৈকপ্রাণ হইয়া ব্রজবালাগণকে ত্যাগ করিলেন ॥ ১ ॥

কৃষ্ণের হৃদয় মদনবাণে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিলে তিনি বিলাপ

(গীতম্)

(গুর্জ্জরীরাগেণ যতিতালেন চ গীয়তে)

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন বারিতাতিভয়েন।
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব ॥ ৩ ॥ (ধ্রুবম্)

রাধানুরাগভঙ্গচিন্তাকুলো যমুনায়াস্তটপ্রান্তকুঞ্জে বিষাদঞ্চকার। কিং কৃত্বা?—তত্তৎস্থানে তাং ক্ষণমপি বিরহাসহাং শ্রীরাধিকাং অন্বিষ্য। কীদৃশঃ?—অহো তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমতাং জানতাপি মন্দধিয়া ময়া কথমেবং কৃতমিতি কৃতঃ পশ্চাত্তাপো যেন সঃ। তত্র হেতুঃ,—অনঙ্গবাণব্রণেন খিন্নং মানসং যস্য সঃ। অনেন তৎসদৃশী দশা অস্যাপুক্তা ॥ ২ ॥

পশ্চাত্তাপমেবাহ মামিয়মিত্যাদিভিঃ। হরি হরীতি খেদে, হা কষ্টম্, সা পূর্ব্বানুভূতগুণা শ্রীরাধা স্বস্মিন্ ময়া হতাদরত্বম্, মত্বা কুপি-তেব গতা ইত্যহমুৎপ্রেক্ষে। কুতো হতাদরত্বমিতি ইয়ং শ্রীরাধা বধূ-সমূহেন বৃতং মাং দূরতো বিলোক্য চলিতা, অনেনান্যান্যাবলোকনং জাতমিতি গম্যতে। কথং তদৈব নানুনীতা ময়া দৃষ্ট্বাপি সাপরাধতয়া

করিতে করিতে ইতস্ততঃ শ্রীমতীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরি-শেষে কালিন্দীকূলবর্ত্তী নিকুঞ্জমন্দিরে উপবেশনপূর্ব্বক অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

হায়! আমি গোপাঙ্গনায় পরিবৃত হইয়াছিলাম, তদ্দর্শনে রাধিকা প্রস্থান করিয়াছেন। আমি অপরাধী, ভয় হইল, কাজেই তাঁহার গমনে বাধা দিতে সাহসী হইলাম না। হরি হরি! বোধ হয়, আমি আদর করি নাই বলিয়াই তিনি কোপভরে গমন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম সুখেন গৃহেণ (হরি হরি)॥ ৪ ॥
চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রু কোপভরেণ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ (হরি হরি) ॥ ৫ ॥

তাং বিহায় অন্যাভির্বিহাররূপয়া অস্মৈ কথং দর্শয়ামি মুখমিত্যাতিভয়েন ন নিবারিতা ॥ ৩ ॥

ততঃ সা চিরং বিরহেণ কামবস্থাং প্রাপ্য কমুপায়ং বিধাস্যতি সখীং প্রতি কিংবা বদিষ্যতীত্যহং ন জানে। অতো মম ধনেন গবাং সমূহেন কিং, ব্রজজনেন বা কিং, গৃহেণ বা কিং, সুখেন বা কিং, তাং বিনৈব তৎ সর্ব্বং অকিঞ্চৎকরমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অহং তদাননমেব ধ্যানেন পশ্যামি। কীদৃশম্ ? —রোষভরেণ কুটিলা ভ্রূর্যত্র তাদৃশম্। তেনৈব লোহিতমিত্যর্থঃ। বাক্যার্থোপমামাহ উপরি-ভ্রমতা ভ্রমরেণ ব্যাপ্তমরুণপদ্মমিব ॥ ৫ ॥

এই দীর্ঘবিচ্ছেদে তিনি কি করিবেন, কি কহিবেন ? প্রিয়তমাকে না পাইলে আমার ধনে কি প্রয়োজন, বন্ধুবান্ধবে কি আবশ্যক, সুখভোগেই বা কি ফল ? ॥ ৪ ॥

তাঁহার বিধুমুখ অনুক্ষণ আমার স্মৃতিপথে সমুদিত রহিয়াছে। আহা ! যখন তিনি রোষভরে ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিলেন, বোধ হইল যেন, রক্তোৎপলের উপর ভ্রমরকুল বিচরণ করিয়া উহাকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিয়াছে ॥ ৫ ॥

তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি (হরি হরি) ॥ ৬ ॥
তন্বি খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি (হরি হরি) ॥ ৭ ॥

অথ তৎস্ফূর্ত্ত্যাহ। অহং তাং হৃদি সঙ্গতামপি পুরঃ প্রাপ্তাং নিরন্তরমত্যর্থং রময়ামি বনে কিমর্থং বানুসরামি তামুদ্দিশ্য কিং বৃথা বিলপামি। 'ন করস্খলিতরত্নং মৃগ্যতে নীরমধ্যে' ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

স্ফূর্ত্ত্যাপগমে পুনরাহ। হে তন্বি! তব হৃদয়ং ত্বদুৎকর্ষজ্ঞানায়োত্তমরূপে গুণে দোষারোপণেন খেদযুক্তমহং বেদ্মি। তৎ কথং নানুনয়ামি কুতো গতাসি তন্ন বেদ্মি। তেন হেতুনা তে তব পাদগ্রহণমপি ন ক্ষমাপয়ামি ॥ ৭ ॥

প্রিয়তমা অনুক্ষণই আমার হৃদয়ে সঙ্গতা রহিয়াছেন, আমিও ত অন্তরে অন্তরে তাঁহার সহিত বিহার করিতেছি, তবে কি জন্যই বা তাঁহার অনুগমন করিব? বৃথা অনুতাপ করিবারই বা কারণ কি? ॥ ৬ ॥

হে কৃশাঙ্গি! তোমার অন্তর দ্বেষবশে খিন্ন, তুমি কোথায় অবস্থিতি করিতেছ, তাহাও অবগত নহি; কাজেই তোমাকে বিনয় করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৭ ॥

দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি (হরি হরি) ॥ ৮ ॥
ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।
দেহি সুন্দরি দর্শনং (রমণং) মম মন্মথেন দুনোমি (হরি হরি) ॥ ৯ ॥
বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন (হরি হরি) ॥ ১০ ॥

পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যাহ। হে প্রিয়ে! মমাগ্রতস্ত্বং যাতায়াতং বিদধাসীতি দৃশ্যসে, তৎ কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি. পুরঃস্থিতায়াঃ প্রিয়ায়াঃ নিষ্ঠুরতেদৃশী ন যুক্তেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥

পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যপগমে প্রাহ। হে সুন্দরি! ক্ষম্যতামপরাধমিদং অপরমীদৃশং অপরাধং কদাচিদপি ন করোমি, অতো মম দর্শনং দেহি, যতস্তব প্রিয়োহহং মন্মথেন মনো মথ্নাতীতি মন্মথো বিরহস্তেন দুনোমি। স্বাধীনে অপরাধিনি দণ্ড এব যুক্তো নোপেক্ষেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীজয়দেবকেন হরেরিদং বিলপনং বর্ণিতম্। স্বার্থে কঃ। কীদৃশেন ?

আমার বোধ হইতেছে যেন, তুমি আমার পুরোভাগ দিয়া যাতায়াত করিতেছ; অথচ পূর্ব্ববৎ আমাকে সাদর আলিঙ্গন করিতেছ না অর্থাৎ সম্মুখে থাকিয়াও এরূপ নিষ্ঠুরতাপ্রদর্শন করা কদাচ সমুচিত নহে ॥ ৮ ॥

প্রিয়ে! ক্ষমা কর, আর আমি এরূপ অপরাধ করিব না। সুন্দরি! দর্শন দেও, আমি মদনযাতনায় একান্ত অস্থির হইয়াছি ॥ ৯ ॥

সাগরসম্ভূত রোহিণীনাথ চন্দ্রমার ন্যায় কেন্দুবিল্বগ্রামজাত জয়দেব-

হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ,
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি,
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥ ১১ ॥

—প্রবণেন নম্রেণ। পুনঃ কীদৃশেন?—কেন্দুবিল্বনামা জয়দেবস্য গ্রামঃ কেন্দুবিল্বমিতি কুলঞ্চ তয়োর্মহত্ত্বাৎ সমুদ্রত্বেন নিরূপণং তদুদ্ভবচন্দ্রেণ, যথা সমুদ্রোদ্ভবশ্চন্দ্রঃ সমুদ্রবৃদ্ধিকরস্তথায়মপি তদ্‌বৃদ্ধিকর ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

উক্তমন্মথসন্তাপমেব তৎস্ফূর্ত্ত্যা সাক্ষাদিব বিবৃণোতি হৃদীতি। হে অনঙ্গ! ক্রুধা কিমু ধাবসি? মদর্থঞ্চেত্তর্হি হরস্য ভ্রান্ত্যা ময়ি প্রহারং মা কুরু। অহং হরো ন ভবামীতি, হরভ্রান্তিং বারয়ন্নাহ প্রিয়ারহিতে ময়ীতি, স তু প্রিয়ার্দ্ধাঙ্গযুক্তঃ তল্লক্ষণানি দৃশ্যন্তে ইতি চেন্ন, হৃদি মৃণাল-লতাহারোঽয়ং বাসুকির্ন, কণ্ঠে কুবলয়দলশ্রেণীয়ং সা গরলদ্যুতির্ন; সর্ব্বাঙ্গে চন্দনরজঃ ইদং ভস্ম ন, অতো ময়ি হরভ্রান্তির্ন কার্য্যেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

কবি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে নমস্কারপূর্ব্বক এই বিরহকীর্ত্তন করি-লেন ॥ ১০ ॥

হে কন্দর্প! আমার বক্ষঃপ্রদেশে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছ, উহা ফণিপতি বাসুকি নহে, মৃণালহার; কণ্ঠদেশে যাহা অবলোকন করিতেছ, উহা বিষরশ্মি মনে করিও না, উহা কুবলয়দলের মালা, আর অঙ্গে যাহা দর্শন করিতেছ, উহা ভস্ম নহে, চন্দনকণা। হে মন্মথ! আমি প্রিয়াবিরহী হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, আমাকে মহাদেব মনে করিয়া প্রহার করিও না। হে কাম! তুমি রোষভরে প্রধাবিত হইতেছ কেন? ॥ ১১ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

পাণৌ মা কুরু চূতসায়কমমুং মা চাপমারোপয়,
ক্রীড়ানির্জ্জিতবিশ্ব-মূর্চ্ছিতজনাঘাতেন কিং পৌরুষম্।
তস্যা এব মৃগীদৃশো মনসিজপ্রেঙ্খৎকটাক্ষাশুগ-
শ্রেণীজর্জ্জরিতং মনাগপি মনো নাদ্যাপি সংধুক্ষতে ॥ ১২

ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি,
বাণা গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ।

ন কেবলং অদনঙ্গদাহাচ্ছিবো মম বৈরী ভবানপুল্লঙ্ঘিতশাসনত্বাৎ অতস্ত্বয্যপি প্রহরিষ্যামীত্যত আহ। হে মনসিজ! অমুং চূতমুকুলবাণং পাণৌ মা কুরু। যদি পাণৌ কৃতবানসি, তদা পাণাবেবাস্তাং, চাপং মা রোপয়, চাপরোপিতবাণঃ প্রাণান্ হরিষ্যতি ইত্যভিপ্রায়ঃ। কথমেবং বিধেয়মিত্যত আহ। ক্রীড়য়া নির্জ্জিতং বিশ্বং যেন হে তথাবিধ! মূর্চ্ছিতজনস্য প্রহারেণ কিং পৌরুষম্? ন কিমপি। কথং ত্বং মূর্চ্ছিতঃ তস্যাঃ শ্রীরাধিকায়া এব উচ্ছলন্ত্যা কটাক্ষবাণশ্রেণ্যা জর্জ্জরিতং মম মনোঽল্পমপি অধুনাপি ন সন্ধুক্ষতে ন দীপ্যতে সুস্থং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীরাধিকায়াঃ কটাক্ষাশুগস্মরণেন তৎস্ফূর্ত্ত্যাহ ভ্রূপল্লবমিতি। ইত্যনেন

হে অনঙ্গ! চূতমুকুল তোমার শর, এখন উহা হস্তে গ্রহণ করিও না। তুমি ক্রীড়াচ্ছলেই সংসার জয় করিয়াছ। যে ব্যক্তি মূর্চ্ছিত, তাহাকে প্রহার করিলে কি পৌরুষপ্রকাশ হইবে? দেখ, সেই মৃগনয়নার চপল কটাক্ষবাণেই আমার চিত্ত জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে, অদ্যাপি স্থির হইতে পারে নাই ॥ ১২ ॥

শ্রীমতী রাধাই কামবিজয়ের মূর্ত্তিমতী দেবীস্বরূপিণী; ভ্রূপল্লব তাঁহার

তস্যামনঙ্গজয়জঙ্গমদেবতায়া-
মস্ত্রাণি নিৰ্জ্জিতজগন্তি কিমর্পিতানি ॥ ১৩ ॥
ভ্রূচাপে নিহিতঃ কটাক্ষবিশিখো নির্ম্মাতু মর্ম্মব্যথাং,
শ্যামাত্মা কুটিলঃ করোতু কবরীভারোঽপি মারোদ্যমম্ ।
মোহস্তাবদয়ঞ্চ তন্বি তনুতাং বিম্বাধরো রাগবান্,
সদ্বৃত্তস্তনমণ্ডলস্তব কথং প্রাণৈর্মম ক্রীড়তি ॥ ১৪

প্রকারেণাস্ত্রাণি তস্যাং রাধিকায়াং কিং স্মরেণার্পিতানীতি মন্যে। কুতোঽর্পিতানীত্যাহ—যতো নিৰ্জ্জিতানি জগন্তি যৈস্তানি তৎপ্রসাদলব্ধা-স্ত্রৈর্জগন্তি জিত্বা পুনস্তত্রৈবার্পিতানীতি ভাবঃ। কুতস্তস্যামেবার্পিতানি যতোঽনঙ্গস্য জয়জঙ্গমদেবতায়াং জয়দেবতারূপায়াম্। কান্যস্ত্রাণীত্যাহ—ভ্রূপবল্লং ধনুঃ অপাঙ্গতরঙ্গিতানি কটাক্ষাঃ তান্যেব বাণাঃ শ্রবণপ্রান্তভাগঃ স এব গুণ ইতি ॥ ১৩ ॥

এবং পরোপকারিণ্যাস্তব ময়ি নির্দ্দয়তা ন যুক্তেত্যাহ। ভ্রূচাপারোপিতঃ কটাক্ষবাণো মম মর্ম্মব্যথাং করোতু, নাত্রানৌচিত্যং চাপার্পিত-বাণস্য দুঃখজনকস্বভাবত্বাৎ; তথা বক্রঃ শ্যামরূপঃ কেশবেশোঽপি মারণায় পরাক্রমং করোতু, নাত্রাপ্যনৌচিত্যং মলিনস্য কুটিলাত্মনো মারকস্বভাবত্বাৎ। হে তন্বি! বিম্বফলতুল্যোঽয়মধরঃ মূর্চ্ছাং তনুতাম্,

ধনু, অপাঙ্গবীক্ষণ (কটাক্ষ) তাঁহার শর এবং শ্রবণপ্রান্ত সেই ধনুর গুণরূপ। হে কাম! এই সমস্ত অস্ত্রবলে ত্রিলোক জয় করিয়া পুনর্ব্বার কি তুমি তাঁহাকে এগুলি প্রত্যর্পণ করিয়াছ ?॥ ১৩ ॥

হে কৃশাঙ্গি রাধে! ত্বদীয় কটাক্ষবাণ ভ্রূকার্ম্মুকে আরোপিত হইয়া আমাকে নিরতিশয় যাতনা প্রদান করিতেছে, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কুটিল

তানি স্পর্শসুখানি তে চ তরলাঃ স্নিগ্ধা দৃশোর্বিভ্রমা-
স্তদ্বক্ত্রাম্বুজসৌরভং স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমা।
সা বিম্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মানসং,
তস্যাং লগ্নসমাধি হন্ত বিরহব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে॥ ১৫॥

নাত্রাপ্যনৌচিত্যং, যতোঽয়ং রাগবান্ রাগী ইদন্ত্বনুচিতম্। সদ্বৃত্তঃ সুবর্ত্তুলঃ স্তনমণ্ডলো মম প্রাণহরণরূপাং ক্রীড়াং কিমিতি করোতি। সচ্চরিতস্য তথাচরণমনুচিতমিতি ভাবঃ॥ ১৪॥

অতস্তদ্বিলাসানুভবস্ফূর্ত্ত্যাহ তানীতি। তস্যাং রাধায়াং যদি মনো লগ্নসমাধি, তর্হি বিরহব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে; হন্তেতি খেদে, বিযুক্তয়োরেব বিরহঃ স্যাদত্র মনঃসংযোগো বর্ত্ততে ইত্যভিপ্রায়ঃ। সত্যপি মনঃসংযোগে চক্ষুরাদীনাং পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং সংযোগাভাবাৎ বিরহব্যাধির্যুক্ত ইত্যাহ। ইত্যুক্তপ্রকারেণ বিষয়াসঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়সুখে অনুভূয়মানেঽপীত্যর্থঃ। কোঽসৌ প্রকার ইত্যাহ—তানি স্পর্শসুখানি পূর্ব্বানুভূতানীত্যর্থঃ। অনেন ত্বগিন্দ্রিয়সুখং, তথা তরলাঃ স্নিগ্ধাশ্চ দৃশোর্বিলাসাঃ, অনেন চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য, তদ্বক্ত্রাম্বুজসৌরভমিতি ঘ্রাণস্য, তথা

কবরীভার আমার নিধনে সমুদ্যত হইয়াছে এবং সুরঞ্জিত বিম্বাধর আমার মোহ জন্মাইয়া দিতেছে; ইহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু ত্বদীয় সুবর্ত্তুল কুচযুগল ক্রীড়াচ্ছলে আমার প্রাণসংহাররূপ ক্রীড়া করিতেছে কেন অর্থাৎ আমাকে প্রাণে সংহার করিতেছে কেন?॥ ১৪॥

শ্রীমতীর চিন্তায় আমার চিত্ত অনুক্ষণ নিমগ্ন রহিয়াছে। আমি মনোমধ্যে প্রিয়তমার সেই স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছি, তাঁহার

তির্য্যক্‌কণ্ঠবিলোলমৌলিতরলোত্তংসস্য বংশোচ্চরদ্‌-
গীতিস্থানকৃতাবধানললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ।

স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমেতি শ্রবণয়োঃ, তথৈব চ সা বিম্বাধর-মাধুরীতি রসনায়া ইতি॥ ১৫ ॥

অথ কবির্মামুদ্বীক্ষ্য ইতি শ্রীরাধিকাবচনং প্রমাণীকৃত্য গোপীমণ্ডলস্থস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বোক্ত-শ্রীরাধিকাদর্শনপ্রকারমাহ তির্য্যগিতি। মধুসূদনস্য কটাক্ষস্য তরঙ্গা বো যুষ্মাকং ক্ষেমং দধতু। পূর্ব্বোক্তমধুসূদনপদ-তাৎপর্য্যং ব্যনক্তি। কীদৃশাঃ?—রাধামুখেন্দৌ ঈষচ্চঞ্চলং সম্মুগ্ধং অলক্ষিতঞ্চ যথা স্যাত্তথা পল্লবিতাঃ অন্যগোপাঙ্গনাবদনোডুগণমপহায় তত্রৈবোল্লসিতা ইত্যর্থঃ। কথমনেকাঙ্গনানিকরে তৎসিদ্ধিরিত্যাহ।—বংশোচ্চরদ্গীতিস্থানেষু স্বরগ্রামমূর্চ্ছনাদিষু সমর্পিতচিত্তবৃত্তিভির্ললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ। যদ্বা গীতিস্থানং মুখং অনেন তাদৃশৈরপ্যলক্ষিতত্বেন চাতুর্য্যং

সেই চপল স্নিগ্ধ কটাক্ষ দর্শন করিতেছি, তাঁহার সেই চন্দ্রাননের সৌরভ আঘ্রাণ করিতেছি, সেই সুধানিস্যন্দিনী বাণী শ্রবণ করিতেছি এবং তাঁহার সেই বিম্বাধরের সুধা পান করিতেছি; কিন্তু তথাপি আমার বিরহব্যাধি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে কেন? অহো! (উহা কিছুতেই প্রশমিত হইতেছে না)॥ ১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিম কটাক্ষতরঙ্গ শ্রীমতী রাধিকার সুগন্ধি চন্দ্রবদনে মৃদুমৃদুভাবে উল্লাসিত এবং গ্রীবাদেশ বঙ্কিমভাব ধারণ করাতে তাঁহার চূড়া ও কুণ্ডল চঞ্চল হইয়াছিল; বংশীনাদে একাচিত্ততাদিবন্ধন

সম্মুগ্ধং মধুসূদনস্য মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃদু-
স্পন্দং কন্দলিতাশ্চিরং দধতু বঃ ক্ষেমং কটাক্ষোর্ম্ময়ঃ ॥ ১৬ ॥
ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে মুগ্ধমধুসূদন নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩

সূচিতম্। কীদৃশস্য ?—তির্য্যক্ কণ্ঠো যস্য, বিলোলঃ মৌলিঃ শিরো-ভূষণং যস্য, তরলং কণ্ঠভূষণং যস্য চ স তস্য ॥ ১৬ ॥

অতএব মুগ্ধমধুসূদনো রসবিশেষাস্বাদচতুরঃ অতো মুগ্ধো মধুসূদনো যত্র।
ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যাং তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

গোপিকারা তাহা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের সেই অপাঙ্গদৃষ্টি তোমাদিগের চিরকল্যাণবিধান করুক ॥ ১৬ ॥

চতুর্থঃ সর্গঃ

(স্নিগ্ধমধুসূদনঃ)

যমুনাতীরবানীরনিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্ ।
প্রাহ প্রেমভরোদ্‌ভ্রান্তং মাধবং রাধিকাসখী ॥ ১ ॥

(গীতম্)

(কর্ণাটরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে)

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্ ।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্ ॥ ১ ॥

সা বিরহে তব দীনা,
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥ ২ ॥ (ধ্রুবম্)

অথ শ্রীরাধিকাবিরহোৎকণ্ঠিতং শ্রীকৃষ্ণং স্বসখীমাশ্বাস্যাগতা সখী প্রাহ যমুনেতি। শ্রীরাধিকাসখী মাধবং প্রাহ। কীদৃশম্ ?—শ্রীরাধিকা-বিষয়ক-প্রেমাধিক্যেন উদ্‌ভ্রান্তমুন্মত্তম্ অতএব তদন্বেষণং বিহায় যমুনা-তীরস্থ বেতসীকুঞ্জে মন্দং নিরুদ্যমং যথা স্যাত্তথাসীনম্ ॥ ১ ॥

হে মাধব ! সা শ্রীরাধিকা তব বিরহনিমিত্তং দীনা দুঃখিতা তত্রোৎ-

তদনন্তর প্রেমোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীকূলবর্তী বেতসকুঞ্জে বিষণ্ণ-বদনে আসীন আছেন, ইত্যবসরে শ্রীমতী রাধিকার কোন প্রিয়সখী তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

হে মাধব ! শ্রীমতী রাধা তোমার বিরহে একান্ত বিধুরা. তিনি মদনের বাণপতনভয়ে যেন ধ্যানযোগে ত্বদীয় দেহেই মিলিত হইয়া

অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্ (সা বিরহে) ॥৩॥

প্রেক্ষ্যতে,—কামবাণস্ত ভয়াৎ ত্বয়ি ধ্যানেন লীনেবাস্তে। বাণপ্রযোক্তরি কামরূপে* ত্বয়ি প্রসন্নে তদ্ভয়ং ন করিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ। ন কেবলমেতচ্চন্দনমিন্দুকিরণঞ্চ নিন্দতি, স্বভাবশীতলৌ যস্মাৎ দহতস্তস্মাদেব দুর্দ্দৈবমিতান্নু পশ্চাদধীরং যথা স্যাত্তথা খেদং বিন্দতি। তথা চন্দনতরোঃ সম্পর্কেন মলয়সমীরং গরলমিব কলয়তি। তত্রস্থসর্পভুক্তোজ্ঝিতো বায়ুর্বিষমিলিতত্বাদ্বিষমিবোৎপ্রেক্ষ্যতে ॥ ২ ॥

ত্বয্যতিস্নিগ্ধা সা ত্বং কথং নিষ্ঠুরোঽসীত্যাহ। স্বহৃদয়মর্ম্মস্থানে সজলনলিনীদলজালং পৃথুলং বর্ম্ম কবচং করোতি। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে, নিরন্তরনিপতিতমদনশরভয়াত্তব রক্ষণার্থমেব তস্যা হৃদয়ে ভবাংস্তিষ্ঠতি। হৃদয়ং কামো বিধ্যতি মর্ম্মস্থানত্বাৎ হৃদয়বেধনাচ্চ ভবতোঽপি বেধঃ স্যাদিতি ভবদ্রক্ষণার্থং সা সন্নহ্যত ইত্যর্থঃ। নিপতিত ইতি ভাবে ক্তঃ অবিরলং নিপতনং যস্যেতি বিগ্রহঃ, পতিতবাণাবরণাসম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

আছেন। তিনি চন্দন ও শশধরের স্নিগ্ধ রশ্মিকেও নিন্দা করিতেছেন, বিষাদে ব্যাকুল হইতেছেন এবং মলয়সমীরও তাঁহার পক্ষে বিষের ন্যায় সন্তাপজনক বোধ হইতেছে ॥ ২ ॥

তুমি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে অবস্থিতি করিতেছ, তদুপরি অনুক্ষণ মদনের অমোঘ বাণ নিপতিত হইতেছে, পাছে তুমি বেদনা পাও, এই ভয়ে শ্রীমতী আপনার হৃদয়োপরি সরস নলিনীদল বিশালবর্ম্মরূপে ধারণ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলাকমনীয়ম্ ।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্ (সা বিরহে) ॥৪॥
বহতি চ বলিতবিলোচনজলধরমাননকমলমুদারম্ ।
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্তদলনগলিতামৃতধারম্ (সা বিরহে) ॥ ৫ ॥

অন্যদপি সা কুসুমশয্যাং করোতি। কীদৃশম্ ?—অনল্পবিলাসকলয়া কমনীয়ং কাঙ্ক্ষণীয়ং বিরহে তদপি কামশরশয্যায়িত ইত্যুৎপ্রেক্ষ্যতে। কামশরশয্যা ব্রতমিব। ননু এতৎ অতিদুষ্করং জীবনসন্দেহোৎপাদকং কিমিতি করোতি, তব পরিরম্ভসুখায় দুষ্প্রাপং তব পরিরম্ভণসুখমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ন কেবলং কুসুমশয়নীয়ং করোতি, অপি চ উদারমাননকমলং ধারয়তি। কীদৃশম্ ?—বলিতানি অবিরতং গলিতানি নয়নয়োর্জলানি, ধারয়তীতি তৎ। কমিব ?—বিধুমিব। কীদৃশং বিধুম্ ?—করালস্য রাহোর্দন্তস্য চর্ব্বণেন গলিতা অমৃতধারা যস্য তম্ ॥ ৫ ॥

কতিপয়মাত্র বিলাসদ্রব্যে সুসজ্জিত রমণীয় পুষ্পশয্যাও এখন তাঁহার পক্ষে শরশয্যার সদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। অনুমান হয়, তোমার আলিঙ্গনসুখপ্রাপ্তির অভিলাষে কঠোর ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক এই মদনবাণশয্যা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ৪ ॥

শ্রীমতীর মনোরম পদ্মমুখে অবিরল নেত্রাশ্রু বিগলিত হইতেছে, তদ্দর্শনে বোধ হয় যেন, রাহুর দশনাঘাতে চন্দ্রমণ্ডল হইতে সুধাধারা ক্ষরিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্ (সা বিরহে) ॥ ৬ ॥
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্ (সা বিরহে) ॥ ৭ ॥
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্ (সা বিরহে) ॥৮॥

কিঞ্চ কামরূপেণ ত্বদাবেশাৎ ত্বামেবারাধয়তীত্যাহ। সা ভবন্তমে-কান্তে সখ্যাঃ অদৃশ্যস্থানে কস্তূর্য্যা বিলিখতি। কীদৃশম্?—কামতুল্যম্। কামাঙ্গসাদৃশ্যমাহ।—মকরমধো বিনিধায় করেণ নবাম্রমুকুলবাণং বিনিধায় লিখিত্বা হে নাথ! গৃহীতাম্রমুকুলস্ত্বং কিমিতি প্রহরসীতি প্রণ-মতি। ত্বদন্যঃ কামো নাস্তীতি মন্যেতি ভাবঃ। স্বচিত্তোন্মাদকত্বাৎ॥ ৬॥

সা ন কেবলং প্রণমতি, হে মাধব! মধোঃ সখে! তব চরণে অহং পতিতা, ইদমপি প্রতিক্ষণং জল্পতি। কথং মচ্চরণে পতসি? ত্বয়ি বিমুখে সতি তৎক্ষণাদেব অমৃতনিধিশ্চন্দ্রোঽপি ময়ি তনুদাহং তনুতে॥ ৭॥

পুনশ্চাতিব্যগ্রতয়া ধ্যানলয়েন ভবন্তং সাক্ষাদিব কৃত্বা বিলপতি।

প্রিয়সখী একান্তে বসিয়া কস্তূরীরস দ্বারা তোমার মদনকান্তি প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া চরণমূলে মকরাঙ্কনপূর্ব্বক করে অভিনব আম্রমুকুলরূপ শরবিন্যাস করত নমস্কার করিতেছেন॥ ৬॥

“হে মাধব! আমি তোমার চরণকমলে পতিত হইলাম।” সখী পদে পদে কেবল এই বাক্যই উচ্চারণ করিতেছেন। যদি বল, তোমার চরণে পতিত হইবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে, তুমি প্রসন্ন না থাকিলে সুধানিধি চন্দ্রমাও অঙ্গ দগ্ধ করে॥ ৭॥

তখন পরম দুর্লভ বলিয়াই সখী সমাধিনিষ্ঠ হইয়া তোমার প্রকৃতি

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্।
হরিবিরহাকুলবল্লবযুবতিসখীবচনং পঠনীয়ম্ (সা বিরহে)॥ ৯॥
আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে,
তাপোঽপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালাকলাপায়তে।

কথং ধ্যানলয়েন পুরঃ কল্পতে সাক্ষাৎ কথং ন ক্রিয়ত ইত্যাহ। দুরাপং দূতীপ্রেষণাদিনাপি অপ্রাপ্যম্। ত্বৎপ্রাপ্ত্যানন্দোচ্ছলিতা হসতি, পুনরন্তর্ধানে বিষীদতি, রোদিতি চ, পুনঃ স্ফুরন্তং অনুধাবতি, পুনঃ প্রাপ্তমিত্যালিঙ্গনাদিনা তাপং মুঞ্চতি॥ ৮॥

যদি মনসা নটনীয়ং নর্ত্তয়িতব্যং তদা শ্রীজয়দেবভণিতমিদং অধিকং যথা স্যাত্তথা পঠনীয়ম্। কুতঃ?— যতো হরিবিরহাকুলায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সখ্যাঃ বচনং যত্র তৎ॥ ৯॥

সা ত্বাং বিনা কুত্রাপি নির্বৃতিং ন লভতে ইত্যাহ আবাস ইতি। হে কৃষ্ণ! সা শ্রীরাধিকা তদ্বিরহেণ হন্ত ইতি খেদে হরিণীরূপায়তে মৃগীবাচরতি শ্লেষোক্ত্যা পাণ্ডুবর্ণাপীত্যর্থঃ। কথং হরিণীরূপায়তে ইত্যাহ। বসতিস্থানং অরণ্যমিবাচরতি প্রিয়সঙ্গমমন্তরেণ দুঃখজনকত্বাৎ প্রিয়সখী-

---

কল্পনাপূর্ব্বক কোন সময়ে বিলাপ করিতেছেন, কোন সময়ে হাস্য করিতেছেন, কখন বা দুঃখিত হইতেছেন, কখন রোদন করিতেছেন, কখন অধীর হইয়া উঠিতেছেন, আবার কখন বা বিলাপ পরিত্যাগ করিতেছেন॥ ৮॥

যদি আনন্দে হৃদয়কে নাচাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে জয়দেব-কবিবিরচিত কৃষ্ণবিয়োগবিধুরা রাধা-সহচরীর এই কথাগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ কর॥ ৯॥

হে হরে! গৃহ এখন সখীর পক্ষে অরণ্যের ন্যায় বোধ হইতেছে এবং

সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং,
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়ঞ্ছার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ১০ ॥

(গীতম্)

(দেশাখরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে)

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্,
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্।
রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥ ১১ ॥ (ধ্রুবম্)

মালাপি জ্বালামিবাচরতি। কুত্রাচিদ্গমনশঙ্কয়া জালবৎবেষ্টিতত্বাৎ। গাত্রসন্তাপোঽপি নিঃশ্বাসেন তথা সন্তাপয়তি। যথা বাতেনাগ্নেরুল্কা নির্দহতীত্যর্থঃ। হা ইতি বিষাদে কন্দর্পোঽপি শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং বিরচয়ন্ কিমতি যম ইবাচরতি মহদেতদনুচিতং প্রাণহরণচেষ্টিত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। যথা বনে মৃগী দাবজ্বালয়োদ্বিগ্না ব্যাঘ্রত্রাসিতা জালপাতিতা কাপি নির্বৃতিং ন লভতে তথেয়মপীত্যর্থঃ। প্রত্যেকেনানেন হরিণ্যা ইব শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়দৃঢ়ানুরাগো দর্শিতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চ কাঠিন্যং নির্ধায়ামস্নেহব্যবসায়ত্বাৎ ॥ ১০ ॥

পুনস্তচ্চেষ্টামেব বিশেষতয়া আহ স্তনেত্যাদিনা। হে কেশব!

তিনি প্রিয়সহচরীদিগকেও বন্ধনরজ্জুবৎ জ্ঞান করিতেছেন। অবিরল ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বিনির্গত হওয়াতে তদীয় দেহতাপ যেন দাবাগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপিত হইয়া উঠিতেছে। আমাদিগের সখী এখন পাশবদ্ধা হরিণীর ন্যায় অবস্থিত। আহা! নিষ্ঠুর মদন যেন লীলাচ্ছলে কৃতান্তরূপী ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার প্রাণসংহারের উদ্যম করিতেছেন ॥ ১০ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার বিরহে আমাদিগের প্রাণসখী এরূপ কৃশাঙ্গী

সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ (রাধিকা) ॥ ১২ ॥
শ্বসিতপবনমনুপমপরিণাহম্।
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্ (রাধিকা) ॥ ১৩ ॥
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালম্ (রাধিকা) ॥ ১৪ ॥

সা কৃশতনুঃ রাধা তব বিরহে সখীভির্যত্নেন স্তনবিনিহিতং উৎকৃষ্টহারমপি ভারমিব কৃশতনুত্বাৎ মনুতে। তথেয়ং কৃশাভূতা যথা: হারবহনসামর্থ্যমপি নাস্তীত্যর্থঃ। কীদৃশম্?—উদারং মনোহরম্ ॥ ১১ ॥

ন কেবলং হারবহনাসামর্থ্যমপি তু তাপশান্ত্যৈ সরসমপি মসৃণং চিক্কণমপি চন্দনপঙ্কং বপুষি সংলগ্নং সশঙ্কং যথা স্যাত্তথা বিষমিব পশ্যতি ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ দাহসহিতং নিশ্বাসপবনমপি কামাগ্নিমিব বহতীত্যুৎপ্রেক্ষা সন্তপ্তায়াঃ নিশ্বাসোঽপি সন্তপ্ত ইত্যর্থঃ। কীদৃশমুপমারহিতং দৈর্ঘ্যং যস্য তম্ ॥ ১৩ ॥

তথা সা নয়ননলিনং ত্বদ্দিদৃক্ষাসম্ভ্রমাৎ দিশি দিশি বিক্ষিপতি।

হইয়াছেন যে, পীনোন্নত কুচোপরি স্থাপিত হারও তাঁহার নিকট দুর্ব্বহভারস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১১ ॥

তিনি দেহবিলিপ্ত সুশীতল চন্দনরসকেও এখন বিষম গরল সম জ্ঞানে সভয়ে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন ॥ ১২ ॥

তাঁহার নাসাবিবর হইতে অবিরাম প্রদীপ্ত কামাগ্নিবৎ দীর্ঘ উষ্ণশ্বাস বিনির্গত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

তিনি মৃণালবিচ্ছিন্ন সজলপদ্মের ন্যায় অশ্রুপূরিত নেত্রযুগল চারিদিকে ঘন ঘন সঞ্চালিত করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্পম্।
গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পম্ (রাধিকা) ॥ ১৫ ॥
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্।
বালশশিনমিব সায়মলোলম্ (রাধিকা) ॥ ১৬ ॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্ (রাধিকা) ॥ ১৭ ॥

কীদৃশম্ ?—জলকণিকাভিঃ সহিতম্। কিমিব ? বিচ্ছিন্নং নালং যস্ত তদিব বিচ্ছিন্ননালং হি কমলং সস্রবং বিক্ষিপ্তঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অপরঞ্চ চক্ষুর্গোচরমপি পল্লবশয্যাং বিহিতো বহ্নের্বিকল্পো ভ্রমো যস্মিন্ তৎ যথা স্যাত্তথা পশ্যতি ॥ ১৫ ॥

সা পাণিতলেন কপোলং ন ত্যজতি। তত্রোপমামাহ—সায়মচঞ্চলং বালশশিনমিব কপোলস্যার্দ্ধভাগদর্শনাদ্বালচন্দ্রেণোপমা। আতাম্রত্বাৎ পাণিতলস্য সন্ধ্যায়া বিরহেণ পাণ্ডুত্বাৎ কপোলস্য চন্দ্রেণ সাম্যম্ ॥ ৬ ॥

অপি চ সাভিলাষং যথেষ্টঞ্চ যথা স্যাৎ তথা হরিরিতি হরিরিতি জপতি। কেব ?—মরণে যা মতিঃ সা গতিরিতি জন্মান্তরেঽপি স বল্লভো ভূয়াদিতি সকামত্বম্। কেব ?—তদ্বিরহেণারব্ধং মরণং যস্যাঃ সেব ॥ ১৭ ॥

ভ্রান্তিবশে নয়নের গোচরীভূত পল্লবশয্যাও তাঁহার নিকট বহ্নিশয্যা বলিয়া অনুমিত হইতেছে ॥ ১৫ ॥

তদীয় রক্তবর্ণ করতলে বিরহপাণ্ডুর অর্দ্ধস্পৃষ্ট গণ্ডপ্রদেশ লোহিতবর্ণ সান্ধ্য-গগনে অচপল বালচন্দ্রমার ন্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে ॥ ১৬ ॥

তোমার বিচ্ছেদে মরণই মঙ্গল, এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি জন্মান্তরে পুনর্ব্বার তোমাকে পতিলাভের জন্য অনুক্ষণ কৃষ্ণনামজপে নিরত রহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিতি গীতম্।
সুখয়তু কেশবপদমুপনীতম্ (রাধিকা)॥ ১৮॥
সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি,
ধ্যায়ত্যুদ্‌ভ্রাম্যতি প্রমীলতি পতত্যুদ্‌যাতি মূর্চ্ছত্যপি।

ইত্যনেনোক্তপ্রকারেণ শ্রীজয়দেবভণিতং গীতং কেশবপদমুপনীতং তৎপদয়োঃ সমর্পিতচিত্তমিতি যাবৎ তং জনং সুখয়তু অর্থাৎ শ্রোতৃন্॥ ১৮॥

পুনরতীববৈকল্যং বর্ণয়তি সা রোমাঞ্চতীতি। হে অশ্বিনীকুমারবৎ সুচিকিৎসক! ত্বং যদি প্রসীদসি, তদৈব এতাবত্যতনুজ্বরেঽস্মিন্নলজ্বরে সা বরতনুস্তে রসপ্রয়োগাৎ কিং ন জীবেদপি তু জীবেদিতি ছলোক্তিঃ। বাস্তবঃ কামজ্বরঃ। বরতনুরিতি তৎসমানা নাস্তীতি তস্যা রক্ষণং যুক্তমিতি ভাবঃ। জ্বরলক্ষণান্যাহ—সা রোমাঞ্চতি পুলকাঞ্চিতা ভবতি। শীৎকরোতি শব্দং করোতি, শীদিত্যনুকরণং বিলপতি, উচ্চৈঃ কম্পতে, গ্লানিমাপ্নোতি, কথং লভ্যেত ইতি চিন্তয়তি, উচ্চৈর্ভ্রান্তিমাপ্নোতি, আক্ষিণী সংকোচয়তি, ভূমৌ লুঠতি, উত্থাতুমিচ্ছতি তু মূর্চ্ছামাপ্নোতি মহাজ্বরস্যাদৌ রসাদানং নিষিদ্ধং অন্যথা অন্যপ্রকারেণ হস্তকঃ হস্তক্রিয়া

যাঁহারা কেশবদেবের পাদপদ্মে একান্ত আশ্রিত, জয়দেববিরচিত এই গীতিকা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের কল্যাণবিধান করুক॥ ১৮॥

হে কৃষ্ণ! শ্রীমতীর মোহন তনু মদনজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে। তিনি কোন সময়ে পুলকিত হইয়া উঠিতেছেন, কখন বা শীৎকার করিতেছেন, কোন সময়ে বা অনুতাপে প্রবৃত্ত হইতেছেন, কখন কম্পিত হইতেছেন, কোন সময়ে দুঃসহ ক্লেশ অনুভব করিতেছেন, কখন চিন্তামগ্ন হইতেছেন, কোন সময়ে উদ্‌ভ্রান্তার ন্যায় হইয়া উঠিতেছেন, কোন সময়ে নয়ন মুদিত করিতেছেন, কখন বা ধরালুণ্ঠিত

এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনুর্জীবেন্ন কিন্তে রসাৎ,
স্বর্বৈদ্য প্রতিম প্রসীদসি যদি ত্যক্তোঽন্যথা হস্তকঃ ॥ ১৯ ॥
স্মরাতুরাং দৈবতবৈদ্যহৃদ্য ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাম্।
বিমুক্তবাধাং কুরুষে ন রাধামুপেন্দ্রবজ্রাদপি দারুণোঽসি ॥ ২০ ॥

পাচনাদৌষধান্তরদানং বৈদ্যৈস্ত্যক্তঃ দানেঽপ্যৌষধস্য বিশেষাপ্রাপ্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ। কামজ্বরপক্ষে হস্তক্রিয়া শীতলাদ্যুপচারঃ সখীভিস্ত্যক্ত ইত্যর্থঃ। কৃতেঽপ্যুপচারে তদ্বৃদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

তদেব শ্লোকোক্তং সখ্যার্ত্তিস্মরণবৈকল্যাৎ সাক্ষাৎ কথয়তি স্মরেতি। হে দৈবতবৈদ্য! হে দৈবতবৈদ্যাভ্যামপি হৃদ্য নিপুণ! ইন্দ্রবজ্রাদুপ অধিকং উপেন্দ্রবজ্রং তদপি চেত্তাবত্তস্মাদপি ত্বং দারুণোঽসীতি মন্যে, যতঃ ইন্দ্রক্ষিপ্তে বজ্রে অঙ্গং সংস্পৃশ্য ব্যথয়তি, ত্বন্তু বিশ্লেষে। তত্রাপি দূরতঃ অতঃ উপ অধিকদারুণোঽসি। কথমেবং মন্যসে? যতস্ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাং স্মরাতুরাং রাধাং বিমুক্তবাধাং ন কুরুষে, অঙ্গসঙ্গমাত্রসাধ্যকর্ম্মাকরণেন কাঠিন্যমেব পর্য্যবসিতমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

হইতেছেন, কখন গাত্রোত্থান করিতেছেন, কোন সময়ে বা মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া চেতনা হারাইতেছেন। হে কৃষ্ণ! তুমি অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুচিকিৎসক। তুমি যদি সখীকে ঔষধ প্রয়োগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি জীবন প্রাপ্ত হন; নচেৎ তাঁহার প্রাণরক্ষার আর আশা নাই। তাঁহার এ রোগ উপচারাদি দ্বারা প্রশান্ত হইবার নহে ॥ ১৯ ॥

হে হরে! তুমি দেববৈদ্য অপেক্ষাও চিকিৎসাবিদ্যায় সুদক্ষ। মদনবিধুরা সখীকে যদি ত্বদীয় অঙ্গস্পর্শরূপ সুধাসেচন দ্বারা রোগমুক্ত না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিলাম, তোমার হৃদয় বজ্র হইতেও নিতান্ত কঠিন ॥ ২০ ॥

কন্দর্পজ্বরসংজ্বরাতুরতনোরাশ্চর্য্যমস্যাশ্চিরং,
চেতশ্চন্দনচন্দ্রমঃ কমলিনীচিন্তাসু সংতাম্যতি।
কিন্তু ক্ষান্তিরসেন শীতলতরং ত্বামেকমেব প্রিয়ং,
ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিতা কথমপি ক্ষীণা ক্ষণং প্রাণিতি ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণে তস্যা অত্যন্তরাগোদ্রেকং কথয়ন্তী ত্বদঙ্গসঙ্গমাত্রসাধ্যত্বমতিশয়েনাহ কন্দর্পেতি। কন্দর্পজ্বরেণ যঃ সন্তাপঃ তেনাতুরতনোরস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ চেতশ্চন্দনাদীনাং সর্ব্বসন্তাপশমকতয়া প্রসিদ্ধানাং স্মরণেষ্বপি চিরং সংতাম্যতীত্যাশ্চর্য্যং স্পর্শাদিকন্তু দূরে পরিহৃতমিত্যর্থঃ। যদ্যেবং তর্হি কথং জীবতীত্যাহ। ত্বদাগমনপ্রতীক্ষাক্ষান্তিস্তত্র যো রসোঽনুরাগস্তেন ত্বামেকমেব প্রিয়ং রহসি স্থিতা ধ্যায়ন্তী। ক্ষীণাপি কথমপি জীবতি। একমেবেত্যনন্যগতিকত্বং সূচিতম্। অতস্ত্বয়া শীঘ্রং গন্তব্যম্। কীদৃশম্? শীতলতরং চন্দনাদয়ঃ শীতলাস্ত্বং শীতলতরঃ ত্বৎস্মরণে প্রাণিতি ত্বদ্ধ্যানে জীবতীত্যাশ্চর্য্যতরমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২১ ॥

সখীর দেহ মদনজ্বরে আক্রান্ত। চন্দন, চন্দ্রকিরণ ও কমল-দল প্রভৃতি শৈত্যদ্রব্যের বিষয় চিন্তা করিলেও তাঁহার ক্লেশবোধ হয়; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি চন্দনাদি অপেক্ষা সুস্নিগ্ধ হইলেও তিনি তোমার আশায় আশ্বস্ত হইয়া নির্জ্জনে অনুক্ষণ তোমার ধ্যান করত সেই কৃশাবস্থাতেও কোনরূপে জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২১ ॥

ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা ন সেহে,
নয়ননিমীলনখিন্নয়া যয়া তে।
শ্বসিতি কথমসৌ রসালশাখাং,
চিরবিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাম্ ॥ ২২ ॥
বৃষ্টিব্যাকুলগোকুলাবনরসাদুদ্ধৃত্য গোবর্দ্ধনং,
বিভ্রদ্বল্লববল্লভাভিরধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ।

অতিব্যাকুলতয়া সদৈন্যমাহ ক্ষণমিতি। হে মাধব! নয়নয়োর্নিমেষমাত্রেণ হা কথং নয়নে নিমেষো নির্ম্মিতঃ যেন ক্ষণং কান্তদর্শনং বিহন্যতে ইতি নয়ননিমীলনখিন্নয়া যথা শ্রীরাধয়া পুরা তে তব বিরহঃ ক্ষণমপি ন সেহে ন সোঢ়া, অসৌ চিরবিরহেণ মুকুলিতাগ্রভাগযুক্তাং রসালশাখাং বিলোক্য কথং জীবতি? ইদমপ্যাশ্চর্য্যং নিমেষবিরহাসহনশিলায়াশ্চিরবিরহসহনমপ্যাশ্চর্য্যমেব ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অবশ্যমেবাস্মদ্গোকুলজনরক্ষণব্রতা শ্রীগোপেশকুমারোঽয়ং মম সখ্যা বিরহতাপমপি নিবারয়িষ্যতীতি নিশ্চিত্য শ্রীরাধাসখী গোবর্দ্ধনধারণ-

ইতিপূর্ব্বে যিনি ক্ষণকালের জন্যও ত্বদীয় বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না, নিমেষপতনেও যাঁহার দারুণ দুঃখ অনুভব হইত, অধুনা সেই রাধা মুকুলিত আম্রশাখা দেখিয়াও এই দীর্ঘবিচ্ছেদে জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২২ ॥

যখন শ্রীহরি ব্রজবাসিগণকে ইন্দ্রকোপজনিত বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষার্থ প্রত্যক্ষ বীররসের অবতার হইয়া সগর্ব্বে গোবর্দ্ধন গিরিকে ভুজবলে

দর্পেণৈব তদর্পিতাধরতটীসিন্দূরমুদ্রাঙ্কিতো,

বাহুর্গোপতনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কংসদ্বিষঃ ॥ ২৩।

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে স্নিগ্ধমধুসূদনো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

লীলাং স্মরন্তী স্বসখীসান্ত্বনায় চলিতেতি স্মরন্ তল্লীলৈকাশ্রয়ং শ্রীকৃষ্ণবাহুং বর্ণয়ন্ কবিরাশিসমাশাস্তে ব্রূতীতি। গোপেন্দ্রসূনোর্ব্বাহুর্ভবতাং শ্রেয়াংসি তনোতু। কীদৃশঃ—দর্পেণাহঙ্কারেণৈব অর্থাদিন্দ্রস্য বিজিগীষয়া গোবর্দ্ধনাচলমুদ্ধৃত্য বিভ্রৎ। তত্র হেতুঃ—বৃষ্ট্যা ব্যাকুলস্য গোকুলস্য রক্ষণে যো রসঃ বীররসস্তস্মাৎ। পুনঃ কীদৃশঃ? গোপাঙ্গনাভিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বৈদগ্ধ্যসৌন্দর্য্যাদিকমুদ্বীক্ষ্যাধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে,—তচ্চুম্বনাল্লগ্নললাটস্থসিন্দূরেণ মুদ্রয়াঙ্কিত ইব অতএব শ্রীরাধাবৈকল্যশ্রবণেন স্নিগ্ধশ্চেষ্টারহিতো মধুসূদনো যত্র সঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যাং চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

ঊর্দ্ধভাগে সমুত্তোলন করিয়াছিলেন, তখন গোপবধূরা পুলকিতা হইয়া তদীয় বাহুমূলে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়াছিল, তাহাতে অবলাকুলের ভালতটবিরাজিত সিন্দূরবিন্দু দ্বারা যে বাহু সমঙ্কিত হয়, কংসারি হরির সেই বিশাল ভুজদ্বয় তোমাদিগের কল্যাণবিধান করুক ॥ ২৩ ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ

(সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষঃ)

—*—

অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ।
ইতি মধুরিপুণা সখী নিযুক্তা স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাদ রাধাম্ ॥ ১

(গীতম্)

(দেশীবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে)

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায় :
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায়।

অথ তদার্ত্তিশ্রবণব্যাকুলোঽপি স্বাপরাধচিন্তয়া অতিভীতঃ স্বয়মগচ্ছন্নাত্মদুঃখনিবেদনপূর্ব্বকানুনয়েন তৎকোপশিথিলীকরণায় সখীমেব প্রেষিতবানিত্যাহ অহমিতি। মধুরিপুণা নিযুক্তা সখী স্বয়মেত্য রাধিকাং পুনরিদমুবাচ। কিমুক্ত্বা নিযুক্তা?—অহমিহৈব নিবসামি, ত্বং রাধাং যাহি। গত্বা কিং করোমি?—মদ্বচনেন তামনুনয়। যদি ত্বয়ৈব তস্মানয়নেতুং শক্যতে তদা আনয়েথাঃ, ইত্যুক্ত্বা সহসা মম গমনেন মানোঽতিগাঢ়ো ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥১ ॥

হে সখি! তব বিরহে বনমালী সীদতি ত্বৎকরকল্পিতবনমালা-

"প্রিয়সহচরি! আমি এইখানে অবস্থিত থাকিলাম, তুমি শ্রীমতী-সকাশে প্রস্থান কর, তাঁহার নিকট আমার অনুনয় জানাইও। যাহাতে তাঁহাকে এ স্থানে আনয়ন করিতে পার, অবশ্য তাহাও করিও।" শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া সখীকে প্রেরণ করিলে সে আদিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীমতীর নিকট গমনপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১ ॥

সখি রাধিকে, দেখ, মলয়-সমীর মন্মথকে সঙ্গে লইয়া প্রবাহিত

সখি হে সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥ ২ ॥ (ধ্রুবম্)
দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি ।
পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি (তব বিরহে) ॥ ৩ ॥
ধ্বনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপি দধাতি ।
মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি (তব বিরহে) ॥ ৪ ॥

বলম্বনেনৈব জীবতীতি বনমালীশব্দোপন্যাসঃ । কদা কদা সীদতীত্যাহ । মদনং সন্নিহিতং কৃত্বা মলয়সমীরে বহতি সতি বিরহিণাং মর্ম্মপীড়নায় কুসুমসমূহে চ স্ফুটতি সতি ॥ ২ ॥

কিঞ্চ চন্দ্রে দহতি সতি মরণমনুকরোতি নিশ্চেষ্টো ভবতি মূর্চ্ছতীতি যাবৎ । কামবাণে চ পততি সতি অতিবিহ্বলো বিলপতি, কুসুমপতনে হৃদি বিধ্যৎকামবাণভ্রমাদাক্রোশতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভ্রমরনিচয়ে শব্দায়মানে সতি কর্ণৌ করাভ্যামাচ্ছাদয়তি । অত্যুদ্রিক্ত-বিরহে মনসি সতি নিশায়াং ক্ষণে ক্ষণে রুজমধিকমাপ্নোতি, নিশায়াস্তৎ-প্রাপ্তিকালত্বাৎ ত্বদপ্রাপ্ত্যা মধুপধ্বনিশ্রবণাৎ পীড়ামনুভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

হইতেছে, এ দিকে বিরহিণী রমণীগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিবার অভিলাষেই যেন কুসুমরাশি বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে । সখি ! বনমালী তোমার বিরহে একান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছেন ॥ ২ ॥

স্নিগ্ধরশ্মি শশাঙ্কদেব তাঁহাকে অনুক্ষণ দগ্ধবিদগ্ধ করাতে তিনি ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাপন্ন হইতেছেন, কখন বা মদনবাণে জর্জ্জরিত হইয়া বিলাপ করিতেছেন ॥ ৩ ॥

ভ্রমরগুঞ্জন কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র তিনি স্বকীয় শ্রুতিপুট আচ্ছাদন করিতেছেন; বিচ্ছেদযন্ত্রণা হৃদয়ে সমুদিত হওয়াতে প্রতি রজনীতেই দারুণ মনোব্যথা অনুভব করিতেছেন ॥ ৪ ॥

বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতমপি ধাম।
লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম (তব বিরহে) ॥ ৫ ॥
ভণতি কবিজয়দেবে হরিবিরহবিলসিতেন।
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন (তব বিরহে) ॥ ৬ ॥

বসতীতি। রুচিরমপি গৃহং ত্যক্ত্বা অরণ্যমধ্যে ত্বৎপ্রাপ্ত্যাশয়া বসতীত্যর্থঃ। বিরহবৈকল্যাদেকত্র স্থিত্যভাবাৎ। বিতানশব্দোপাদানম্। ত্বদপ্রাপ্ত্যা ভূমৌ লুঠতি, বহু যথা স্যাত্তথা তব নাম বিলপতি, তব নামধেয়াদন্যত্তস্য মুখে ন নিঃসরতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

কবিজয়দেবে ভণতি সতি হরিবিরহবিলসিতেন সুকৃতেন মনসি হরিরুদয়তু। হরিবিরহবিলসিতেন হেতুনা যদুৎপন্নং সুকৃতং তেন গায়তাং শৃণ্বতাঞ্চ হৃদি হরিরুদিতো ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশে মনসি? রভসস্য প্রেমোৎসাহস্য বিভবো যত্র তস্মিন্ এবং প্রাণপরার্দ্ধনির্ম্মঞ্ছনীয়চরণস্য নিজপ্রাণনাথস্য বিরহবৈকল্যশ্রবণেন মূর্চ্ছিতায়াং স্বসখ্যাং তস্যা অপি বাকৃস্তম্ভো জাত ইতি পঞ্চপদৈঃ সমাপ্তিঃ ॥ ৬ ॥

তিনি এখন মনোরম বাসভবন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কাননবাস আশ্রয় করিয়া ধরালুণ্ঠিত হইতেছেন, এবং সর্ব্বদা তোমার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পরিতাপ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

জয়দেবকবি যাহা বর্ণনা করিতেছেন, এই বিরহবিলাস শ্রবণপূর্ব্বক যে পুণ্য উপার্জ্জিত হয়, সেই পুণ্যফলে ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে শ্রীহরি আবির্ভূত হউন ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ।
ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং,
ভূয়স্ত্বৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি ॥ ৭ ॥

(গীতম্)

(গুর্জ্জরীরাগেণ একতালীতালেন চ গীয়তে)

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশং,
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম।

অথ তন্মূর্চ্ছাবিঘটনায়োপায়ান্তরমনপেক্ষ্য সখী শ্রীকৃষ্ণচরিতমেব পুনর্বর্ণয়িতুমারব্ধেতি শ্রীরাধিকায়া অভিসারিকাবস্থায়াং সখীবচনেনৈব বর্ণয়িষ্যন্নাহ পূর্ব্বমিতি। হে সখি! পূর্ব্বং যত্র কুঞ্জে কন্দর্পস্য সিদ্ধয়ঃ আশ্লেষাদিকাস্ত্বয়া সহ প্রাপ্তাস্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জে মন্মথকেলিসিদ্ধক্ষেত্রে তস্মিন্ পুনর্মাধবঃ ত্বৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং ভূয়ঃ প্রচুরং বাঞ্ছতি। নন্বেতদতি-দুর্ল্লভং তীর্থাগমনমাত্রেণ ইষ্টদেবতারাধনং বিনা কথং সিধ্যতি তত্রাহ। নিরন্তরং ত্বামেব ধ্যায়ন্ ত্বমেব ইষ্টদেবতা ইত্যভিপ্রায়ঃ। মন্ত্রজপমন্তরেণ ইষ্টদেবতা নাচিরাৎ প্রত্যক্ষা ভবতীত্যত আহ নিরন্তরং তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং জপন্ ॥৭॥
এবং ত্বচ্চরিতশ্রবণেন কিঞ্চিদুচ্ছ্বসিতায়াং তস্যামত্যুৎসুকতয়া তন্মুখ-

হে রাধিকে! পূর্ব্বে শ্রীহরি যেথানে তোমার সহিত মিলিত হইয়া মদনবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, কামের মহাতীর্থস্বরূপ সেই নিকুঞ্জগৃহেই এখন তিনি তোমাকে দিনযামিনী চিন্তা করিতেছেন। তিনি অনুক্ষণ তোমার নামজপ সহকারে পুনর্ব্বার ত্বদীয় কুচকুম্ভের গাঢ় আলিঙ্গনরূপ পীযূষপ্রাপ্তির অভিলাষ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

হে নিতম্বিনি! মদনসুখপ্রদায়ী ত্বদীয় সেই হৃদয়রাজ দিব্যবেশে

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী,
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দনচঞ্চলকরযুগশালী ॥ ৮ ॥ (ধ্রুবম্)
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্ ।
বহু মনুতে তনুতে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্ (ধীরসমীরে) ॥৯॥

নিরীক্ষকঃ স আস্তে। অতস্তদভিসরণং যুক্তমিত্যভিসারায় প্রার্থয়তে রতিসুখেত্যাদিনা। অভিসারিকালক্ষণং যথা—যাঽভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি। সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা। যমুনাতীরে বনে বনমালী বসতি। কীদৃশে?—মন্দঃ সমীরো যত্র তস্মিন্। অনেন সুখদত্বং নিবিড়ত্বাৎ নির্জ্জনত্বঞ্চোক্তম্। বনে ত্বদ্‌-গমনং সহজমেব স্যাদত আহ। অভিসারে গতং প্রাপ্তমভিস্থিত-মিত্যর্থঃ। কীদৃশে?—রতিসুখস্য ফলরূপে কদাচিৎ কার্য্যান্তরার্থং গতঃ সঃ। মদনেন মনোহরো বেশো যস্য তম্, অতো হে নিতম্বিনি! গমন-বিলম্বং ন কুরু। প্রশস্তনিতম্বতয়া সহজগমনবৈলম্ব্যাদিদমুক্তম্। তর্হি কিং করোমি? তম্ অনুসর। কীদৃশম্?—হৃদয়েশম্, অতস্তদ্বিরহে দুঃখিতস্যানু-সরণে বিলম্বো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কদাচিদন্যাসক্তঃ স্যাদত আহ। কৃতঃ সঙ্কেতো যত্র তং বেণুং নামসমেতং মৃদুবৎ যথা স্যাত্তথা বাদয়তে, কদাচিৎ প্রতারণায়ৈবং

বিভূষিত হইয়া অভিসারে প্রস্থান করিয়াছেন, তুমি বিলম্ব করিও না, আশু সেই চপলকরযুগলধারী, পীনোন্নতকুচমর্দ্দনকারীর অনুগামিনী হও। বিপিন-বিহারী এখন কালিন্দীতটবর্ত্তী ধীরসমীরে (লীলাকুঞ্জে) অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ৮ ॥

তিনি মনোরম বংশীনাদে তোমার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তোমাকে

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ (ধীরসমীরে) ॥ ১০ ॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্ (ধীরসমীরে) ॥ ১১ ॥

করোতি। তব তনুসঙ্গতবায়ুনা যুক্তং রেণুং বহু মনুতে। ধন্যোঽয়ং রেণুঃ যতস্তস্যাঃ শরীরস্পৃষ্টবায়োঃ স্পর্শসুখমনুভূতমেদৃশং ভাগ্যং নাস্তীতি বহুমানার্থঃ ॥ ৯ ॥

ত্বদেকপর এব স ইত্যাহ। পক্ষিণি পততি সতি বৃক্ষাদ্ভূমৌ ইত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ম্। পত্রে চ বাতাদিনা বিচলতি সতি শঙ্কিতং ভবত্যা উপগমনং যত্র তৎ যথা স্যাত্তথা শয্যাং নির্ম্মীতে। তথা চকিতনয়নং যথা স্যাত্তথা পন্থানং পশ্যতি অত্রাগমনং কেন পথা ইতি পথাবলোকনমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অতো হে সখি! মঞ্জীরং ত্যজ, কুঞ্জং চল। কথং মঞ্জীরস্ত্যাজ্যঃ যতোঽধীরম্ অতো মুখরং সশব্দং তথা কেলিষু অতিচঞ্চলং অতোঽভীষ্ট-

অভিপ্রেত স্থলে গমনের ইঙ্গিত করিতেছেন। যে সমীরণ ত্বদীয় দেহলতিকা স্পর্শপূর্ব্বক প্রবাহিত হইতেছে, তদ্দ্বারা পরিচালিত ধূলিকণাকেও তিনি এখন আপনার অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন ॥ ৯ ॥

পক্ষীর শব্দে ও পত্রপতনের শব্দে তিনি চমকিত হইয়া 'তুমি উপস্থিত হইয়াছ', এই জ্ঞানে আশু শয্যাবিরচনা করিতেছেন এবং ঘন ঘন চকিতনয়নে পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন ॥ ১০ ॥

সখি! তোমার চরণের নূপুর পরিত্যাগ কর, উহা অতীব

উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে (ধীরসমীরে)॥ ১২॥
বিগলিতবসনং পরিহৃতরশনং ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্ (ধীরসমীরে)॥ ১৩॥

বিরুদ্ধত্বাৎ রিপুমিব। কীদৃশং কুঞ্জম্?—তিমিরপুঞ্জেন সহ বর্ত্তমানম্। গৌরাঙ্গ্যা মম কথং গমনং স্যাদিতি অভিসারিকোচিতবেশমাহ। নীলং নিচোলং নীলপ্রচ্ছদপটং পিধেহি॥ ১১॥

তত্র গমনে কিং স্যাদত আহ। হে গৌরাঙ্গি! বিপরীতরতৌ মুরারেরুরসি রাজসি রাজস্যসি বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। কীদৃশে? উপহিতঃ অর্পিতঃ হারো যত্র তস্মিন্ তথা সুকৃতস্য বিপাকে ফলস্বরূপে তস্মিন্। কেব?—চঞ্চলা বকপংক্তির্যত্র তস্মিন্ ঘনে বিদ্যুদিব, উরসো ঘনেন হারস্য বলাকয়া গৌর্য্যাস্তড়িতা সাম্যম্॥ ১২॥

অতো গত্বা হে পঙ্কজনয়নে! কিশলয়শয়নে জঘনং ঘটয়। কীদৃশম্?—শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা বিগলিতং বসনং যস্মাত্তৎ তেনৈব দূরীকৃতা

অস্থির, অনুক্ষণ উহা হইতে রুণু-রুণু শব্দ নির্গত হইতেছে। উহা চপল রতিকেলির বিঘ্নকর মহাশত্রু। সখি! এখন কুঞ্জগৃহ তমসাচ্ছন্ন। নীলাম্বর পরিধান করিয়া আশু প্রস্থান কর॥ ১১॥

হে গৌরাঙ্গি! দামিনী যেমন বলাকারঞ্জিত নবনীরদে শোভা প্রাপ্ত হয়, তুমিও সেইরূপ বিপরীতবিহারসময়ে পুণ্যবলে শ্রীহরির বক্ষঃপ্রদেশে মণিহারের ন্যায় বিরাজ করিবে॥ ১২॥

হে কমললোচনে! বস্ত্র ত্যাগ কর, কাঞ্চী বিসর্জ্জন দেও, পল্লবশয্যাতে সলীল হইয়া জঘনাবরণ উন্মোচন কর। দেখ, রত্নের আকর উদ্‌ঘাটন

হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্ (ধীরসমীরে)॥ ১৪॥
শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্ (ধীরসমীরে)॥ ১৫॥

রশনা যস্মাত্তৎ অত এবাপিধানং আবরণরহিতং ততশ্চ তস্যৈব হর্ষনিধানম্। কমিব?—নিধিমিব গতাবরণস্য নিধের্দর্শনেন হর্ষো জায়ত এবেত্যর্থঃ॥ ১৩॥

কিঞ্চ হরিরতিশয়েন ত্বাং মানয়িতুং শীলং যস্য সঃ ত্বদেকপর ইত্যর্থঃ। অভিমানীতি অন্যাভিসারশঙ্কামপনয়তি ইয়ং প্রত্যক্ষং দৃশ্যমানা রজনিরেবাবসানং যাতাতি তস্মান্মম বচনং সত্বরা রচনাপরিপাটীঃ যত্র তৎ যথা স্যাত্তথা কুরু। কিন্তদিত্যাহ।—মধুরিপোর্মনোরথং পূরয়॥ ১৪॥

কৃতহরিসেবে শ্রীজয়দেবে ভণতি সতি ভোঃ সাধবঃ! প্রমুদিতহৃদয়ং যথা স্যাত্তথা হরিং নমত। কীদৃশম্?—অতিসদয়ং তথা পরমরমণীয়ং যতঃ সুকৃতেন শোভনচরিতেন কমনীয়ং সর্ব্বৈর্বিশেষেণ বাঞ্ছনীয়ম্॥ ১৫॥

করিলে তাহা দেখিয়া যেরূপ মানবগণ হর্ষ প্রাপ্ত হয়, উহাও সেইরূপ হরির আনন্দ উৎপাদন করিবে॥ ১৩॥

শ্রীহরি তোমাতে যার-পর-নাই অনুরাগী, যামিনীও বিগতপ্রায়, আমার কথা রাখ, আশু বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া হরির মনোরথ পূর্ণ কর॥ ১৪॥

কৃষ্ণপদসেবক জয়দেবকবি উহা রচনা করিলেন, হে ভক্তবৃন্দ! করুণানিদান ভক্তবৎসল উদারচরিত পরমসুন্দর হরিকে প্রফুল্লমানসে প্রণিপাত কর॥ ১৫॥

বিকিরতি মুহুঃ শ্বাসানাশাঃ পুরো মুহুরীক্ষতে,
প্রবিশতি মুহুঃ কুঞ্জং গুঞ্জন্মুহুর্ব্বহু তাম্যতি।
রচয়তি মুহুঃ শয্যাং পর্য্যাকুলং মুহুরীক্ষতে,
মদনকদনক্লান্তঃ কান্তে প্রিয়স্তব বর্ত্ততে ॥ ১৬ ॥

ত্বদ্বাম্যেন সমং সমগ্রমধুনা তিগ্মাংশুরস্তং গতো,
গোবিন্দস্য মনোরথেন চ সমং প্রাপ্তং তমঃ সান্দ্রতাম্।

তথাতিশীঘ্রমভিসারয়িতুং প্রিয়দুঃখমেব বর্ণয়তি বিকিরতীতি। হে কান্তে! তব প্রিয়ঃ মদনকদনক্লান্তঃ সন্ বর্ত্ততে। ক্লান্ততামাহ— নাগতৈব সা প্রিয়েতি কৃত্বা মুহুর্ব্বারংবারং শ্বাসান্ বিশেষেণোচ্চৈঃ কিরতীত্যর্থঃ। অধুনা আগমিষ্যতীতি কৃত্বা অগ্রে দিশো মুহুরীক্ষতে। কদাচিদন্যেন পথাগত্য তিষ্ঠতীতি মুহুঃ কুঞ্জং প্রবিশতি, কুঞ্জং প্রবিশ্য ত্বামপশ্যন্ কথং নাগতেতি মুহুরব্যক্তশব্দং কুর্ব্বন্ বহু যথা স্যাত্তথা গ্লায়তি, ময়ি দৃঢ়ানুরাগৈব সা সাম্প্রতমেবাগমিষ্যতীতি মুহুঃ শয্যাং রচয়তি। মচ্চিত্তজিজ্ঞাসার্থং কদাচিদিতো নির্গত্য তিষ্ঠতীতি পর্য্যাকুলং যথা স্যাত্তথা মুহুরীক্ষতে ॥ ১৬ ॥

ততঃ সম্প্রত্যেব গমনং সাম্প্রতমিতি গমনসময়ানুকূল্যমাহ ত্বদিতি। তব বক্রতয়া সহ অধুনা সূর্য্যঃ সমগ্রমস্তং গতঃ,

সখি! ত্বদীয় জীবনসখা হরি মদনবাণে জর্জ্জরিত হইয়া ঘন ঘন সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস বিসর্জ্জন করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ শয্যাবিরচনা করিতেছেন এবং উদ্বিগ্নান্তঃকরণে মুহুর্ম্মুহুঃ পথের দিকে তোমার আশায় দৃষ্টিপাত করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

সহস্ররশ্মি দিবাকর তোমার বিপরীতাচরণ দেখিয়াই যেন অস্তাচলশিরে

কোকানাং করুণস্বনেন সদৃশী দীর্ঘা মদভ্যর্থনা,
তন্মুগ্ধে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোঽভিসারক্ষণঃ ॥ ১৭
আশ্লেষাদনু চুম্বনাদনু নখোল্লেখাদনু স্বান্তজ-
প্রোদ্বোধাদনু সংভ্রমাদনু রতারম্ভাদনু প্রীতয়োঃ।

গোবিন্দস্য মনোরথেন অবিচ্ছিন্নস্মর্য্যমাণতয়া ধৈর্য্যোন্মূলকাভিলাষেণ চ সহ তমোঽন্ধকারং নিবিড়তাং প্রাপ্তঃ: চক্রবাকানাং করুণস্বনেন তুল্যা মদভ্যর্থনা যুবয়োর্দ্দশাং বিলোক্য প্রাপ্তদৈন্যা দীর্ঘা জাতা. তত্তস্মাৎ হে মুগ্ধে! বিচারানভিজ্ঞে! বিলম্বনং বিফলম্। যতোঽসৌ ক্ষণোঽভিসারে রম্যঃ প্রিয়তমঃ উৎকণ্ঠিতো রম্যাশ্চাভিসারক্ষণশ্চিরমভ্যর্থনপরা সখী তথাপি বেশাদিব্যাজেন গমনবিলম্বনমিতি মৌগ্ধ্যম্ ॥ ১৭ ॥

অথোৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থং তন্মনোরথমেব বিবৃত্যাহ আশ্লেষাদিতি। ইহ তমসি দম্পত্যোরাবয়োর্ব্রীড়য়া কথং সহসৈবং কর্ত্তুমারব্ধমিত্যেবংভূতয়া লজ্জয়া মিশ্রিতো রসঃ শৃঙ্গাররূপঃ কো ন কো ন অভূদপি তু সর্ব্বত্রৈবাভূদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বকালীনে মেঘৈর্মেদুরমিত্যাদ্যুক্তগাঢ়ান্ধকারে যথাভূৎ তথা ইহ গোবিন্দস্য মনোরথকথনেন অভিসর্ত্তুং শ্রীরাধিকাপ্রোৎসাহনমুক্তম্। পূর্ব্বকালীনানুভবমেবাহ। কীদৃশোরন্যোথং অন্যোন্যপ্রাপ্ত্যা-

---

গমন করিয়াছেন এবং হরির মনোরথের সহিত অন্ধকাররাশিও নিরন্ত হইতে লাগিল, আমিও লুক্কায়িত হইলাম, চক্রবাকবৎ করুণনাদে বহুক্ষণ যাবৎ তোমাকে অনুনয় করিতেছি; অতএব হে সুন্দরি! আর বিলম্ব করিও না, দেখ, অভিসারের উপযুক্ত রমণীয় সময় উপস্থিত ॥ ১৭ ॥

সখি! যখন তোমরা ঘোর তিমিরমধ্যে পরস্পর পরস্পরের উদ্দেশে গমনপূর্ব্বক বহু অনুসন্ধানের পর সমবেত হইয়াছিলে এবং কথোপকথন

অন্যার্থং গতয়োর্ভ্রমান্মিলিতয়োঃ সম্ভাষণৈর্জানতো-
র্দম্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি ব্রীড়াবিমিশ্রো রসঃ ॥ ১৮ ॥
সভয়চকিতং বিন্যস্যন্তীং দৃশৌ তিমিরে পথি
প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীম্।
কথমপি রহঃ প্রাপ্তামঙ্গৈরনঙ্গতরঙ্গিভিঃ,
সুমুখি সুভগঃ পশ্যন্ স ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাম্ ॥ ১৯ ॥

ত্তিভরেণ অবস্থাবিশেষাবধানার্থং গতয়োঃ। পুনঃ কীদৃশোঃ—ভ্রমাদ্ ভ্রমণং বিধায় মিলিতয়োঃ, তর্হি কথং ব্রীড়াবিমিশ্রিতরসঃ সম্ভাষণৈ-র্জানতোঃ. ততঃ প্রথমাশ্লেষাত্তদনু চুম্বনাত্তদনু নখোল্লেখাত্তদনু কামস্য প্রকাশনাত্তদনু সংভ্রমাত্তৎকালোচিতবেগাত্তদনু রতারম্ভাত্তদনু প্রীতয়োঃ, তস্মাদীদৃশোৎকণ্ঠিতে তস্মিন্ তব গমনবিলম্বো ন যুক্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ, পূর্ব্বানুভূতস্ফূর্ত্ত্যাসৌ মনোরথঃ ॥ ১৮ ॥

অথৈতত্তৎশ্রবণব্যগ্রতয়া গমনসম্মতিমালোক্য গমনপ্রকারমাহ সভয়েতি। হে সুমুখি! ভাগ্যবান্ স কৃষ্ণঃ ত্বাং পশ্যন্ কৃতার্থো ভবতু। কীদৃশীম্?— সভয়চকিতং যথা স্যাত্তথা তিমিরে পথি নেত্রে বিন্যস্যন্তীম্, কেনচিৎ কুত্রচিৎ তিষ্ঠতা দ্রক্ষ্যোঽহমিতি নেত্রস্য সভয়চকিতত্বম্, তথা প্রতি-তরু তরৌ তরাবিত্যর্থঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীম্, দৌর্ব্বল্যাৎ

দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিয়া যথাক্রমে আলিঙ্গন, চুম্বন, নখাঘাত, সাত্ত্বিকভাব, ভয় ও অবশেষে রতিসন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন যে তোমরা লজ্জাবিজড়িত কত শত নূতন রস অনুভব করিয়াছিলে, তাহা বলিতে পারি না ॥ ১৮ ॥

বিধুমুখি! তুমি তিমিরাবৃত পথে ভীতিনিবন্ধন চমকিত হইয়া ঘন ঘন চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিবে এবং প্রতি তরুমূলে পুনঃ পুনঃ

রাধামুগ্ধমুখারবিন্দমধুপস্ত্রৈলোক্যমৌলিস্থলী-
নেপথ্যোচিতনীলরত্নমবনীভারাবতারান্তকঃ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীজনমনস্তোষপ্রদোষশ্চিরং,
কংসধ্বংসনধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ॥ ২০॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যেঽভিসারিকাবর্ণনে সাকাঙ্ক্ষ-
পুণ্ডরীকাক্ষো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ॥ ৫॥

শীঘ্রগমনাশক্ত্যা পাদয়োর্মন্দবিন্যাসত্বম্, অতঃ কথমপি রহঃ প্রাপ্তাং যতোঽনঙ্গতরঙ্গিভিরঙ্গৈরুপলক্ষিতামুৎকণ্ঠয়ানঙ্গতরঙ্গিত্বমঙ্গনানাম্॥ ১৯॥

অথ বিরহবর্ণনব্যাকুলঃ কবিস্তয়োর্মিথো মিলনকালস্মরণজাতহর্ষঃ আশিসমাতনোতি রাধেতি। দেবকী শ্রীযশোদা তস্যা নন্দনস্ত্বাং চিরমবতু। দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকী চেতি পুরাণপ্রসিদ্ধেঃ। যতঃ শ্রীরাধায়াঃ মনোহরমুখকমলস্য মধুপঃ যতস্ত্রৈলোক্যমৌলিস্থল্যাঃ শ্রীবৃন্দাবনস্যালঙ্কারায় যোগ্যং নীলরত্নম্ অতএব ব্রজসুন্দরীজনস্য মনঃসন্তোষায় রজনীমুখং কিঞ্চ কংসধ্বংসনায় যতোঽধনের্ভারাবতারান্তকঃ অতএব শ্রীরাধায়াঃ গমনাকাঙ্ক্ষয়া সহিতঃ পুণ্ডরীকাক্ষো যত্র স ইতি॥ ২০॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যাং পঞ্চমঃ সর্গঃ॥ ৫॥

বিশ্রাম করিয়া মৃদুমন্দগতিতে গমন করিও। এইরূপ মদনতরঙ্গে তরঙ্গায়িত-কলেবরে তোমাকে বিরলে দেখিয়া সৌভাগ্যশালী কৃষ্ণ আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিবেন॥ ১৯॥

যিনি শ্রীমতী রাধিকার মনোমোহন বদনপদ্মের ভ্রমরস্বরূপ, ত্রিলোকের শিরোমণি নীলরত্নস্বরূপ, ধরার দুর্ব্বহ ভারতুল্য পাপাত্মগণের অন্তকস্বরূপ, গোপরমণীগণের সন্ধ্যাকালস্বরূপ এবং কংসের পক্ষে ধূমকেতুস্বরূপ, সেই কংসনিসূদন দেবকীনন্দন কৃষ্ণ তোমাদের রক্ষাবিধান করুন॥ ২০॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

(ধৃষ্টবৈকুণ্ঠঃ)

অথ তাং গন্তুমশক্তাং চিরমনুরক্তাং লতাগৃহে দৃষ্ট্বা ।
তচ্চরিতং গোবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহ ॥ ১ ॥

(গীতম্)

(গোণ্ডকিরীরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে)

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্ ।
তদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্ ।
নাথ হরে সীদতি রাধাবাসগৃহে ॥ ২ ॥ (ধ্রুবম্)

এবং প্রিয়তমবৈকল্যশ্রবণেন দশমীদশোন্মুখীমিব তামালক্ষ্য অতি-ব্যগ্রা সখী পুনরাগত্য শ্রীকৃষ্ণং প্রাহেতি তস্যা বাসকসজ্জাবস্থাং বর্ণয়িষ্য-ন্নাহ অথেতি। অথানন্তরং তাং লতাগৃহে দৃষ্ট্বা তচ্চরিতং গোবিন্দে সখী প্রাহ। কীদৃশীম্?—চিরমনুরক্তাম্। যদ্যেবং তর্হি কথং নাগচ্ছতি?—গন্তুমশক্তাম্। তর্হি কৃষ্ণঃ কথং নাগতঃ?—মনসিজেন প্রিয়ার্তিশ্রবণজ-মনোদুঃখেন মন্দে নিরুৎসাহীকৃতে ॥ ১ ॥

হে নাথ! হে হরে! বাসগৃহে রাধা সীদতি, প্রতিক্ষণং আকুলা

বৃষভানুনন্দিনী রাধা শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবতী হইয়া লতাগৃহে অধিষ্ঠিত আছেন। কৃষ্ণসকাশগমনে একান্ত ঔৎসুক্য থাকিলেও দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন গমনে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে সখী রাধাবিরহবিধুর হরির সকাশে উপস্থিত হইয়া রাধিকার অবস্থা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১ ॥

হে নাথ! হে হরে! রাধা সতী ক্লান্ত হইয়া কুঞ্জগৃহে

ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী ।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী (নাথ হরে) ॥ ৩ ॥
বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়া ।
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া (নাথ হরে) ॥ ৪ ॥

ভবতি। ত্বয্যনুরক্ততয়া সন্তাপ এবানুভূতস্তবেতি নাথশব্দঃ। ত্বয়া তস্যা লজ্জাধৈর্য্যাদিকহরণাৎ হরিশব্দোঽপি নির্দ্দিষ্টঃ। তৎপ্রকারমাহ— দিশি দিশি রহসি সা ভবন্তমেব পশ্যতি, ত্বন্ময়ং জগদভূত্তথাপি ত্বং মনসাপি তাং ন স্মরসীতি সন্তাপকত্বমেবেত্যর্থঃ। কীদৃশম্? তস্যা অধরস্য মধুরং যন্মধু তৎ পিবন্তম্। ত্বদধরেতি পাঠে ত্বচ্ছব্দোঽন্যার্থঃ। অন্যাধরমধূনি পিবন্তমিত্যর্থঃ। অনেনাপি লোভহর্ষোৎপাদকতয়া তথৈবার্থঃ ॥ ২ ॥

যদ্যেতাদৃশী সা তৎ কথং নাগচ্ছতীত্যাহ। ত্বদভিসারোৎসাহেন বলন্তী বলযুক্তা কিয়ন্তি পদানি চলন্তী পততি আগন্তুমসমর্থেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

যদ্যেবং তর্হি কথং জীবতীত্যাহ। সা কেবলং তব রতিকলয়া ত্বৎকর্তৃক-রমণাবেশেন জীবতি। কীদৃশী?—কৃতা বিসানাং মৃণালানাং পল্লবানাঞ্চ বলয়াঃ কঙ্কণানি যয়া সা ॥ ৪ ॥

অবস্থান করিতেছেন। তিনি যে দিকে নেত্রপাত করিতেছেন, সেই দিকেই যেন তুমি আসিয়া বিরলে তাঁহার মধুর অধরামৃত পান করিতেছ, তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ অনুমিত হইতেছে ॥ ২ ॥

তোমার উদ্দেশে অভিসারের অধ্যবসায়ে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া যেমন দুই এক পদ অগ্রসর হন, অমনই গতিস্খলন হয়, ভূতলে পড়িয়া যাইতেছেন ॥ ৩ ॥

তাঁহার করদ্বয়ে ধবলমৃণাল ও কিসলয়বিরচিত কঙ্কণ বিরাজ করিতেছে; তোমার সহিত মিলনের আশাতেই তিনি জীবনধারণ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা (নাথ হরে) ॥ ৫ ॥
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্ (নাথ হরে) ॥ ৬ ॥
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্। (নাথ হরে) ॥ ৭ ॥

তৎপ্রকারমেবাহ। মুহুর্বারংবারং অবলোকিতমণ্ডনেন স্বস্মিন্ বর্হগুঞ্জাদিভিঃ কৃতত্বৎসদৃশবেশেন তবানুকৃতির্যয়া সা। অতএবাহং মধুরিপুরিতি ভাবনপরা তন্ময়াত্মকস্ফূর্ত্ত্যেত্যর্থঃ। প্রিয়স্যানুকৃতির্লীলেতি চ নাট্যালোচনম্ ॥ ৫ ॥

পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যপগমে তত্তু আত্মানং পৃথঙ্মত্বা দ্রুতমভিসারং হরিঃ কথং নোপৈতীত্যনুবারং সখীং মাং বদতি ॥ ৬ ॥

পুনশ্চ অত্যাবেশেন ত্বয়ি চ স্ফুরতি সতি শ্রীকৃষ্ণ আগত ইতি কৃত্বা মেঘতুল্যং প্রচুরমন্ধকারং শ্লিষ্যতি চুম্বতি চ ॥ ৭ ॥

হে মুরারে! আমাদিগের প্রিয়সখী তোমার ন্যায় বেশ-ভূষা ধারণপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ সেই দিকে নেত্রপাত করিয়া 'আমিই কৃষ্ণ' এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন ॥ ৫ ॥

তিনি পুনঃ পুনঃ সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এখনও প্রাণনাথ না আসার কারণ কি ? ॥ ৬ ॥

তিনি ভ্রান্তার ন্যায় কৃষ্ণ আসিয়াছেন এবিবেচনায় জলদবর্ণ অন্ধকারকে চুম্বন ও কখনও বা আলিঙ্গন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা ।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা (নাথ হরে) ॥ ৮ ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্ ।
রসিকজনং তনুতামতিমুদিতম্ (নাথ হরে) ॥ ৯ ॥
বিপুলপুলকপালিঃ স্ফীতশীৎকারমন্ত-
র্জনিতজড়িমকাকুব্যাকুলং ব্যাহরন্তী ।

পুনস্তদপগমে ত্বয়ি বিলম্বিনি সতি বিগলিতলজ্জা সতী বিলপতি রোদিতি চ। কীদৃশী ?—বাসকসজ্জাবস্থাং প্রাপ্তা ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতং শৃঙ্গাররসভাবিতান্তঃকরণম্ অতিশয়েন মুদিতং করোতু। অনেন শৃঙ্গাররসাবিষ্টভক্তৈরিদমাস্বাদনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

স্বসখ্যার্ত্তিস্মরণেন অতিব্যাকুলা সা সের্ষ্যমিব পুনরাহ বিপুলেতি। হে ধূর্ত্ত ! কণ্ঠাগতপ্রাণাং তাং বনমানীয় নিশ্চিন্তোঽসীতি ধূর্ত্ততয়া সম্বোধনম্ অনল্পকন্দর্পচিন্তাং হৃদি কৃত্বা মৃগাক্ষী সরলচিত্তা শ্রীরাধা তব রসসমুদ্রে নিমগ্না বভূব চেৎ সমুদ্রমগ্না অবলম্বনং বিনা কথং জীবতি তবেত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ং, সমুদ্রমগ্নো যথা কাষ্ঠাদিকমেবাবলম্বতে তথেয়মপ্যুপায়ান্তরাভাবাৎ তব ধ্যানে লগ্নেত্যর্থঃ। ধ্যানপ্রাপ্তসঙ্গমবিকারমাহ। বিপুলা রোমাঞ্চপঙ্‌ক্তির্যস্যাঃ সা তথা স্ফীতশীৎকারং

হে হরে ! তোমার বিলম্ব দর্শনে রাধার লজ্জা বিদূরিত হইয়াছে ; তিনি বাসকসজ্জা করিয়া অনুতাপ সহকারে রোদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

জয়দেবকবিবিরচিত এই সরসপদ্যাবলী রসিকবৃন্দের হৃদয়ে আনন্দবর্দ্ধন করুক ॥ ৯ ॥

হে শঠ ! হরিণনয়না রাধিকা ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হইতেছেন,

তব কিতব বিধায়ামন্দকন্দর্পচিন্তাং,
রসজলধিনিমগ্না ধ্যানমগ্না মৃগাক্ষী ॥ ১০ ॥
অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণি,
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি

যথা স্যাত্তথা ব্যাহরন্তী; অভ্যন্তরে জনিতো যোঽসৌ জড়িমা জাড্যং তেন জাতা যা কাকুস্তয়া ব্যাকুলমিত্যপি ক্রিয়াবিশেষণম্; জলধি-মগ্নস্যাপি জাড্যাদয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

পুনরতিশীঘ্রগমনায় তস্যা বাসকসজ্জাচেষ্টিতমাহ অঙ্গেষ্বিতি। শ্রীকৃষ্ণঃ মামেকং পশ্যন্ মন্দমনা ভবিষ্যতি ইত্যঙ্গেষ্বাভরণং বহুশঃ করোতি, নাগত ইতি ত্যজতি, পুনঃ করোতি ইত্যনেনাকল্পবাহুল্য-মিত্যাকল্পঃ, পত্রেঽপি পক্ষ্যাদিনা সঞ্চারিণি সতি প্রাপ্তমাগতং ত্বাং পরিশঙ্কতে, অনেন বিকল্পঃ, আগত্য শ্রীকৃষ্ণোঽত্র শয়িষ্যতে ইতি শয্যাং বিতনুতে। অনেন তল্পরচনা, চিরং ধ্যায়তি তব সঙ্গমরসং স্মরতি, অনেন সঙ্কল্পলীলাশতমিত্যনেন প্রকারেণ আকল্প-

তদীয় চিত্ত মোহান্ধ হওয়াতে, তিনি বিহ্বল হইয়া সুদীর্ঘ চীৎকার সহকারে বিলাপ করিতেছেন এবং প্রগাঢ় মদনচিন্তা করিতে করিতে তোমার ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া প্রেমরসসাগরে মগ্ন হইতেছেন ॥ ১০ ॥

তিনি পুনঃ পুনঃ অঙ্গে বিভূষণ ধারণ করিতেছেন, পত্রশব্দে চকিত হইয়া, তুমি আসিয়াছ বিবেচনায় শয্যাবিরচনা করিতেছেন এবং বহু-ক্ষণাবধি তোমার চিন্তায় অভিনিবিষ্ট রহিয়াছেন। বরবর্ণিনী রাধা এইরূপে বেশবিন্যাস, তোমার আগমন সিদ্ধান্ত করত চিন্তা,

ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্পলীলাশত-
ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি ॥ ১১
কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে ভাণ্ডীরভূমীরুহি,
ভ্রাতর্যাহি ন দৃষ্টিগোচরমিতঃ সানন্দনন্দাস্পদম্ ।

বিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্পলীলাশতব্যাসক্তাপি বরতনুরেষা ত্বয়া বিনা নিশাং ন নেষ্যতি ॥ ১১ ॥

অথ কবিরেতদ্বর্ণন-ব্যাকুলস্তস্যাভিসারানন্তর-পূর্ব্বচরিতং কথয়ন্নাহ কিমিতি। গোবিন্দস্য গিরো জয়ন্তি, শ্রীরাধিকায়া মনোরথং পূরয়ন্তি ইত্যর্থঃ। কীদৃশস্য ?—শ্রীনন্দস্য সমীপে পথিকস্য মুখাৎ শ্রীরাধায়াস্তদ্-বচনং গোপতঃ গোপয়তঃ। কিং তদ্বচনম্ ?—হে ভ্রাতঃ পথিক! ভাণ্ডীর-নাম-তরুবনে কিং বিশ্রাম্যসি ? বিশ্রামং মা কুথা ইত্যর্থঃ। কথম্ ?—কৃষ্ণভোগিনঃ কালসর্পস্য শয়নস্থানে পক্ষে সম্ভোগবিশিষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণস্য। তর্হি ইদানীং ক্ক যামি ?—নন্দস্যাস্পদং গৃহং কিং ন যাসি ? কীদৃশম্ ? আনন্দেন সহ বর্ত্তমানম্। কতি দূরে ?—ইতঃ স্থানাৎ দৃষ্টিগোচরমিতে

শয্যাবিরচনা ও সঙ্কল্পলীলাসমূহে আসক্ত থাকিয়াও কেবলমাত্র তোমার অদর্শনে কোনরূপেই রজনী অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইতেছেন না ॥ ১১ ॥

হে ভ্রাতঃ পথিক! ভাণ্ডীরমূলে বিশ্রাম করিবার কারণ কি ? ঐ স্থানে কৃষ্ণসর্প বাস করে। ঐ দেখ, নাতিদূরে আনন্দময় নন্দালয় নেত্র-গোচর হইতেছে। ঐ স্থানে যাইতেছ না কেন ? শ্রীমতী রাধা

রাধায়া বচনং তদধ্বগমুখান্নন্দান্তিকে গোপতো,
গোবিন্দস্য জয়ন্তি সায়মতিথিপ্রাশস্ত্যগর্ভা গিরঃ ॥ ১২ ॥ *

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে বাসকসজ্জাবর্ণনে ধৃষ্টবৈকুণ্ঠো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। কীদৃশ্যো গিরঃ? সায়ংকালে অতিথিস্তস্যৈব প্রাশস্ত্যং প্রশংসাদিরূপং তদেব গর্ভোঽভিপ্রায়ো যাসাং তাঃ। অতএব ধৃষ্টঃ প্রগল্‌ভো বৈকুণ্ঠো যত্র সঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যাং ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

পথিকের মুখে বৃত্তান্ত প্রেরণ করিলে শ্রীহরি উহা নন্দসদনে প্রকাশ না করিয়া সায়ংকালে সমাগত অতিথিস্বরূপ পথিকের যে প্রকার প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন, সেই প্রশংসাবচন জয়যুক্ত হউক ॥ ১২ ॥

* সুস্নিগ্ধগর্ভা গিরঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

সপ্তমঃ সর্গঃ

(নাগরনারায়ণঃ

অত্রান্তরে চ কুলটাকুলবর্ত্ম পাত-
সঞ্জাতপাতক ইব স্ফুটলাঞ্ছনশ্রীঃ।
বৃন্দাবনান্তরমদীপয়দংশুজালৈ-
র্দিক্‌সুন্দরীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ ॥ ১ ॥

প্রসরতি শশধরবিম্বে বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুরা।
বিরচিতবিবিধবিলাপং সা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ ॥ ২ ॥

পুনরুৎকণ্ঠিতাচরিতং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীকৃষ্ণস্যানাগমনকারণমাহ অত্র ইতি। অস্মিন্নবসরে ইন্দুঃ কিরণসমূহৈঃ বৃন্দাবনান্তরমদীপয়ৎ। কীদৃশঃ? —দিক্ পূর্ব্বা সৈব সুন্দরী তস্যা বদনে চন্দনবিন্দুরিবেতি লুপ্তোপমা। পুনঃ কীদৃশঃ? প্রকটীভূতা কলঙ্কস্য শ্রীঃ শোভা যস্মিন্। অনেন চন্দ্রস্য পূর্ণপ্রায়তা উক্তা। অত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে—কুলটানাং কুলস্য বর্ত্ম বিরোধেন সঞ্জাতং যৎ পাতকং তস্মাজ্জাতো রোগবিশেষো যস্য সঃ, যঃ খলু পাতকী ভবতি স রোগবিশেষচিহ্নিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তামেবাবস্থামাহ প্রসরতীত্যাদিনা। সা উচ্চৈঃ কৃতো নানাপ্রকারো

তদনন্তর দিক্‌রমণীগণের ললাটশোভি-চন্দনবিন্দুস্বরূপ শীতরশ্মি স্বীয় কিরণপটল দ্বারা পবিত্র বৃন্দাবন সমুদ্ভাসিত করিলেন। কুলটাগণকে কুল-পথচ্যুত করাতে তাঁহার যে প্রত্যবায় ঘটিয়াছিল, যেন তাহার অভিজ্ঞানস্বরূপ কলঙ্করেখারাজি উহাতে সম্যক্ প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ১ ॥

শশাঙ্করশ্মি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল, অথচ শ্রীহরিও আগমনে বিলম্ব

(গীতম্)

(মালবরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে)

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনং,
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্।
যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা ॥ ৩ ॥ (ধ্রুবম্)

বিলাপো বিবিধশঙ্কারূপো যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ তথা পরিতাপং চকার। কীদৃশী কদা ইত্যত আহ।—শশধরবিম্বে প্রসরতি সতি মাধবে চ বিহিতবিলম্বে সতি বিধুরা ব্যাকুলা ॥ ২ ॥

পরিতাপমেবাহ কথিতেত্যাদিনা। হে ইতি স্বাগতসম্বোধনম্। ইহ সময়ে কং শরণং যামি? সখীশরণং যামি। সখীজনস্য তেনাশ্বাসবচনেনৈব বঞ্চিতা তর্হি সময়ঃ প্রতীক্ষ্যতাম্, যাবৎ স্বয়মায়াতি হরিঃ কথিতসময়ে চন্দ্রানুদয়কালে যস্মাৎ অহহ খেদে হরির্মম মনো হরন্ মন্মনো হৃত্বা ইত্যর্থঃ। বনমপি ন যযৌ কুতোঽত্র আগমিষ্যতীত্যর্থঃ। তস্মান্মমেদং যৌবনং নির্ম্মলং রূপমপি বিফলং ব্যর্থম্ ॥ ৩ ॥

করিলেন, তদ্দর্শনে বিরহবিধুরা রাধিকা অতীব অধীরা হইয়া অনুতাপ সহকারে মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২ ॥

হায়! নিরূপিত সময়েও হরির আগমন হইল না। আমার বিমল রূপযৌবন সমস্তই বৃথা হইল। সখীরা আমাকে আশ্বাসবচনে প্রতারিত করিয়াছে। হায়! এখন আমি কাহার শরণাপন্ন হই? কোথায় বা গমন করি? ৩ ॥

যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্।
তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতম্ (যামি হে) ॥ ৪ ॥
মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা (যামি হে) ॥ ৫ ॥
মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী (যামি হে) ॥ ৬ ॥

কিঞ্চ ইতস্ততো ভ্রষ্টাস্মীত্যাহ। যস্যানুগমনায় নিরন্তরং সঙ্গমায় রাত্রৌ বনমপি সেবিতুম্, তেন শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা মমেদং হৃদয়ং কাম-বাণেন বিদ্ধং মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অতো মরণমেব মম বরং শ্রেষ্ঠং যতোঽতিবিতথং ব্যর্থং কেতনং দেহো যস্যাঃ সা অচেতনাহং বিরহানলমিহ সময়ে কিমর্থং বিষহামি ॥ ৫ ॥

ন কেবলমত্র নাগত ইতি চঞ্চলচিত্তোঽয়ং কামপ্যন্যামভিসৃত ইত্যাহ। কাপি কৃতসুকৃতকামিনী হরিমনুভবতি তেন সহ কেলিসুখমিত্যর্থঃ। মাং তু পরমসুখরূপা বসন্তনিশা অহহ খেদে, বিকলয়তি, যা নিশা দূরস্থমপি প্রিয়ং সঙ্গময়তি, সৈব সুকৃতাভাবাৎ মাং বিধুরয়তি। কথং সা অনুভবতি?— কৃতং সুকৃতং যয়া সা মম তাদৃক্ সুকৃতং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

হায়! যাহার সঙ্গমাশায় বনমধ্যে নিশাপাত করিলাম, সেই কৃষ্ণ আমার হৃদয় মদনশরে বিদ্ধ করাইতেছেন ॥ ৪ ॥

হায়! আমার মরণই মঙ্গল, এ প্রাণধারণে আর ফল নাই। আমার চেতনা নাই, আমি কেন বিরহানল সহ্য করিতেছি? ॥ ৫ ॥

হায়! এই মধুময়ী বাসন্তী রজনী আমাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে; কিন্তু এই সময়ে কোন পুণ্যবতী মহিলা প্রাণেশ্বরের সহিত কেলি করিয়া সুখভোগ করিতেছে ॥ ৬ ॥

অহহ ! কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্ (যামি হে) ॥ ৭ ॥
কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া ।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া (যামি হে) ॥ ৮ ॥
অহমিহ নিবসামি ন গণিতবনবেতসা ।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা (যামি হে) ॥ ৯ ॥

ততোঽন্যাপি অহহ খেদে, তৎকরকল্পিতবলয়াদিমণিভূষণং ধারয়ামি তত্র কথং খেদঃ হরিবিরহ এব বহ্নিস্তস্য ধারণেন বহূনি ভূষণানি যস্য তৎ দেহোষ্মণা দোষ্যাদিত্যর্থঃ । প্রিয়াবলোকনফলো হি স্ত্রীণাং বেশ ইত্যুক্তেঃ ॥ ৭ ॥

কিং বক্তব্যমন্যভূষণানাং তৎপ্রীত্যৈ হৃদি ধৃতাপি পুষ্পমালা কামবাণ-বিলাসেন মাং হন্তি । কীদৃশীম্ ? সহস্রকুসুমতঃ সুকুমারা তনুর্যস্যাস্তাং তৎসহনসামর্থ্যমপি নাস্তীত্যর্থঃ । কীদৃশ্যা ?—অতিবিষমং শীলং স্বভাবো যস্যাস্তয়া, অন্যো হি বাণঃ ক্ষতং কৃত্বা ব্যথয়তি কামবাণস্তু বিধ্যমন্ত-র্ভিনত্তীতি বিষমশীলত্বম্ ॥ ৮ ॥

অহমিহ নিবসামি মম মূর্খতৈবাবশিষ্টেত্যাহ । ভীতিমপগণয্য

হায় ! আমি মণিময় বলয়াদি বিভূষণ ধারণ করিলাম, কিন্তু ঐ সমস্ত অলঙ্কার কৃষ্ণবিয়োগানল উদ্দীপিত করিয়া আমাকে দারুণ যাতনা দিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

এই কুসুমহার বক্ষের উপর সুশোভিত রহিয়াছে, ইহাও যেন মদন-বাণরূপ পরিগ্রহ করিয়া আমার কুসুমসুকুমার দেহকে বিষমরূপে প্রহার করিতেছে ॥ ৮ ॥

কণ্টকিত বেতসলতাদির কষ্টও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আমি এই

হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী (যামি হে)॥ ১০
তৎ কিং কামপি কামিনীমভিসৃতঃ কিংবা কলাকেলিভি-
র্বদ্ধো বন্ধুভিরন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিমুদ্‌ভ্রাম্যতি।

ভয়ঙ্করবনে তৎসমাগমাকাঙ্ক্ষয়া তিষ্ঠামি, মধুসূদনোঽস্থিরসৌহৃদো মাং চেতসা ন স্মরতি। কীদৃশী ?—ন গণিতং বনং বেতসশ্চ যয়া সা ॥ ৯ ॥

হরিচরণে শরণে যস্য তস্য জয়দেবকবের্ভারতী হৃদয়ে বসতু ভক্তানামিত্যর্থঃ। কস্মিন্ কেব ?—যুবতিরিব। কীদৃশী ?—কোমলা মাধুর্য্যগুণযুক্তা পক্ষে মৃদ্বঙ্গী কলাবতী কবিত্বশালিনী পক্ষে রতিকলাযুক্তা ॥১০ ॥

পূর্ব্বোক্তং বিকল্পং বিবৃণোতি তৎ কিমিতি। সঙ্কেতীকৃতমনোহরে বানীরলতাকুঞ্জেঽপি যৎ যস্মাৎ কান্তো ন আগতস্তস্মাৎ কিং কামপি অভিনবপ্রেমবন্ধুরাং কামিনীমভিসৃতেতি শঙ্কে। ময্যেব দৃঢ়ানুরাগোঽসৌ কথমন্যামভিসরিষ্যতীতি বিতর্কান্তরমাহ কিংবা মিত্রৈঃ ক্রীড়াকৌশলৈর্নিরুদ্ধঃ কৃতাভিসারসময়ে অস্মিংস্তদপি ন সম্ভবতীতি বিচিন্ত্য বিতর্কান্তরমাহ। মামভিসরন্নীরন্ধ্রতরুতয়া গাঢ়ান্ধকারিণি বনসমীপে কিমুদ্ভ্রাম্যতি পন্থান-

---

বনমধ্যে আসিয়াছি, কিন্তু হায়! হরি আমাকে বারেকের জন্যও মনে করিলেন না ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রিত-জয়দেবকবি-বিরচিত এই চিত্তরঞ্জিনী গীতিকা কোমলাঙ্গী রতিকলানিপুণা যুবতীর ন্যায় তোমাদিগের চিত্তমন্দিরে অধিষ্ঠান করুক ॥ ১০ ॥

প্রাণবল্লভ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতস্থান এই বেতসকুঞ্জে এখনও উপস্থিত হইলেন না; বোধ হয়, অন্য কোন রমণীর অভিসারে গমন করিয়াছেন।

কান্তঃ ক্লান্তমনা মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ,
সঙ্কেতীকৃতমঞ্জুবঞ্জুললতাকুঞ্জেঽপি যন্নাগতঃ ॥ ১১ ॥

অথাগতাং মাধবমন্তরেণ সখীমিয়ং বীক্ষ্য বিষাদমূকাম্।
বিশঙ্কমানা রমিতং কয়াপি জনার্দ্দনং দৃষ্টবদেতদাহ ॥ ১২ ॥

মবিদিত্বেত্যর্থঃ। চতুরশিরোমণেঃ সহস্রশোঽনুভূতস্থলে ভ্রমঃ কথং স্যাদিতি বিচিন্ত্য নিশ্চিনোতি ক্লান্তং মদ্বিশ্লেষদুঃখেন চন্দ্রোদয়ানন্তরং তস্যাঃ কা দশা ভবেদিতি চিন্তয়া চোপতপ্তং মনো যস্য সঃ। পথি অল্পমপি প্রস্থাতুমসমর্থ এব নাগত ইতি ॥ ১১ ॥

চন্দ্রোদয়েন শ্রীকৃষ্ণাগমনপ্রতিবন্ধে সতি তং বিনা সখ্যা আগমনে তস্যা বিপ্রলব্ধাবস্থাং বর্ণয়িতুমাহ অথেতি। অথানন্তরং মাধবং বিনা আগতাং সখীং বীক্ষ্য শ্রীরাধা এতদ্বক্ষ্যমাণমাহ। কীদৃশীম্?—দুঃখাতিশয়েন বক্তুমসমর্থাম্ অকৃতকার্য্যত্বাদিত্যর্থঃ। কীদৃশং জনার্দ্দনম্? কয়াপি কর্ত্তৃভূতয়া রমিতং দৃষ্টবদ্বিশঙ্কমানা। বিপ্রলব্ধা-

তাহাই কি সত্য হইবে? আমাতে ত তাঁহার অনুরাগ বিলক্ষণ বদ্ধমূল। তবে কি কোন বন্ধুবান্ধবের ক্রীড়াপাশে বদ্ধ হইয়াছেন? অথবা তিনি কি ঘোরতিমিরে আসিতে আসিতে পথভ্রমে অন্ধ হইয়াছেন? তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? সেই শঠচূড়ামণি কত শতবার ত অন্ধকারে এখানে আসিয়াছেন। বোধ হয়, শশাঙ্কোদয়ে আমার উৎকটদশা জন্মিয়াছে, আমি দারুণ কষ্ট পাইতেছি, এই সকল চিন্তা করিয়াই তিনি একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; সেই জন্যই পদমাত্র চলিতেও সমর্থ হইতেছেন না ॥ ১১ ॥

তদনন্তর শ্রীমতী রাধিকা দেখিলেন, তাঁহার সহচরী বিষণ্ণবদনে

(গীতম্)

(বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে)

স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা।
গলিতকুসুমদরবিগলিতকেশা।*

লক্ষণং যথা—অহরহরনুরাগাৎ দূতিকাং প্রেষ্য পূর্ব্বং,সরভসমভিধায় কাপি সাঙ্কেতিকং যা। ন মিলতি খলু যস্যা বল্লভো. দৈবযোগাৎ, বদতি হি ভরতস্তাং নায়িকাং বিপ্রলব্ধামিতি ॥ ১২ ॥

কিমেতদিত্যাহ। হে সখি! কাপি যুবতির্মধুরিপুণা সহ বিলসতি। যতঃ মত্তোঽপ্যধিকা গুণা যস্য ইতি। অধিকেত্যনেন মৎসঙ্কেতমাগতং তং বশীকৃত্য বিলসতীতি গুণাধিক্যং তেন সহ ইত্যনেন তৎকর্ত্তৃকরণঞ্চ ধ্বনিতম্। গুণানেবাহ স্মরেত্যাদিনা,—কামসংগ্রামস্য বাহুযুদ্ধস্য উচিতো বিরচিতো বেশো যয়া সা। ততশ্চ রণাবেশেন গলিতানি

মৌনভাবে একাকিনী আগমন করিতেছে। তদ্দর্শনে বুঝিলেন, হরি অন্য মহিলার সহিত বিহারে নিরত রহিয়াছেন। আশঙ্কাবশে যেন তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াই সখীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২ ॥

প্রিয়সখি! কৃষ্ণ অবশ্যই কোন রমণীর সহিত রমণ করিতেছেন। সেই নারী আমা অপেক্ষাও গুণবতী সন্দেহ নাই। সে অবশ্যই কামযুদ্ধের উপযুক্ত বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়াছে। তাহার

* বিলুলিতকেশা—ইতি পাঠান্তরম্।

কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতিরধিকগুণা ॥ ১৩ ॥ (ধ্রুবম্)
হরিপরিরম্ভণবলিতবিকারা।
কুচকলসোপরি তরলিতহারা (কাপি) ॥ ১৪ ॥
বিচলদলকললিতাননচন্দ্রা।
তদধরপানরভসকৃততন্দ্রা (কাপি) ॥ ১৫ ॥

কুসুমানি যেভ্যস্তে। দরবিগলিতাঃ কেশা যস্যাঃ সা। অনেন লীলা-বিশেষঃ সূচিতঃ ॥ ১৩ ॥

ন কেবলমেবং কিঞ্চ হরেঃ পরিরম্ভণেন বলিতো রচিতো রোমাঞ্চাদি বিকারো যস্যাঃ সা, ততশ্চ কুচকলসোপরি তরলিতশ্চঞ্চলিতো হারো যস্যাঃ সা। অনেনাপি লীলাবিশেষঃ সূচিতঃ ॥ ১৪ ॥

তথা তৎসম্ভ্রমশিরোধূননেন বিচলদলকৈর্ললিতঃ সুন্দরঃ আননচন্দ্রো যস্যাঃ সা, ততশ্চ কৃষ্ণস্যাধরপানরভসেন কৃতা তন্দ্রা আনন্দনিমীলনং যয়া সা ॥ ১৫ ॥

কবরীবন্ধন আলুলায়িত হওয়ায় কুন্তলনিহিত পুষ্পসমূহ বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণের আলিঙ্গনে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হওয়াতে তাহার অঙ্গযষ্টি রোমাঞ্চিত হইতেছে এবং তাহার কুচকলসোপরি কণ্ঠহার দোদুল্যমান হইতেছে ॥ ১৪ ॥

সেই রমণীর চন্দ্রবদনে অলকাবলী দোলায়মান হওয়াতে মনোহর শ্রী সম্পাদিত হইতেছে; প্রাণবল্লভ হরির অধরসুধা পান করিয়া আবেশে তাহার নয়নকমল মুদিত হইয়া আসিতেছে ॥ ১৫ ॥

চঞ্চলকুণ্ডলললিতকপোলা।
মুখরিতরশনজঘনগতিলোলা (কাপি) ॥ ১৬ ॥
দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা।
বহুবিধকূজিতরতিরসরসিতা (কাপি) ॥ ১৭ ॥
বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভঙ্গা।
শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গা (কাপি) ॥ ১৮ ॥

তথা তদধরপানাবেশাৎ চঞ্চলাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং ললিতৌ কপোলৌ যস্যাঃ সা, কিঞ্চ মুখরিতা রশনা যত্র তস্য জঘনস্য গত্যা লোলা চঞ্চলা ॥ ১৬ ॥

ততশ্চ দয়িতস্য বিলোকিতেন বীক্ষণেন লজ্জিতা হসিতা চ, তথা বহুবিধং দাত্যূহপারাবতাদিকূজিতবৎ রতিরসে রসিতং শব্দিতং যয়া সা ॥ ১৭ ॥

অতএব বিপুলাঃ পুলকাঃ পৃথু বেপথুশ্চ তেষাং ভঙ্গাস্তরঙ্গা যস্যাঃ সা, তথা শ্বসিতনিমীলিতাভ্যাং পুনর্ব্বিকসন্ আবির্ভবন্ অনঙ্গো যস্যাঃ সা ॥ ১৮ ॥

তাহার মনোহর কপোলে কুণ্ডলযুগল দুলিতেছে এবং নিতম্বের আন্দোলনে চন্দ্রহারের মনোহর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে ॥ ১৬ ॥

সে প্রাণকান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কখন হাস্য করিতেছে, আবার কখন বা লজ্জায় অধোমুখী হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে রসভরে আকুলা হইয়া মদনবিকারসূচক নানারূপ শব্দ করিতেছে ॥ ১৭ ॥

সে রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হইয়া কামতরঙ্গে ভাসমান হইতেছে; ঘন ঘন নিশ্বাস বিসর্জ্জন করাতে ও নেত্র নিমীলিত হওয়াতে তাঁহার মদনাবেশ প্রকাশিত হইতেছে ॥ ১৮ ॥

শ্রমজলকণভরসুভগশরীরা।
পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা (কাপি)॥ ১৯॥
শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্।
কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতম্ (কাপি)॥ ২০॥
বিরহপাণ্ডুমুরারিমুখাম্বুজ-
দ্যুতিরয়ং তিরয়ন্নপি বেদনাম্।

তথা শ্রমজলকণভরেণ সুন্দরং কলেবরং যস্যাঃ সা। তথা নিঃসহতা বিস্মৃতস্বাঙ্গানুসন্ধানতয়া প্রিয়স্য বক্ষসি পরিপতিতা যতঃ সুরত-সংগ্রামে পণ্ডিতা॥ ১৯॥

শ্রীজয়দেবভণিতং হরে রমিতং বিক্রীড়িতং কলিকলুষং কামাদিকং শমিতং জনয়তু নাশয়ত্বিত্যর্থঃ। এতৎ সর্ব্বং স্বস্যাং তৎপূর্ব্বচর্বিতস্ফূর্ত্ত্যার্ত্তিজয়া ঈর্ষ্যয়া অন্যত্রারোপিতমিতি জ্ঞেয়ম্॥ ২০॥

অথ চন্দ্রং পশ্যন্তী তং শ্রীকৃষ্ণমুখত্বেনোদ্ভাব্য তত্র অন্যয়া সহ বর্ত্তমানস্যাপি মদ্বিরহেণ পাণ্ডুত্বস্ফূর্ত্ত্যা স্বস্মিন্ তস্যাতিপ্রণয়িতাং স্মরন্তী চন্দ্রমাক্ষিপতি বিরহেতি। অয়ং বিধুঃ সন্তপ্তানাং বেদনাং তিরয়ন্ নাশয়ন্নপি মম হৃদয়ে অয়ে খেদে মদনব্যথাং অতীব তনোতি। কথং তদাহ।—অন্যয়া সহ রমমাণস্যাপি মদ্বিরহে পাণ্ডুবন্মুরারিমুখাম্বুজং তদ্বৎ দ্যুতির্যস্য

সে রতিসংগ্রামে সুদক্ষা, মদনসমরে তাহার দেহে স্বেদোদ্গম হওয়াতে সে অতি মনোহর ভাব ধারণপূর্ব্বক কান্তের বক্ষোপরি শয়ানা রহিয়াছে॥ ১৯॥

জয়দেবকবি-বিরচিত এই কৃষ্ণকেলিবর্ণন কলিকিল্বিষ বিনাশ করুক॥২০॥

—মদনসখা শশধর অস্তগমনোন্মুখ হইয়া অভিশপ্ত জনের হৃদয়বেদনা দূর করিতেছেন সত্য, কিন্তু মদীয় অন্তরে মদনাগ্নি উদ্দীপিত করিয়া

বিধুরতীব তনোতি মনোভুবঃ,
সুহৃদয়ে হৃদয়ে মদনব্যথাম্ ॥ ২১ ॥

(গীতম্)

(গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে)

সমুদিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাধরে।
মৃগমদতিলকং লিখতি সপুলকং মৃগমিব রজনীকরে।
রমতে যমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা ॥ ২২ ॥ (ধ্রুবম্)

সঃ বেদনাং নাশয়ন্নপি। কুতস্তাং ব্যথয়তি ?—মনোভুবঃ সুহৃৎ মদনস্তত্র তং ব্যথয়তি। মদনসুহৃত্ত্বেন তন্মুখস্মারকতয়া চন্দ্রো মাং ব্যথয়তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥২১॥

পুনস্তস্যা এব স্বাধীনভর্তৃকাত্বসূচনপূর্ব্বকং তল্লীলাবিশেষমাহ সমুদিতেত্যাদিনা। যমুনায়াঃ পুলিনস্থবনে মধুরিপুরধুনা ক্রীড়তি। কীদৃশঃ ?—বিজয়ী মণ্ডনাদিকৌশলেন সর্ব্বাতিশায়ী। রমণপ্রকারমাহ,—রমণ্যা বদনে সপুলকং যথা স্যাৎ তথা মৃগমদতিলকং লিখতি। কস্মিন্ কমিব ?—চন্দ্রে মৃগমিব। অত্র মুখস্য চন্দ্রেণ তিলকস্য মৃগেণ সাম্যম্। কীদৃশে ?—সম্যগুদিতঃ কামো যস্মাৎ তস্মিন্ অর্থাৎ তস্যৈব। চন্দ্রপক্ষে তথৈবার্থঃ। সর্ব্বেষামিতি বিশেষঃ চন্দ্রোদয়ে কামোদ্দীপনাৎ। পুনঃ কীদৃশে ?—বদনপক্ষে তিলকং লিখিত্বা মাধিবদং "বদনমিত্যুক্ত্বা চুম্বনায় বলিতো বিন্যস্তোঽধরো যত্র," চন্দ্রপক্ষে চুম্বনেন বলিতো যুক্তোঽধরো যস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

দিতেছেন ; কারণ, উহার পাণ্ডুবর্ণ দেখিয়া শ্রীহরির পাণ্ডুবর্ণ মুখকমল আমার হৃদয়ে জাগরূক হইতেছে ॥ ২১ ॥

রতিরণজয়ী মুরারি কালিন্দীকূলবর্ত্তী বনে কেলিক্রীড়ায় নিরত রহিয়াছেন। তিনি পুলকে কণ্টকিত হইয়া সেই কামিনীর কামোদ্দীপক

ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিততরুণাননে।
কুরুবককুসুমং চপলাসুষমং রতিপতিমৃগকাননে (রমতে) ॥ ২৩ ॥
ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরূষিতে।
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে (রমতে) ॥ ২৪ ॥

ন কেবলং তিলকং চিকুরে রক্তঝিন্টীপুষ্পঞ্চ রচয়তি। তৎপুষ্পৈঃ কবরীং গ্রথ্নাতীত্যর্থঃ। কীদৃশম্?—চপলায়া বিদ্যুত ইব সুষমা পরমা শোভা যস্য তস্মিন্। পুনঃ কীদৃশে?—মেঘপুঞ্জবৎ সুন্দরে অতএব তদ্‌গুণবর্ণনেন মুখরীকৃতং তরুণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আননং যেন তত্র, যতো রতিপতিরেব মৃগস্তেন সদাশ্রিতত্বাৎ তস্য কাননে ॥ ২৩ ॥

তথা কুচযুগগগনে মণিসরমেব তারকপটলং যাজয়তি, মণিসরো মুক্তাহারঃ অসমস্তবকমিদং কুচযুগমেব গগনং বৃহত্ত্বাৎ। কীদৃশে?—সুনিবিড়ে গগনপক্ষে শোভনমেঘযুক্তে তথা মৃগমদরুচিভির্ম্রক্ষিতে গগনপক্ষে কস্তূরীদীপ্ত্যেব ম্রক্ষিতে কিঞ্চ নখাঙ্ক এব শশী তেন ভূষিতে ॥ ২৪ ॥

মুখে কস্তূরীরস দ্বারা শশধরে শশাঙ্কের ন্যায় তিলক রচনা করিয়া দিতেছেন এবং চুম্বনের জন্য অধর বিন্যস্ত করিতেছেন ॥ ২২ ॥

সেই রমণীর কেশপাশ নীরদরাজীবৎ মনোরম ও কামরূপ মৃগের বিহারভূমি। নাগর বনমালী তাহাতে রক্তঝিন্টী-কুসুম পরাইয়া দিতেছেন ॥ ২৩ ॥

সেই কামিনীর কুচযুগল আকাশমণ্ডলের ন্যায়। উহা কস্তূরীরসে অনুলিপ্ত ও সঘন; তদুপরি নখাঘাতরূপ চন্দ্র বিরাজ করিতেছে। বনমালী তাহাতে মণিহারস্বরূপ নক্ষত্রমালা সংযোজিত করিয়া দিতেছেন ॥ ২৪ ॥

জিতবিসশকলে মৃদুভুজযুগলে করতলনলিনীদলে।
মরকতবলয়ং মধুকরনিচয়ং বিতরতি হিমশীতলে (রমতে) ॥ ২৫ ॥
রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজকনকাসনে।
মণিময়রশনং তোরণহসনং বিকিরতি কৃতবাসনে (রমতে) ॥ ২৬ ॥

অপরঞ্চ মৃদুভুজযুগলে মরকতবলয়মেব মধুকরনিচয়ং বিতরতি অর্পয়তি। কীদৃশে ?—জিতানি মৃণালখণ্ডানি যেন তস্মিন্ করতলমেব নলিনীদলং যত্র তস্মিন্ অতএব হিমবচ্ছীতলে সম্ভোগিন্যাঃ কামতাপ-রাহিত্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ মৃণালে ভ্রমরার্পণেনাদ্ভুতকুঞ্জত্বম্ ॥ ২৫ ॥

তথা চ রতের্গৃহে আশ্রয়ে জঘনে মণিময়রশনং নিক্ষিপতি তৎস্পর্শ-জাতকম্পতয়া অযথাতথং বিন্যস্যতীত্যর্থঃ। কীদৃশম্ ?—তোরণস্য মাঙ্গল্য-স্রজো হসনমুপহাসো যস্মাৎ তৎ। কীদৃশে ?—বিস্তীর্ণমপঘনমঙ্গং যস্য তস্মিন্, যথা কামস্য স্বর্ণপীঠে অতঃ কৃতা শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাবিশেষবাসনা যেন তস্মিন্ ॥ ২৬ ॥

তদীয় ভুজযুগল মৃণালাপেক্ষাও মৃদুল, পদ্মপত্র সদৃশ করতল দ্বারা বিরাজিত এবং শিশিরাপেক্ষাও সুস্নিগ্ধ। শ্রীহরি তাহাতে মধুপপংক্তিরূপ মরকতময় বলয় প্রদান করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

তদীয় বিশাল নিতম্ব রতিগৃহের সদৃশ ও কামের স্বর্ণপীঠস্বরূপ। তদ্দর্শনে হরির কামানল প্রদীপিত হইয়া উঠিতেছে। তিনি সেই নিতম্বপ্রদেশে মণি-ময় চন্দ্রহার পরাইয়া দিতেছেন। সেই চন্দ্রহার তোরণোপরিগত কুসুমমালার সুষমাকেও তিরস্কৃত করে ॥ ২৬ ॥

চরণকিশলয়ে কমলানিলয়ে নখমণিগণপূজিতে।
বহিরপবরণং যাবকভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে (রমতে) ॥ ২৭ ॥
রময়তি সুদৃশং কামপি সুভৃশং খলহলধরসোদরে।
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং বদ সখি বিটপোদরে (রমতে) ॥ ২৮ ॥
ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে।
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে (রমতে) ॥ ২৯ ॥

তথা বক্ষসি ধৃতে চরণপল্লবে যাবকাভরণং বহিরাবরণং করোতি। যতঃ শ্রিয়ো নিবাসঃ অতো নখা এব মণিগণাস্তৈঃ পূজিতে শ্রীনিবাসস্য মণিযুতস্য চ বহিরাবৃতিযুক্তেবেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চ পরবঞ্চকে হলধরস্যাবিদগ্ধস্য সোদরে সদৃশে শ্রীকৃষ্ণে কামপি সুদৃশং সুভৃশং যথা স্যাৎ তথা রময়তি সতি ইহ বনমধ্যে বিরসং বিফলং যথা স্যাৎ তথা কিমহমবসমিত্যেতৎ সখি বদ, মামভিসার্য্য অন্যয়া সহ রমণাদ্ধরেঃ খলত্বম্ ॥ ২৮ ॥

ইহৈতৎ কাব্যকর্ত্তরি কবীনাং নৃপে জয়দেবকে কলিযুগচরিতং দুরিতং ন বসতু। কুতঃ?—যতো মধুরিপোঃ পদসেবকে অতএব কৃতং

সেই কমনীয় চরণপল্লব কমলার আগারস্বরূপ এবং নখরূপ মণিরাজিতে বিরাজিত। কমলানিবাস হরি সেই চরণকমল অলক্তকভূষিত করিয়া স্বীয় বক্ষের উপর ধারণ করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

সখি! রাম-সহোদর ধূর্ত্ত সেই কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কোন না কোন রমণীর আনন্দবর্দ্ধনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তবে কেন আর আমি বৃথা বিষণ্ণ-হৃদয়ে এই নিবিড় কাননাভ্যন্তরে নিশাপাত করিতেছি? ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-পদপল্লবাশ্রিত জয়দেবকবি এই শৃঙ্গাররসাত্মক হরিগুণ

নায়াতঃ সখি নির্দ্দয়ো যদি শঠস্ত্বং দূতি কিং দূয়সে,
স্বচ্ছন্দং বহুবল্লভঃ স রমতে কিং তত্র তে দূষণম্।
পশ্যাদ্য প্রিয়সঙ্গমায় দয়িতস্যাকৃষ্যমাণং গুণৈ-
রুৎকণ্ঠার্ত্তিভরাদিব স্ফুটদিদং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি ॥ ৩০

হরেগুর্ণানাং চিন্তনং যেন তস্মিন্, তত্রাপি রসস্য শৃঙ্গাররসস্য ভণনং কথনং যত্র তস্মিন্। হৃদ্রোগং আশু অপহিনোতীত্যুক্তেঃ ॥ ২৯ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য অনাগমনেন বিষণ্ণবদনাং সখীং প্রতি অতিনির্ব্বেদমাহ নায়াত ইতি। হে সখি! হে দূতি! সখী ভূত্বাপি মৎপ্রীত্যৈ দৌত্যকর্ম্মণি প্রবৃত্তেঃ। দয়ারহিতঃ নিজৈকাশ্রয়প্রাণরক্ষাপরাঙ্মুখঃ শঠোঽন্তরন্যৎ-বহিরন্যৎকারী যদি নায়াতঃ, তর্হি ত্বং কিং দূয়সে? মা ব্যথস্বেতি। শঠতামাহ— বহুবল্লভঃ স নিঃশঙ্কং রমতে, তত্র কার্য্যে তে তব কিং দূষণম্? ন কিমপি। ইত্থং সখীমনূদ্য নির্ব্বেদভঙ্গ্যা আত্মনো দশমীদশামাহ। পশ্যাদ্যেদানীমেব দয়িতস্য মিলনায় ইদং তদপ্রাপ্তিতাপোন্মূলিতধৈর্য্যং মমেদং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি। কেন প্রকারেণ তদাহ।—উৎকণ্ঠায়া আধিক্যেন স্ফুটদিব, তদপি কথং গুণৈরাকৃষ্যমাণং অন্যোঽপি রজ্জ্বাকৃষ্টঃ সন্ যাতীত্যর্থঃ। শ্লিষ্টগুণশব্দোক্তির্ব্বিষয়াবিরোধিলক্ষণায়ৈব দয়িতশব্দোঽপি তথা ॥ ৩০ ॥

কীর্ত্তন করিলেন। ইহা দ্বারা কলিকলুষজনিত পাতক বিদূরিত হউক ॥ ২৯ ॥

হে দূতি! হে সহচরি! সেই নিষ্ঠুর ধূর্ত্ত কৃষ্ণ আসিল না বলিয়া তুমি দুঃখবোধ করিও না, তাঁহার অনেক প্রিয়তমা আছে। তিনি তাহাদিগের সহিত নির্ব্বিঘ্নে কেলি করিতেছেন। তোমার অপরাধ কি? বোধ হয়, মদীয় হৃদয় প্রাণনাথের গুণে বিমুগ্ধ ও ঔৎসুক্যনিবন্ধন বিদীর্ণ হইয়াই যেন তৎসহ সমবেত হইবার জন্য এই মুহূর্ত্তেই প্রস্থান করিবে ॥ ৩০ ॥

(গীতম্)

(দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে)

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন ।

তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন ।

সখি যা রমিতা বনমালিনা ॥ ৩১ ॥ (ধ্রুবম্)

বিকসিতসরসিজললিতমুখেন ।

স্ফুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন (সখি যা) ॥ ৩২ ॥

তদ্‌গুণৈরন্যস্যাঃ সুখং বর্ণয়ন্তী স্বস্যাস্তদলাভাৎ নির্ব্বেদেন শোকার্থমেব নিশ্চিনোতি অনিলেত্যাদিনা। হে সখি! যা বনমালিনা রমিতা বিবিধ-সম্ভোগকেলিভির্নন্দিতা সা কিশলয়শয়নেন ন তপতি পল্লবশয্যায়াং সুখয়ত্যেবেত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্র যোজ্যম্। কীদৃশেন অনিলেন?—তরলে যে নীলোৎপলে তদ্বন্নয়নে যস্য তেন, উৎপলবৎ শৈত্যগুণেন তাপোপশমং দদাতীতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

যা রমিতা বনমালিনেতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্। বিকসিতসরসিজবৎ সুন্দরং মুখং যস্য তেন। যা রমিতা সা কামশরেণ বিদ্ধা ন ভবতি অহমেব তেন বিদ্ধাস্মীতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

সখি! সমীরণসঞ্চালিত-ইন্দীবরলোচন বিপিনবিহারী কৃষ্ণ যে কামিনীর সহিত কেলি করিয়াছেন, সে নবপল্লব-শয্যায় শয়ান হইয়া সন্তপ্ত হয় না ॥ ৩১ ॥

আহা! বনমালীর বদনকমল বিকসিত পদ্মের ন্যায় মনোহর; তিনি যাহার সহিত রমণ করিয়াছেন, সে কামশরে জর্জ্জরিত হয় না ॥ ৩২ ॥

অমৃতমধুরমৃদুতরবচনেন।
জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন (সখি যা)॥ ৩৩ ॥
স্থলজলরুহরুচিকরচরণেন।
লুঠতি ন সা হিমকরকিরণেন (সখি যা)॥ ৩৪ ॥
সজলজলদসমুদয়রুচিরেণ।
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ (সখি যা)॥ ৩৫ ॥

অমৃতাদপি মধুরতরমতিকোমলঞ্চ বচনং যস্য তেন যা রমিতা সা মলয়জপবনেন ন জ্বলতি অহমেব তেন জ্বলিতাস্মীতি অমৃতসিক্তায়া জ্বালাতিশয়ানুপপত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

স্থলকমলবদ্রুচিরৌ করৌ চরণৌ চ যস্য তেন যা রমিতা সা চন্দ্রস্য কিরণেন ভূমৌ ন পরিবর্ত্ততে, অহমেব জালবদ্ধপ্রবিষ্টেব তপ্তাস্মি স্থল-কমলবৎ শীতলকরচরণস্পর্শসুখেন উজ্জ্বলতয়া ইন্দুকিরণানাং তাপ-কত্বাবগমাদিতি ভাবঃ॥ ৩৪ ॥

সজলজলদানাং সমূহাদপি রুচিরেণ যা রমিতা সা বিরহভরেণ হৃদি ন বিদীর্য্যতে জলদবদার্দ্রতয়া বিদারাসম্ভবাদিতি অহমেব তেন বিদীর্ণ-হৃদয়াস্মীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

সেই কৃষ্ণের বচন অমৃত অপেক্ষাও মধুর ও মৃদু, তিনি যে রমণীর বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন, মলয়সমীর কখনই তাহার অঙ্গে সন্তাপপ্রদানে সমর্থ হয় না ॥ ৩৩ ॥

বনমালীর করদ্বয় স্থলপদ্মের ন্যায় সুদৃশ্য; তিনি যে বিলাসিনীর সহিত কেলি করিতেছেন, সে শশাঙ্ককিরণে দগ্ধ হইয়া তাপশান্তির জন্য ধরালুণ্ঠিত হয় না ॥ ৩৪ ॥

সজল-নীরদকান্তি হরি যাহাকে পরিরম্ভণ করিয়াছেন, বিরহজ্বরে সেই রমণীকে বিদীর্ণ হইতে হয় না ॥ ৩৫ ॥

কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন ।
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন (সখি যা) ॥ ৩৬ ॥
সকলভুবনজনরবতরুণেন ।
বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন (সখি যা) ॥ ৩৭ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন ।
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন (সখি যা) ॥ ৩৮ ॥

কনকস্য নিকষপাষাণেষু যা রুচিস্তদ্বদ্বসনং যস্য, তেন যা রমিতা সা পরিতো জনানাং হসনেন ন শ্বসিতি সৌভাগ্যগর্ব্বেণ কাশ্চিদপি ন গণয়তীত্যর্থঃ। অহমেব তৎপরিহাসৈর্নিশ্বাসযুক্তাস্মীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

সকলভুবনেষু যে জনা যুবানস্তেভ্যো বরঃ শ্রেষ্ঠো যঃ কিশোরস্তেন যা রমিতা সা অতিকরুণরসেণ পীড়াং ন প্রাপ্নোতি জগদ্বল্লভতরুণপ্রাপ্ত্যা করুণানুপপত্তিরিতি অহমেব রোদনাদিনা সখীং কদর্থয়ামি ॥ ৩৭ ॥

অনেন শ্রীজয়দেবভণিতেন শ্রীরাধায়া মাধবমুদ্দিশ্য বচনেন হরিরপি হৃদয়ং প্রবিশতু, প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহমিত্যুক্তেঃ ॥ ৩৮ ॥

নিকষপাষাণে লগ্ন স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল পীতাম্বরধারী বনমালী যে নারীর মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সে কদাচ গুরুজনের উপহাসে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে না ॥ ৩৬ ॥

ত্রৈলোক্যস্থ যাবতীয় যুবার মধ্যে বনমালীই প্রধান, তিনি যাহার সহিত বিহার করিয়াছেন, তাহাকে দীনভাবে কামযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না ॥ ৩৭ ॥

শ্রীজয়দেবকবি-বর্ণিত এই রাধা-বিলাপের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজন-হৃদয়ে বিরাজ করুন ॥ ৩৮ ॥

মনোভবানন্দনচন্দনানিল,
প্রসীদ রে দক্ষিণ মুঞ্চ বামতাম্।
ক্ষণং জগৎপ্রাণ বিধায় মাধবং,
পুরো মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥ ৩৯ ॥
রিপুরিব সখীসম্বাসোঽয়ং শিখীব হিমানিলো,
বিষমিব সুধারশ্মির্যস্মিন্ দুনোতি মনোগতে।

অত্যাবেশন মনো বাষ্পমুদ্গিরতি দৈন্যেনাদৌ সবিনয়মাহ। হে মনোভবস্যানন্দদায়ক চন্দনানিল! পরোপকারিন্নিত্যর্থঃ। প্রসন্নো ভব। পুনরীর্ষ্যোদয়াদেতদাহ—রে দক্ষিণ সর্ব্বানুকূল! বামতাং প্রতিকূলতাং মুঞ্চ। দক্ষিণপথপ্রবৃত্তস্য বামপথপ্রবৃত্তেরযুক্তত্বাদ্বামতা ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ। তর্হি কিং বিধেয়ং তত্রাহ।—রে জগৎপ্রাণ! জগদ্ধিতোঽপি ত্বং মনোভবানন্দনায় চন্দনতরুসম্পর্কাৎ বিষমশ্চেন্মাং মারয়সি, তদা ক্ষণমপি মাধবং পুরঃ কৃত্বা পশ্চান্মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥ ৩৯ ॥

অথ নীরাগে দয়িতে সানুরাগং চিত্তং নিন্দতি মমৈবায়মপরাধো নান্যস্যেত্যাহ রিপুরিতি। যস্মিন্ হরৌ চিত্তারূঢ়েঽপি সখীভিঃ সহৈকত্র বাসোঽপি রিপুরিব দুনোতি। স্বচ্ছন্দগমনপ্রতিরোধকত্বাৎ,

হে চন্দনানিল! তুমি কন্দর্পের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাক; আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি সকলের প্রতিই অনুকূল, আমার প্রতি প্রতিকূল হইও না। হে বিশ্বপ্রাণ! কৃষ্ণকে মুহূর্ত্তের জন্যও আমার নিকট আনয়ন কর, তৎপরে বরং প্রাণবধ করিও ॥ ৩৯ ॥

হায়! কৃষ্ণ মৎপ্রতি নির্দ্দয়, কিন্তু আমার মন তাঁহাতেই অনুরাগী, সুতরাং আমারই দোষ। যাহার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে

হৃদয়মদয়ে তস্মিন্নেবং পুনর্ব্বলতে বলাৎ,
কুবলয়দৃশাং বামঃ কামো নিকামনিরঙ্কুশঃ ॥ ৪০ ॥
বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ,
প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে।
কিন্তে কৃতান্তভগিনি ক্ষময়া তরঙ্গৈ-
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥ ৪১ ॥

শীতলবায়ুরপ্যগ্নিরিব তাপকত্বাৎ, চন্দ্রোঽপি বিষমিব দাহকত্বাৎ, তস্মিন্নির্দ্দয়ে কান্তে পুনর্যদি হৃদয়মেবমুক্তপ্রকারেণ বার্য্যমাণমপি বলাৎ সংসক্তং স্যাত্তর্হি স্ত্রীণামভিলাষঃ অত্যর্থমযন্ত্রিতঃ অতো বামঃ প্রতিকূল এব হিতাহিতবিচারাপগমাৎ ॥ ৪০ ॥

সম্প্রতি বিরহোত্তপ্তা প্রাণোৎসর্গং কৃতমেবাহ বাধামিতি। হে মলয়ানিল! পীড়াং বিধেহি কুরু, বিষয়ত্বেন বাধাবিধানসামর্থ্যাৎ। হে পঞ্চবাণ! প্রাণান্ গৃহাণ পঞ্চবাণধারিত্বে পঞ্চপ্রাণগ্রহণযোগ্যত্বাৎ। হে যমস্য ভগিনি! তে ক্ষময়া কিং ত্বাং কথং ক্ষমসে যমানুজায়াঃ ক্ষমা ন যুক্তা। তর্হি কিং কর্ত্তব্যম্? তরঙ্গৈরঙ্গানি সিঞ্চ। তেন কিং স্যাৎ? মম দেহদাহঃ শাম্যতু; দশমীদশাং বিধেহীত্যর্থঃ। কৃষ্ণেন চেদুপেক্ষিতাস,

---

সহচরীসঙ্গ শত্রুসঙ্গের ন্যায়, সুস্নিগ্ধ সমীরণ বহ্নির ন্যায়, শীতরশ্মির স্নিগ্ধকিরণ গরলের ন্যায় যাতনাপ্রদ হইতেছে, সেই নির্দ্দয় হরির প্রতি যখন আমার মন এইরূপে ধাবিত হইতেছে, তখন নিঃসন্দেহই বুঝিলাম, রমণীজাতির প্রিয়সমাগমেচ্ছা দুর্দ্দমনীয় ও তাহাদিগের প্রতিকূল ॥ ৪০ ॥

হে মলয়মারুত! তুমি যত পার, আমাকে কষ্ট প্রদান কর। হে পঞ্চবাণ! তুমি আমার প্রাণ হনন কর; হে কালিন্দি! আমাকে ক্ষমা করা তোমার উচিত নহে, ত্বদীয় তরঙ্গরঙ্গে মদীয় শরীরসন্তাপ নিবারণ

প্রাতর্নীলনিচোলমচ্যুতমুরঃ সংবীতপীতাংশুকং,
রাধায়াশ্চকিতং বিলোক্য হসতি স্বৈরং সখীমণ্ডলে।
ব্রীড়াচঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাধায় রাধাননে,
স্মেরস্মেরমুখোঽয়মস্তু জগদানন্দায় নন্দাত্মজঃ ॥ ৪২॥*

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে নাগরনারায়ণো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

তর্হি গৃহমেব কিং, ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে।—তেন বিনা গৃহমপি সন্তাপকমেব স্যাদতো মরণং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

অথৈতৎ দুঃখবর্ণনমসহিষ্ণুঃ কবিঃ সিংহাবলোকনন্যায়েন সাধারণ-কেলিরাত্রেঃ প্রাতশ্চরিতবর্ণনেন শ্রীরাধিকায়াঃ খণ্ডিতাবস্থাং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রাক্তনকেল্যনন্তরাবস্থিতিমাহ প্রাতরিতি। নন্দাত্মজো জগদানন্দায়াস্তু। কীদৃশঃ? স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা সখীমণ্ডলে হসতি, সতি ব্রীড়াচঞ্চলং রাধাননে আধায় স্মেরমুখঃ। কুতঃ সখীহাসঃ?—প্রভাতে অচ্যুতং নীলনিচোলং চকিতং বীক্ষ্য শ্রীরাধায়া উরশ্চ সংবীতমুত্তরীকৃতং পীতাংশুকং যত্র এতাদৃশং বীক্ষ্য, অতঃ সর্গোঽয়ং নাগরা এব নরা নর-সমূহাস্তেষাময়নং মূলভূতং সঃ শ্রীকৃষ্ণো যত্র সঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যাং সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বক শীতল কর, আর আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিব না, গৃহ যার-পর-নাই সন্তাপজনক; মরণই আমার পক্ষে মঙ্গল ॥ ৪১ ॥

একদিন প্রাতঃকালে সহচরীমণ্ডলী চকিতলোচনে শ্রীহরিকে নীলাম্বর ও শ্রীমতী রাধিকাকে পীতবসন পরিধান করিতে দেখিয়া হাস্য করাতে যিনি সহাস্য-আস্যে শ্রীমতীর বদনপদ্মে সলাজ চপলকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, জগৎসংসারের হর্ষ পরিবর্দ্ধন করুন ॥ ৪২ ॥

---

* শ্লোকটি কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে অষ্টম সর্গের শেষে সন্নিবেশিত আছে।

অষ্টমঃ সর্গঃ

(বিলক্ষলক্ষ্মীপতিঃ)

অথ কথমপি যামিনীং বিনীয়,
স্মরশরজর্জ্জরিতাপি সা প্রভাতে।
অনুনয়বচনং বদন্তমগ্রে,
প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যসূয়ম্॥ ১ ॥

খণ্ডিতাবস্থামেব বর্ণয়তি অথেত্যাদিনা। খণ্ডিতালক্ষণং যথা—উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্। ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতেতি। অথ বহুবিধপ্রলাপানন্তরং হরিবিরহবর্ণনেঽপি দর্শক-ললিতলবঙ্গেত্যাদি সখীবচনশ্রবণেন সঞ্চরদধরেত্যাদি স্ব-মনোরথকথনেন চ অতিকষ্টেন রাত্রিং নীত্বা সা শ্রীরাধা প্রভাতে প্রণতমপি প্রিয়ং সাভ্য-সূয়ং অভিতঃ অসূয়য়া সহিতং যথা স্যাত্তথা আহ। কীদৃশী? স্মরশরেণ জর্জ্জরিতা ক্ষণমাত্রমতিবাহয়িতুং অশক্তাপি। কীদৃশম্? অগ্রে অনুনয়-বচনং স্বাপরাধজনিতকোপোপশমনবাক্যং বদন্তং ততোঽপি প্রসাদমনা-লোচ্য প্রণতম্। অনেন প্রেম্ণঃ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিতা কণ্ঠাগতপ্রাণায়া অপি প্রিয়দর্শনমাত্রেণাসূয়োদয়াৎ॥ ১ ॥

তদনন্তর শ্রীমতী রাধা কোনরূপে যামিনীযাপন করিলে প্রভাতে শ্রীহরি তৎসকাশে সমাগত হইয়া প্রণিপাত সহকারে অনুনয়-বিনয় করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীমতী মদনানলে জর্জ্জরিত হইয়া অসূয়াবশে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১ ॥

(গীতম্)

(ভৈরবীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে)

রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষং,
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্।
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদং,
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্॥ ২॥

হরি হরীতি খেদে, হে মাধব! হে কেশব! ত্বং যাহি, ইতো গচ্ছ, ক যাসি? হে সরসীরুহলোচন! চক্ষুপ্রীতিমাত্রেণ মুগ্ধস্ত্রীজনবঞ্চনয়া ত্বত্তোঽপি বঞ্চনচতুরা সহজপ্রেমানভিজ্ঞস্ত তব বিষাদং কাপট্যাপাদিত-বৈমনস্যং হরতি। তাং চিত্তানুরূপচতুরব্যাপারাং অনুগচ্ছ, লোট্প্রয়োগঃ, তৎস্ফূর্তিসম্ভাবনয়া মাধবেতি. ধবো ন ভবসীতানিয়র্তাপ্রেয়ত্বং কেশবেতি প্রকৃষ্টকেশদ্বারোন্মুক্তবেশত্বং সরসীরুহলোচনেত্যর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রত্বঞ্চ ধ্বনিতম্। ত্বদেকপরায়ণোঽহমিতি বদন্তং কপটবাদং মা বদ, ন কৈতবং ব্রূহি, সত্যমেব নান্যাঙ্গনাসঙ্গতোঽহমিতি প্রতিবচনমাশঙ্ক্যাহ রজনিজনিতেন গুরুজাগররাগেণ কষায়িতং লোহিতীকৃতং তব নয়নং অনুরাগং বহতী-ত্যুৎপ্রেক্ষা তাং প্রত্যনুরাগপ্রাচুর্য্যাৎ তব হৃদি স্থিতমরবিন্দচক্ষুষা নির্গত ইত্যুৎপ্রেক্ষার্থং সহজমেবারুণং মে নয়নং ন জাগরাদিত্যাহ। অলসেন নিমীলনং যত্র তৎ অনুভূতত্বদ্বচনচিন্তয়া নিমীলিতে লোচনে ন

হে মাধব! হে কেশব! হে কমললোচন! গত যামিনীতে গুরুজাগ-রণে তোমার নয়নযুগল শোণিতবর্ণ হইয়াছে ও আলস্যবশে নিমীলিত হইয়া আসিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন, প্রণয়িনীর প্রেমরসাবেশের পরিস্ফুটিত অনুরাগ ধারণ করিয়াছে। হরি হরি! আর প্রতারণাবাক্যে

কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্ ।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্ (হরি হরি যাহি) ॥ ৩ ॥
বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখম্ ।
মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্ (হরি হরি যাহি) ॥ ৪ ॥

জাগরাদিতি কথিতো রসস্থাভিনিবেশো যেন তৎ। যদি ত্বং নান্যাঙ্গনা-সঙ্গতস্তর্হি কথমেতদিত্যর্থঃ। অগ্রেঽপ্যেবমুন্নেয়ম্ ॥ ২ ॥

ত্বচ্চিন্তাজাগরান্নেত্রে রাগঃ ন রতিরাগাদিত্যাহ। হে কৃষ্ণ! সহজা-রুণং তব দশনবসনং অধরঃ সংপ্রতি তনোরনুরূপং অনু সাদৃশ্যে সদৃশরূপং শ্যামতামিত্যর্থঃ তনোতি। কুতোঽনুরূপম্?—কজ্জলেন মলিনয়ো-র্বিলোচনয়োশ্চুম্বনেন বিরচিতং নীলিমরূপং যত্র তৎ; মলিনশব্দস্তীর্ষ্যায়া তবাধরচরিতং ব্যনক্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ত্বচ্চিন্তাশোকেন মলিনোঽয়মধরো ন নারীচুম্বনাদিত্যাহ। তবেদং বপুঃ রতিজয়লেখং অনুহরতি সদৃশীকরোতি। কীদৃশম্?—অনঙ্গবাণ-তীক্ষ্ণা নখক্ষতরূপা রেখা যত্র তৎ। কস্যা ইব?—মরকতমণিখণ্ডে অর্পি-তায়াঃ কাঞ্চনদ্রবলিখিতাক্ষরপঙ্‌ক্তেরিব; বপুষঃ কৃষ্ণত্বাৎ নখক্ষতস্য রক্তত্বাৎ মরকতার্পিতলিপেঃ সাম্যম্ ॥ ৪ ॥

প্রয়োজন নাই। যাহা দ্বারা তোমার মনোদুঃখ দূর হয়, তাহার নিকট প্রস্থান কর ॥ ২ ॥

হে কৃষ্ণ! সেই বিলাসিনীর কজ্জলমলিন লোচনচুম্বনে নীলিমাভ হইয়া ত্বদীয় লোহিতাধর অঙ্গযষ্টির অনুরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ৩ ॥

মদনসমরে সেই কামিনীর তীক্ষ্ণনখরাঘাতে তোমার নীলতনু রেখাঙ্কিত হওয়াতে মরকতে কাঞ্চনাক্ষরে লিখিত জয়পত্রের ন্যায় অনুমিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

চরণকমলগলদলক্তকসিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারম্।
দর্শয়তীব বহির্মদনদ্রুমনবকিশলয়পরিবারম্ (হরি হরি যাহি)॥ ৫ ॥
দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদম্ (হরি হরি যাহি)॥ ৬॥

তবান্বেষণে ভ্রমণাদ্বনে মমেদং বপুঃ কণ্টকৈঃ ক্ষতং ন নারীনখৈরিত্যত্র সোল্লুণ্ঠমাহ। ইদং বিদ্যমানং তব হৃদয়ং উদারং মনোহরং দর্শনীয়মিত্যর্থঃ। ঔদাস্যমেবাহ, প্রেমোল্লাসতো হৃদি ধৃতচরণকমলগলদলক্তকেন সিক্তং শ্যামে উরসি অরুণযাবকেন শোভিতমিত্যর্থঃ। তত্রোৎপ্রেক্ষে,—মদনদ্রুমস্য হৃদয়ানুগতনবপল্লবসমূহং বহির্দর্শয়তীব॥ ৫॥

গৈরিকচিত্রিতং নান্যাঙ্গনাচরণালক্তকসিক্তমিত্যাহ। হে শ্রীকৃষ্ণ! এতৎ প্রত্যক্ষং এব বপুঃ কর্ত্তৃ অধুনাপি ময়া সহ ঐক্যং নাবয়োর্ভেদ ইতি কথং কথয়তি। তৎকথনপ্রকারমাহ,—তবাধরগতং দশনক্ষতং মম চেতসি খেদং দুঃখং জনয়তি ইতি ব্যঙ্গোক্তিঃ। ত্বদধরস্থিতস্য মচ্চিত্তব্যথাজনকত্বাৎ অভেদো জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। নয়নরাগাদিকং ছদ্মনাচ্ছাদিতমিদন্তু দিতচন্দ্রকলাবৎ প্রকাশমানমিতি ভাবঃ॥ ৬॥

সেই রমণীর পাদপদ্মের অলক্তকরাগে তোমার মনোরম বিশাল বক্ষ অনুরঞ্জিত হইয়াছে; বোধ হইতেছে যেন, মদনতরুর রক্তবর্ণ নবপল্লবকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছে॥ ৫॥

হে কেশব! তোমার দশনক্ষত অধর দেখিয়া আমার যার-পর-নাই যন্ত্রণা বোধ হইতেছে! হায়! তথাপি এখনও আমি তোমাকে অভিন্নদেহ বোধ করিতেছি কেন? ৬॥

বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনম্।
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসমশরজ্বরদূনম্ (হরি হরি যাহি) ॥ ৭ ॥
ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূবধনির্দ্দয়বালচরিত্রম্ (হরি হরি যাহি) ॥ ৮

সৌরভলুব্ধভ্রমরেণ দষ্টোঽয়মধরো নান্যাঙ্গনাচুম্বনত ইত্যাহ। হে কৃষ্ণ! মলিনাত্মকং তব মনোঽপি বহিরিব মলিনতরং ভবিষ্যতীতি নূনমুৎপ্রেক্ষে। কথং প্রশ্নে অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ অথশব্দোঽন্যথাবাচী কথমন্যথা কামশরজ্বরপীড়িতমনুগতমনুকূলং জনং বঞ্চয়সে? শুদ্ধান্তঃকরণস্য নেয়ং রীতিরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বঞ্চয়াম্যহং ত্বমেব মুধা শঙ্কসে ইত্যাহ। ভবান্ অবলাগ্রাসায় কান্তাবধায় বনেষু ভ্রমতি, অত্র কিং বিচিত্রং ন কিমপীত্যর্থঃ। অত্রোদাহরণমাহ। স্ত্রীবধে তব নির্দ্দয়বালচরিত্রং পূতনিকৈব কিয়ৎ প্রথয়তি বিস্তারয়তি ন তু সর্ব্বং বাল্যে চেদেবং তদধুনা কৈশোরে কিং চিত্রমিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

হে মাধব! আমার বোধ হয়, তোমার অঙ্গ যেরূপ মলিন, হৃদয় তদপেক্ষাও অধিক, নচেৎ মদনপীড়িতা এই অধীনীকে প্রতারণা করিতেছ কেন? ॥ ৭ ॥

তুমি যে রমণীবধের জন্য বনে বনে পরিভ্রমণ কর, ইহা আশ্চর্য্য নহে। শৈশবাবস্থা হইতেই তুমি রমণীবধে সুদক্ষ; পূতনাই তাহার দৃষ্টান্ত; সুতরাং কৈশোরে তুমি এরূপ করিবে, ইহা বিচিত্র নহে ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপম্।
শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্ (হরি হরি যাহি) ॥৯॥
তবেদং পশ্যন্ত্যাঃ প্রসরদনুরাগং বহিরিব,
প্রিয়াপাদালক্তচ্ছুরিতমরুণচ্ছায়হৃদয়ম্।
মমাদ্য প্রখ্যাতপ্রণয়ভরভঙ্গেন কিতব,
ত্বদালোকঃ শোকাদপি কিমপি লজ্জাং জনয়তি ॥ ১০ ॥

হে বিবুধাঃ! শ্রীকৃষ্ণমধুরলীলাস্বাদনচতুরাঃ! শ্রীজয়দেবভণিতং রতিবঞ্চিতায়াঃ খণ্ডিতায়া যুবত্যাঃ শ্রীরাধায়া বিলাপং যত্র তৎ শৃণুত। যতঃ সুধায়া অপি মধুরম্ অতএব বিবুধালয়তোঽপি স্বর্গাদপি দুর্লভং, সপ্তম্যাস্তসিঃ, রাধাকৃষ্ণোপাসনালভ্যত্বাৎ তত্রেদং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

তথৈব পুনরাহ তবেতি। হে কিতব! ত্বদালোকোঽপি ত্বদাগমনপ্রতীক্ষিণ্যাঃ মম প্রসিদ্ধপ্রেমাতিশয়ভঙ্গেন ত্বদ্বিয়োগদুঃখাদপ্যনির্ব্বচনীয়াং জীবনমরণয়োঃ সন্দেহাপাদিকাং লজ্জাং জনয়তি। কুতো লজ্জাজননম্?—তবেদমরুণদ্যুতি হৃদয়ং পশ্যন্ত্যাঃ ততোঽপি কুতঃ প্রিয়ায়াস্তস্যাঃ পাদালক্তেন ব্যাপ্তম্. তত্রোৎপ্রেক্ষতে—প্রসরদনুরাগং বহির্গতমিব প্রবৃদ্ধিং গচ্ছন্নুরাগো হৃদয়ং ভিত্ত্বা বহির্নির্গত ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হে বিবুধগণ! জয়দেববিরচিত এই রতিরসবঞ্চিতা, ঈর্ষ্যাপরতন্ত্রা, খণ্ডিতা যুবতী রাধার বিলাপোক্তি শ্রবণ করুন। ইহা অমৃত অপেক্ষাও মিষ্ট এবং স্বর্গাপেক্ষাও দুর্লভ ॥ ৯ ॥

হে হরে! প্রণয়িনীর পদালক্তে রঞ্জিত হইয়া ত্বদীয় বক্ষঃপ্রদেশ অরুণাভা ধারণ করিয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে যেন, হৃদয়নিহিত গাঢ় অনুরাগ বহির্ভাগে প্রসারিত হইয়াছে। হে ধূর্ত্ত! তোমার এই মূর্ত্তি আমার মতে প্রণয়ভঙ্গজনিত শোক অপেক্ষা কেমন একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব লজ্জার উদয় করিয়া দিতেছে ॥ ১০ ॥

অন্তর্মোহনমৌলিঘূর্ণনচলন্মন্দারবিস্রংসন-
স্তব্ধাকর্ষণদৃষ্টিহর্ষণমহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদৃশাম্।
দৃপ্যদ্দানবদূয়মানদিবিষদ্দুর্বারদুঃখাপদাং,
ভ্রংশঃ কংসরিপোর্ব্যপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥ ১১ ॥ *

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে খণ্ডিতাবর্ণনে বিলক্ষলক্ষ্মীপতির্নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

অথ শ্রীরাধিকায়া অতিগাঢ়মাননির্ব্বন্ধমভিপ্রেত্য আত্মপ্রযত্নশিথিলে-ঽপি বংশীসাহায্যেনাবশ্যং মনোঽপযাস্যতীতি। সখী তদনুনয়ে প্রবর্ত্ত-য়িষ্যতীতি স্মরন্ কবির্ব্বংশীধ্বনিং বর্ণয়ন্নাশিসমাতনোতি অন্তরিতি। কংসরিপোর্ব্বংশীরবো বো যুষ্মাকং শ্রেয়াংসি ব্যপোহয়তু, বিগতবিঘ্নানি করোতু নিত্যং দদত্বিত্যর্থঃ। কীদৃশম্?—কুরঙ্গীদৃশাং মনোমোহনে মৌলিঘূর্ণনে চলন্মন্দারকুসুমানাং বিস্রংসনে স্তম্ভনে আকর্ষণে দৃষ্টিহরণে বশী-করণে মহামন্ত্রঃ। কীদৃশঃ?—দর্পযুক্তৈর্দানবৈর্দূয়মানানাং দেবানামনিবার্য্য-দুঃখপণ্ডক্তীনাং ধ্বংসো ভ্রংশনরূপঃ নাশক ইত্যর্থঃ। যৎশ্রবণমাত্রেণ দেবা দৈত্যভয়ান্মুচ্যন্ত ইতি ভাবঃ। অতএব বিলক্ষো গাঢ়মানবিলোকাদ্-বিস্ময়ান্বিতো লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীরাধাপতির্যত্র সঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যাং অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

কংসনিসূদনের যে বিচিত্র বংশীধ্বনি মৃগলোচনাদিগের মন বিমোহিত করিতে, মস্তক বিঘূর্ণিত করিতে, কুণ্ডলরাজিত পারিজাতমালা স্খলিত করিতে, বুদ্ধিভ্রংশীকরণে, হৃদয় আকর্ষণ করিতে এবং নেত্রের আনন্দ উৎপাদন করিতে মহামন্ত্রস্বরূপ, যাহা গর্ব্বিত দৈত্যনিপীড়িত অমরবৃন্দের যাতনা নিবারণ করে, সেই বংশী তোমাদিগের কল্যাণবিধান করুক ॥ ১১ ॥

---

* কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে এই শ্লোকটি ৯ম সর্গের শেষে দৃষ্ট হয়।

নবমঃ সর্গঃ

(মুগ্ধমুকুন্দঃ)

—— * ——

তামথ মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং বিষাদসম্পন্নাম্ ।
অনুচিন্তিতহরিচরিতাং কলহান্তরিতামুবাচ রহঃ সখী

(গীতম্)

(রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে)

হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে ।

অথ প্রণত্যাপি মানাপগমাৎ উপেক্ষয়া আহ । হরৌ অন্তর্হিতে সতি অন্তরুৎসুকামপি বহির্শ্মানাংকুষ্ঠিতামালক্ষ্য সখী প্রাহ তামথেতি ।' অথ কৃষ্ণান্তর্দ্ধানানন্তরং শ্রীরাধাং সখী রহঃ একান্তে উবাচ । কীদৃশীম্ ?—মন্মথেন খিন্নাং যতঃ কলহান্তরিতাং তদবস্থাং প্রাপ্তাম্ অতএব রতিরসেন খণ্ডিতাম্ অতো বিষাদযুক্তাম্ অতোঽনুবারং চিন্তিতং হরিচরিতং চাটূক্তিপাদপ্রপতনাদি যয়া তাম্ । যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সেতি কলহান্তরিতালক্ষণম্ ॥ ১ ॥

কিমুবাচেত্যাহ মাধবেত্যাদিনা । অয়ে ইতি সম্বোধনম্ । হে মানিনি ! মাধবে মানং মা কুরু, মাধব ইতি মধুবংশোদ্ভবে শ্রিয়া মহা-

---

তদনন্তর এক সখী কামবিধুরা, রতি-সুখবঞ্চিতা, বিষণ্ণা এবং শ্রীহরির নিষ্ঠুর ব্যবহারে গভীর চিন্তামগ্না, কলহান্তরিতা শ্রীমতী রাধাকে এই সান্ত্বনাপ্রদ বচনাবলী বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১ ॥

হে মানিনি ! তুমি কৃষ্ণের প্রতি মান করিও না । ঐ দেখ, মৃদুমন্দগতিতে মলয়মারুত প্রবাহিত হইতেছে, কেশবও তোমার অভিসারে

কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে।
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে ॥ ২ ॥ (ধ্রুবম্)
তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্।
কিং বিফলীকুরুষে কুচকলসম্ (মাধবে) ॥ ৩ ॥
কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরম্।
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্ (মাধবে) ॥ ৪ ॥

সম্পত্তেঃ পত্যৌ চেতি মানানর্হত্বমুক্তম্। কথং বঞ্চকেঽস্মিন্ মানো ন বিধেয় ইত্যাহ। মৃদুপবনে বহতি সতি হরিরভিসরতি চ। হে সখি! ভবনে অতঃপরম্ অপরং সুখং কিমস্তি? মাধবাভিসরণাদন্যৎ সুখং নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

স্তনস্তু তেন মম কিমিতি চেৎ স্তনাভ্যামাভ্যাং কিমপরাদ্ধমিতি সোৎপ্রাসমাহ। কুচকলসং কিমর্থং বিফলীকুরুষে? যতস্তালফলাদপি গুরুং শ্রেষ্ঠং তথা সরসং রসশাস্ত্রোক্তলক্ষণসহিতম্ অতস্তদনুভবং বিনা অস্য বিফলীকরণং ন যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ত্বদুপদেশং বিনা ইত্থং ক্রিয়তে ইত্যাহ। ইদমচিরমধুনৈবমনুক্ষণং কিয়দ্বা ন কথিতং হরিং মনোহরণশীলং মা পরিহর মা ত্যজ, যতোঽতিশয়েন সুন্দরম্ ॥ ৪ ॥

আগমন করিতেছেন। হে সখি! ইহা অপেক্ষা গৃহে অধিক সুখ আর কি হইবে? ॥ ২ ॥

তোমার এই কুচকুম্ভ রসপূর্ণ ও পীনোন্নত, ইহাকে বিফল করিতেছ কেন? ॥ ৩ ॥

আমি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি, এমন ভুবনমোহন প্রাণবল্লভকে প্রত্যাখ্যান করিও না ॥ ৪ ॥

কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা।
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা (মাধবে) ॥ ৫ ॥
সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে (মাধবে) ॥ ৬ ॥
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্।
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদম্ (মাধবে) ॥ ৭ ॥

এতৎ শ্রুত্বাশ্রুমুখীং প্রত্যাহ। ত্বমধুনা কিমিতি বিষীদসি? বিকলা সতী রোদিষি? মা বিষীদ মা রোদ ইত্যর্থঃ। কথম্?—তব সকলা প্রতিপক্ষযুবতিসভা ত্বন্মৌগ্ধ্যদর্শনেন বিশেষেণ হসতি ॥ ৫ ॥

যথেয়ং ন বিহসতি তথোপদিশ ইত্যাহ। সাম্বুপদ্মপত্রৈঃ রচিতশয্যায়াং হরিমবলোকয়। ততঃ কিং স্যাৎ?—নয়নে সফলয় ত্রিভুবনে নয়নমহোৎসবাবলোকনাদন্যৎ ফলং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

এতৎ শ্রুত্বাপি খিদ্যন্তীং প্রাহ। মনসি গুরুখেদং কিমিতি জনয়সি? নৈবং বিধেয়ম্। মম বচনং শৃণু। কীদৃশম্?—অনীহিতমচেষ্টিতমনভিলষিতমিতি যাবৎ। প্রকৃতে তু অনীহিতং বিরহদুঃখমেব তস্য ভেদো যস্মাত্তৎ ॥ ৭ ॥

তুমি ব্যাকুল ও বিষণ্ন হইয়া রোদন করিতেছ কেন? ঐ দেখ, তোমাকে এইরূপ দেখিয়া রমণীগণ হাস্য করিতেছে ॥ ৫ ॥

সজল-নলিনীদল-রচিত শীতল শয্যায় হরিকে দর্শন কর; তোমার লোচনযুগল সার্থক হউক ॥ ৬ ॥

হৃদয়কে বিষাদিত করিবার কারণ কি? আমার কথা রাখ, তোমার বিরহ-যাতনা বিদূরিত হইবে ॥ ৭ ॥

হরিরুপযাতু বদতু বহু মধুরম্।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতি বিধুরম্ (মাধবে) ॥ ৮ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্ (মাধবে)॥ ৯ ॥
স্নিগ্ধে যৎ পরুষাসি যৎ প্রণমসি স্তব্ধাসি যদ্রাগিণি,
দ্বেষং যাসি যদুন্মুখে বিমুখতাং যাতাসি তস্মিন্ প্রিয়ে।

শ্রোতব্যমেবাহ। হরিরুপ সমীপং যাতু, বহু চাটু করোতু, হৃদয়মতিবঞ্চিতং কিমিতি করোষি? শ্রীকৃষ্ণস্য মধুরবচনেন মোদয়স্ব, চিত্তং মা খেদয় ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতং রসিকজনং সুখয়তু। যতঃ হরেশ্চরিতং যত্র তৎ অতএবাতিললিতম্ ॥ ৯ ॥

অথ তস্যামনুত্তরায়াং সের্ষ্যমেবাহ স্নিগ্ধে ইতি। তস্মিন্ প্রিয়েঽনিরুপাধিপ্রেমানুবন্ধবন্ধুরে স্নিগ্ধে চাটুবাক্ প্রযোক্তরি যৎ পরুষাসি নিষ্ঠুরাসি প্রণমতি প্রণতে স্তব্ধাসি দণ্ডবৎ স্থিতাসি, যদ্রাগিণ্যনুরাগযুক্তে দ্বেষং যাসি বিরক্তাসি, যদুন্মুখে যদুন্মুখাবলোকনোৎসুকে বিমুখতাং যাতাসি বিমুখীভূতাসি। হে বিপরীতকারিণি! তদেতত্তে যদ্বিপরীতং জাতং তদ্যুক্তমেব।

শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ খুলিয়া তোমার সহিত প্রিয়সম্ভাষণ করুন। হৃদয়কে ব্যাকুলিত কর কেন? ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবকবি-বিরচিত মধুর হরিচরিত রসিকবৃন্দের আনন্দ উৎপাদন করুক ॥ ৯ ॥

হে মানিনি! তুমি যখন স্নেহবানের প্রতি নিষ্ঠুরতা, বিনম্রের প্রতি ঔদাসীন্য, অনুরাগীর প্রতি দ্বেষ ও প্রণয়ার্থীর প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করিতেছ, তখন তোমার নিকট যে চন্দনাদি গরলসদৃশ বোধ

তদযুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চ্চা বিষং,
শীতাংশুস্তপনো হিমং হুতবহঃ ক্রীড়ামুদো যাতনাঃ ১০
সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদবৃন্দৈরমন্দাদরা-
দানম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দীবরম্।

তৎ কিমিত্যাহ।—চন্দনলেপো বিষমিবোদ্বেজকঃ তাপাপহারী চন্দ্রঃ সূর্য্যবত্তাপকঃ হিমং বহ্নিবদ্দাহকং রতিজনিতহর্ষাস্তীব্রবেদনাঃ বিপরীতমেব ফলং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য রাধিকাং প্রতি বক্ষ্যমাণচাটূক্তিস্মরণেন শ্রীরাধিকামহিমস্ফূর্ত্ত্যানন্দাবিষ্টঃ তৎসৌভাগ্যদ্যোতনায় শ্রীকৃষ্ণস্যৈশ্বর্য্যমাহ সান্দ্রেতি। শ্রীগোবিন্দস্য পদারবিন্দমশুভানাং ভক্তিপ্রতিবন্ধকানাং বিনাশায় বন্দামহে। কীদৃশম্?—বলেনির্য়মান্নিবিড় আনন্দো যেষাং তেষামিন্দ্রাদিদেবানাং বৃন্দৈরধিকাদরাদানম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতম্ ইন্দীবরং যত্র। তৎ কুতঃ?—যতঃ স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা মকরন্দবৎ সুন্দরং যথা স্যাত্তথা গলন্ত্যা আকাশগঙ্গয়া স্নিগ্ধং যস্যৈকাংশস্যেদৃঙ্ মহিমা তেন

হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। শিশিরই বা কেন দেহ দগ্ধ না করিবে? রতিজনিত হর্ষই বা যাতনাপ্রদ না হইবে কেন? উন্মার্গগামিনী হওয়াতেই তুমি এইরূপ উপযুক্ত ফলভোগ করিতেছ ॥ ১০ ॥

অসীম আনন্দ ও সম্ভ্রমসহকারে দেবেন্দ্রপ্রমুখ অমরবৃন্দ প্রণিপাত করিলে তাঁহাদিগের শিরোমুকুটস্থ ইন্দ্রনীলমণি যে চরণকমলে ভ্রমরবৎ

স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দরগলন্মন্দাকিনীমেদুরং,
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥ ১১ ॥*

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে কলহান্তরিতাবর্ণনে মুগ্ধমুকুন্দো নাম নবমঃ সর্গঃ ॥৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণেন যচ্চরণশিরোধারণং প্রার্থ্যতে, তৎ সৌভাগ্যং কেন বর্ণনীয়মিত্যর্থঃ। অতএব শ্রীরাধিকামানোপশমনচিন্তয়া মুগ্ধো মুকুন্দো যত্র সঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যাং নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

বিরাজ করে, স্বর্গগঙ্গা অবিরামধারায় বিনির্গত হইয়া যে চরণপদ্মকে স্নিগ্ধ করে, অমঙ্গলনাশার্থ আমি সেই ভগবান্ হরির চরণকমল বন্দনা করি ॥ ১১ ॥

---

* এই শ্লোকটি মুদ্রিত পুস্তকান্তরে সপ্তম সর্গের শেষে সন্নিবেশিত আছে।

দশমঃ সর্গঃ

(মুগ্ধমাধবঃ) *

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-
নিশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে, (দিনান্তে)
সানন্দগদ্গদপদং হরিরিত্যুবাচ॥ ১॥

ততঃ প্রাতরারভ্যোক্তপ্রকারেণ দিবসে প্রবৃত্তে সত্যুপক্রান্তাম্বুদাবৃতেন্দুনিশাদিবৃত্তমাহ অত্রেত্যাদিনা। অস্মিন্নবসরে প্রদোষসময়ে কিঞ্চিৎ কোপোপশমনেন প্রসন্নবদনাং শ্রীরাধাং সমীপমাগত্যানন্দেন গদ্গদস্বরপদসহিতং যথা স্যাত্তথা হরিরিতি বক্ষ্যমাণমুবাচ। কীদৃশীম্?—অতিনিশ্বাসেন নিঃসহং কান্তবচনাদিরহিতং মুখং যস্যাস্তাম্। যতঃ শিথিলমানেন সখ্যায়ত্তাম্ অতএব কিমধুনা বিধেয়মিতি সব্রীড়ং যথা স্যাত্তথেক্ষিতং সখীবদনং যয়া তাম্॥ ১॥

সায়ংকালে শ্রীমতী রাধার হৃদয়কোপ অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করিল; কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাসে তদীয় মুখকমল অতীব ম্লান হইয়া উঠিল; সহসা শ্রীকৃষ্ণ তৎসকাশে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র শ্রীমতী লজ্জিত হইয়া সহচরীগণের মুখের দিকে নেত্রপাত করিলেন। তদ্দর্শনে হরি আনন্দোৎফুল্ল হইয়া হর্ষগদ্গদস্বরে শ্রীমতীকে সরসবাক্যে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১॥

---

* গ্রন্থান্তরে 'চতুর-চতুর্ভুজঃ' ইতি পাঠান্তরম্।

(গীতম্)

(দেশবরাড়ীরাগাষ্টতালাভ্যাং গীয়তে)

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী,
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্ ।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা,
রোচয়তি লোচনচকোরম্ ।
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্ ।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্,
দেহি মুখকমলমধুপানম্ ॥ ২ ॥ (ধ্রুবম্)

কিমুবাচ তদাহ বদসীত্যাদিনা । হে প্রিয়ে ! চারুশীলে ! ময়ি মানং মুঞ্চ । কীদৃশম্ ?—অনিদানমকারণম্ ; চারুশীলায়া অকারণমানস্যাযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ । যতঃ সপদি তৎক্ষণং ত্বন্মানসমকালমেব কামাগ্নির্মম মানসং দহতি, ততো মুখকমলমধুপানং দেহি, অন্তর্দাহস্য পানেনৈব শান্তিরিত্যর্থঃ । দুরাপমিদং দূরেঽস্তু । হে প্রিয়ে ! ত্বং যদি কিঞ্চিদপি বদসি তদা দন্তরুচিকৌমুদী মমাতিঘোরং ভয়জনকং তিমিরং হরতি, তথা তব বদনচন্দ্রমাশ্চ মম লোচনচকোরং স্ফুরদধরসীধবে উচ্ছলিতাধর-

প্রিয়তমে ! চারুশীলে ! অকারণে আমার প্রতি অভিমান করিতেছ কেন ? এ অভিমান ত্যাগ কর । তোমার মুখশোভা দেখিবামাত্র কামাগ্নি মদীয় হৃদয় দগ্ধ করিতেছে । আমাকে ত্বদীয় বদনপদ্মের মধুপান করিতে দেও । অয়ি মানময়ি ! প্রফুল্লচিত্তে আমার সহিত একটিমাত্র কথা কহিলেও ত্বদীয় দশনজ্যোতিরূপ জ্যোৎস্নাতে আমার চিত্তের নিবিড় আকাঙ্ক্ষারূপ তিমিরজাল বিদূরিত হইবে । দেখ, ত্বদীয়

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী,
দেহি খরনয়নশরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং,
যেন বা ভবতি সুখজাতম্ (প্রিয়ে) ॥ ৩
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।

সুধাপানার্থং সাভিলাষং করোতি, নয়নস্য চকোরত্বেন ত্বদেকজীবনত্ব-মুক্তম্ ॥ ২ ॥

ত্বদেকজীবনে ময়ি রোষো ন সম্ভবতি, চেত্তর্হি এবং কুর্ব্বিত্যাহ। হে সুদতি! প্রসন্নবদনে! যদি সত্যমেব ময়ি কোপিন্যসি, তদা খরা এব নয়নশরাস্তৈঃ প্রহারং কুরু, তেন চেন্ন তুষ্যসি. তদা ভুজাভ্যাং বন্ধনং ঘটয়; তেনাপি অসন্তোষস্তদা রদৈর্দশনৈঃ খণ্ডনং জনয়। কিং বহুনোক্তেন, যেন বা সুখজাতং ভবতি, সুখমুৎপদ্যতে, তদেব কুরু। অত্র গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ স্বীয়েঽপরাধিনি দণ্ড এবোচিতো নোপেক্ষেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

নন্বু ত্বয়ি মম কোপস্য কঃ প্রসঙ্গঃ দণ্ডস্য বা, যা তব প্রিয়া সৈব

বিধুবদন আমার নেত্রচকোরকে তোমার অধরসুধাপানে প্রলোভন প্রদর্শন করিতেছে ॥ ২ ॥

হে সুদতি! সত্যই যদি মৎপ্রতি কোপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তীব্র কটাক্ষবাণে আমাকে বিদ্ধ কর এবং ভুজপাশে বন্ধন করিয়া দশনাঘাতে আমাকে ক্ষতবিক্ষত কর, কিংবা যাহাতে আনন্দ হয়, তাহাই কর ॥ ৩ ॥

তুমিই আমার বিভূষণ, তুমিই আমার প্রাণ, তুমিই আমার রত্ন। আমার অন্তরে ইচ্ছা এই যে, তুমি নিয়ত মৎপ্রতি অনুরাগিণী থাক ॥ ৪ ॥

ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী,
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ (প্রিয়ে) ॥ ৪ ॥
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং,
ধারয়তি কোকনদরূপম্ ।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি,
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্ (প্রিয়ে) ॥ ৫ ॥

দণ্ডং করোত্বিতি চেত্তদাহ। ত্বমেব মম জীবনং অসি, ত্বমেব মম ভূষণমসি, তদ্ব্যতিরেকেণান্যজীবনাদিকমপি চেন্নাস্তি, তর্হ্যন্যাঙ্গনানাং কা বার্ত্তেত্যর্থঃ। যতো ভবঃ সংসারঃ স এব জলধিস্তত্র ত্বং রত্নরূপা সর্ব্বপ্রেয়সী-শ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ। যথা রত্নাকরাৎ বিচিত্ররত্নং লব্ধ্বা আত্মানং পূর্ণং মনুতে, তথাস্মিন্ লোকে স্ত্রীরত্নং ত্বাং প্রাপ্য কৃতার্থোঽস্মীতি ভাবঃ। অতএব ভবতীহ নিরন্তরং মযানুকূলা ভবত্বিত্যর্থঃ। মম হৃদয়মতিশয়েন যত্নো যস্য তৎ॥ ৪॥

স্বগুণপরীক্ষণোপকরণত্বেন চেন্মামঙ্গীকরোষি, তথাপি চরিতার্থঃ স্যামিত্যাহ। হে তন্বি! তব লোচনং নীলনলিনাভমপি সংপ্রতি রক্তোৎপলরূপং ধারয়তি, তদেতেন ত্বয্যনুরঞ্জনবিদ্যাস্তি ইত্যবধারিতম্, এষানুরঞ্জনবিদ্যা ময়ি পরীক্ষ্যতাম্। পরীক্ষাপ্রকারমাহ—ত্বং যদি কৃষ্ণং কৃষ্ণরূপং মাং তেন লোচনেন কুসুমশরবাণভাবেন সানুরাগদৃষ্ট্যা রঞ্জয়সি, তদিদমেব তস্য যোগ্যং ভবতি শিক্ষিতা বিদ্যাপ্রয়োগেনৈব জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ॥ ৫ ॥

হে ক্ষীণাঙ্গি! ত্বদীয় কুবলয়সদৃশ লোচনযুগল অদ্য অরুণপদ্মবৎ লোহিতবর্ণ হইয়াছে, অধুনা তুমি যদি আমাকে অনুরাগভরে দর্শনপূর্ব্বক প্রীত কর, তাহা হইলেই উহার অনুরূপ কর্ম্ম করা হয়॥ ৫ ॥

স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী,
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্ ।
রসতু রশনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে,
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্ (প্রিয়ে) ॥ ৬ ।
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং,
জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্ ।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং,
সরসলসদলক্তকরাগম্ (প্রিয়ে) ॥ ৭ ॥

এতৎশ্রবণেন কিঞ্চিৎ প্রসন্নাং বীক্ষ্য চাতুর্য্যেণাভীষ্টং প্রার্থয়তে। ততশ্চ মণিমালা কুচকুম্ভয়োরুপরি চঞ্চলা ভবতু, তেন কিং স্যাত্তব হৃদয়দেশং শোভয়তু, কাঞ্চ্যপি ঘনজঘনমণ্ডলে শব্দায়তাম্ শব্দং কুরুতাম্। কীদৃশম্? মন্মথস্যাজ্ঞাং ঘোষয়তু। বচনভঙ্গ্যা প্রার্থনাবিশেষোঽয়ম্ ॥ ৬ ॥

তথাপ্যনুত্তরমাহ। হে স্নিগ্ধবচনে! ভণ আজ্ঞাপয়। কিমাজ্ঞাপয়ামি?—তব চরণদ্বয়ং সরসেন লসতালক্তকেন রাগো যত্র তাদৃশং করবাণি; যতঃ স্থলকমলগঞ্জনং গঞ্জয়তীতি গঞ্জনং তত্তিরস্কারকমিত্যর্থঃ। আরক্তত্বাৎ কোমল্যাচ্চ, অতএব মম হৃদয়রঞ্জনং যতো জনিতে রতিরঙ্গে পরভাগঃ পরমশোভা যেন তৎ ॥ ৭ ॥

মণিহার কুচকলসোপরি দোদুল্যমান হইয়া তোমার বক্ষঃপ্রদেশ শোভিত করুক এবং চন্দ্রহার ত্বদীয় বিশাল নিতম্বদেশে শব্দায়মান হইয়া কামকে আদেশ ঘোষণা করুক ॥ ৬ ॥

হে স্নিগ্ধমধুরভাষিণি! আমাকে আজ্ঞা কর, আমি এই কামের প্রধান সহায় স্থলকমলের তিরস্কারকারী, আমার মনোরঞ্জন ত্বদীয় পাদপদ্মদ্বয়কে

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্,
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো,
হরতু তদুপাহিতবিকারম্ (প্রিয়ে) ॥ ৮ ॥
ইতি চটুলচাটুপটুচারু মুরবৈরিণো,
রাধিকামধিবচনজাতম্।
জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়জয়দেবকবি- (রমণকবিভারতী)
ভারতীভণিত-(জয়দেবভণিত) মতিশাতম্ (প্রিয়ে) ॥৯ ॥

অতস্তদঙ্গীকারেণৈব মম তপোপশমনমিতি সর্ব্ববিজয়িতদ্গুণস্ফূর্ত্তি-পরবশঃ সন্ প্রার্থয়তে। হে প্রিয়ে! মম শিরসি পদপল্লবমর্পয়। কীদৃশম্?—উদারং বাঞ্ছিতপ্রদং অতো মহৎ কিমর্থং স্মরগরলং খণ্ডয়তীতি তৎ। ন কেবলমিদং খণ্ডনং ভূষণঞ্চ। কথমেবং প্রার্থয়সে ইত্যাহ। কামক্লেশ এব দারুণোহনলোঽগ্নির্ময়ি জ্বলতি, অতস্তেনোপাহিতবিকারং হরতু, তদ্ধারণমাত্রেণ তপোঽপযাস্যতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ইত্যুক্তপ্রকারঃ মুরবৈরিণো রাধিকাং লক্ষ্যীকৃত্য বচনসমূহো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। পরমপ্রেয়সীবিষয়ত্বাদিতি। কীদৃশম্?—চটুলং চঞ্চলং অনেকপ্রকারমিতি যাবৎ। চটুলচাটুনা পটু মানাপনয়নসমর্থং

সরস অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিয়া কামক্লিষ্টের খণ্ডনকারী মদীয় অভীষ্ট তোমার মনোহর পদপল্লব আমার শিরোপরি বিন্যস্ত কর, মদীয় মস্তকের ভূষণস্বরূপ হউক। দেখ, দুরন্ত কামাগ্নি আমার সমস্ত দেহকে দগ্ধ করিতেছে, তোমার প্রসাদে সে বিকার বিনষ্ট হউক ॥ ৭-৮ ॥

শ্রীমতীকে উদ্দেশপূর্ব্বক বাগ্মিপ্রবর হরির এইরূপ প্রিয়োক্তি

পরিহর কৃতাতঙ্কে শঙ্কাং ত্বয়া সততং ঘন-
স্তনজঘনয়াক্রান্তে স্বান্তে পরানবকাশিনি।
বিশতি বিতনোরন্যো ধন্যো ন কোঽপি মমান্তরং,
প্রণয়িণি (স্তনভর) পরীরম্ভারম্ভে বিধেহি বিধেয়তাম্ ॥ ১০ ॥

চারু অনুরাগশোভনম্। পুনঃ কীদৃশম্?—অতিশাতং পরমসুখপ্রদমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশম্?—পদ্মাবতী শ্রীরাধিকা তৎপরতয়া তথানাম্নী শ্রীজয়দেবপত্নী তদ্‌গুণবর্ণনাদিনা তস্যা রমণস্য জয়দেবকবের্ভারত্যা ভণিতম্ ॥ ৯ ॥

অথ তদর্থং স্বপরং কৃত্যং বিজ্ঞাপয়িতুমাহ পরীতি। অন্যস্ত্রীসম্ভোগবিতর্কশঙ্কাকৃতঃ আতঙ্কঃ শঙ্কা যয়া। হে তাদৃশি! শঙ্কাং পরিহর। কথং ত্বয়া নিরন্তরং ব্যাপ্তে মনসি অন্তরমভ্যন্তরং বিতনোস্তনুশূন্যাৎ কামাদন্যো ধন্যস্তাদৃক্ সৌভাগ্যবান্ জনঃ কোঽপি ন প্রবিশতি। মনোদ্বারেণৈব এতদভ্যন্তরং প্রবিশতি মে মনঃ চেতঃ ত্বয়া ব্যাপ্তং কেন পথা প্রবেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। অতএবাবকাশশূন্যে ইতরাবকাশাবসরো ন চেন্মনসি আস্তাং তৎ কথং ত্বয়ি সাধারণদৃষ্টিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। শঙ্কাং ত্যক্ত্বা চ কিং কর্ত্তব্যম্?—হে প্রণয়িনি! পরীরম্ভস্যারম্ভে ইতিকর্ত্তব্যতাং কুরু ॥ ১০ ॥

স্বরূপ পদ্মাবতীরমণ জয়দেব-বিরচিত মনোরম ভারতী প্রাধান্য লাভ করুক ॥ ৯ ॥

হে প্রেমসঙ্গসঙ্গিনি! ভয় বিসর্জ্জন কর। হে পীনস্তনি! হে বিশালনিতম্বে! যখন তুমি আমার হৃদয়েই বিরাজ করিতেছ, তখন আর তাহার অবকাশ কোথায়? কেবলমাত্র ভাগ্যশীল কাম ভিন্ন অন্য কেহই আমার অন্তরে স্থানপ্রাপ্ত হয় না ॥ ১০ ॥

মুগ্ধে বিধেহি ময়ি নির্দ্দয়দন্তদংশ-
দোর্ব্বল্লিবন্ধনিবিড়স্তনপীড়নানি।
চণ্ডি ত্বমেব মুদমঞ্চ ন পঞ্চবাণ-
চণ্ডালকাণ্ডদলনাদসবঃ প্রয়ান্তু ॥ ১১ ॥
শশিমুখি তব ভাতি ভঙ্গুরভ্রূ-
যুবজনমোহকরালকালসর্পী।

যদি মদ্বচনান্ন প্রত্যেষি, তর্হি স্বয়মেব দণ্ডমাচরেত্যাহ মুগ্ধ ইতি। স্বায়ে দণ্ডমকুর্ব্বাণে ইতি সম্বোধনং কোপাবেশান্নৈতত্ত্বুধ্যস ইতি চণ্ডীতি, ত্বমেব মুদমঞ্চ সুখং প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ। তৎপ্রকারমাহ। ময়ি নির্দ্দয়দন্ত-দংশদোর্ব্বল্লিবন্ধনিবিড়স্তনপ্রহরণানি বিধেহি। এতানি বিধায় মুদমাপ্নুহী-ত্যর্থঃ। কিমেতাবতা সেৎস্যতি?—পঞ্চবাণ এব চণ্ডালঃ দুষ্টচেষ্টত্বাত্তস্য বাণপ্রহরণাৎ মম প্রাণাঃ ন প্রয়ান্তু ॥ ১১ ॥

মম কোপো নাস্ত্যেবেতি চেত্তত্রাহ শশীতি। হে শশিমুখি! তব ভঙ্গুরভ্রূর্ভাতি কোপিনী চেন্নাসি তৎ কুতো ভ্রুবোভঙ্গুরত্বমিতি ভাবঃ। সহজৈব ভ্রূর্ভঙ্গুরা ন কোপাৎ ইতি চেত্তত্রাহ। যুবজনস্য

হে মুগ্ধে! তীব্র দশনাঘাতে আমাকে প্রহার কর, ভুজপাশে বন্ধনপূর্ব্বক পীনকুচভারে পীড়ন কর। অয়ি কোপনে! তুমি আমার দণ্ডবিধান করিয়া সুখী হও, চণ্ডালকামশরাঘাতে যেন আমাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে না হয় ॥ ১১ ॥

হে বিমুগ্ধবদনে! ত্বদীয় ভ্রূলতিকা সঙ্কুচিত হইয়া ভীষণ আশীবিষ সদৃশ

তদুদিতভয়ভঞ্জনায় যূনাং,
ত্বদধরসীধুসুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ ॥ ১২ ॥
ব্যথয়তি বৃথা মৌনং তন্বি প্রপঞ্চয় পঞ্চমং,
তরুণি মধুরালাপৈস্তাপং বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ।

মম মোহনায় ভয়ঙ্করী কালসর্পী ভীত্যুৎপাদং কোপাদেবেত্যর্থঃ। তর্হি তয়া দষ্টস্য তবৌষধাভাবাদনর্থাপত্তিরেব স্যাদত আহ। তস্যা উদিতস্য ভয়স্য নাশায় যূনামস্মাকং বহুবচনং তস্যাঃ প্রসন্নতামালক্ষ্যাত্মনো বহুমানিত্বাৎ ত্বদধরসীধুসুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ। নান্যৎ কিঞ্চিদস্তীত্যেবশব্দার্থঃ, মাদকত্বাৎ সীধু ইতি মধুরত্বাৎ সুধেত্যুক্তম্। কালসর্পদষ্টস্যামৃতাদেব জীবনং নান্যথেত্যনন্য-গতিকত্বঞ্চ বোধিতম্ ॥ ১২ ॥

এবমুক্তেঽপ্যনুত্তরামাহ ব্যথয়তীতি। হে তন্বি! মদলাভাৎ ত্বমপি কৃশাসীত্যর্থঃ। যস্মাদ্বৃথা মৌনং মাং ব্যথয়তি তস্মাৎ পঞ্চমং পঞ্চমস্বরং প্রপঞ্চয় বিস্তারয় মধুরং বদেত্যর্থঃ। তেন কিং স্যাৎ? হে তরুণি! মধুরালাপৈস্তামপসারয়। কিঞ্চ হে সুমুখি! কৃপাবলোকৈ-স্তাবদৌদাস্যং ত্যজ, মাং ন মুঞ্চ, সুমুখ্যা বিমুখীভাবো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ।

আকৃতি পরিগ্রহ পূর্ব্বক যুবাগণকে মোহিত করিতেছে। তাহাদিগের এই আশঙ্কাবিদূরণার্থ একমাত্র ত্বদীয় অধরসুধাই সিদ্ধমন্ত্র সদৃশ ॥ ১২ ॥

হে কৃশাঙ্গি! তুমি অকারণে তূষ্ণীম্ভাবে থাকাতে আমি ব্যথিত হইতেছি; সে বেদনা দূর করিয়া মিষ্ট সম্ভাষণ কর। হে কিশোরি! তদ্দ্বারা সন্তাপ নিবারণ কর। হে সুবদনে! করুণা করিয়া পরাঙ্মুখভাব

সুমুখি বিমুখীভাবং তাবদ্বিমুঞ্চ ন মুঞ্চ মাং,
স্বয়মতিশয়স্নিগ্ধো প্রিয়োঽয়মুপস্থিতঃ ॥ ১৩ ॥ *
বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।
নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূনপদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে,
প্রায়স্ত্বন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥ ১৪ ॥

কথমেবং করোমি তত্রাহ। হে মুগ্ধে! বিচারানভিজ্ঞে! প্রিয়োঽয়-মতিশয়স্নিগ্ধঃ কথং স্নিগ্ধজ্ঞানং স্বয়মনাহূত এবাগতঃ অতস্তত্ত্যাগে মূঢ়-তৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

অতঃ পঞ্চপুষ্পাঙ্কিতমাস্যং তে. অনঙ্গঃ পুষ্পায়ুধবিলাসেন মাং হন্তো-তীতিঃ ভঙ্গ্যাস্তদঙ্গানি স্তৌতি বন্ধূকেতি। হে চণ্ডি! হে প্রিয়ে! স প্রসিদ্ধঃ পুষ্পায়ুধঃ প্রায়স্ত্বন্মুখসেবয়া বিশ্বং বিজয়তে অভিভবতি। এত-দুৎপ্রেক্ষে। পুষ্পাণি ত্বন্মুখে সন্তীতি পুষ্পায়ুধস্য ত্বন্মুখসেবোৎপ্রেক্ষিতা কানি পুষ্পাণি তবায়মধরো বন্ধূকপুষ্পস্য দ্যুতের্বান্ধবঃ লোহিতত্বাৎ সাম্যম্। গণ্ডে মধূকপুষ্পস্য ছবিশ্চকাস্তি, পাণ্ডুত্বাদত্র সাম্যম্। নীলনলিন-শ্রীমোচনে লোচনে কার্ষ্ণ্যাদত্র সাম্যম্। নাসাতিলপ্রসূনপদবীমন্বেতি

ত্যাগ কর। হে মুগ্ধে! আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি, আমাকে পরিত্যাগ করিও না ॥ ১৩ ॥

হে কোপনে! হে প্রিয়তমে! তোমার অধর লোহিতবর্ণ বন্ধূক-কুসুমের ন্যায়, বিরহে পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থল মধুকপুষ্পবৎ বিরাজ করিতেছে। তোমার নেত্রদ্বয় কুবলয়শোভাজয়ী, নাসা তিলপুষ্পবৎ, দশনপংক্তি

---

* প্রিয়োঽহমিতি কচিৎ পাঠঃ।

দৃশৌ তব মদালসে বদনমিন্দুসন্দীপনং,
গতির্জ্জনমনোরমা বিজিতরম্ভমূরুদ্বয়ম্।
রতিস্তব কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রুবা-
বহো বিবুধযৌবতং বহসি তন্বি পৃথ্বীগতা ॥ ১৫ ॥

অত্রাকৃত্যা সাম্যম্। হে কুন্দাভদন্তি! অত্র শৌক্ল্যাৎ সাম্যম্। ত্বন্মুখ-সেবয়ৈতানি পুষ্পানি লব্ধা তৈরেবায়ুধৈর্বিশ্বং জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হে তন্বি! ক্ষীণাপি ত্বং পৃথিবীগতাপি অতিদুর্লভং দেবযুবতিসমূহং বহসীত্যহো আশ্চর্য্যম্। তৎপ্রকারমাহ। তব দৃশৌ মদালসে মদজন্য-হর্ষেণ অলসে. স্বর্গে তু একৈব মদালসা-নাম্নী অঙ্গনা ত্বং মদালসে দ্বে দৃশৌ ধারয়সীত্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ। এবমিতি সর্ব্বত্রান্বেতি। তথা বদনমিন্দুং সন্দীপয়-তীতি তৎ তত্রেন্দুসন্দীপনী-নাম্নী। কিঞ্চ গতির্জ্জনস্য মম মনোরমা তত্র মনোরমা-নাম্নী। অপরঞ্চ, উরুদ্বয়ং তিরস্কৃতা কদলী যেন তত্র রম্ভানাম্নী। রতিকৌশলবতী তত্র কলাবতী-নাম্নী। ভ্রুবৌ রুচিরে চিত্রলেখে ইব তত্রৈকা চিত্রলেখা ইতি ॥ ১৫ ॥

কুন্দসন্নিভ; সুতরাং কামের পঞ্চ পুষ্পবাণ তোমার বদনে সুশোভিত। কাম কেবলমাত্র তোমায় বদনসেবা করিয়াই বিশ্বজয় করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

হে কৃশাঙ্গি! কি আশ্চর্য্য, তুমি ধরাতলে অবতীর্ণা হইয়াও নিজ দেহে অপ্সরাগণকে ধারণ করিয়াছ। ত্বদীয় নেত্রযুগল অলস বলিয়া মদালসা. মুখ চন্দ্রসন্দীপন বলিয়া ইন্দুসন্দীপনী, গতি মনোহর বলিয়া মনোহরা, উরুযুগল রম্ভাতুল্য বলিয়া রম্ভা, রতিকৌশলনিপুণা বলিয়া কলাবতী এবং ভ্রূদ্বয় চিত্রাঙ্কিতবৎ বলিয়া চিত্রলেখার ন্যায় বোধ হইতেছে ॥ ১৫ ॥

প্রীতিং বস্তনুতাং হরিঃ কুবলয়াপীড়েন সার্দ্ধং রণে,
রাধাপীনপয়োধরস্মরণকৃৎকুম্ভেন সম্ভেদবান্।
যত্র স্বিদ্যতি মীলতি ক্ষণমথ ক্ষিপ্তে দ্বিপে তৎক্ষণাৎ,
কংসস্যাস্মাভির্জ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে মানিনীবর্ণনে মুগ্ধমাধবো*নাম দশমঃ সর্গঃ ॥১০॥

এবং, স্বপ্রিয়াগুণকীর্ত্তনাবেশান্মহাসঙ্কটস্থানেষু তৎস্পর্শসুখস্মরণপরবশং শ্রীকৃষ্ণং বর্ণয়ন্নাশাস্তে প্রীতিমিতি। হরির্বো যুষ্মাকং প্রীতিং তনুতাম্। কীদৃশঃ?—রণে কুবলয়াপীড়েন সম্ভেদবান্ আসঙ্গবান্। কীদৃশেন?—শ্রীরাধায়াঃ পীনপয়োধরয়োঃ স্মরণকৃতৌ সাদৃশ্যেন সংস্কারোদ্বোধকতয়া স্মারকৌ কুম্ভৌ যস্য তেন। যত্র সম্ভেদে তৎস্পর্শসুখেন সাত্ত্বিকোদয়াৎ শ্রীকৃষ্ণঃ ক্ষণং স্বিদ্যতি সতি মীলতি চ সতি কংসস্যাস্মাভির্জ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলোঽভূৎ, তেনাবহিতেন শ্রীকৃষ্ণেন ক্ষিপ্তে দ্বিপে সতি তৎক্ষণাৎ অনেন জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলোঽভূৎ ইতি পূর্ব্বত্র ব্যামোহ আনন্দেন উত্তরত্র তু শোকেনেতি জ্ঞেয়ম্। অতএব সর্গোঽয়ং শ্রীরাধাস্মরণবিকারবর্ণনেন মুগ্ধো মনোহরো মাধবো যত্র সঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যাং দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীহরি কংসের রণমাতঙ্গ কুবলয়াপীড়ের সহিত সংগ্রামসময়ে তাহার বিপুলকুম্ভস্থল দর্শনে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হওয়াতে তদীয় শ্রীঅঙ্গ স্বেদে অভিষিক্ত ও লোচনযুগল নিমীলিত হইল; কিন্তু ক্ষণপরেই তিনি সেই মত্তহস্তীকে দূরে ফেলিয়া দিলে সকলে জয়নাদ করিয়া উঠিল; কিন্তু জয়শব্দ কংসের পক্ষে শোকসূচক কোলাহলরূপে পরিগণিত হইল। সেই মদনমোহন কৃষ্ণ তোমাদিগের হর্ষবর্দ্ধন করুন ॥ ১৬ ॥

---

* চতুরচতুর্ভুজ—ইতি পাঠান্তরম্।

একাদশঃ সর্গঃ

(সানন্দগোবিন্দঃ)

সুচিরমনুনয়েন প্রীণয়িত্বা মৃগাক্ষীং,
গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুঞ্জশয্যাম্।
রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে,
স্ফুরতি নিরবসাদাং কাপি রাধাং জগাদ ॥ ১

এবং প্রিয়াং প্রসাদ্য মৈথৈর্মেদুরমিত্যুপক্রান্তবচনাৎ সখীসম্মতিঞ্চা-লক্ষ্য কুঞ্জশয্যাং শ্রীকৃষ্ণে গতবতি সতি সখী শ্রীরাধামাহ সুচিরমিতি। দৃষ্টিং মুষ্ণাতি তমসাবৃণোতি দৃষ্টিমোষস্তস্মিন্ প্রদোষে স্ফুরতি সতি. কেশবে চ কুঞ্জশয্যাং গতবতি সতি কাপি রাধাং জগাদ। কিং কৃত্বা?—বহুকালং ব্যাপ্য অনুনয়েন মৃগাক্ষীং প্রীণয়িত্বা। কীদৃশীম্? —রচিতা প্রিয়রুচিকরী ভূষা যয়া তাম্। পুনঃ কীদৃশীম্?—নিরবসাদাং প্রিয়াপ্রাপ্তিজন্যাৎ দুঃখান্নির্গতাম্। কীদৃশে?—কৃতঃ প্রিয়ামনোহরো বেশো যেন তস্মিন্ ॥ ১ ॥

অনেকক্ষণ অনুনয়-বিনয় সহকারে মৃগলোচনা শ্রীমতীকে প্রসন্ন করিয়া দৃষ্টি-আচ্ছাদনী সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে মনোরম-বেশে শ্রীহরি রাধা-বিরচিত কুঞ্জশয্যাসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রিয়সখী বিষাদযুক্তা, বল্লভের মনোহর-বেশভূষায় সমলঙ্কৃতা রাধাকে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১ ॥

(গীতম্)

(বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে)

বিরচিতচাটুবচনরচনং চরণে রচিতপ্রণিপাতম্।
সম্প্রতি মঞ্জুলবঞ্জুলসীমনি কেলিশয়নমনুযাতম্।
মুগ্ধে মধুমথনমনুগতমনুসর রাধিকে ॥ ২ ॥ (ধ্রুবম্)
ঘনজঘনস্তনভারভরে দরমন্থরচরণবিহারম্।
মুখরিতমণিমঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরালবিকারম্ (মুগ্ধে) ॥ ৩ ॥

হে মুগ্ধে! সম্প্রতি অনুগতং মধুমথনমনুগচ্ছ অনুগতানুগমনশৈথিল্যান্মুগ্ধে ইতি সম্বোধনম্। অনুগতিমাহ।—বিরচিতা ভঙ্গ্যা প্রতিপাদিতা চাটুবচনানাং রচনা যেন তম্। চাটুবচনমাত্রেণ কথং জ্ঞেয়ানুগতিঃ?—চরণে রচিতঃ প্রণিপাতঃ প্রণতির্যেন তং তৎসমীপস্থিতায়াং ময়ি কথং প্রার্থ্যতে?—সংপ্রতি তব প্রসাদমালক্ষ্য মনোহরবঞ্জুলকুঞ্জস্য সীমনি মধ্যভাগে যৎ কেলিশয়নং তত্র গতম্ ॥ ২ ॥

এতন্নিশম্য মৌনেন সম্মতিমূহমানা শীঘ্রং গমনপ্রকারমাহ জঘনেত্যাদিনা। জঘনে চ স্তনৌ চ জঘনস্তনং ঘনং সঙ্গতং যজ্জঘনস্তনং তস্য ভারস্য ভরোঽতিশয়ো যস্যাঃ হে তাদৃশি! অতএব দরমন্থরচরণবিহারং যথা স্যাত্তথা প্রিয়সমীপং গচ্ছ, তথা মুখরিতৌ মণিমঞ্জীরৌ যত্র

হে মুগ্ধে! যিনি বহুবিধ চাটুবাক্যে অনুনয় করিয়া ও ত্বদীয় পদে প্রণত হইয়া তোমার মানভঙ্গপূর্ব্বক মনোরম বেতসলতাকুঞ্জে রতিশয্যায় তোমার আশায় অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, সেই শরণাগত মধুসূদন হরির অনুগামিনী হও ॥ ২ ॥

হে বিশালজঘনে! হে পীনকুচশালিনি! তুমি মৃদুমন্দগতিতে মণিময়

শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজনমোহনমধুরিপুরাবম্।
কুসুমশরাসনশাসনবন্দিনি পিকনিকরে ভজ ভাবম্ (মুগ্ধে) ॥ ৪ ॥
অনিলতরলকিশলয়নিকরেণ করেণ লতানিকুরম্বম্।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতি মুঞ্চ বিলম্বম্ (মুগ্ধে) ॥ ৫

তচ্চ যথা স্যাত্তথা তেন হংসপরিভবং কুরু। নূপুরধ্বনের্হংসরব-পরিভাবিত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তত্র গত্বা কিং করোমি ?—মধুরিপো রাবং শৃণু। কীদৃশম্ ?—অতিরমণীয়ম্ অতএব তরুণীজনানাং মোহজনকম্। ততঃ কোকিলসমূহে কৃতং দ্বেষং ত্যক্ত্বা ভাবং প্রীতিং কুরু। কুসুমশরাসনশাসনবন্দিনি হে যুবত্যঃ! কান্তসন্নাহমন্তরেণ মদ্বাণাদন্যো রক্ষিতা নাস্ত্যতো মানং ইতি কামাজ্ঞা তস্যাঃ স্তাবকে ॥ ৪ ॥

মদ্বচনমনুমোদমানা অচেতনাপি লতা ত্বাং প্রেরয়তীত্যাহ। হে করভোরু! লতাসমূহোঽপ্যনিলতরলকিশলয়নিকরেণ করেণ তব প্রেরণং করোতি, তস্মাদ্গতিং প্রতি বিলম্বং মুঞ্চ। অচেতনানুকূল্যেনাপি তচ্চেতো ন দ্রবতীত্যভিপ্রায়ঃ। বস্তুতস্তু উদ্দীপনমেবৈতৎ সর্ব্বম্ ॥ ৫ ॥

নূপুরের ধ্বনি করিতে করিতে হংসকে পরাজয় করত বল্লভসন্নিধানে প্রস্থান কর ॥ ৩ ॥

যুবতীচিত্তরঞ্জন হরির মনোরম পরিহাসবাক্য শ্রবণ কর এবং মান বিসর্জ্জন করিয়া বল্লভসমীপে যাও, এই মদনাজ্ঞাপ্রচারক কোকিলের সহ সদ্ভাব স্থাপন কর ॥ ৪ ॥

হে করভোরু! লতিকাপুঞ্জ বায়ুসঞ্চারিত পত্ররূপ হস্ত দ্বারা প্রিয়সন্নিধানে গমনে যেন ইঙ্গিত করিতেছে; সুতরাং আর বিলম্ব করিও না ॥ ৫ ॥

স্ফুরিতমনঙ্গতরঙ্গবশাদিব সূচিতহরিপরিরম্ভম্।
পৃচ্ছ মনোহরহারবিমলজলধারমমুং কুচকুম্ভম্ (মুগ্ধে) ॥ ৬ ॥
অধিগতমখিলসখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণসজ্জম্।
চণ্ডি রণিতরশনারবডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জম্ (মুগ্ধে) ॥ ৭ ॥

এবং ভাবমুদ্দীপ্য বিকারান্ দর্শয়ন্তি। যদি মদ্বচনমনাত্মীয়মিতি মন্যসে, হে সখি! তদাত্মীয়মমুং কুচকুম্ভং পৃচ্ছ। কীদৃশম্?—অনঙ্গতরঙ্গবশাৎ কম্পিতমিব। পুনঃ কীদৃশম্?—মনোহরো হার এব বিমলা জলধারা যত্র তৎ, কুচোঽয়ং কলসত্বেন নিরূপিতঃ, কম্পিতশ্চানঙ্গতরঙ্গবশাৎ তস্মাদ্ধারোঽপি জলধারাত্বেন নিরূপিতঃ। অত্র উৎপ্রেক্ষতে সূচিতহরিপরিরম্ভমিবেতি। বামস্তনকম্পনং হি নার্য্যাঃ প্রিয়সঙ্গমং সূচয়তীতি প্রসিদ্ধেরয়মেব জিজ্ঞাস্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

সম্প্রতি মাধবানুসরণে কাঞ্চ্যাদিভূষণমেব তাং বাদ্যং ব্যনক্তীত্যাহ। তবেদং বপুরপি রতিরণসজ্জমিত্যখিলসখীভিরপি জ্ঞাতম্। কথমন্যথা কাঞ্চ্যাদিগ্রহমিতি ভাবঃ। ন কেবলং মন এব বপুরপীত্যর্থঃ। ততো হে চণ্ডি! রণপ্রবীণে অলজ্জং লজ্জারহিতং সরসং সোৎসাহং রসিতা রশনা সৈব রবাডিণ্ডিমো বাদ্যভাণ্ডবিশেষো যত্র, এতচ্চ যথা স্যাত্তথাভিসর

হে সখি! আমার কথা যদি আত্মীয়বাক্য বলিয়া গ্রাহ্য না হয়, তবে নির্ম্মল বারিধারাবৎ মুক্তাহারে সজ্জিত তোমার কুচকলসকে (যাহা কামতরঙ্গাবেশে বিকম্পিত হইয়া কৃষ্ণ সহ আলিঙ্গন প্রকাশ করিতেছে) সত্বর জিজ্ঞাসা কর ॥ ৬ ॥

তোমার দেহও রতিযুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত; সখীরা সকলেই ইহা বিদিত হইয়াছে। হে রতিযুদ্ধকুশলে! তুমি লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া মেখলারূপ

স্মরশরসুভগনখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলম্।
চল বলয়কণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলম্ (মুগ্ধে) ॥ ৮
শ্রীজয়দেবভণিতমধরীকৃতহারমুদাসিতবামম্।
হরিবিনিহিতমনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠতটীমবিরামম্ (মুগ্ধে) ॥ ৯ ॥

প্রিয়াভিমুখমমঙ্গরঙ্গং যাহি, রণসজ্জিতস্য বিলম্বো ভয়াশঙ্কামাসঞ্জয়তী-ত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অথ গমনপ্রকারমাহ। হে সখি! করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলং যথা স্যাত্তথা চল। কীদৃশেন?—স্মরশরসুভগনখেন সংগ্রামার্থং পঞ্চনখা এব মোহনাদিকামাস্ত্রাণি তানি গৃহীত্বা গচ্ছেত্যর্থঃ। গত্বা চ বলয়কণিতৈর্হরি-মপি অববোধয় রণায় সাবধানং কুরু। কীদৃশম্?—নিজগতেঃ ত্বৎ-প্রাপ্তৌ শীলং সমাধির্যস্য। সমীচীনো যোদ্ধা হি প্রতিভটং অবহিতং কৃত্বৈব যুধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতং হরিবিনিহিতমনসাং জননাং কণ্ঠতটীমবিরামং যথা স্যাত্তথা অধিতিষ্ঠতু। হারাদেঃ সদ্ভাবে কথমস্যা বিরামতাসিদ্ধিস্ত-ত্রাহ। অধরীকৃতো হারো যেন তৎ ইদমেব পরমং কণ্ঠভূষণমিত্যর্থঃ।

ডিণ্ডিমবাদ্য করিতে করিতে উৎসাহ সহকারে অভিসারযুদ্ধে অগ্রগামিনী হও ॥ ৭ ॥

মদনের পঞ্চবাণরূপ মনোরম পঞ্চনখে বিরাজিত হস্ত দ্বারা সখীকে আশ্রয়পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ প্রস্থান কর এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলয়শব্দে তোমার আগমনচিন্তামগ্ন কৃষ্ণকে সাবধান করিয়া দেও ॥ ৮ ॥

কবি জয়দেব-বিরচিত এই গীতিকা হার অপেক্ষা মনোহর ও রমণী

সা মাং দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ,
প্রীতিং যাস্যতি রংস্যতে সখি সমাগত্যেতি সঞ্চিন্তয়ন্।
স ত্বাং পশ্যতি বেপতে পুলকয়ত্যানন্দতি স্বিদ্যতি,
প্রত্যুদ্গচ্ছতি মূর্চ্ছতি স্থিরতমঃপুঞ্জে নিকুঞ্জে প্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

ভূষণবৈতৃষ্ণ্যেণ বামাশক্যা বিচ্ছেদঃ স্যাৎ তত্রাহ। দূরীকৃতা বামা প্রকৃষ্টা রমণী যেন তৎ হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোতীত্যুক্তেঃ ॥ ৯ ॥

পুনঃ ত্বরয়িতুং শ্রীকৃষ্ণস্যাত্যুৎকণ্ঠতামাহ সা মামিতি। সা প্রিয়া সমাগত্য মাং দ্রক্ষ্যতি, দৃষ্ট্বা চ স্মরকথাং বক্ষ্যতি, প্রেমালাপং কৃত্বা চ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ প্রীতিং প্রাপ্স্যতি, প্রীতিযুক্তা সতী ময়া সহ রংস্যতে, ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ স্থিরতমঃপুঞ্জে তমালবনান্ধকারস্যৈতৎ নিবিড়ে তরুচ্ছায়ান্ধকারস্যৈব স্থিতত্বাৎ তমঃপ্রবিষ্টমালক্ষ্যেতি শ্রীশুকোক্তিবৎ নিকুঞ্জে স প্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত্বাং পশ্যতি ; দৃষ্ট্বা চ মুদা বেপতে, পুলকয়তি, আনন্দতি, স্বিদ্যতি, সৈষা প্রিয়া আগতেতি প্রত্যুদ্গচ্ছতি, ততশ্চানন্দাবেশেন মূর্চ্ছতি ॥ ১০

অপেক্ষা চিত্তরঞ্জনী। যে সকল ব্যক্তির চিত্ত হরিতে সমর্পিত, এই গীতিকা তাঁহাদের কণ্ঠতটীতে নিয়ত বিরাজিত থাকুক ॥ ৯ ॥

প্রিয়তমা ধীরচরণবিক্ষেপে আগমনপূর্ব্বক সানুরাগে নেত্রপাত, প্রেমসম্ভাষণ, আলিঙ্গনে সন্তোষপ্রাপ্তি ও রমণ করিবেন, এই প্রকার চিন্তামগ্ন হরি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন কুঞ্জে যেন তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, রতি-আবেশে বিকম্পিত হইতেছেন, পুলকে কণ্টকিত হইতেছেন, আনন্দভোগ করিতেছেন ও স্বেদাক্ত হইতেছেন, তোমাকে প্রত্যুদ্গমন করিতেছেন এবং মোহগ্রস্ত হইতেছেন ॥ ১০ ॥

অক্ষোর্নিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিঞ্ছগুচ্ছাবলীং,
মূর্দ্ধ্নি শ্যামসরোজদামকুচয়োঃ কস্তূরিকাপত্রকম্।
ধূর্ত্তানামভিসারসত্বরহৃদাং বিষঙ্নিকুঞ্জে সখি,
ধ্বান্তং নীলনিচোলচারুসুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি॥ ১১

কাশ্মীরগৌরবপুষামভিসারিকানা-
মাবদ্ধরেখমভিতো রুচিমঞ্জরীভিঃ।

অথান্ধকারাভিসারোচিতবেশোপকরণমপ্যেতদেবেত্যাহ অক্ষোরিতি। হে সখি! সর্ব্বতো ব্যাপি ধ্বান্তং সুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি, প্রিয়াভিসারানুকূল্যেন সুখং দত্তাতীত্যর্থঃ। কীদৃশম্?—নীলনিচোলাদপি চারু সর্ব্বাঙ্গাবরকত্বেনালিঙ্গনমুৎপ্রেক্ষিতম্। কীদৃশীনাম্?—ধূর্ত্তানাং পরবঞ্চকানাং অতএবাভিসারে সত্বরং হৃদয়ং যাসাং, পরবঞ্চকতয়া কাচিৎ কদাচিৎ সত্বরমভিসরেদিত্যতো বিলম্বো ন কার্য্য ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বৎ?—অক্ষোরঞ্জনং শ্রবণয়োস্তমালস্তবকশ্রেণীং মূর্দ্ধ্নি শ্যামসরোজানাং দাম কুচয়োঃ কস্তূরিকাপত্রকং পত্রভঙ্গলেখাঞ্চ নিক্ষিপৎ দূরং প্রেরয়ৎ॥ ১১॥

প্রেমপরীক্ষণকারণমপ্যেতদেবেত্যাহ কাশ্মীরেতি। একত্তমিস্রং অভিতঃ অভিসারিকাণাং রুচিমঞ্জরীভিরাবদ্ধরেখং সৎ প্রেমহেম্নো নিকষ-

নেত্রের অঞ্জন, শ্রবণের তমালস্তবকপংক্তি, শিরঃপ্রদেশের নীলপদ্মমালা ও স্তনের কস্তুরীচিত্রের শোভানিন্দিত, নীলাম্বর অপেক্ষা মনোরম আচ্ছাদনকারী, সর্ব্বত্রব্যাপী নিবিড় তিমিররাশি ধূর্ত্তা অভিসারোৎকণ্ঠিতা সুনয়নাগণের প্রতি অঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছে; সুতরাং সখি! আশু প্রিয়বল্লভসকাশে প্রস্থান কর॥ ১১॥

কুঙ্কুমগৌরাঙ্গী অভিসারিকাগণের কান্তিরেখা চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত

এতত্তমালদলনীলতমং তমিস্রং,

তৎপ্রেমহেমনিকষোপলতাং তনোতি ॥ ১২ ॥

হারাবলীতরলকাঞ্চনকাঞ্চিদাম-

মঞ্জীরকঙ্কণমণিদ্যুতিদীপিতস্য ।

দ্বারে নিকুঞ্জনিলয়স্য হরিং বিলোক্য, *

ব্রীড়াবতীমথ সখীমিয়মিত্যুবাচ † ॥ ১৩ ॥

পাষাণতাং তনোতি। কীদৃশীনাম্?—কাশ্মীরগৌরবৎ গৌরং বপুর্যাসাং তাসাম্। যথা নিকষপাষাণে সুবর্ণশুদ্ধিজিজ্ঞাসা তথা তাসাং ঘনান্ধকারে নিঃসাধ্বসতয়া গমনজিজ্ঞাসেতি ভাবঃ। কীদৃশম্?—তমালদলবন্নীলতমম্। এতেনান্ধকারস্য নৈবিড্যং প্রতিপাদিতং তমালবনবিহারশ্চ ॥ ১২ ॥

ইদানীং তন্নিকটং গত্বা অত্যুৎসুকং শ্রীকৃষ্ণং বীক্ষ্য গন্তমুদ্যতামপি লজ্জয়া তৎপার্শ্বভজমানাং সখী প্রাহ হারেতি। নিকুঞ্জনিলয়স্য দ্বারে হরিং বিলোক্য অথানন্তরমিয়ং সখী লজ্জাবতীং সখীমিতি বক্ষ্যমাণমুবাচ। কীদৃশস্য?—হারাবলের্মধ্যগানাং মণীনাং কাঞ্চনকাঞ্চিদাম্নো মঞ্জীরয়োঃ কঙ্কণয়োশ্চ মণীনাং দ্যুতিভির্দীপিতস্য ॥ ১৩ ॥

হওয়ায়, তমালপত্রবৎ নীলতম অন্ধকার তাঁহাদের প্রেমরূপ কাঞ্চনের নিকষপ্রস্তরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ১২ ॥

তৎপরে রাধিকা নিকুঞ্জবাসদ্বারে আগত হওয়ায় তদীয় হারমধ্যস্থ এবং স্বর্ণময় মেখলা, নূপুর ও বলয়ে নিবেশিত মণির দীপ্তিতে অন্ধকার বিদূরিত হইলে হরিকে দেখিতে পাইয়া লজ্জায় অধোমুখী হইলেন। তখন সখী তাঁহাকে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৩ ॥

---

* নিরীক্ষ্য। † নিজগাদ রাধাম্—ইতি পাঠান্তরম্

অক্ষ্ণোর্নিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিঞ্ছগুচ্ছাবলীং,
মূর্দ্ধ্নি শ্যামসরোজদামকুচয়োঃ কস্তূরিকাপত্রকম্।
ধূর্ত্তানামভিসারসত্বরহৃদাং বিষঙ্ নিকুঞ্জে সখি,
ধ্বান্তং নীলনিচোলচারুসুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি ॥ ১১
কাশ্মীরগৌরবপুষামভিসারিকানা-
মাবদ্ধরেখমভিতো রুচিমঞ্জরীভিঃ।

অথান্ধকারাভিসারোচিতবেশোপকরণমপ্যেতদেবেত্যাহ অক্ষ্ণোরিতি। হে সখি! সর্ব্বতো ব্যাপি ধ্বান্তং সুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি, প্রিয়াভিসারানুকূল্যেন সুখং দত্তাতীত্যর্থঃ। কীদৃশম্?—নীলনিচোলাদপি চারু সর্ব্বাঙ্গাবরকত্বেনালিঙ্গনমুৎপ্রেক্ষিতম্। কীদৃশীনাম্?—ধূর্ত্তানাং পরবঞ্চকানাং অতএবাভিসারে সত্বরং হৃদয়ং যাসাং, পরবঞ্চকতয়া কাচিৎ কদাচিৎ সত্বরমভিসরেদিত্যতো বিলম্বো ন কার্য্য ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বৎ?—অক্ষোরঞ্জনং শ্রবণয়োস্তমালস্তবকশ্রেণীং মূর্দ্ধ্নি শ্যামসরোজানাং দাম কুচয়োঃ কস্তূরিকাপত্রকং পত্রভঙ্গলেখাঞ্চ নিক্ষিপৎ দূরং প্রেরয়ৎ ॥ ১১ ॥

প্রেমপরীক্ষণকারণমপ্যেতদেবেত্যাহ কাশ্মীরেতি। এতত্তমিস্রং অভিতঃ অভিসারিকাণাং রুচিমঞ্জরীভিরাবদ্ধরেখং সৎ প্রেমহেম্নো নিকষ-

নেত্রের অঞ্জন, শ্রবণের তমালস্তবকপংক্তি, শিরঃপ্রদেশের নীলপদ্মমালা ও স্তনের কস্তুরীচিত্রের শোভানিন্দিত, নীলাম্বর অপেক্ষা মনোরম আচ্ছাদনকারী, সর্ব্বত্রব্যাপী নিবিড় তিমিররাশি ধূর্ত্তা অভিসারোৎকণ্ঠিতা সুনয়নাগণের প্রতি অঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছে; সুতরাং সখি! আশু প্রিয়বল্লভসকাশে প্রস্থান কর ॥ ১১ ॥

কুঙ্কুমগৌরাঙ্গী অভিসারিকাগণের কান্তিরেখা চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত

এতত্তমালদলনীলতমং তমিস্রং,
তৎপ্রেমহেমনিকষোপলতাং তনোতি ॥ ১২ ॥
হারাবলীতরলকাঞ্চনকাঞ্চিদাম-
মঞ্জীরকঙ্কণমণিদ্যুতিদীপিতস্য।
দ্বারে নিকুঞ্জনিলয়স্য হরিং বিলোক্য, *
ব্রীড়াবতীমথ সখীমিয়মিত্যুবাচ † ॥ ১৩ ॥

পাষাণতাং তনোতি। কীদৃশীনাম্?—কাশ্মীরগৌরবৎ গৌরং বপুর্যাসাং তাসাম্। যথা নিকষপাষাণে সুবর্ণশুদ্ধিজিজ্ঞাসা তথা তাসাং ঘনান্ধকারে নিঃসাধ্বসতয়া গমনজিজ্ঞাসেতি ভাবঃ। কীদৃশম্?—তমালদলবন্নীলতমম্। এতেনান্ধকারস্য নৈবিড্যং প্রতিপাদিতং তমালবনবিহারশ্চ ॥ ১২ ॥

ইদানীং তন্নিকটং গত্বা অত্যুৎসুকং শ্রীকৃষ্ণং বীক্ষ্য গন্তুমুদ্যতামপি লজ্জয়া তৎপার্শ্বভজমানাং সখী প্রাহ হারেতি। নিকুঞ্জনিলয়স্য দ্বারে হরিং বিলোক্য অথানন্তরমিয়ং সখী লজ্জাবতীং সখীমেতৎ বক্ষ্যমাণমুবাচ। কীদৃশস্য?—হারাবলের্মধ্যগানাং মণীনাং কাঞ্চনকাঞ্চিদাম্নো মঞ্জীরয়োঃ কঙ্কণয়োশ্চ মণীনাং দ্যুতিভির্দীপিতস্য ॥ ১৩ ॥

হওয়ায়, তমালপত্রবৎ নীলতম অন্ধকার তাঁহাদের প্রেমরূপ কাঞ্চনের নিকষপ্রস্তরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ১২ ॥

তৎপরে রাধিকা নিকুঞ্জবাসদ্বারে আগত হওয়ায় তদীয় হারমধ্যস্থ এবং স্বর্ণময় মেখলা, নূপুর ও বলয়ে নিবেশিত মণির দীপ্তিতে অন্ধকার বিদূরিত হইলে হরিকে দেখিতে পাইয়া লজ্জায় অধোমুখী হইলেন। তখন সখী তাঁহাকে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৩ ॥

---

* নিরীক্ষ্য। † নিজগাদ রাধাম্—ইতি পাঠান্তরম্।

(গীতম্)

(দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে)

মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস রতিরভসহসিতবদনে ॥ ১৪ ॥

নবভবদশোকদলশয়নসারে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস কুচকলসতরলহারে ॥ ১৫ ॥

কিমুবাচ সখীত্যাহ মঞ্জুতরেত্যাদিনা । হে রাধে ! মাধবসমীপং প্রবিশ, প্রবিশ্য চ ইহ মঞ্জুতরকুঞ্জতলমেব কেলিসদনং তত্র বিলস, রতিরভসেন হসিতং বদনং যস্যা হে তাদৃশি ! তব উচ্ছলিতং মনঃ অত্যুৎসুকতয়া হাস্য-মিষেণ প্রিয়মিলনায় বহির্নির্গতমিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

ন মন্মন উচ্ছলিতং কিন্তু অস্য তব নাগরস্য বৈকল্যমাকলয্য মদ্বদনং হসিতং তত্রাহ ।—সর্ব্বত্র পূর্ব্ববন্মুদ্‌বন্ধনযোজনা । প্রতিপদে শেষার্দ্ধং ধ্রুবম্ ।—কেলিসদনে কীদৃশে ?—নবভবদশোকদলৈঃ পল্লবৈঃ রচিতং শয়ন-শ্রেষ্ঠং যত্র তস্মিন্ । কুচকলসয়োঃ কম্পেন তরলৌ হারৌ যস্যাঃ হে তাদৃশি ! কুচকম্পেনান্তর্ব্বৃত্তির্ব্যক্তা অতো বাম্যং ন কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

হে রাধিকে ! রতি-আবেশে হাস্যবদনে মনোরম রতিকুঞ্জে হরির সন্নি-ধানে গমনপূর্ব্বক বিহার কর ॥ ১৪ ॥

কুচযুগল বিকম্পিত হওয়াতে ত্বদীয় বক্ষঃস্থ হার দোদুল্যমান হইতেছে। নবোদ্গত অশোককিশলয়ে নির্ম্মিত মনোহর শয্যা বিরচিত রহিয়াছে, তুমি এই রতিকুঞ্জে হরিসমীপে গমনপূর্ব্বক বিহার কর ॥ ১৫ ॥

কুসুমচয়রচিতশুচিবাসগেহে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস কুসুমসুকুমারদেহে ॥ ১৬ ॥
চলমলয়পবনসুরভিশীতে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস রতিবলিতললিতগীতে ॥ ১৭ ॥

অস্যাভিপ্রায়বিশেষাবকলনাৎ কম্পোঽয়মিত্যাহ। পুনঃ কীদৃশে ? কুসুমচয়েন রচিতং শুচেঃ শৃঙ্গারস্য বাসগেহং যত্র তস্মিন্। নিকুঞ্জাভ্যন্তরে পুষ্পগৃহরচনাবিশেষ ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্। কুসুমেভ্যোঽপি সুকুমারো দেহো যস্যাঃ হে তাদৃশি ! নিকুঞ্জদ্বারগতঃ প্রিয়স্ত্বাং প্রতীক্ষতে, ত্বং কুসুম-সুকুমারতনুরতো বাম্যযুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

অথোদ্দীপনাতিশয়নেন কেলিসদনমেব বর্ণয়তি। চলেন মলয়বনস্য পবনেন সুরভি শীতলঞ্চ যত্তস্মিন্ রতৌ বলিতং রতিযোগ্যং ললিতং গীতং যস্যাঃ হে তাদৃশি! অতোঽস্মিন্ প্রবিশ্য তদাচরেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

হে রাধিকে ! ত্বদীয় শরীর পুষ্পাপেক্ষাও কোমল, তুমি পুষ্পময় পবিত্র গৃহে হরিসমীপে প্রস্থানপূর্ব্বক বিহার কর ॥ ১৬ ॥

হে মুগ্ধে ! কেলিমন্দির মলয়-মারুত-চালিত বায়ুতে সুগন্ধি ও সুস্নিগ্ধ। তুমি কৃষ্ণ-সকাশে গিয়া অনুরাগ সহকারে সঙ্গীতপূর্ব্বক বিহার কর ॥ ১৭ ॥

বিততবহুবল্লিনবপল্লবঘনে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস চিরমলসপীনজঘনে ॥ ১৮ ॥
মধুমুদিতমধুপকুলকলিতরাবে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস মদনরসসরসভাবে * ॥ ১৯
মধুতরলপিকনিকরনিনদমুখরে।

পুনঃ কীদৃশে? বিততানাং বহুবল্লীনাং নবপল্লবৈর্ঘনে নিবিড়ে অলসঞ্চ পীনঞ্চ জঘনং যস্যাঃ হে তাদৃশি! চিরমিতি বিলাসক্রিয়াবিশেষণম্, ঈদৃগ্ জঘনং সফলং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

পুনঃ কীদৃশে? মধুনা মুদিতেন মধুপকুলেন বিহিতঃ শব্দো যত্র তস্মিন্। মদনরসেন শৃঙ্গাররসেন সরসভাবঃ সারস্যং যস্যাঃ হে তাদৃশি। ঈদৃক্প্রভাবায়াস্তব তন্নিকটপ্রবেশ এব যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

পুনঃ কীদৃশে? মধুরতরৈঃ পিকনিকরনিনদৈর্মুখরে। দশনা এব

হে সখি! গুরুজঘনভরে তুমি মন্থরগামিনী। লতিকাপুঞ্জের নবপল্লবাবরণে তিমিরাবগুণ্ঠিত কুঞ্জে হরি-সমীপে গমনপূর্ব্বক বিহার কর ॥ ১৮ ॥

হে রাধিকে! কামরসে ত্বদীয় মন সরস। মধুমত্ত ভ্রমরপুঞ্জের গুঞ্জনে কেলিমন্দির শব্দায়মান হইতেছে; তুমি তথায় কৃষ্ণসন্নিধানে প্রস্থানপূর্ব্বক বিহার কর ॥ ১৯ ॥

হে রাধিকে! তোমার দন্তকান্তি পক্বদাড়িম্ববীজবৎ মনোহর।

* রভসরসভাবে—ইত্যপি ক্বচিৎ পাঠঃ।

প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ,
বিলস দশনরুচিরুচিরশিখরে ॥ ২০ ॥
বিহিতপদ্মাবতীসুখসমাজে ।
কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি,
ভণতি জয়দেবকবিরাজরাজে ॥ ২১ ॥
ত্বাং চিত্তেন চিরং বহন্নয়মতিশ্রান্তো ভৃশন্তাপিতঃ,
কন্দর্পেণ চ পাতুমিচ্ছতি সুধাসংবাধবিম্বাধরম্ ।
অস্যাঙ্কং তদলঙ্কুরু ক্ষণমিহ ভ্রূক্ষেপলক্ষ্মীলব-
ক্রীতে দাস ইবোপসেবিতপদাম্ভোজে কুতঃ সম্ভ্রমঃ ॥ ২২ ॥

রুচ্যা রুচিরমাণিক্যবিশেষা যস্যাঃ হে তাদৃশি! ঈদৃগ্‌দশনায়াস্তৎক্রিয়াবিশেষকৃত্যস্যৈব যোগ্যমিতি ভাবঃ ॥২০ ॥

হে মুরারে! জয়দেবকবিরাজরাজে ভণতি সতি ত্বদর্থসখীপ্রার্থনমিতি শেষঃ মঙ্গলশতানি কুরু। কথম্?—বিহিতঃ পদ্মাবত্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ সুখসমূহো যেন তস্মিন্। নিজেষ্টদেবোপাসনায়ামিত্যর্থঃ। নিত্যত্বসর্ব্বোত্তমত্বনিশ্চয়াবেশেনাত্মানং বহুমন্যমানস্য কবিরাজরাজ ইতি প্রৌঢ়োক্তিরিয়ম্ ॥ ২১ ॥

অথ সখী প্রসাদমালক্ষ্য কৌতুকেন সনব্রাহ ত্বামিতি। অয়ং ত্বাং চিত্তেন বহন্নতিশ্রান্তঃ পীনস্তনশ্রেণীগুরুত্বয়েত্যর্থঃ। কন্দর্পেণ চ ভৃশং

কোকিলেরা কলনাদে কুঞ্জ প্রতিধ্বনিত করিতেছে; তুমি তথায় মাধবসকাশে গিয়া বিহার কর ॥ ২০ ॥

হে হরে! ত্বদীয় প্রীত্যর্থে শ্রীমতী রাধিকার হর্ষবর্দ্ধক সখীবাক্যরূপ এই গীতিকা কবিপ্রবর জয়দেব কর্তৃক বিরচিত ॥ ২১ ॥

হে রাধিকে! শ্রীহরি অনেকক্ষণ চিন্তাযোগে তোমাকে বক্ষে ধারণ

সা সসাধ্বসসানন্দং গোবিন্দে লোললোচনা।
শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরং প্রবিবেশ নিবেশনম্॥ ২৩

তাপিতঃ, অতঃ শ্রমেণ তাপেন চ পিপাসিতঃ। সুধয়া সংবাধং সঙ্কটং ব্যাপ্তমিতি যাবৎ বিম্বাধরং পাতুমিচ্ছতি তস্মাদস্যাঙ্কং ক্ষণং শোভয়। অন্তঃস্থিতায়া বহিঃস্থিতস্য পানানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। অবিদিতাভিপ্রায়-স্যাঙ্কপ্রবেশে মন্মনঃ সঙ্কুচত্যত আহ। ভ্রুবোঃ ক্ষেপশ্চালনঃ স এব লক্ষ্মীঋর্দ্ধিস্তস্যা লেশেন ক্রীতে। কুতঃ সঙ্কোচঃ কস্মিন্নিব অল্পমূল্যক্রীতে দাস ইব ক্রয়ক্রীতে শঙ্কা ন যুক্তা ইতি ভাবঃ। ক্রীতত্বে হেতুঃ—সেবিতে পদাম্ভোজে যেন তস্মিন্। ক্রীতস্যৈব সেবোপযোগাদিতি ভাবঃ॥ ২২॥

ইতি সখীবচনোচ্ছলিতচিত্তা কুঞ্জং প্রবিবেশেত্যাহ সেতি। সা শিঞ্জা-নমঞ্জুমঞ্জীরং সসাধ্বসং সানন্দং চ যথা স্যাত্তথা কুঞ্জগৃহং প্রবিবেশ। প্রথমসমাগমবৎ সাধ্বসং বিচ্ছেদান্তরপ্রাপ্ত্যা সানন্দমিতি জ্ঞেয়ম্; অতএব গোবিন্দে লোলে সতৃষ্ণে লোচনে যস্যাঃ সা॥ ২৩॥

পূর্ব্বক অতীব ক্লান্ত হইয়াছেন এবং কামতাপে অতীব তপ্ত হওয়াতে তোমার সুধাপূর্ণ বিম্বাধর-পীযূষপানে লোলুপ হইয়াছেন; একবার গিয়া উঁহার অঙ্কদেশ বিভূষিত কর। তুমি তোমার মনোরম নেত্রে একবার কটাক্ষপাত করিলেই ইনি অল্পমূল্যে ক্রীতকিঙ্করবৎ তুদীয় চরণকমলের অর্চ্চনা করেন। ইঁহাকে দেখিয়া লজ্জা কি?॥ ২২॥

তদনন্তর শ্রীমতী ভয়ে ও আনন্দে জড়ীভূত হইয়া সস্পৃহলোচনে হরির দিকে নেত্রপাত করিলেন এবং মনোরম নূপুরশব্দ করিতে করিতে কুঞ্জমন্দিরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ২৩॥

(গীতম্)

(বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে)

রাধাবদনবিলোকনবিকসিতবিবিধবিকারবিভঙ্গং,
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডলদর্শনতরলিততুঙ্গতরঙ্গম্ ।
হরিমেকরসং চিরমভিলষিতবিলাসং
সা দদর্শ গুরুহর্ষবশংবদবদনমনঙ্গবিকাশম্ ॥ ২৪ ॥ (ধ্রুবম্)

এবং কুঞ্জপ্রবেশমুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্দর্শনানন্দবিকারান্ বর্ণয়ন্ তস্যাস্তদ্দর্শনমাহ রাধেত্যাদিনা। সা শ্রীরাধা হরিং দদর্শ। কীদৃশম্?—একস্মিন্নালম্বনে শ্রীরাধারূপে রসো যস্য তম্। তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমত্বনিশ্চয়েন তদেকপরত্বমিত্যর্থঃ। ননু অন্যাঙ্গনাভী রমমাণস্য কুতস্তৎপরত্বং চিরং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণাভিলষিতস্তয়া সহ বিলাসো যেন তম্, অতএব তৎপ্রসাদাবলোকনাৎ গুরুহর্ষস্যায়ত্তং বদনং যস্য তম্, অতএবানঙ্গস্য বিকাশো যত্র তম্। তদেকনিষ্ঠত্বমেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি। কীদৃশম্?—রাধাবদনবিলোকনেনৈব রসসমুদ্রস্য তস্য বিকসিতা হর্ষস্তম্ভাদয় এব উর্ম্ময়ো যত্র তম্। কমিব?—জলনিধিমিব। কীদৃশং জলনিধিম্? বিধুমণ্ডলদর্শনেন চঞ্চলীকৃতাঃ তুঙ্গাস্তরঙ্গা যত্র তম্। অত্র শ্রীকৃষ্ণসমুদ্রয়োর্ব্বিকারোর্ম্ম্যোঃ সাম্যম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীহরি রাধাগতচিত্তে কেলির বাসনায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে শ্রীমতী তাঁহাকে দর্শন প্রদান করিলেন। চন্দ্রদর্শনে সাগরে যেমন উত্তালতরঙ্গমালা সমুদ্গত হয়, সেইরূপ রাধার মুখ দেখিয়া হরির নানারূপ কামবিকারজন্য ভঙ্গী বিকসিত হইতে থাকিল এবং মহাহর্ষ নিবন্ধন তদীয় বদনপদ্মে কামাবেশ আবির্ভূত হইল ॥ ২৪ ॥

হারমমলতরতারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্।
স্ফুটতরফেনকদম্বকরম্বিতমিব যমুনাজলপূরম্ (হরিমেকরসম্)॥ ২৫॥
শ্যামলমৃদুলকলেবরমণ্ডলমধিগতগৌরদুকূলম্।
নীলনলিনমিব পীতপরাগপটলভরবলয়িতমূলম্ (হরিমেকরসম্)॥ ২৬॥
তরলদৃগঞ্চলবলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগম্।
স্ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদি তড়াগম্ (হরিমেকরসম্)॥ ২৭॥

পুনঃ কীদৃশম্?—উরসি বিদূরং পরিলম্ব্য হারং দধানম্। কীদৃশং হারম্?—নির্ম্মলমুক্তাগ্রথিতম্। কমিব?—যমুনাজলপূরমিব। কীদৃশম্?—স্ফুটতরফেনকদম্বেন খচিতম্। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য যমুনাজলপূরেণ হারস্য ফেনসমূহেন চ সাম্যম্॥ ২৫॥

পুনঃ কীদৃশম্?—শ্যামলং মৃদুলঞ্চ কলেবরমণ্ডলং যস্য তম্। যথোচিতাবয়বনিবেশপ্রতিপাদনার্থঃ মণ্ডলত্বেনোক্তিঃ। তথা প্রাপ্তং পীতদুকূলং যেন তম্। কমিব?—নীলনলিনমিব। কীদৃশম্?—পীতপরাগাণাং সমূহাতিশয়েন বেষ্টিতং মূলং যস্য তৎ। অত্র নীলকমলেন শ্রীকৃষ্ণস্য পরাগেণ পীতবস্ত্রস্য চ সাম্যম্; পরাগাবৃতমূলবর্ণনেনাদ্ভুতোপমেয়ম্॥ ২৬॥

পুনঃ কীদৃশম্?—চঞ্চলস্য দৃগঞ্চলস্য বলনেন মনোহরং যদ্বদনং তেন জনিতঃ তস্যা রতিরাগো যেন তম্। কমিব?—শরদি তড়াগমিব। কীদৃশম্?—বিকসিতং যৎ পদ্মং তস্যোদরে ক্রীড়াপরং খঞ্জনযুগং যত্র

কালিন্দীসলিলে ফেনপুঞ্জবৎ তদীয় বক্ষে লম্বিত মুক্তাহার শোভা পাইতে লাগিল॥ ২৫॥

পীতপরাগ-পরিবেষ্টিত নীলোৎপলের মৃণালের ন্যায় হরির পীতাম্বরাবৃত শ্যামল মৃদুদেহ শোভা প্রাপ্ত হইতেছিল॥ ২৬॥

শারদীয় বিমল-জলপূর্ণ তড়াগে প্রস্ফুটিত কমলাভ্যন্তরে ক্রীড়মান

বদনকমলপরিশীলনমিলিতমিহিরসমকুণ্ডলশোভম্ ।
স্মিতরুচিরুচিরসমুল্লসিতাধরপল্লবকৃতরতিলোভম্ (হরিমেকরসম্) ॥ ২৮ ॥
শশিকিরণচ্ছুরিতোদরজলধরসুন্দরসকুসুমকেশম্ ।
তিমিরোদিতবিধুমণ্ডলনির্ম্মলমলয়জতিলকনিবেশম্ (হরিমেকরসম্) ॥ ২৯ ॥

তৎ, অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য তড়াগেন বদনস্য কমলেন নয়নয়োঃ খঞ্জনযুগলেন চ সাম্যম্ ॥ ২৭ ॥

পুনঃ কীদৃশম্ ?—বদনমেব কমলং তস্য প্রকাশনায় মিলিতাভ্যাং সূর্য্যসদৃশাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং শোভা যত্র তম্ । তথা স্মিত এব রুচিস্তয়া রুচিরঃ সমুল্লসিতশ্চ যোঽধরপল্লবস্তেন জনিতঃ রতিলোভো যেন তম্ ॥ ২৮ ॥

পুনঃ কীদৃশম্ ?—শশিকিরণৈর্ব্যাপ্তং উদরং যস্য জলধরস্য তস্যেব সুন্দরাঃ সকুসুমাঃ কেশা যস্য তম্ । অত্র কেশানাং মেঘেন পুষ্পাণাং ইন্দুকিরণেন চ সাম্যম্ । তথা তিমিরে উদিতং যদ্বিধুমণ্ডলং তদ্বন্নির্ম্মল-চন্দনতিলকনিবেশো যস্য তম্; অত্র ললাটস্য তিমিরেণ তিলকস্য ইন্দু-মণ্ডলেন চ সাম্যম্ ইয়মপ্যদ্ভুতোপমা ॥ ২৯ ॥

খঞ্জনদ্বয়ের ন্যায় হরির লোচনদ্বয় প্রণয়িনীর মনোরম মুখে চপলদৃষ্টিপাত করিয়া রতিরাগ বৃদ্ধি করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

তিনি মুখপদ্মপ্রকাশার্থ ভাস্করসদৃশ শ্রবণকুণ্ডল পরিগ্রহপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। তদীয় সমুল্লসিত অধরপল্লব মধুরহাস্যে মনোরমভাব ধারণ করত রতিশোভা বৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ২৮ ॥

মেঘোদয়ে চন্দ্ররশ্মিবৎ তদীয় কেশপাশে পুষ্পদাম ও অন্ধকারমধ্যে উদিত শশধরমণ্ডলের ন্যায় তদীয় ললাটতটস্থ বিমল চন্দনতিলক বিরাজ করিতেছিল ॥ ২৯ ॥

বিপুলপুলকভরদন্তুরিতং রতিকেলিকথাভিরধীরম্।
মণিগণকিরণসমূহসমুজ্জ্বলভূষণসুভগশরীরম্ (হরিমেকরসম্) ॥ ৩০ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতবিভবদ্বিগুণীকৃতভূষণভারম্।
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারম্ (হরিমেকরসম্) ॥ ৩১ ॥
অতিক্রম্যাপাঙ্গং শ্রবণপথপর্য্যন্তগমন-
প্রয়াসেনৈবাক্ষ্ণোস্তরলতরতারং পতিতয়োঃ।

পুনঃ কীদৃশম্?—বিপুলানাং পুলকানামতিশয়েন বিষমীকৃতং ক্বচিদুন্নতং কচিদবনতং ইতি যাবৎ অতএব তদ্দর্শনাৎ হৃদ্যুদগতরতিকেলিকথাভিরধীরং তথা মণিগণকিরণানাং সমূহেন সমুজ্জ্বলৈর্ভূষণৈঃ সুন্দরং শরীরং যস্য তম্ ॥ ৩০ ॥

ভোঃ সাধবঃ! হৃদি হরিং বিনিধায় সুচিরং যথা স্যাত্তথা প্রণমত। কীদৃশম্?—পুণ্যবিশেষস্য য উদয়ঃ ফলং তস্য সারভূতম্, তথা শ্রীজয়দেবভণিতমেব বিভবস্তেন দ্বিগুণীকৃতঃ ভূষণভারো যত্র তম্। যৈঃ স্বয়মলঙ্কৃতঃ তে অলঙ্কারাঃ জয়দেবস্যোপমাদিবাগ্বিলাসৈর্দ্বিগুণীকৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরাধিকাদর্শনানন্দবিকারমুক্ত্বা শ্রীরাধায়াস্তদ্দর্শনানন্দবিকারমাহ অতিক্রম্যেতি। তদানীং শ্রীকৃষ্ণাবলোকনসময়ে শ্রীরাধায়া

মণিকিরণোদ্ভাসিত বিভূষণসমূহে তদীয় সুন্দরদেহ বিরাজিত হইয়াছিল। তিনি অসীম আনন্দে পুলকিত হওয়াতে রতিক্রীড়াপ্রসঙ্গে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীজয়দেবকবি-বিরচিত এই গীতিকা শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কারশোভা দ্বিগুণ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিতেছে। ভক্তবৃন্দ পুণ্যফলের সারস্বরূপ হরিকে চিরদিন হৃদয়মন্দিরে ধারণপূর্ব্বক প্রণতি করুন ॥ ৩১ ॥

প্রাণকান্তকে দেখিবার সময় শ্রীমতী রাধার অপরিতৃপ্ত নেত্রদ্বয়

তদানীং * রাধায়াঃ প্রিয়তমসমালোকসময়ে,
পপাত স্বেদাম্ভঃপ্রসর ইব হর্ষাশ্রুনিকরঃ ॥ ৩২ ॥
ভজন্ত্যাস্তল্পান্তং কৃতকপটকণ্ডূতিপিহিত-
স্মিতং যাতে গেহাদ্বহিরবহিতালীপরিজনে ।
প্রিয়াস্যং পশ্যন্ত্যাঃ স্মরশরসমাকূতসুভগং,
সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগমদতিদূরং মৃগদৃশঃ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষোর্হর্ষাশ্রুনিকরঃ পপাত। তত্রোৎপ্রেক্ষতে,—স্বেদাম্ভঃপ্রসর ইব যতোঽতিচঞ্চলা তারা নেত্রকনীনিকা যত্র তৎ যথা স্যাত্তথা পতিতয়োঃ যঃ কশ্চিৎ পতিতঃ সোঽপি ঝটিত্যুত্থায় কেনাপি কিমহং দৃষ্ট ইতি তরলতরতারং কৃত্বা লজ্জয়া দিশোঽবলোকয়তি ইত্যভিপ্রায়ঃ! তত্রাপ্যুৎপ্রেক্ষতে, নেত্রান্তমতিক্রম্য শ্রবণপথপর্য্যন্তগমনপ্রয়াসেনৈব যোঽত্যন্তং গচ্ছতি সোঽপি পতত্যেব ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ততঃ শয্যান্তিকং গতায়াস্তস্যাঃ প্রিয়দর্শনাবেশেন লজ্জা বিজিতা ইত্যাহ ভজন্ত্যা ইতি। তৎসুখানুকূল্যে সাবধানো য আলীপরিজনস্তস্মিন্ কৃতকপটকর্ণাদিকণ্ডূত্যাচ্ছাদিতস্মিতং যথা স্যাত্তথা গেহাদ্বহির্যাতে সতি মৃগীদৃশঃ শ্রীরাধায়া লজ্জাপি সলজ্জা সতী অতিদূরং বিশেষেণাগমৎ।

অপাঙ্গ লঙ্ঘনপূর্ব্বক শ্রুতিমূল পর্য্যন্ত গমনে আকাঙ্ক্ষা করাতে বোধ হইল যেন, তদীয় নেত্রের তারা চপল হইয়াছে ও তাহা হইতে স্বেদরূপ অশ্রুবারি প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥

শ্রীমতীর সুখে সুখিনী সখীরা কপট কণ্ডুয়নচ্ছলে হাস্য সংবরণ করিয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিলে মৃগনয়না রাধা কৃষ্ণের শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক

---

* ইদানীমিতি বা পাঠঃ।

জয়শ্রীবিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ,
স্বয়ং সিন্দূরেণ দ্বিপরণমুদা মুদ্রিত ইব।
ভুজাপীড়ক্রীড়াহতকুবলয়াপীড়করিণঃ,
প্রকীর্ণাসৃগ্বিন্দুর্জয়তি ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে অভিসারিকাবর্ণনে
সানন্দগোবিন্দো নাম একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

কীদৃশ্যাঃ শয্যায়া নিকটং গতায়াঃ অতশ্চ স্মরশরেণ সম্যাকৃতং যদ্ধাস্ত-কটাক্ষাদিঃ তেন সুন্দরং যথা স্যাত্তথা প্রিয়াস্যং পশ্যন্ত্যাঃ প্রিয়াস্যবিশেষণং বা ॥৩৩ ॥

অথ তথাভিলাষবিশেষণালোচ্যমানং শ্রীকৃষ্ণস্য ভুজদণ্ডং স্মরন তৎ-সৌন্দর্য্যং বর্ণয়তি কবিঃ জয়েতি। মুরজিতো ভুজদণ্ডো জয়তি। কীদৃশঃ ?—ভুজাপীড়ক্রীড়য়া হতকুবলয়াপীড়করিণঃ প্রকীর্ণা বিক্ষিপ্তা লগ্না ইতি যাবৎ অসৃগ্বিন্দবো যত্র সঃ। তত্রোৎপ্রেক্ষতে—জয়শ্রিয়ার্পিতৈর্মন্দার-কুসুমৈরর্চ্চিত ইব জয়শ্রীপূজিতত্বেন হেতুনোৎপ্রেক্ষান্তরমাহ দ্বিপেন সহ সংগ্রামহর্ষেণ স্বয়ং সিন্দূরেণ মুদ্রিত ইব রণাভিমুখশ্চেৎ মল্লোঽভিযাতি তদারুণ-রাগেণাঙ্গং মুদ্রয়তীতি প্রসিদ্ধেঃ। অতএব বিপ্রলম্ভানন্তরপ্রাপ্ত্যানন্দেন সহিতো গোবিন্দো যত্র সঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যামেকাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

চিত্তরঞ্জন কটাক্ষে হরির শ্রীমুখ দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমনই লজ্জা লজ্জা পাইয়া অন্তরে প্রস্থিত হইল ॥ ৩৩ ॥

শ্রীহরি বাহুযুদ্ধে কুবলয়াপীড়কে সংহার করিলে তদীয় যে ভুজযুগল অলঙ্কৃত হইয়াছিল, অথবা হস্তী সহ রণোল্লাসে সিন্দূর দ্বারা যে বাহু অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সেই দীর্ঘ বাহু জয়যুক্ত হউক ॥ ৩৪ ॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ

(সুপ্রীতপীতাম্বরঃ

গতবতি সখীবৃন্দে মন্দত্রপাভরনির্ভর-
স্মরশরবশাকূতস্ফীতস্মিতস্নপিতাধরাম্ ।
সরসমনসং দৃষ্ট্বা রাধাং মুহুর্নবপল্লব-
প্রসবশয়নে নিক্ষিপ্তাক্ষীমুবাচ হরিঃ প্রিয়াম্ ॥ ১ ॥

(গীতম্)

(বিভাসরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে)

কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশম্ ।
তব পদপল্লববৈরিপরাভবমিদমনুভবতু সুবেশম্ ।

অথ তাং প্রেমোল্লাসাবিষ্টামালক্ষ্য আত্মানং কৃতার্থং মন্যমানঃ শ্রীকৃষ্ণো-হুতিদৈন্যমাবিষ্কুর্ব্বন্ প্রিয়ামুবাচেত্যাহ গতবতীতি। সখীবৃন্দে গতবতি সতি হরিঃ প্রিয়ামুবাচ। কিং কৃত্বা ?—সরসমনসং তাং দৃষ্ট্বা, যতো মন্দো যস্ত্রপা-ভরস্তেন নির্ভরো যঃ স্মরশরস্তদ্বশো য আকূতোঽভিপ্রায়স্তেন স্ফীতং যৎ স্মিতং তেন স্নপিতোঽধরো যস্যাস্তাম্, অতএব নবপল্লববিরচিতবিস্তীর্ণশয্যায়াং বারং-বারং নিক্ষিপ্তা দৃষ্টির্যয়া তাম্ ॥ ১ ॥

হে রাধিকে! নারায়ণং নারীণাং সমূহো নারং নরাণাময়-

সখীগণ নিকুঞ্জের বহির্ভাগে প্রস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ লজ্জা-বনতা, কামাবেশে প্রসন্না ও হাস্যমুখী রাধাকে নবপল্লবরচিত বিস্তৃত শয্যার প্রতি পুনঃ পুনঃ নেত্রপাত করিতে দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

হে রাধে! এখন আশ্রিত নারায়ণকে কিয়ৎক্ষণের জন্য ভজনা

ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুভজ রাধিকে ॥ ২ ॥ (ধ্রুবম্)
করকমলেন করোমি চরণমহমাগমিতাসি বিদূরম্।
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরম্ (ক্ষণমধুনা) ॥ ৩ ॥

নমাশ্রয়ো যস্তং স্ত্রীসমূহাশ্রয়ং ত্বামনুগতং ত্বদেকপরং মামধুনা, ক্ষণমনুভজ বহুবল্লভোহপ্যহং ত্বদেকনিষ্ঠ ইত্যর্থঃ। অনুভজনমেবাহ,—কিশলয়শয়নস্যোপরি চরণকমলয়োর্ব্বিন্যাসং কুরু; পূজায়াঃ প্রথমাঙ্গমাসনম্ অঙ্গীকুর্ব্বিত্যর্থঃ। মৎপূজাকামঃ ত্বস্যাস্তীতি কামিনীশব্দঃ প্রযুক্তঃ। তেন কিং স্যাত্তত্রাহ,—ইদং কিশলয়শয়নং পরাজয়মনুভবতু। কুতোহস্য পরাভবঃ সাধ্যস্তত্রাহ। তব পদপল্লববৈরি অরুণতাদিভিগুণৈঃ সাম্যাকাঙ্ক্ষয়া বৈরিত্বমিতি। কীদৃশমিদং সুবেশং তত্তদ্গুণৈঃ শোভমানমপি হংসকাদ্যলঙ্কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তদারোহণেন কথং তদনুভজনং স্যাদত আহ। অহমাত্মনঃ করকমলেন তব চরণয়োঃ পূজাং করোমি, যতস্ত্বং বিদূরমাগমিতাসি আনীতাসি অর্থান্ময়েতি জ্ঞেয়ম্। দূরাগতস্য পূজা যুক্তৈবেত্যর্থঃ। তদর্থং ক্ষণং শয়নোপরি নূপুরমিব মামঙ্গীকুরু। উভয়ং বিশিনষ্টি। অনুগতৌ নিপুণং অনুগতস্য পদলগ্নস্য উপকারাচরণং যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

কর। হে মানিনি! এই নবপল্লবশয্যার উপর তোমার চরণকমল স্থাপন কর। লোহিতাদিগুণে ইহা তোমার চরণপল্লবকে বিপক্ষ সদৃশ বোধ করিতেছে; তুমি উহাকে পরাভূত কর ॥ ২ ॥

তুমি অনেক দূরে আগমন করিয়াছ, করপদ্ম দ্বারা তোমার পাদপূজা করিতে আজ্ঞা দেও। তোমার পদলগ্ন নূপুরের ন্যায় আমাকে আশ্রিত জ্ঞানে মুহূর্ত্তের জন্য শয়নোপরি আমাকে গ্রহণ কর ॥ ৩ ॥

বদনসুধানিধি গলিতমমৃতমিব রচয় বচনমনুকূলম্।
বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধররোধকমুরসি দুকূলম্ (ক্ষণমধুনা) ॥ ৪ ॥
প্রিয়পরিরম্ভণরভসবলিতমিব পুলকিতমতিদুরবাপম্।
মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনসিজতাপম্ (ক্ষণমধুনা) ॥ ৫ ॥

পূজানুজ্ঞাং বিনা পূজা ন শুভাবহেত্যনুজ্ঞাং প্রার্থয়তে বদনেতি। অমৃতমিব বচনং রচয় সরসং বদেত্যর্থঃ। কুতোঽমৃতত্বং বচনস্য যতো বদনেন্দোর্গলিতম্। কীদৃশম্?—তদনুকূলমেব অমৃতবদ্ভবতীতি নন্বু কিমেতাবতা তবেপ্সিতং সেৎস্যতীত্যাহ, উরসি দুকূলম্ অপসারয়ামি, উরসীতি পঞ্চম্যর্থে সপ্তমী। কুতঃ?—পয়োধররোধকম্। কমিব?—বিরহমিব, যথা বিরহেণ পয়োধরদর্শনং বিচ্ছিদ্যতে তথানেনাপীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

ততঃ বক্রমবলোকয়ন্তীং প্রতি ব্যাকুলঃ সন্নাহ প্রিয়েতি। হে প্রিয়ে! মদুরসি কুচকলসং স্থাপয়। উরস্যেবার্পণে হেতুমাহ।—অতিদুর্লভং দুরবাপস্য হৃদ্যেব ধারণযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। তর্হি কথং তৎপ্রাপ্তিরত আহ। প্রিয়স্য মম পরিরম্ভণায় যো রভসস্তেন উচ্ছলিতমিবোৎপ্রেক্ষে তদপি কুতোঽবগতং পুলকিতং যথার্ত্তবালাবলোকাৎ করুণস্তদার্তিশমনায় পুলকিতো ভবতি তদ্বদয়মপীত্যর্থঃ। কিমর্থং তন্নিবেশনং প্রার্থ্যতে তত্রাহ।—কামতাপং খণ্ডয়, রসায়নার্পণাত্তাপোপশান্তির্ভবতি এবেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তোমার বদন অমৃতের আকর; উহা হইতে পীযুষবৎ মধুর সদয়বাণী নির্গত হউক, আমি তোমার কুচযুগলের আচ্ছাদনকারী বিরহ-স্বরূপ বক্ষস্থ বসন অপসারিত করি ॥ ৪॥

হে প্রিয়তমে! আমি কামাগ্নিতে সন্তাপিত। আমার আলিঙ্গনপ্রাপ্তির আবেশে উচ্ছ্বসিত ও পুলকিত সুদুর্লভ তদীয় পয়োধরযুগল আমার বক্ষে স্থাপন কর। আমার সন্তাপ বিগত হউক ॥ ৫ ॥

অধরসুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসম্।
ত্বয়ি বিনিহিতমনসং বিরহানলদগ্ধবপুষমবিলাসম্ (ক্ষণমধুনা) ॥ ৬ ॥
শশিমুখি মুখরয় মণিরশনাগুণমনুগুণকণ্ঠনিনাদম্।
শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে শময় চিরাদবসাদম্ (ক্ষণমধুনা) ॥৭

অন্যথা মম দশমীদশৈব স্যাদিত্যাহ।—হে ভামিনি! বক্রদৃষ্ট্যাবলোকনাৎ ভামিনীত্যুক্তম্। অধরসুধারসং দেহি। কিমর্থম্?—মৃতমিব দাসং জীবয়। মামিত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ম্; অমৃতং দত্ত্বা মৃতমিব মাং জীবয়েত্যর্থঃ। অত্রাত্মনোঽনন্যগতিকত্বমাহ।—ত্বয্যেবার্পিতং মনো যেন তম্। ননু তে কাপি পীড়া নোপলভ্যতে তৎ কথং তথাভূতমাত্মানং কথয়সি ইত্যাহ।—বিরহানলেন দগ্ধং বপুর্যস্য তম্। তজ্জ্ঞানং কুতস্তত্রাহ;—অবিলাসং বিলাসাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

মৌনেন তৎসম্মতিমালক্ষ্য লোভাদন্যদপি প্রার্থয়তে। হে শশিমুখি! মণিরশনাগুণং মুখরীকুরু। কীদৃশম্?—অনুগুণং সদৃশঃ কণ্ঠনিনাদঃ যস্য। তৎপ্রার্থনাবিশেষোঽয়ং তেন কিং স্যাত্তত্রাহ।—মম শ্রুতিপুটযুগলে চিরকালীনমবসাদং শময়। তদবসাদ এব কুতস্তত্রাহ।—পিকরুতৈর্ব্যাকুলে ॥ ৭ ॥

হে মানময়ি! বিলাসাভাবে বিচ্ছেদাগ্নিতে দগ্ধদেহ ত্বন্ময়প্রাণ এই মৃতবৎ কিঙ্করকে অধরামৃতদানে জীবিত কর ॥ ৬ ॥

হে বিধুবদনে! মদীয় শ্রবণদ্বয় পিকরব-শ্রবণে বিকল হইয়া উঠিয়াছে। মেখলা শব্দায়মান করিয়া আমার চির-অবসন্নতা নিবারণ কর ॥ ৭ ॥

মামতিবিফলরুষা বিকলীকৃতমবলোকিতুমধুনেদম্ ।
মীলতি লজ্জিতমিব নয়নং তব বিরম বিসৃজ রতিখেদম্ (ক্ষণমধুনা) ॥ ৮॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমনুপদনিগদিতমধুরিপুমোদম্ ।
জনয়তু রসিকজনেষু মনোরমরতিরসভাববিনোদম্ (ক্ষণমধুনা) ॥ ৯ ॥

মধ্যাকারণকোপে তব নয়নং প্রমাণমিতি নিগদ্য প্রার্থয়তে। ইদং তব নয়নং অধুনা মামবলোকয়িতুং লজ্জিতমিব মীলতি মুদ্রিতমিব ভবতি। কিমিতি লজ্জিতমত আহ,—মধ্যাকারণকোপেন বিকলীকৃতং অন্যোঽপি যঃ কশ্চিন্নিরপরাধং কুপিত্বা ব্যাকুলীকরোতি সোঽপি তন্মুখাবলোকনেন লজ্জিতো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। তর্হি অধুনা কিং করণীয়ম্, তদুপদিশত্যাহ। বিরম রোষাদিতি জ্ঞেয়ম্; ততো রতৌ খেদং বাম্যং ত্যজ ॥ ৮ ॥

ইদং প্রার্থনারূপং শ্রীজয়দেবভণিতং কর্তৃ রসিকজনেষু শ্রীকৃষ্ণভক্তজনবিশেষেষু শ্রীকৃষ্ণস্য রতিরসে যো ভাবস্তদাস্বাদরূপত্বেন যো বিনোদঃ সুখং তৎ জনয়তু। যতঃ প্রতিপদং নিগদিতো মধুরিপোর্মোদো যত্র তৎ ॥ ৯ ॥

বিনা কারণে তুমি কুপিতা হওয়াতে আমি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। অধুনা আমাকে দেখা দিয়া তোমার নেত্রদ্বয় লজ্জিত হইয়াই যেন মুদিত হইতেছে। ক্ষান্ত হও, ক্রোধ ত্যাগ করিয়া রতিতে অনুকূল হও ॥ ৮ ॥

পদে পদে মধুসূদনের কৌলিহর্ষসূচক জয়দেবরচিত এই গীতি ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে রতিরসাস্বাদজন্য আনন্দ উৎপাদন করুক ॥ ৯ ॥

প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ,
ক্রীড়াকূতবিলোকনেঽধরসুধাপানে কথানর্ম্মভিঃ।
আনন্দাধিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেঽপি যস্মিন্নভূ-
দুদ্ভূতঃ স তয়োর্বভূব সুরতারম্ভঃ প্রিয়ম্ভাবুকঃ ॥ ১০

এবং কেল্যুপকরণসামগ্রীং নিরূপ্যোপক্রমসূচিতরহঃকেলিপর্য্যবসানমাহ প্রত্যূহেত্যাদিনা। যস্মিন্ সুরতারম্ভে প্রত্যূহো বিঘ্নোঽপি তয়োঃ প্রিয়ম্ভাবুকঃ প্রীতিজনকোঽভূৎ, স সুরতারম্ভ উদ্ভূতো বভূব। অন্যত্রারম্ভে মধ্যে বা প্রত্যূহো দোষজনকো দৃষ্টঃ, ইহ ত্বাদৌ মধ্যেঽপি প্রত্যূহঃ উত্তরোত্তরক্রীড়ারম্ভক এবেত্যারম্ভস্যাদ্ভুতত্বং সূচিতম্। কুত্র কেন প্রত্যূহ ইত্যাহ। নিবিড়াশ্লেষে কর্ত্তব্যে পুলকাঙ্কুরেণ ক্রীড়াকূতবিলোকনে নিমেষেণ অধরসুধাপানে কথানর্ম্মভিঃ মন্মথকলাযুদ্ধে আনন্দাবেশবিশেষেণ, এতেন কেলীনাং পরমপ্রেমবিলাসত্বং দর্শিতম্ ॥ ১০ ॥

গাঢ় আলিঙ্গনকালে লোমাঞ্চ আলিঙ্গনের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল, রতিক্রীড়াকালে যখন প্রিয়তমার বিধুমুখ দর্শনে ব্যস্ত হইলেন, তখন নেত্রের নিমেষপতন হেতু বাধা উৎপাদন করিল; অন্তরের আবেগে যে সময়ে অধরসুধাপানে লোলুপ হইলেন, তখন রাধার বিদ্রূপবচন দারুণ বাধা উৎপাদন করিতে লাগিল; রতিলীলারূপ সমরসময় উপস্থিত হইলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইয়া সংগ্রামের শেষ করিয়া দিল; এই কেলিযুদ্ধসময়ে যত প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, পরিণামে তাহারা সকলেই পরমহর্ষ দান করিয়া উভয়কে প্রীত করিল ॥ ১০ ॥

দোর্ভ্যাং সংযমিতঃ পয়োধরভরেণাপীড়িতঃ পাণিজৈ-
রাবিদ্ধো দশনৈঃ ক্ষতাধরপুটঃ শ্রোণীতটেনাহতঃ।
হস্তেনানমিতঃ কচেঽধরসুধাপানেন সম্মোহিতঃ,
কান্তঃ কামপি তৃপ্তিমাপ তদহো কামস্য বামা গতিঃ॥ ১১॥
মারাঙ্কে রতিকেলিসঙ্কুলরণারম্ভে তয়া সাহস-
প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরি প্রারম্ভি যৎ সম্ভ্রমাৎ।

ন কেবলং প্রত্যূহ এব বন্ধনাদিকমপি প্রীতিজনকো বভূবেত্যাহ দোর্ভ্যামিতি। কামস্য প্রেম্নো বামাদ্ভুতা গতিরহো আশ্চর্য্যম্। তদ্গতের্ব্বামত্বং কুতঃ তৎ আহ দোর্ভ্যাং সংযমিত ইত্যাদিনা। কান্তায়াঃ সংযমনাদিভিঃ পরিভূতোঽপি যৎ কান্তঃ কামপি অনির্ব্বচনীয়াং তৃপ্তিং প্রাপ্তস্তদদ্ভুতমেবেত্যর্থঃ॥ ১১॥

অথ তৎক্রীড়াবিশেষমেবাহ মারাঙ্কে ইতি। রতিকেলিরেব সংকুলরণঃ পরস্পরাহতসংগ্রামস্তস্যারম্ভে তয়া শ্রীরাধয়া কান্তজয়ায় তস্য কান্তস্য উপরি সাহসপ্রায়ং যৎ কিঞ্চিৎ অনির্ব্বচনীয়ং প্রারম্ভি তৎসংগ্রামাৎ সম্ভ্রমজনিতাৎ আয়াসাৎ ইতি যাবৎ; শ্রীরাধায়া জঘনস্থলী নিস্পন্দা জাতা, দোর্ব্বল্লী শিথিলিতা, বক্ষঃ উচ্চৈঃ কম্পিতং, অক্ষি মীলিতং,

---

আহা! কামের গতি কি বিচিত্র! প্রহার করিলেই মানুষেরা কষ্ট বোধ করে; কিন্তু শ্রীহরি যদিও শ্রীমতীর ভুজলতাতে আবদ্ধ, স্তনভারে নিপীড়িত, নখাঘাতে ক্ষতবিক্ষত, নিতম্বতাড়নে বিষম আহত এবং রাধা কর্ত্তৃক কেশাকর্ষণে সংযমিত ও অধর-সুধাপানে মোহিত হইলেন, তথাপি তিনি অনির্ব্বচনীয় রসাস্বাদপূর্ব্বক হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন॥ ১১॥

প্রথমতঃ শ্রীমতী সাহসে ভর করিয়া বল্লভকে পরাভব করিবার জন্য তদীয় বিশাল বক্ষের উপর আরূঢ় হইয়াছিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য,

নিস্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলিতা দোর্বল্লিরুৎকম্পিতং,

বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি ॥ ১২ ॥

মীলদ্দৃষ্টি মিলৎকপোলপুলকং * শীৎকারধারাবশা-

দব্যক্তাকুলকেলিকাকুবিকসদ্দন্তাংশুধৌতাধরম্ ।

জাতৌ একত্বম্। তত্রার্থান্তরন্যাসমাহ,—পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি। কীদৃশে? রণারম্ভে মারাঙ্কে, কেলিপক্ষে—মারঃ কামঃ, রণপক্ষে—মারণং উভয়ত্র অঙ্কঃ চিহ্নম্ ॥ ১২ ॥

ততঃ তস্যা রসাবেশাবসরে প্রিয়ঃ অধরং পীতবানিত্যাহ মীলদিতি। ধন্যম্ আত্মানং মন্যমানঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীরাধায়া আননং পিবতি। কীদৃশ্যাঃ?—হর্ষোৎকর্ষস্য বিমুক্ত্যা প্রসৃত্যা নিঃসহা ধর্তুমশক্যা তনুর্যস্যাঃ তস্যাঃ। কীদৃশঃ?—শ্বাসেন উন্নদ্ধয়োঃ স্ফাতয়োরুচ্চয়োঃ পয়োধরয়োঃ উপরি পরিষঙ্গো বিদ্যতে যস্য সঃ। অনেন পানে হেতুগর্ভবিশেষণানি আহ। মীল-দৃষ্টি তথা মিলৎকপোলপুলকং তথা চ শীৎকারস্য যা ধারা অনবচ্ছিন্নতা তস্যা বশাৎ অব্যক্তা আকুলা যা কেলিষু কাকুঃ তয়া বিকসদ্ভির্দন্তাংশুভি-

মুহূর্ত্ত পরেই গুরুতর শ্রমে তদীয় নিতম্ব নিস্পন্দ, ভুজলতা শিথিলিত, বক্ষ কম্পিত ও নেত্রদ্বয় মুদিত হইল। রমণীরা পুরুষের ন্যায় পৌরুষরস ধারণে কবে সমর্থ হইয়া থাকে? ॥ ১২ ॥

শ্রীহরি ভাগ্যশীল, তিনিই ধন্য। কেন না, যখন ঘন ঘন শ্বাসযোগে রাধার স্তনযুগল উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল, তখন তিনি উহাকে মর্দ্দন করিতেছিলেন; যে সময়ে আনন্দাতিশয্যে শ্রীমতীর দেহ অবশ হইয়া-ছিল, তখন তিনি মুহুর্মুহুঃ চুম্বন করিয়াছিলেন। আহা! সেই শ্রীবদনের

* ঈষন্মীলিতদৃষ্টি মুগ্ধহসিতং—ইতি পাঠান্তরম্।

শ্বাসোন্নদ্ধপয়োধরোপরিপরিষঙ্গী * কুরঙ্গীদৃশো,
হর্ষোৎকর্ষবিমুক্তিনিঃসহতনোর্ধন্ত্যো ধয়ত্যাননম্ ॥ ১৩ ॥
তস্যাঃ পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো নিদ্রাকষায়ে দৃশৌ,
নির্ধৌতোঽধরশোণিমা বিলুলিতাঃ স্রস্তস্রজো মূর্দ্ধজাঃ।
কাঞ্চীদাম দরশ্লথাঞ্চলমিতি প্রাতর্নিখাতৈর্দৃশো-
রেভিঃ কামশরৈস্তদদ্ভুতমভূৎ পত্যুর্মনঃ কীলিতম্ ॥ ১৪ ॥

ধৌতঃ অধরঃ যত্র তৎ। অনেন রসাবেশঃ সূচিতঃ। অথ সুরতান্তে চিহ্নশোভিতবপুর্দর্শনেন প্রিয়স্য প্রেমোৎসবমাহ তস্যা ইতি। তস্যা উরঃ পাটলপুষ্পবৎ পাণিজেন নখেন অঙ্কিতং দৃশৌ নিদ্রয়া লোহিতে অধর-শোণিমা নির্ধৌতশ্চুম্বনাদিনা ক্ষালিতাঃ কেশা বিলুলিতাঃ স্রস্তস্রজঃ বন্ধন-শৈথিল্যাদিতিস্ততো গতা ইত্যর্থঃ। কাঞ্চীদাম ঈষৎশ্লথপ্রান্তভাগম্। প্রাতঃ-সময়ে এভিঃ কামশরৈঃ পত্যুর্দৃশোঃ লগ্নৈর্মনো বিদ্ধং ইত্যেতৎ অদ্ভুতমভূৎ। অন্যত্রার্পিতশরৈঃ অন্যৎ বিদ্ধমিতি আশ্চর্য্যম্ ॥ ১৩-১৪ ॥

মাধুরী কি মনোহারিণী! নেত্র নিমীলিত হইয়া আসিতেছে, গণ্ডযুগল পুলকে পূরিত হইতেছে। দশনদংশনে অধর যে ক্ষত হইয়া-ছিল, যেন তাহাকে শীতল করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ফুৎকার বৃদ্ধি হই-তেছে, রতিজন্য হর্ষে আকুলভাবে অব্যক্ত শব্দ বহির্গত হইতেছিল, তাহাতে অনুমান হয় যেন, দন্তের শ্বেতরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া বিম্বাধরকে ধৌত করিয়া দিতেছে। শ্রীমতীর বক্ষঃপ্রদেশ নখরাঘাতে পাটলবর্ণে সমঙ্কিত, নেত্রযুগল নিদ্রাবশে কষায়িত, অধরপুটের রক্তিমাভা ধৌত, কেশপাশ আলুলায়িত, মালা পুষ্পবর্জ্জিত, কাঞ্চী ঈষৎ শিথিলিত, কিন্তু কি আশ্চর্য্য,

* শ্বাসোন্নদ্ধপয়োধরঃ পরপরিষঙ্গং—ইতি পাঠান্তরম্।

ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদলোলৌ কপোলৌ,
স্পষ্টা দষ্টাধরশ্রীঃ কুচকলসরুচা হারিতা হারযষ্টিঃ।
কাঞ্চী কাঞ্চিদ্ গতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্য সদ্যঃ,
পশ্যন্তী সত্রপং মাং তদপি বিলুলিতস্রগ্ধরেয়ং ধিনোতি ॥ ১৫ ॥

তন্মনঃ কীলিতং তস্যৈব ভাবনয়া দ্যোতয়তি ব্যালোল ইতি। ইয়ং শ্রীরাধা বিমর্দ্দিতমালাধারিণ্যাপি মাং প্রীণয়তি পুনরপি রত্যুৎসুকং করোতি। ন কেবলমীদৃশী অপি চ স্তনজঘনপদং সদ্যঃ পাণিনা আচ্ছাদ্য সত্রপং যথা স্যাৎ তথা মাং পশ্যন্তী বসনাদিব্যতিরেকেণ কেবলাঙ্গশোভাদর্শনাৎ প্রীণনমিতি জ্ঞেয়ম্। কুতঃ সলজ্জং পশ্যন্তী ইত্যাহ। কেশপাশো ব্যালোলো বিকীর্ণ ইত্যর্থঃ। অলকৈস্তরলিতম্। কপোলৌ স্বেদেন লোলৌ ব্যাপ্তৌ ইত্যর্থঃ। দষ্টাধরশ্রীঃ স্পষ্টা, কুচকলসয়ো রুচা স্পর্দ্ধয়েব হারযষ্টির্হারিতা, কাঞ্চী কাঞ্চিৎ আশাং গতা, রসাবেশশৈথিল্যে নিজাঙ্গাবলোকনাৎ আত্মনঃ ক্রীড়াবিশেষাবেশকলনাৎ সত্রপামিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫ ॥

প্রভাতে এই পাঁচটি কামশরের ন্যায় হরির নেত্রে নিখাত হইবামাত্র তদীয় হৃদয় দৃঢ়রূপে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল ॥ ১৩-১৪ ॥

আলুলায়িতকেশা, বিমর্দ্দিতমাল্যধারিণী, বিস্রস্তালকা, স্বেদসিক্ত-কপোলবিশিষ্টা, সম্যক্ প্রকাশিতক্ষতধারা, হারশোভিতা, পীনকুচা, স্খলিতকাঞ্চী, বিবসনা হেতু হস্ত দ্বারা স্তনজঘন আচ্ছাদনপূর্ব্বক সলজ্জ-দৃষ্টিক্ষেপকারিণী শ্রীমতীকে দেখিয়া আমার রতিকেলি-উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইতেছে ॥ ১৫ ॥

ইতি মনসা নিগদন্তং * সুরতান্তে সা নিতান্তখিন্নাঙ্গী।
রাধা জগাদ সাদরমিদমানন্দেন গোবিন্দম্ ॥ ১৬ ॥

(গীতম্)

(রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে)

কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে।
মৃগমদপত্রকমত্র মনোভবমঙ্গলকলসসহোদরে।

এবং প্রিয়দর্শনানন্দোন্মত্তা প্রিয়ং জগাদেতি। সা শ্রীরাধা গোবিন্দং আনন্দেন ইদং বক্ষ্যমাণং জগাদ। কীদৃশম্?—ইত্যুক্তপ্রকারেণ মনসা নিগদন্তম্ অতএব আদরেণ সহ বর্ত্তমানং অসমানোর্দ্ধপ্রত্যঙ্গদর্শনাৎ ইতি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশী?—সুরতান্তে নিতান্তখিন্নাঙ্গী ॥ ১৬ ॥

কুর্ব্বিত্যাহ। যদুনন্দনে ক্রীড়তি সতি সা শ্রীরাধা নিজগাদ; তং প্রতি ইতি প্রকরণাৎ জ্ঞেয়ম্। ক্রীড়তি ইতি সুরতান্তেঽপি চিক্রীড়িষোদয়াৎ অখণ্ডলীলত্বমুক্তম্। ইচ্ছামাত্রেণ কথং ক্রীড়নং সেৎস্যতীতি তত্রাহ। —তস্যা হৃদয়মানন্দয়তি স্বচাপল্যেন ক্রীড়নায় উন্মুখং করোতি, যস্তস্মিন্ ক্রীড়তি জগাদেতি, ক্রীড়নসময়েঽপি প্রিয়প্রেরণাৎ তস্যা নিত্যস্বাধীনভর্ত্তৃকাত্বে প্রাধান্যং দ্যোতিতম্। হে যদুনন্দন! ইত্যুক্তরীত্যা মহাকুলোদ্ভবত্বেন সর্ব্বাতিশায়িনায়কগুণখ্যাপনায় সম্বোধনম্। যদি পুনর্ম্মনোভবমথারম্ভঃ সম্ভবতি, তদা মম পয়োধরে কস্তূরীপত্রভঙ্গং করেণ কুরু।

সুরতাবসানে পরিশ্রান্তা শ্রীমতী ঐ প্রকার চিন্তামগ্ন হরিকে সানন্দে ও সাদরে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৬ ॥

হে হৃদয়ানন্দ যদুপতে! মদীয় কুচকলস, কামদেবের মঙ্গলকলস

---

* অত্র সহসা সন্তুষ্টং—ইতি পাঠান্তরম্।

নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে ॥ ১৭ ॥ (ধ্রুবম্)
অলিকুলগঞ্জনমঞ্জনকং রতিনায়কসায়কমোচনে ।
ত্বদধরচুম্বনলম্বিতকজ্জলমুজ্জ্বলয় প্রিয় লোচনে (নিজগাদ সা) ॥ ১৮ ॥
নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিকাশনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে ।
মনসিজপাশবিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে (নিজগাদ সা) ॥ ১৯

কথং তত্র তৎ করণীয়ম্ অত আহ ।—কামস্য যো মঙ্গলকলসস্তৎসদৃশে মঙ্গলকলসোঽপি তথা বিধানেন স্থাপ্যতে অতস্ত্বমপি কুরু ইত্যর্থঃ । কীদৃশে ?—চন্দনাদপি অতিশীতলেন শীতলত্বেনাব্যগ্রতয়া করণ-যোগ্যতা সূচিতা ॥ ১৭ ॥

ততশ্চ তদুপকরণানি আপাদয় ইত্যাহ অলীতি । হে প্রিয় ! লোচনে ত্বদধরচুম্বনেন লম্বিতং গলিতং কজ্জলম্ উজ্জ্বলয় অর্পয় ইত্যর্থঃ । কীদৃশম্ ?—অলিকুলগঞ্জনং সঞ্জনয়তি ইতি তাদৃশম্ । কীদৃশে ?—কামবাণান্ কটাক্ষরূপান্ মোচয়তীতি মোচনং তস্মিন্ । কজ্জলাদিকমপি তত্রাপে-ক্ষিতমস্তীতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

হে শুভবেশ ! মম নয়নমেব কুরঙ্গস্তস্য তরঙ্গকুর্দ্দনং তস্য যঃ বিকাশ-স্তস্য নিরাসকরং যৎ শ্রুতিমণ্ডলং তস্মিন্, কুণ্ডলে অর্পয় । কুতস্তন্নিরা-করণং শ্রুতেরত আহ । মনসিজস্য পাশস্য বিলাসধরে পাশো মৃগবন্ধন-

সদৃশ ; তুমি স্বদীয় চন্দনস্নিগ্ধ কর দ্বারা ইহাতে কস্তূরীপত্র রচনা করিয়া দেও ॥ ১৭ ॥

হে সুদর্শন ! কন্দর্পক্ষিপ্ত শরের তুল্য মদীয় লোচনযুগল হইতে ভ্রমরপংক্তি অপেক্ষাও অধিক নীলবর্ণ যে কজ্জল তোমার মুখচুম্বনে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার উজ্জ্বল করিয়া দেও ॥ ১৮ ॥

হে মনোহরবেশধারিন্ ! আমার যে শ্রবণদ্বয়ের আকার

ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং সুচিরং মম সম্মুখে।
জিতকমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্ম্মজনকমলকং মুখে (নিজগাদ সা)॥ ২০ ॥
মৃগমদরসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে।
বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে (নিজগাদ সা)॥ ২১ ॥

রজ্জুস্তদ্বিলাসং ধরতীত্যর্থঃ। শুভকর্ম্মণি কৃতবেশস্ত তব প্রিয়ত্বাৎ মমাপি তথা বেশকরণং যুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৯ ॥

তথা মম মুখে অলকং সংস্কুরু। তত্র হেতুঃ,—সখীপরিহাসজনকং যতঃ সম্মুখে সুচিরং কালং ব্যাপ্য মুখকমলস্তোপরি ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তম্ অতএব রুচিরম্। কীদৃশে ?—জিতকমলে অতো বিমলে। মুখস্ত কমলত্বেন অলকস্ত ভ্রমরত্বেন নিরূপিতম্॥ ২০ ॥

হে কমলানন! মম ললাটচন্দ্রে মৃগমদরসেন বলিতং তিলকং ললিতং যথা স্তাৎ তথা কুরু। কীদৃশম্ ?—কৃতা কলঙ্কস্ত কলা অংশো যেন তৎ। ললাটস্ত বালচন্দ্রত্বেন মৃগমদতিলকস্ত কলঙ্ককলাত্বেন নিরূপিতম্। কীদৃশে ?—বিশ্রমিতা অপগতা অম্বুকণা যতঃ তস্মিন্। তান্ অপনীয় তিলকং কুরু ইত্যর্থঃ॥ ২১ ॥

মদনপাশের তুল্য এবং যাহাতে নেত্ররূপ হরিণের তরঙ্গবিকাশ বিন্যস্ত আছে, তুমি সেই শ্রুতিপুটে কুণ্ডলযুগল পরাইয়া দেও॥ ১৯ ॥

আমার বদনমণ্ডল পদ্ম হইতেও সুদৃশ্য ও বিমল; দেখ, উহার পুরোভাগে অলকাবলী পতিত হইয়া মনোরম ভ্রমরপংক্তিবৎ শোভা ধারণ করাতে সখীগণ পরিহাস করিতেছে; অতএব মদীয় বদনপ্রসাধন করিয়া দেও॥ ২০ ॥

হে বিমলবদন! মদীয় চন্দ্রসদৃশ ললাটতট হইতে স্বেদবিন্দু মুছিয়া দিয়া শশাঙ্কে কলঙ্করেখার ন্যায় কস্তুরীরস দ্বারা মনোরম তিলক রচনা কর॥ ২১ ॥

মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজধ্বজচামরে।
রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে (নিজগাদ সা)॥ ২২ ॥
সরসঘনে জঘনে মম শম্বরদারণবারণকন্দরে।
মণিরশনাবসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় সুন্দরে (নিজগাদ সা)॥ ২৩ ॥
শ্রীজয়দেববচসি জয়দে হৃদয়ং সদয়ং কুরু মণ্ডনে।
হরিচরণস্মরণামৃতকৃতকলিকলুষজ্বরখণ্ডনে (নিজগাদ সা)॥ ২৪ ॥

হে মানদ! মম কেশে কুসুমানি কুরু। কীদৃশে?—রতিগলিতে সম্ভোগাবেগেন বিকীর্ণে তথা ললিতে যতঃ স্বরূপতঃ সুন্দরে তথা মানসজস্য যো ধ্বজস্তস্য চামরে কিঞ্চ ময়ূরপুচ্ছস্যেব ডামর আটোপো যস্য তস্মিন্ মানসজধ্বজাদাটোপনাদিকমপি তদুপযোগ্যমেবেত্যর্থঃ॥ ২২ ॥

তথা হে শুভাশয়! শুদ্ধান্তঃকরণস্যৈব ক্রিয়াসিদ্ধেস্তথাশব্দঃ প্রযুক্তঃ। মম জঘনে মণিরশনাবসনাভরণানি পরিধাপয়। যতঃ সুন্দরে অধুনা এতৎকরণং যুক্তমিত্যর্থঃ। তথা সরসঘনে সরসঞ্চ তৎ ঘনঞ্চেতি তস্মিন্; অপিচ কাম এব হস্তী তস্য কন্দররূপে॥ ২৩ ॥

শ্রীজয়দেববচসি সদয়ং যথা স্যাৎ তথা হৃদয়ং কুরু। স্নিগ্ধান্তঃকরণস্যৈব

হে মানদ! মদনের রথধ্বজস্থ চামরের তুল্য আমার চিকুর রতি-সময়ে স্খলিত হইয়া মনোহরভাব ধারণ করিয়াছে। উহা ময়ূরবর্হের ন্যায় সুন্দর, তুমি ঐ কুন্তলে কুসুমরচনা করিয়া দেও॥ ২২ ॥

হে উদারহৃদয়! আমার নিতম্বদেশ বিপুল ও সরস, উহা মদন-হস্তীর কন্দরবৎ সুন্দর। তুমি উহাতে মণিময় কাঞ্চীদাম, বসন ও বিভূষণ অর্পণ কর॥ ২৩ ॥

জয়দেবরচিত এই শুভকর বাক্যশ্রেণী কৃষ্ণপদস্মরণরূপ সুধা

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়ো-
র্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরীভরম্।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরা-
বিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ ॥ ২৫ ॥
পর্য্যঙ্কীকৃতনাগনায়কফণাশ্রেণীমণীনাং গণে,
সংক্রান্তপ্রতিবিম্বসংবলনয়া বিভ্রৎবিভুপ্রক্রিয়াম্।

এতৎশ্রবণযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। যতো জয়ং শ্রীকৃষ্ণং দদাতীতি জয়দস্তস্মিন্। তত্র হেতুঃ—হরিচরণস্মরণমেব অমৃতং তেন কৃতং কলিকলুষজ্বরেণ যঃ সন্তাপস্তস্য খণ্ডনং যেন তস্মিন্ অতএব মণ্ডনে ভূষণরূপ ॥ ২৪ ॥

অত্যাবেশেন তয়া পুনরুক্তঃ সন্ তথা অকরোৎ ইত্যাহ রচয়েতি। রচয় কুচয়োঃ পত্রমিত্যাদিকম্ ইত্যনেন প্রকারেণ তয়া আজ্ঞপ্তঃ পীতাম্বরোঽপি প্রীতস্তথৈব অকরোৎ। অপিশব্দেন রতান্তর্ব্যসনব্যত্যয়াভাবেঽপি তদাজ্ঞাকরণাৎ তস্য খণ্ডিততদধীনত্বং দৃঢ়ীকৃতম্ ॥ ২৫ ॥

অথ শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বোক্তদর্শনাৎ তৃপ্ত্যুৎকণ্ঠাবগুণ্ঠিতঃ শ্রীকৃষ্ণো

দ্বারা কলিপাতকরূপ জ্বরের তাপ বিনাশ করে,, এই মনোরম রচনা তোমার বিভূষণস্বরূপ হউক ॥ ২৪ ॥

রাধিকা কহিলেন, "পয়োধরদ্বয় কস্তুরিকাপত্রে ও, গণ্ডদেশ চন্দনে অনুলিপ্ত কর। জঘনদেশে কাঞ্চীদাম, কবরীতে পুষ্পমালা, হস্তে বলয় ও পদে নূপুর প্রদান কর।" রাধা পীতাম্বরকে এইরূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই সম্পাদন করিলেন ॥ ২৫ ॥

যিনি অনন্তমস্তকে শয়ান ও তৎফণামণ্ডলস্থ মণিতে প্রতিবিম্বিত

পাদাম্ভোরুহধারিবারিধিসুতামক্ষ্ণাং দিদৃক্ষুঃ শতৈঃ,
কায়ব্যূহমিবাচরন্নুপচিতীভূতো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ২৬ ॥
ত্বামপ্রাপ্য ময়ি স্বয়ংবরপরাং ক্ষীরোদনীরোদরে,
শঙ্কে সুন্দরি কালকূটমপিবন্মূঢ়ো মৃড়ানীপতিঃ।

নেত্রবাহুল্যমিচ্ছন্ শ্রীনারায়ণস্য লক্ষ্মীদর্শনং শ্লাঘিতবান ইতি স্মরন্ কবিঃ আশিষং প্রযুঙ্‌ক্তে পর্য্যঙ্কীকৃতেতি। হরির্নারায়ণো বো যুষ্মান্ পাতু। কীদৃশঃ ?—কায়ব্যূহমাচরন্নিব উপচিতীভূতো বৃদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি উৎপ্রেক্ষে। তত্র হেতুঃ,—পাদাম্ভোরুহধারিবারিধিসুতাং লক্ষ্মীং অক্ষ্ণাং শতৈর্দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ। তৎপ্রকারমাহ, তল্পীকৃতস্য শেষস্য ফণাশ্রেণ্যাং যে মণয়স্তেষাং গণে মিলিতানাং প্রতিবিম্বানাং প্রসরণেন বিভুপ্রক্রিয়াং সর্ব্বব্যাপিভাবং বিভ্রৎ ॥ ২৬ ॥

এবং চিন্তয়ন্ অত্যুচ্ছলিতোৎকণ্ঠয়া তদবলোকনায় তস্য বৈচিত্র্যাপত্তেঃ পুনঃ শ্রীনারায়ণচরিতবর্ণনকৌতুকমাতনোদিতি স্মরন্ পুনরাশিষমাহ ত্বামিতি। হরিঃ শ্রীকৃষ্ণো বো যুষ্মান্ পাতু। কীদৃশঃ ?—শ্রীরাধায়া বক্ষোঽঞ্চলম্ অপসার্য্য স্তনকোরকোপরি মিলন্নেত্রঃ। কীদৃশ্যাঃ ?—হে

হইয়া সর্ব্বব্যাপী রূপ ধারণ পূর্ব্বক চরণকমলধারিণী কমলাকে শত শত নেত্রে দেখিবার জন্যই যেন বহুদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ তোমাদিগের রক্ষাবিধান করুন ॥ ২৬ ॥

"হে সুন্দরি ! ক্ষীরোদধিগর্ভে তুমি স্বয়ংবরা হইয়া আমাকে বরণ করিলে, তোমাকে প্রাপ্ত না হওয়াতে ভবানীবল্লভ অচেতন হইয়া গরলসেবন

ইত্থং পূর্ব্বকথাভিরন্যমনসো নিক্ষিপ্য বক্ষোঽঞ্চলং,
রাধায়াস্তনকোরকোপরি মিলন্নেত্রো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ২৭ ॥
যদ্গান্ধর্ব্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং,
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্ ।

সুন্দরি ! ক্ষীরসমুদ্রস্য নীরমধ্যে ত্বাম্ অপ্রাপ্য শিবো মূঢ়ঃ সন্ কালকূটং বিষম্ অপিবৎ ইতি অহং শঙ্কে, ইত্যনেন প্রকারেণ পূর্ব্বকথাভিস্তদশ্রুত-পূর্ব্বাভিবিস্মিতচিত্তায়াঃ । কীদৃশীং ত্বাম্ ?—ময়ি স্বয়ংবরপরাম্ ॥ ২৭ ॥

অথোপসংহারেঽপি স্বাভীষ্টোপাসনায়াং সর্ব্বোত্তমতানিশ্চয়াবেশেন কারুণ্যোদয়াৎ তত্র সন্দিহানান্ ভক্তরসিকজনান্ প্রত্যাহ যদ্গান্ধর্ব্বেতি । ভোঃ সুধিয়ঃ ! শ্রীজয়দেবপণ্ডিতকবেঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ তৎসর্ব্বমানন্দেন সহিতাঃ পরি সর্ব্বতোভাবেন শোধয়ন্তু, আশঙ্কাপঙ্কমুদ্ধারয়ন্তু নিশ্চিন্বন্তু ইত্যর্থঃ । তৎ কিমিত্যাহ । যৎ গান্ধর্ব্বকলাসু সঙ্গীতশাস্ত্রোক্তগীত-রাগতালাদিষু যন্নৈপুণ্যং তদেব নির্ব্বন্ধনানুসারেণ জানন্তু ইত্যর্থঃ । ন কেবলমেতৎ অপি তু যদ্বৈষ্ণবং সর্ব্বব্যাপনশীলস্য বিষ্ণোঃ সর্ব্বাবতারিণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তেঃ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনবিষয়ং যদনুধ্যানং স্বাভীষ্টচিত্তলীলাবিচারাসমাধানাদনুক্ষণচিন্তনং তদপ্যেতৎ দৃষ্ট্বৈব নিশ্চিন্বন্তু

করিয়াছিলেন,” এইরূপ পূর্ব্বকথা রাধাকে স্মরণ করাইয়া দিলে রাধিকা বিমনা হইলে যিনি তদীয় বক্ষের অঞ্চল অপসারণপূর্ব্বক অনিমেষ-নেত্রে কুচকোরকযুগল দর্শন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহরি তোমাদিগের রক্ষা-বিধান্ করুন ॥ ২৭ ॥

হে ভক্তবৃন্দ! হে সজ্জনবৃন্দ! যদি সঙ্গীতাদি শাস্ত্রে, জগদ্ব্যাপী ভগবান্ হরির উপাসনাদিবিষয়ক অনুষ্ঠানে, শৃঙ্গারতত্ত্বে ও কাব্যে

তৎ সর্ব্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ,
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥ ২৮ ॥
সাধ্বী মাধ্বীক ! চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে ! কর্কশাসি,
দ্রাক্ষে ! দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত ! মৃতমসি ক্ষীর ! নীরং রসস্তে ।

নিত্যত্বসর্ব্বোত্তমত্বনিশ্চয়াৎ দৃঢ়ীকুর্ব্বন্তু ইত্যর্থঃ। তত্রাপি দুরূহগতেঃ শৃঙ্গারস্য মহাপ্রেমরসস্য বিচারে যৎ তত্ত্বং দুরূহব্রজলীলাগতং তদপ্যেতদনুসারেণ নিশ্চিন্বন্তু। কাব্যেষু যৎ লীলায়িতং রাসলীলাদিব্যঞ্জকবিশেষগ্রথনং তদপ্যেতদনুসারেণ নিশ্চিন্বন্তু। সর্ব্বত্র হেতুঃ, শ্রীকৃষ্ণে একতানঃ একাগ্রোঽনন্যবৃত্তিরাত্মা মনো যস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণৈকান্তভক্তস্যৈব সর্ব্বগুণাশ্রয়ত্বাদিত্যর্থঃ। যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনে ইত্যুক্তেঃ ॥ ২৮ ॥

অথ হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোতি ইতি শুকোক্তিবৎ এতৎশ্রবণকীর্ত্তনস্মরণানুমোদনপ্রভাবমাহ সাধ্বীতি। হে মাধ্বীক! ইহলোকে যাবৎ জয়দেবস্য বচাংসি বিষক্ সর্ব্বতঃ শৃঙ্গারসারস্বতং ভাবং দদতি, তাবদ্ভবতঃ চিন্তা সাধ্বী ভবতি মধুরত্বেঽপি মাদকত্বাদিত্যর্থঃ। হে শর্করে! ত্বং কর্কশাসি মাদকত্বাভাবেঽপি কঠিনত্বাদিত্যর্থঃ। হে দ্রাক্ষে! কে ত্বাং

রাস-লীলাদিকীর্ত্তনে দক্ষতা পাইবার বাসনা কর, তবে সানন্দে কৃষ্ণগতৈকপ্রাণ, হরিপ্রেমিক, পণ্ডিতবর জয়দেববিরচিত এই গীতগোবিন্দ পাঠপূর্ব্বক উপদেশ লাভ কর ॥ ২৮ ॥

যদবধি জয়দেবকৃত বচনাবলী ধরাধামে শৃঙ্গারসারস্বতভাব দান

মাকন্দ! ক্রন্দ কান্তাধর! ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাব-
দ্ভাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্য বিষ্বগ্বচাংসি ॥ ২৯ ॥

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামা-
দেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য,

দ্রক্ষ্যন্তি কোমলত্বেঽপি নিন্দ্যদেশোদ্ভবত্বাদিত্যর্থঃ। হে অমৃত! ত্বং মৃতমসি মরণান্তরপ্রাপ্যত্বাদিত্যর্থঃ। হে ক্ষীর! তে রসো নীরং নীরবৎ আবর্ত্তনাদ্যপেক্ষত্বাৎ। হে মাকন্দ! আম্র! ত্বং ক্রন্দ ত্বগস্থ্যাদিহেয়াংশ-সাহিত্যাৎ। হে কান্তাধর! ত্বং পাতালম্ অসুরালয়ং যাহি অধোগতলক্ষমত্বাৎ তবাত্র স্থিতিরপি ন যুক্তেত্যর্থ। শ্রীজয়দেববর্ণিত-মধুরাখ্যভক্তিরসাস্বাদনির্ভজনাস্তে ঘৃণামেব করিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

অথ স্বপিতৃমাতৃস্মরণপূর্ব্বকং পরাশরাদিমতজ্ঞাতার এব অধিকারিণ ইতি তান্ প্রতি আশিষয়তি শ্রীভোজেতি। ভোজদেবনামা অস্য পিতা বামাদেবীনাম্নী জননী তস্যাঃ সুতস্য শ্রীজয়দেবকস্য পরাশরাদীনাং

—০—

করিতেছে, হে মধু! তদবধি ত্বদীয় চিন্তায় আর মাধুর্য্য নাই। হে দ্রাক্ষে! তোমার দিকে আর কে দৃষ্টিপাত করিবে? হে অমৃত! তুমি মৃতবৎ হইয়াছ; হে সহকার! তুমি রোদন কর; হে কান্তাধর! তুমি দানবগৃহে প্রস্থান কর ॥ ২৯ ॥

ভোজদেবের ঔরসে বামাদেবীর গর্ভে যাঁহার উদ্ভব, সেই জয়দেব-

পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে

শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে সুপ্রীতপীতাম্বরো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

যে প্রিয়াস্তন্মতজ্ঞাতারস্তেষ্বপি যে বান্ধবাস্তন্মতানুসারেণ শ্রীরাধামাধব-কেলিজ্ঞানেন বন্ধুত্বং প্রাপ্তাস্তেষামেব কণ্ঠে ভূষণবৎ সদা, শ্রীগীত-গোবিন্দাখ্যং কবিত্বমস্তু, অনেনাস্য প্রবন্ধস্য সর্ব্ববেদেতিহাসপুরাণাদি-বক্তৄণাং সম্মত্যা সর্ব্বসারত্বং দুরূহত্বঞ্চ বোধিতম্। অতঃ সর্গোঽয়ং সমৃদ্ধি-মদাখ্যসম্ভোগরসানন্দিতঃ পীতাম্বরঃ যত্র সঃ।

যদ্বৎ স্ববালমুগ্ধোক্তৌ পিত্রা প্রীতিরবাপ্যতে।

তদ্বৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রীয়তামত্র জল্পিতে ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যাং দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

কবিবিরচিত এই গীতগোবিন্দকাব্য পরাশরাদি পুরাতন আচার্য্য হৃদয়বন্ধুবৃন্দের কণ্ঠদেশ অলঙ্কৃত করুক ॥ ২৯ ॥

সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ

(৺রসময় দাস-কৃত পদাবলী)

প্রথম সর্গ

কুঞ্জবনমধ্যে প্রবেশিতে সখীগণ।
কহিছে রাধায় কিছু প্রণয়-বচন॥
কুঞ্জেতে প্রবেশ কর রাধা ঠাকুরাণি।
প্রিয়সখীর বচন অল্প করি মানি॥
কৃষ্ণ-সজ্জায় কুঞ্জে তুমি কর প্রবেশ।
শ্রবণ করহ প্রিয়সখীর আদেশ॥
পূর্ব্বরাত্রে রাস হৈতে এলে মান করি।
তদবধি কৃষ্ণ তোমা অতি ভয় করি॥
কেবল আছেন মাত্র তোমার গোচরে।
কুঞ্জেতে আছেন তাহে বচন না স্ফুরে॥
যদি বল কুঞ্জে প্রবেশিব কোন্ মতে।
তাহার উপায় সব দেখহ সাক্ষাতে॥
মেঘ আসি আচ্ছাদিল গগনমণ্ডলে।
মেঘাবৃত চন্দ্রমা হইল এই কালে॥
বনভূমি তমালের বর্ণ সেই স্থানে।
শ্যামবর্ণ হইয়াছে কেহ নাহি জানে॥
যদি বল মনুষ্যের গমনাগমন।
কেমনে চলিব, তার শুন বিবরণ॥
অন্ধকারে অভিসার-বেশ-ভূষা করি।
চলহ নিকুঞ্জে সব ভয় পরিহরি॥

আনন্দে নিদেশ পেয়ে চলে দুই জন।
প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে লীলা করি অনুক্ষণ॥
অধঃকুঞ্জ লক্ষ্য করি নানা লীলা করি।
চলিলেন বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহরি।
প্রিয়-মিলনের ইচ্ছা জানি সেই কালে।
মেঘ আসি আচ্ছাদিল গগনমণ্ডলে॥
মেঘাবৃত চন্দ্র পুনঃ রহে সেইখানে।
টীকাকার এই মত করিয়া বাখানে॥
নন্দের আদেশ হৈল কৃষ্ণ লয়ে যেতে।
চলিলেন অধঃকুঞ্জ-ক্রমে অলক্ষিতে॥
সঙ্কেতে করিয়া ইহা করিল লিখন।
পূর্ব্ব-অর্থ করিয়াছি মূল প্রয়োজন॥
বৃন্দাবনে যমুনার কূলে নিত্য লীলা।
জয়দেব নিজ গ্রন্থে সব প্রকাশিলা॥
রাধিকা-মাধব-কেলি যমুনার কূলে
জয়যুক্ত বর্তমান কাল শাস্ত্রে বলে॥
অতএব জয়দেব-বাক্যের দেবতা।
শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ জানিবে সর্ব্বথা॥
বক্তা কর্ত্তা হয় গ্রন্থকরণের উক্তি।
কৃষ্ণ ব্যাখ্যা হয় সব জয়দেব-উক্তি॥

তাঁহার চরিত্র যত ব্রজলীলাগণ।
তাহাতে বিচিত্র জয়দেববাক্য মন॥
সেই চিত্র চিত্তপদ্ম হৈতে প্রকাশিয়া।
প্রবন্ধ করিলা সর্ব্বলোকে বুঝাইয়া॥
সরস্বতী শব্দ যদি করয়ে ঘটনা।
তবে পূর্ব্বাপর গ্রন্থ না হয় যোটনা॥
অহর্নিশি লীলা-পদ্ম থাকে যার হাতে।
পদ্মাবতী নামে রাধা জানিহ নিশ্চিতে॥
তাহার চারণবর্গ আছে বৃন্দাবনে।
তারা চক্রবর্ত্তী করি আপনাকে মানে॥
সেই নিত্য সদা সুখে বাড়য়ে দোঁহারে।
বৃন্দাবনে লক্ষ্মী শব্দ না করি বিচারে॥
শ্রীশব্দে শ্রী রাধিকা লিখিল গ্রন্থকার।
বসু-অংশ বসুদেব নন্দ নাম তার॥
তার পুত্র বাসুদেব শ্রীনন্দনন্দন।
তার রতি-কেলি-কথা করিলা রচন॥
এইরূপে প্রবন্ধ করিল মহাশয়।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গীত জানিহ নিশ্চয়॥
আপনার উপাসনা সাধ্য জানাইল।
রাধাকৃষ্ণ-বিলাস-বর্ণন গ্রন্থ কৈল॥
এইরূপে জয়দেব আত্মার যোগ্যতা।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা গীত করিলা সর্ব্বথা॥
মন্দ জন গ্রন্থে না হইবে অধিকারী।
শ্রবণ-অধিকারী ইথে লিখিব বিচারি॥
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে একান্ত শরণ।
অন্য অভিলাষ জ্ঞান কর্ম্ম বিসর্জ্জন॥
ব্রজলীলা উপাসনা অনুরাগধারী।
সেই জন গ্রন্থের হইবে অধিকারী॥
শুন ভক্তগণ সব শ্রীগুরুচরণে।
রাসকেলি-কৌতুক করিয়া বৃন্দাবনে॥
সেই রস আস্বাদন অথবা চিন্তন।
ইহাতে সুস্নিগ্ধ যদি আছে যার মন।
বৈদগ্ধ্য চেষ্টাতে যদি আছে কুতূহলী
রাস-কুঞ্জে লীলা কৃষ্ণ করে গোপী মেলি।
বিলাসকলাতে যদি সরস তোমার
তবে জয়দেববাক্যে কর অঙ্গীকার॥
মধুর কোমল কান্ত জয়দেববাণী।
ইহার শ্রবণে রাধাকৃষ্ণ-লীলা জানি॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-তত্ত্ব লিখন করিয়া।
ভক্তে বুঝাইল আত্মা প্রকাশ করিয়া॥
জয়দেব-সরস্বতী করহ শ্রবণ।
পদশ্রেণী হয় কৃষ্ণ-লীলার বর্ণন॥
শৃঙ্গার-প্রাধান্য হেতু মধুর লক্ষণ।
গান হেতু কমনীয় পদশ্রেণীগণ॥
এই পদ্যে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
টীকাকার তিন বস্তু করিলা সূচন॥
উমাপতি নামে এক মহা কবিরাজ।
পল্লবের প্রায় বাক্য এই তাঁর কাজ॥
নব পল্লবের প্রায় শ্লোক মাত্র করে।
বাক্য গুণযুক্ত কিছু বর্ণিতে না পারে॥
শরণ নামেতে কবি দুরূহ-বর্ণনে।
দুর্ব্বোধক পদ শীঘ্র করি উচ্চারণে॥
অতি শ্লাঘ্য করি তারে কহে কবিগণ
এমন সুশ্রেণী পদ্য না শুনি কখন॥
গোবর্দ্ধন আচার্য্যের স্পর্দ্ধী কেহ নাই।
মহাকবি বলি তাঁরে কবিগণ গাই॥
বসন্তের বর্ণনাতে নাহি অধিকার।
গোবর্দ্ধনাচার্য্য বলি মহাখ্যাতি যাঁর॥
ধোয়ী নামে কবিরাজ অতি শ্রুতিধর।
শ্রবণমাত্রেতে শ্লোক করয়ে বিস্তর॥
শুনিলে সকল গ্রন্থ করিবারে পারে।
আপনি বর্ণিতে মাত্র নাহি অধিকারে॥
বাক্যের সন্দর্ভ-শুদ্ধি জয়দেব জানে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা সেই করয়ে বর্ণনে॥
উমাপতি ধোয়ি গোবর্দ্ধন কবিরাজ।
সামান্য বর্ণন মাত্র এ সবার কাজ॥
জয়দেব কৃষ্ণলীলা-বর্ণনাধিকারী।
অতএব মহাকবি মহাকাব্যকারী॥

প্রলয়কালেতে যত সমুদ্রের গণ।
একীভূত জলে যবে হইল মিলন ॥
তাহাতে নিমগ্ন বেদ তাহা উদ্ধারিতে।
মীনরূপ ধরি তাহা করিলা সাক্ষাতে ॥
জয় জয় জগদীশ মীনরূপধারী।
কেশব হইল নাম কেশি দৈত্যে মারি ॥
বিহিত করিলা তাঁর চরিত্র তাহাতে।
সত্যব্রত রাজার কৈবল্যলাভ যাতে ॥
জয় জয় মীনরূপধারী তোমার।
সত্যব্রত রাজাবে করিলা অঙ্গীকার ॥
রম্যক বর্ষেতে মীনরূপে অধিকারী।
অধিষ্ঠাতৃদেব তুয়া পদে নমস্কারি।
এইরূপ দশ অবতারের বর্ণন।
যাহা হৈতে জানি অবতার-প্রয়োজন ॥
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবী-গণন।
অবহেলে পৃষ্ঠে তাহা করিলা ধারণ ॥
কিণচক্রে পৃথ্বীভার একদিকে রয়।
জয় জয় জগদীশ কূর্ম্মদেব জয় ॥
ধরিলে কচ্ছপরূপ জগৎ-ঈশ্বর।
বরাহ-শরীর অতি দেখিতে সুন্দর ॥
দশনে ধরিয়া ক্ষিতি তুলিলা আপনি।
চন্দ্রে যেন চন্দ্রকলা শোভিছে মেদিনী ॥
বরাহ-শরীরে কৈলা পৃথিবী উদ্ধার।
জয় জয় জগদীশ জগতের সার ॥
নিজ কর-পদ-নখ অদ্ভুত ধারিলে।
হিরণ্যকশিপু-তনু-ভৃঙ্গ বিদারিলে ॥
জয় জয় জগদীশ নৃসিংহরূপধারী।
প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দৈত্যগণে মারি ॥
বলি-রাজে ছলিয়া রাখিলে ইন্দ্ররাজ।
চরণেতে করিলা তিন লোকের কাজ ॥
ধরিলা বামনরূপ জগতের পতি।
তোমার চরণে মোর একান্ত ভকতি ॥
ভৃগুপতিরূপে কৈলা ক্ষত্রিয় নিধন।
তাহার রুধিরজলে করিলা তর্পণ ॥

জয় জয় ভৃগুপতিরূপ অবতার।
জয় জয় জগদীশ করুণা অপার ॥
দশমুখে নাশ করি দেবকার্য্য কৈলা।
দিক্‌পালগণে তবে বলিদান দিলা ॥
রামরূপধারী জগদীশ জয় জয়।
যুদ্ধ করি দুষ্টে মারি রিপু কৈলা ক্ষয় ॥
বিশদ শরীরে নীলবস্ত্র শোভা করে।
হলভয়ে যমুনা মিলনে যেন তীরে ॥
জয় জয় হলধররূপ ভগবান্।
বুদ্ধরূপে নিন্দা কৈলে যজ্ঞের বিধান ॥
যেখানে পশুর হত্যা সেই দেবগণে।
নিন্দা করি দয়া প্রকাশিলে সর্ব্বজনে ॥
জয় জগদীশ বুদ্ধশরীর তোমার।
কল্‌কিরূপ ধরি কৈলে ম্লেচ্ছের সংহার
ধূমকেতু-প্রায় বামহাতে খড়্গ ধরি।
কাটিলা ম্লেচ্ছের গণ মহাযুদ্ধ করি ॥
যাবতীয় ম্লেচ্ছগণে করিলা নিধন।
কল্‌কি-অবতার হয় জগৎকারণ ॥
শ্রীজয়দেবের এই মুখোদিত বাণী।
সুখদ সতত সংসারের সার মানি ॥
শুনহ ভকতগণ জয়দেব-কথা।
দশবিধ রূপ কৃষ্ণ ধরিলা সর্ব্বথা ॥
বেদ উদ্ধারিলা কৃষ্ণ মীনরূপ ধরি।
কূর্ম্মরূপ ধরিলা ধরণী পৃষ্ঠে করি ॥
বরাহ-শরীরে কৈল পৃথিবী উদ্ধার।
নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপু বিদার ॥
বলি ছলি রাজ্য লৈলা হইয়া বামন।
ভৃগুপতিরূপে ক্ষত্রবর্গের নিধন ॥
রঘুনাথরূপে কৈলা রাবণে সংহার।
বলরামরূপে হল-গ্রহণ তোমার ॥
বুদ্ধরূপে আপন কারুণ্য বিস্তারিলা।
কল্কিরূপে ম্লেচ্ছগণে বিনাশ করিলা ॥
এইরূপে প্রতি কল্পে ধরি অবতার।
দশাকৃতি কৃষ্ণপদে করি নমস্কার ॥

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ তিঁহো দশ অবতরী।
তাঁর যত অবতার কহিতে না পারি॥
লক্ষ্মীর বক্ষসি সদা তোমার আশ্রয়।
মুনিগণ-মনোহংস কৃষ্ণ জয় জয়॥
ধরিল কুণ্ডল শ্রুতিমূলে মনোহর।
বনমালা শোভে ব্রজলোক-চিত্তহর॥
দিনমণিমণ্ডল যত তাহার মণ্ডন।
তুয়া নামগুণে ভবসংসার খণ্ডন॥
বিষধর কালিয়েরে করিলে গঞ্জন।
জয় জয় দেব কৃষ্ণ জগৎ-জীবন॥
যদুকুল-নলিনীর তুমি দিবাকর।
রমণীর রঞ্জন ত্রিবিধপাপহর॥
মধু-মুরনরকাদির বিনাশস্বরূপ।
জয় জয় গরুড়-আসন কৃষ্ণরূপ॥
সুরকুল-কেলি যত তাহার নিদান।
অমল কমলদল লোচন সুঠাম॥
স্মরণ করিলে মাত্র সংসার-মোচন।
ত্রিভুবন-ভবন-নিধান গুণগণ॥
ধরিলা মন্দর তুমি নিজানন্দসুখে।
চকোরস্বরূপ তুমি পদ্ম-শ্রীমুখে॥
প্রণত হৈনু আমি তোমার চরণে।
জানিয়া মঙ্গল কর প্রণতের গণে॥
শ্রীজয়দেবকৃত উজ্জ্বল গীতগাথা।
সবার মঙ্গল সদা করুক্ সর্ব্বথা॥
শ্রীকৃষ্ণ অধিক রক্ষা করুন্ সবারে।
অনঙ্গ খেলায় দেহে স্বেদাম্বপূর ধরে॥
পদ্মাপয়োধর-পরিরম্ভণ করিতে।
কাশ্মীর লাগিল বক্ষে ব্যক্ত রাগমতে॥
প্রিয়াতে অধিক রাগ কুঙ্কুমের ছলে।
বাহিরে প্রকাশ হয় কবিগণে বলে॥
অতঃপর বসন্ত-উৎকণ্ঠা কহিবারে।
জয়দেব-শ্রীচরণে করি নমস্কারে॥
রাধিকার সহচরী সরস-বচনে।
রাধা আগে কহে কিছু বসন্ত-লক্ষণে।
বাসন্তী কুসুম নিন্দি সুন্দর শরীর।
ভ্রমণ করিছে কুঞ্জে চিত্ত নহে স্থির॥
অমন্দ কন্দর্পজ্বর চিন্তাতে আকুলা।
কৃষ্ণের লাগিয়া ফিরে করি কত ছলা॥
বাড়িছে দ্বিগুণ বাধা নিবারণ নহে।
তার আগে গিয়া কিছু প্রিয়সখী কহে॥
শুন শুন প্রাণসখি বসন্ত-সময়।
বৃন্দাবন-সুখ-শোভা বর্ণন না হয়॥
তাহাতে রসিক কৃষ্ণ যুবতীর সঙ্গে।
বিহার করয়ে আর নৃত্য করে রঙ্গে॥
ছয় রস শৃঙ্গার হয়েছে মূর্ত্তিমান্।
তাহাতে সম্মিলন বসন্ত অগুয়ান॥
বসন্ত-সমীপে কৃষ্ণ করিছে বিহার।
মূর্ত্তিমান্ হইয়াছে সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
ললিতা লবঙ্গলতা তাহার মিলনে।
কোমল মলয়বায়ু বহে অনুক্ষণে॥
মধুকর-নিকর-বেষ্টিত সব ঠাঞি।
কোকিল-কূজিত কুঞ্জ কুটীরে সদাই॥
বিরহিণীজনে বহু দুরন্ত বিশেষ।
বসন্ত-সময় তাহে বৃন্দাবনদেশ॥
উন্মত্ত মদন মনোরথ সব স্থানে।
প্রকাশিত বধূচিত্ত করয়ে ভেদনে॥
কান্তের বিচ্ছেদে তায় জন্ময়ে বিলাপ।
বাড়াইছে বসন্ত-সময় মহাতাপ॥
অলিকুল-বেষ্টিত হয়েছে ফুলবনে।
তাহার সৌরভ গন্ধ দল-শ্রেণীগণে॥
নবদল তমালের গন্ধ মিশাইল।
তার গন্ধে বৃন্দাবন আমোদ করিল॥
যুবজন-হৃদয়বিকার করিবারে।
মনসিজ নখপ্রায় কিংশুকের জালে॥
মদন হইয়াছে রাজা এই বৃন্দাবনে।
কেশের কুসুমরাজ ছত্রের সমানে॥
স্বর্ণদণ্ড যেন শোভা রাজার উপরে।
ঐছে বকুলের শ্রেণী রাজদণ্ড ধরে॥

শিলীমুখ পাটলি-পটলে প্রবেশিতে।
মদনের তূণ প্রায় জানিহ নিশ্চিতে ॥
বিগলিত লজ্জা সব তরুণীর গণে।
কেবল হাসিছে সব জগত লক্ষণে ॥
বিরহিণী কুন্ত করে কুন্তমুখাকৃতি।
কেতকী উন্নতদন্তা তাহার প্রকৃতি ॥
মাধবিকার পবিমল নবমল্লিকাতে।
তার গন্ধে সুগন্ধিত দেখহ সাক্ষাতে ॥
মুনিমনোমোহন করিতে শক্তি ধরে।
তরুণজনার বন্ধু আছে কামচরে ॥
বৃন্দাবন-বিপিনেতে পরিসর হৈয়া।
পারগত যমুনার জলে মিশাইয়া ॥
বসন্ত ভ্রমিছে সদা বৃন্দাবনমাঝে।
বিরহিণী-জনে দুঃখ দিবে কোন্ কাজে ॥
শ্রীজয়দেব-ভণিত শুনহ ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ এই পরম কারণ ॥
পুনর্ব্বার কহে সখী শুন মোর বাণী।
দুর্জ্জয় বসন্তকাল অতি ভয় মানি ॥
অল্প বিদলিত যত মল্লিকার গণ।
তার বল্লী চঞ্চৎ পরাগ প্রকটন ॥
প্রকটিত পটবাস বাসিত কানন।
তার গন্ধে সবাকার দহিছে জীবন ॥
কেতকীর গন্ধ তার বন্ধু তুল্য হয়ে।
প্রসরদ হয়ে বহে বায়ু মিশাইয়ে ॥
মদনরাজার সহ এক মেলি করি।
গন্ধবহ গমন করিছে ফিরি ফিরি ॥
শ্রীখণ্ড-শৈলের যত গন্ধবহগণ।
ঈশাচল প্রতি সবে করিলা গমন ॥
মলয়পর্ব্বতে আছে ভুজঙ্গ সকল।
তাহার কবলে বায়ু হইলা বিকল ॥
ঈশাচলে স্নিগ্ধজলে স্নান করিবারে।
গন্ধবহ চলিয়াছে করহ বিচারে ॥
স্নিগ্ধসব রসালের মুকুল নেহারি।
অতিহর্ষে পিক ডাকে কুহু কুহু করি ॥

কত কলস্বর পিক কহিছে উদয়।
বুঝিয়া করহ কাজ যে উচিত হয় ॥
উন্মীলন হইয়াছে মধুগন্ধ বনে।
তাতে লুব্ধ ব্যাবৃত মধুপ অনুক্ষণে ॥
সহকারে অঙ্কুরিত ক্রীড়তি কোকিলী।
কোকিলের কল-কল সবে এক মেলি ॥
শুনিতে কর্ণের জ্বর বাড়ে অনুক্ষণ।
তাহাতে দিবস নয় রাখহ জীবন ॥
বসন্ত-বাসর সব আছে এইরূপে।
প্রিয়-দর্শনেতে পড়ে অমৃতের কূপে ॥
অনেক যুবতীমধ্যে দেখিয়া কৃষ্ণেরে।
দর্শন করিয়া পুনঃ কহে মন্দস্বরে ॥
নিকটে দেখহ কৃষ্ণ বিহরিছে বনে।
পুনরপি কহে সখী মধুর-বচনে ॥
সুখবিলাসিনী যত গোপিকা-নিকরে।
কৃষ্ণ তাহে বিলাসই পরম সুন্দরে ॥
খেলে পরস্পর গোপী কৃষ্ণসঙ্গ পায়্যা।
বিলাস করিছে সবে উন্মত্ত হইয়া ॥
চন্দনচর্চ্চিত সব নীল-কলেবর।
পীতবস্ত্র বনমালা অতি মনোহর ॥
কেলি পরে গলে দোলে মণির কুণ্ডল।
মণ্ডিত হইল পুনঃ হাসির হিল্লোল ॥
পীনপয়োধরভার-ভরে গোপনারী।
রহিল পরিরম্ভণে অনুরাগ করি ॥
কোন্ গোপী মধুকর যন্ত্র একতান।
উঠায়ে পঞ্চম রাগ কেহ করে গান ॥
কেহ রাসবিলাস বিলোল লোচন।
জন্মিয়াছে অনঙ্গজ খেলার বর্ণন ॥
কোন মুগ্ধা বধূ কৃষ্ণবদনারবিন্দ।
ধ্যান করি পায় সবে বড় সুখবৃন্দ ॥
কেহ কেহ কপোলতলেতে হাত দিয়া।
শ্রুতিমূখে মুখ দিল চুম্বন করিয়া ॥
কিম্পি করিব বলি চারু চুম্ব দিল।
সেই নিতম্বিনী পুনঃ পুলকে ভরিল ॥

কোন গোপী কেলিকলা-কৌতুকিনী হয়ে।
যমুনার জলে যায় কৃষ্ণে আকর্ষিয়ে ॥
মঞ্জুল লতার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে আনি।
পীতাম্বর ধরিয়া কথয়ে নিতম্বিনী ॥
কিছু বাক্য আছে তাহা কহিব নিভৃতে।
কৃষ্ণ সহ নিজ সুখে বিহার করিতে ॥
করতল-তালি-সংবলিত কোন নারী।
তরল বলয়-শ্রেণী সুখে নৃত্য করি ॥
কলিত বংশীর সহ কলস্বর গীত।
রাস-রসে সহ নৃত্য কৃষ্ণ প্রশংসিত ॥
কোন গোপিকারে কৃষ্ণ করি আলিঙ্গন।
কোন গোপী ধরি কৃষ্ণ করয়ে চুম্বন ॥
কাহারে রমণী করি মুখ নিরীক্ষণ।
হাস্যমুখে গোপিকার পশ্চাৎ গমন ॥
কেহ বস্ত্র ধরে কেহ বাহু করতলে।
কেহ দিব্য মালা গাঁথি দেয় কৃষ্ণগলে ॥
শ্রীজয়দেব-কথা বর্ণিত সকল।
অদ্ভুত কৃষ্ণের কেলি রহস্য নির্ম্মল ॥
বিপিন-বিনোদ-কথা করহ শ্রবণ।
বর্ণিতে আছয়ে রাধা-কৃষ্ণের মিলন ॥
বিস্তর হরষে শুভ শ্রবণ বর্ণিতে।
আছে অতিশয় যশ ব্যক্ত শাস্ত্রমতে ॥
স্বচ্ছন্দে সকল ব্রজসুন্দরীর সঙ্গে।
সর্ব্ব-অঙ্গ আলিঙ্গন করে প্রেমরঙ্গে ॥
মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার হইয়া রাসস্থলে।
ঐছে কৃষ্ণ বিহার করয়ে কুতুহলে ॥
মধু মাস মুগ্ধ হরি করিছে বিহার।
পরম স্বচ্ছন্দে তার সকল আচার ॥
ইন্দীবরশ্রেণীশ্যাম কেবল শরীরে।
অনঙ্গোৎসব-রস অতি বৃদ্ধি করে ॥
বিশ্বের ঈশ্বর সব অনুরক্তকারী।
আনন্দ জন্মায় তার বিহার আচরি ॥
তবে রাধা ঠাকুরাণী শুনিয়া বচন।
আপনার মনস্কাম করি উদ্‌ঘাটন ॥
রাসের উল্লাসে চিত্তবিভ্রান্ত হইয়া।
আভীর-নাগরী সব আছে কৃষ্ণ লয়্যা ॥
তার মধ্যে আসি রাধা কৃষ্ণে আলিঙ্গিল।
উদ্ভট চুম্বন বহু বদনে করিল ॥
প্রেমান্ধ হইয়া কহে বচন সুন্দর।
সাধু তব অসাধ্য সুধাময় সুধাধর ॥
এই কথা কহি রাধা স্তুতিগীতচ্ছলে।
উদ্ভট চুম্বেন কৃষ্ণ-বদনকমলে ॥
দেখি কৃষ্ণ স্মিতমুখ সর্ব্বমনোহারী।
করুন্ জগতে কৃপা দয়াময় হরি ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্যে সামোদদামোদর নামক প্রথম সর্গ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ

কৃষ্ণ যবে বিহার করয়ে বৃন্দাবনে।
শ্রীরাধিকাসহ আর সব গোপী সনে ॥
শতকোটি গোপী সঙ্গে করেন বিহার।
সবাকার সঙ্গে করে সম ব্যবহার ॥
সাধারণ প্রেম কৃষ্ণ করে সব স্থানে।
দেখিয়া রাধার ঈর্ষ্যা বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
বিগলিত নিজোৎকর্ষা শ্রীরাধিকা হৈল
মানময়ী সর্ব্ব-বৃন্দাবন নেহারিল ॥
সমান উন্মাদ রস সম কেহ নয়।
কৃষ্ণ পুনঃ সম প্রেম সর্ব্বত্র করয় ॥
দেখিয়া বাড়িল ঈর্ষ্যা অতীব প্রবল।
ঈর্ষ্যাবশ হয়ে রাধা হইল নিশ্চল ॥

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি এক কুঞ্জে গিয়া।
নির্ব্বাক্ হইয়া কুঞ্জে রহিলা বসিয়া॥
উপরে গুঞ্জরে সব ভ্রমরমণ্ডলী।
কুঞ্জের শিখরে বসি মধুপানকেলি॥
সে রহঃ-কুঞ্জেতে রহে বিলীনা হইয়া।
সখীরে কহয়ে কিছু চিত্ত উঘাড়িয়া॥
অতি দীন হৈয়া বসি নিকুঞ্জ-ভিতরে।
কহিতে লাগিলা কিছু মন্দ মন্দ স্বরে॥
শুন প্রাণসখি কৃষ্ণ পড়িছে অন্তরে।
আপনার মনঃকথা কহিনু তোমারে॥
শারদীয় রাসে কৃষ্ণ যে প্রেম করিলা।
পূর্ব্ব অনুপূর্ব্ব কথা মনে পড়ি গেলা॥
মোর মন কৃষ্ণরূপ করিছে স্মরণ।
কৃষ্ণসহ বিহিত বিলাস-পরায়ণ॥
সঞ্চার হইল অধরের সুধা যাতে।
এমন মধুর ধ্বনি মুখরিত গীতে॥
এমন মোহন বংশী তার সুধাগান।
শুনি কর্ণ নেত্র অঙ্গ জুড়ায় পরাণ॥
বলিত হয়েছে তিথি দৃগ্ পক্ষপাতি।
শিরোভূষা অবতংস কপোল সুভাতি॥
ময়ূরচন্দ্রিকা চারু চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
চিকুরে বেষ্টিত হয়ে করে ঝলমল॥
ইন্দ্রধনু অপরূপ প্রচুর সাজনি।
অতিশয় মেঘের মধুর রূপখানি॥
বিপুল পুলক ভুজপল্লবের শোভা।
তাহাতে বলিত গোপ-যুবতীর লোভা॥
গোলাপ কদম্ব তার সব নিতম্বিনী।
কৃষ্ণমুখচুম্বনে লোভিত হেন মানি॥
বন্ধুজীব জিনি সেই অধরপল্লব।
উল্লাসিত স্মিত তাতে আনন্দ-উৎসব॥
কর আর চরণ আর উরসি মণিগণ।
কিরণে বিহীনতমঃ হৈল বৃন্দাবন॥
জলদপটলমাঝে চন্দনের বিন্দু।
চন্দন-তিলক শোভে যেন পূর্ণ-ইন্দু॥
গোপিকার পয়োধর তাহার মর্দ্দনে।
হৃদয় নির্দ্দয় যেন কবাট সমানে॥
মণিময় মকরকুণ্ডল শোভা করে।
অতি মনোহর গণ্ড ঝলমল করে॥
পীতাম্বরধারী কৃষ্ণ পরম উদার।
অনুগত নর-সুরাসুর-পরিবার॥
প্রফুল্লিত কদম্বের তলে গোপী মেলি।
করিল কলুষ-নাশ লীলা করি কেলি॥
প্রেমরূপ-কলহে যে উপজয়ে ভয়।
চাটুবাক্যে তাহা সব নির্ব্বাণ করয়॥
আবার এ অঙ্গ দৃষ্টে করয়ে রমণ।
নিজ মাধুর্য্যেতে আকর্ষয়ে মোর মন॥
জয়দেব-ভণিত অপূর্ব্ব প্রেমলীলা।
শুনহ সকল লোক সংসারের ভেলা॥
শুন সখি মোর মন বিপর্য্যয় হৈল।
কৃষ্ণ-গুণগ্রাম জপিতে লাগিল॥
সখী কহে শুন রাধা আমার বচন।
তোমা ছাড়ি অন্য সহ করয়ে রমণ॥
তবে কেন তব মন স্মরিছে তাহারে।
বুঝিতে না পারি কথা কহ দেখি মোরে॥
রাধা কহে শুন সখি আমার আকৃতি।
কৃষ্ণ বিনা মোর মন না চলয়ে কতি॥
ভ্রমিতে না চাহে পদ কৃষ্ণগুণ বিনে।
কৃষ্ণ-পরিতোষ সদা কহিছে ধেয়ানে॥
দোষ দূরে ত্যাগ কৈল চাহে দেখিবারে।
আপন মরম সখি কহিনু তোমারে॥
যুবতীর মধ্যে কৃষ্ণ করিছে বিহার।
আমা বিনা নানা সুখ বাড়িল তাহার॥
পুনরপি মনোরমা করিছে কামনা।
কি করিব কহ সখি বাক্যের যোজনা॥
আরে সখি কেশি-মথনের সঙ্গ মোরে।
করাও নিকুঞ্জে এই নিবেদন তোরে॥
মনোভববাণে মোর তাপিত অন্তর।
আনিয়া মিলাও কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ-সুন্দর॥

নিভৃত নিকুঞ্জমাঝে যবে আমি যাব ।
নিশিতে রহসি কৃষ্ণ-নিলয়ে থাকিব ॥
চকিত হইয়া আমি দিক নেহারিতে ।
রতি-রভসেতে কৃষ্ণ লাগিবে হাসিতে ॥
প্রথমেতে সমাগমে লজ্জিত অন্তর ।
কৃষ্ণ পটু চাটু বাক্যে হইব সত্বর ॥
স্মিত অনুকূল বাক্য প্রার্থনা করিব ।
আমি মৃদু মুগ্ধবাক্য স্মিতমুখ হব ॥
শিথিল করিবে মোর জঘন-দুকূল ।
কিসলয়-শয়ন হইবে অনুকূল ॥
চিরকাল ধরি মোর উরাস শয়ন ।
কত পরিরম্ভণে চুম্বন পুনপুন ॥
পরিরম্ভ করিবেন কৃতাধরপান ।
কৃষ্ণ-সুখ দেখি আমি বহু করি মান ॥
আলস্যে অলস হবে লোচন আমার ।
পুলক-আবলিযুক্ত কপোল তাহার ॥
শ্রমজলে সিক্ত হবে সর্ব্ব-কলেবর ।
মদন-রসেতে লুব্ধ নন্দের কোঙর ॥
কোকিলের কলরবে কূজিত আমার ।
জিত-মনসিজ-তন্ত্র কৃষ্ণের বিহার ॥
শ্লথ হবে কুসুম আকুল কুচভার ।
কুচগ্রহি চুম্বন করিবে বারে বার ॥
রতিসুখসময়ে অলস হবে অঙ্গ ।
দর-মুকুলিত কৃষ্ণ-নয়ন-তরঙ্গ ॥
শ্রীজয়দেব-ভণিত মধুর অতিশয় ।
মধুরিপু নিধুবন-কথা সুধাময় ॥
সুখ-উৎকণ্ঠিত গোপবধূর বিলাপ ।
বিস্তার হউক কুঞ্জে রাধার বিলাপ ॥

শুন সখি কৃষ্ণ মোরে বিলোকন করি ।
বিলক্ষণ স্মিত-সুধা মুখেতে বিস্তারি ॥
ব্রজসুন্দরীগণ যাবৎ দেখিবে ।
সুখেতে আবৃত হয়ে হাস্যমুখ হবে ॥
হস্তস্রস্ত বিলাস-মুরলী অনুক্ষণ ।
ভ্রূবল্লী-কটাক্ষে বিন্ধে বল্লবীর গণ ॥
উৎসারিত দৃগন্ত স্বেদার্দ্র গণ্ডস্থল ।
দেখিয়া বাড়িবে মোর তরঙ্গ সকল ॥
সরোবর উপবন পবনমণ্ডলী ।
অতি ব্যথা দেয় মোরে বিনা বনমালী ॥
হের দেখ অশোকের লতিকা বিকাশ ।
দুরালোক শোক মোর করিছে প্রকাশ ॥
ভৃঙ্গী সব ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ধ্বনি করে ।
রতি রমণীয়া দেখি দুঃখ সে আচরে ॥
হের দেখ মুকুলিত রসালের গণে ।
আমার হৃদয়ে দুঃখ দেয় অনুক্ষণে ॥
এইরূপে উৎকণ্ঠার করয়ে লক্ষণ ।
তবে সর্ব্বজগতের আশিস্ সূচন ॥
আকুতি সহিত স্মিত আকুল অন্তরে ।
খসিছে কবরী উল্লাসিত করি তারে ॥
ছলেতে দর্শিত ভুজমূল দৃষ্ট স্তন ।
কৃষ্ণমুখ দেখি করুক্ ভ্রূবল্লী নর্ত্তন ॥
দেখিয়া নিভৃতে কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে ।
সেই মনোহর কৃষ্ণ রক্ষুন তোমারে ॥
শুনহ অপূর্ব্ব কথা জয়দেব-বাণী ।
সংসার মোচন হবে যেই কথা শুনি ॥
দ্বিতীয় সর্গের কথা করিল রচন ।
জয়দেব-পাদপদ্ম করিয়া বন্দন ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ-মহাকাব্যে অক্লেশকেশব নামক দ্বিতীয় সর্গ ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ

রাধিকার উৎকণ্ঠার কহিনু লক্ষণ।
এবে কৃষ্ণ-উৎকণ্ঠার করিব সূচন॥
কংসারি রাধিকা ধরি হৃদয়মণ্ডলে।
ছাড়িলা সকল গোপী মহারাসস্থলে॥
সংসার-বাসনা তার বন্ধন-শৃঙ্খলা।
কেবল রাধিকা মাত্র হয়েন একলা॥
রাসস্থলে কৃষ্ণ রাধা না দেখি যখনে।
শতকোটি গোপীরে ছাড়িলা সেই ক্ষণে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বনে বনে।
রাধা-অন্বেষণ করে বিষাদ-বদনে॥
অনঙ্গের বাণে ব্রণ-খিন্ন কলেবর।
অনুতাপ করি আর প্রলাপ বিস্তর॥
খিন্ন-মানস হয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরি।
যমুনার তটান্ত কুঞ্জে বহু তাপ করি॥
শতকোটি গোপীগণ ছাড়ি এককালে।
বিষাদ করেন কৃষ্ণ বসিয়া বিরলে॥
অনেক গোপীর মধ্যে দেখিয়া আমারে।
ক্রোধ করি গেলা কিছু না কহিলা কারে॥
ভয়ে আমি তারে না কৈনু নিবারণ।
তাহার সাক্ষাতে অন্য সহিত রমণ॥
অন্যে অন্যে দৃষ্টি যদি হৈল সেইক্ষণে।
অপরাধ-ভয়ে না করিনু নিবারণে॥
হরি হরি খেদ-বাক্য কহে বার বার।
নিষেধ করিতে ঝুরে নয়নের ধার॥
হতাদর হেতু রাধে অতি-কোপ হৈয়া।
কোন্ কুঞ্জে আছ তুমি আমারে ছাড়িয়া॥
কি করিছ বলিছ ব্যাপ্ত বিরহব্যথা।
ধনে কিবা কাজ মোর আর সব বৃথা॥
সুখে বা কি কাজ মোর গৃহে কিবা করে।
বিকল হইল প্রাণ না দেখি তোমারে॥
তোমার মুখারবিন্দ সদা চিন্তা করি।
কুটিলভ্রূ কোপভরে তাহাতে সঞ্চারি॥
শোণপদ্ম প্রায় যেন উপরি ভ্রমর।
আকুল হইয়া যেন ভ্রমে নিরন্তর॥
সেইরূপ হৃদয় সঙ্কেতে সদা আছে।
তাহাতে রমিছে চিত্ত আছে তব কাছে॥
অতিশয় রূপ রাত্রিদিনে ধ্যান করি।
কোন্ কুঞ্জে তোমারে দেখিব আঁখি ভরি॥
কিংবা বৃথা করি আমি বিলাপ আচার।
অসূয়া-অন্বিত তনু হয়েছে তোমার॥
হৃদয়ে জানিনু আমি তোমার খিন্নতা।
তাহা নাহি জানি মাত্র তুমি আছ কোথা॥
তোমার নিকটে যাই অনুনয় করি।
শুন তন্বি আমি তোমা না দেখিলে মরি॥
রাধাপ্রতি আবেশ বাড়িল অতিশয়।
যাহা তাহা রাধা-রূপ কৃষ্ণের স্ফুরয়॥
কৃষ্ণ কহে সাক্ষাতে কর গতাগতি।
বাক্য কেন নাহি কহ না বুঝি কি রীতি॥
পূর্ব্বে যৈছে সংভ্রমে করিতে আলিঙ্গন।
এবে তাহা না কর না বুঝি এ কারণ॥
বুঝি মোর আপনার আছে তব স্থানে।
নহিলে সাক্ষাতে তুমি বিমনস্ক কেনে॥
ক্ষম অপরাধ মোর আর পুনঃ নয়ে।
অতঃপর কদাচিৎ নারিহ নিশ্চয়ে॥
দেহ মোরে দরশন শুনহ সুন্দরি।
মন্মথের বাণে মোরে দুঃখ দেয় ভারি॥
আবেশে হইলা যেন শ্রীরাধা সাক্ষাতে।
সেইরূপ শুণ যেন পরস্পর তাতে॥
রাধা-অঙ্গগন্ধে নাসা করে আকর্ষণ।
আপনে করিছে রাধা অঙ্গের বর্ণন॥
জয়দেব কবি ইহা বর্ণন করিল।
নত হঞা কৃষ্ণলীলা স্তবন করিল॥
সেই জয়দেব-চন্দ্র সর্ব্বকাল জয়।
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব মহাশয়॥

কেন্দুবিল্ব নামে তার সমুদ্র উপম।
তাহাতে উদয় চন্দ্র জয়দেব নাম॥
পুনর্ব্বার অনঙ্গদেবের স্তব করি।
আপনার বেশ-ভূষা তাহার গোচরি॥
শুনহ অনঙ্গ আমি না হই শঙ্কর।
ক্রোধ করি দুঃখ মোরে না দিহ বিস্তর॥
কুবলয়দল-শ্রেণী কণ্ঠেতে আমার।
গরল-ভ্রমেতে কেন করহ প্রহার॥
হৃদয়ে পঙ্কজহার না হয় ভুজঙ্গ।
প্রিয়ার সহিত শিব হয় অর্দ্ধ অঙ্গ॥
মলয়জ-রজ অঙ্গে নহি ভস্মধারী।
প্রিয়ার সহিত আমি নাম গিরিধারী॥
শিব ভ্রমে তুমি মোরে না কর প্রহার।
শিব-বেশ-ভূষা অঙ্গে না হয় আমার॥
রসাল সায়ক হস্তে না কর গ্রহণ।
অনঙ্গের বাণ আম্রমুকুলের গণ॥
চাপ আরোপণ তুমি না করিহ হাতে।
ক্রীড়াতে নির্জ্জিত বিশ্ব হইল তোমাতে॥
মূর্চ্ছিত জনাকে ঘাতি কিবা সে পৌরুষ।
মনসিজ নাম ধর সব তোমার বশ॥
রাধিকার প্রেক্ষৎ কটাক্ষবাণ হৈতে।
জর্জ্জর হইয়াছে চিত্ত নারি সামলিতে॥
বাণশ্রেণী-ঘাতে চিত্ত সুস্থ নাহি হয়।
মনসিজ শুন চিত্রে দৃষ্টি না করয়॥
কটাক্ষ-বিশিখ তোমার ভ্রূচাপের সঙ্গী।
মর্ম্মব্যথা নির্ব্বাণ করিতে বড় রঙ্গী॥
শ্যামাত্মা কুটিল তোমার কবরীর ভার।
মারোদ্যম করিতে নির্দ্দয় হৃদয় তার॥
বিম্বাধর মোহন সদা করিছে অন্তরে।
রাগবান্ জন যৈছে করে নিরন্তরে॥
অতিশয় বৃত্ত স্তনমণ্ডল তোমার।
প্রাণের সহিত ক্রীড়া করে বার বার॥
স্পর্শ-সুখ সেই যদি আছয়ে তোমার।
কি হেতু বিরহ-ব্যাধি বাড়য়ে অপার॥
তরল ভ্রমণ স্নিগ্ধ নয়ন-বিভ্রম।
বক্ত্রাম্বুজের সৌরভ অতি মনোরম॥
সুধাস্যন্দী বাক্যের মাধুরী শুনি কানে।
তবে কেন বিরহ-ব্যাধি বাড়ে অনুক্ষণে॥
বিম্বাধর-মাধুরী বিষয়াসঙ্গ মন,।
রাধার সমাধি মোর আছে সর্ব্বক্ষণ॥
রাধিকার ভ্রূপল্লব ধনুক প্রমাণ।
অপাঙ্গ-তরঙ্গ সব মদনের বাণ॥
শ্রবণের পাঁতি তার ধনুকের গুণ।
অনঙ্গ জিনিতে এই বাণের পত্তন॥
হারিয়া অনঙ্গ সব অস্ত্র সমর্পিল।
অনঙ্গ জয় জঙ্গম দেবতা নাম হৈল॥
তাহাতে জিনিলে

তুমি সকল সংসার।

সাক্ষাৎ করিয়া তারে

কহে বার বার॥

কৃষ্ণের কটাক্ষ উর্ম্মি জগতের জনে।
কন্দলিত হয়ে রক্ষা করুন্ স্থানে স্থানে॥
মুগ্ধ মধুসূদন-মুখারবিন্দ শোভা।
রাধিকা-মুখারবিন্দ পঙ্কজের আভা॥
তির্য্যক্ বলিতে মৌলি তরল উত্তংস।
উচ্ছ্বসিত গীত স্থান সুবলিত বংশ॥
ললনা সকল বিদ্ধ কটাক্ষ-ভঙ্গীতে।
হেন কৃষ্ণ সবে রক্ষা করুন্ সর্ব্বমতে॥
তৃতীয় সর্গের এই কহিল বিবরণ।
জয়দেব-পাদপদ্ম করিয়া বন্দন॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ-মহাকাব্যে মুগ্ধমধুসূদন নামক তৃতীয় সর্গ॥ ৩॥

চতুর্থ সর্গ

কৃষ্ণ ঐছে তাপ করি আছেন বিরলে।
রাধিকার প্রিয়সখী আসে হেনকালে॥
যমুনা-তীরেতে বেতসীর কুঞ্জে বসি।
দেখি কহে রাধা-সখী কিছু মন্দ হাসি॥
শুনহ মাধব রাধা তোমার বিরহে।
মহাদুঃখে পড়িয়াছে কিছু নাহি কহে॥
চন্দন চন্দ্রমা সব করিছে নিন্দন।
অনুদিন খেদভাব অধীর বচন॥
ব্যালগৃহে মিলনে গরল প্রায় মানি।
মলয়সমীর তাহে অগ্নি হেন জানি॥
তোমার বিচ্ছেদে রাধা অতিশয় ম্লান।
মনসিজ-বাণ-ভয়ে তব পদে লীন॥
মদনের বাণে অবিরত পোড়ে অঙ্গে।
তাহার অন্তরে তুমি আছ তার সঙ্গে॥
স্বহৃদয় মর্ম্মস্থানে তোমা রাখিবারে।
সজল নলিনীদলে অঙ্গে বর্ম্ম করে॥
কুসুম বিশিখ শর-শয্যাতে শয়ন।
অনঙ্গ বিলাস ফল ব্রত-পরায়ণ॥
তব পরিরম্ভণসুখেতে অভিলাষ।
কুসুম শয়ন-ব্রতে করিলেন বাস॥
বলিতে লোচনে ঝরঝর জলধার।
কমনীয় মুখপদ্ম ভিজে বার বার॥
বিধুন্তুদ দন্তে করি চন্দ্রকে দংশিল।
দশনে গলিতামৃত করিতে লাগিল॥
রহসি কুরঙ্গ মদে তব রূপ দেখি।
অনঙ্গের শর হাতে তব রূপ লিখি॥
মকরবাহন তার তলে সাজাইয়া।
নবচূত শর করি তার হাতে দিয়া॥
প্রণাম করয়ে পুনঃ করয়ে স্তবন।
এই ব্রত করি নিজ রাখয়ে জীবন॥
মধুমুখা হে মাধব করিছে প্রণাম।
প্রতিক্ষণ এই বাক্য কহে অবিরাম॥

যদি কহ মোর পদে কেন নমস্কার।
তাহাতে কহি যে শুন মরম রাধার॥
তোমার বিহনে চন্দ্র অমৃতের নিধি।
আত্মার দহন মোর করে নিরবধি॥
পুনর্ব্বার শ্রীরাধিকা অতি ব্যগ্র হৈয়া।
ধ্যানালয়ে তব মূর্ত্তি সাক্ষাৎ করিয়া॥
বিলাপ করিছে ক্ষণে শীর্ণ কলেবর।
ক্ষণে ক্ষণে পুনঃ পুনঃ রোদন বিস্তর॥
অত্যন্ত দুরাপ তুমি পাইয়া তোমারে।
আলিঙ্গন করি সব তাপ দূর করে॥
অগ্রে স্ফূর্ত্তি জানিয়া ধাইছে বার বার।
নিতান্ত বিষাদে মগ্ন কখন হুঙ্কার॥
ধ্যান করি কুঞ্জে কভু আছেন বসিয়া।
ঝরিছে নয়নজল মুখ বুক বয়্যা॥
শুন ভক্তগণ যদি মন নৃত্য করে।
শ্রীজয়দেবের বাক্য শুনিবার তরে॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ ব্যাপ্ত শ্রীরাধা-চরণ।
সখীবাক্য কৃষ্ণ অগ্রে করিল প্রার্থন॥
শ্রীজয়দেব-ভণিত বাক্য পাঠ করি।
পরম আনন্দে যাব ভবসিন্ধু তরি॥
তবে সখী পুনর্ব্বার কহে কৃষ্ণ-স্থানে।
তোমায় না দেখিলে রাধা অতি দুঃখ মনে॥
আবাস বিপিন প্রায় হইল তাহার।
প্রিয়সখীগণ সব জালের আকার॥
অতিতাপে অতিশ্বাস বহে নিরন্তর।
দহনের সম জ্বালা-কলাপ বিস্তর॥
কন্দর্প যমের প্রায় করিছে আচার।
শার্দ্দূল-বিক্রম তেঁহো করে বার বার॥
হরিণী সমান তার নয়ন চঞ্চল।
চারিদিকে নেহারিতে ঝরে আঁখিজল॥
বিরহেতে পাণ্ডুবর্ণ সকল শরীর।
তোমার বিরহে কোন স্থানে নহে স্থির॥

তবে পুনঃ সখী কহে নিকটে বসিয়া।
তার দশা চেষ্টা সব কৃষ্ণে শুনাইয়া॥
স্তনে বিনিহিত হার মানি গুরুভার।
অতি কৃশ তনু রাধা ফেলাইল হার॥
অতি মনোহর হার ধরিতে না পারি।
তোমার বিহনে তনু অতি কৃশ পরি॥
শুন প্রিয় কেশব রাধার হেন দশা।
দেখিয়া সকল সখী ছাড়িল ভরসা॥
সরস মানস মলয়জ পঙ্ক দেখি।
বিষ প্রায় মানি রহে মুদি দুই আঁখি॥
শ্বসিত পবন বহে দহন সহিতে।
মদন আগুন যেন বহে চারি ভিতে॥
নয়ন-নলিনী দিকে দিকে ক্ষেপ করি।
নয়নের জলকণা নয়ন উপরি॥
অশ্রুমুখে সেই দিকে করে নিরীক্ষণে।
কমল প্রকাশ হয় তার বিলোকনে॥
কিশলয়-শয্যা যেন নয়নের বাণ।
অনল-স্বরূপ তারে করি অনুমান॥
সশঙ্ক হইয়া রহে মহাভয় করি।
কি বলে কি করে কিছু বুঝিতে না পারি॥
পাণিতল কপোলে আছে যে অনুক্ষণ।
রক্তপদ্মে যেন বালচন্দ্রের শয়ন॥
হরিরিতি হরিরিতি সদা জপ করে।
বিরহে বিহিত মরণের দশা ধরে॥
মরণে যে গতি হৈছে দশা অনুক্ষণ।
অন্তর্দ্দাহ সহ স্থিতি প্রলাপ-বচন॥
জয়দেব-ভণিত শ্রীব্রজলীলা-গীত।
শ্রীকৃষ্ণভজনপদ সর্ব্বজনহিত॥
শ্রীচরণে সমর্পিত হয় মন যার।
সেই শ্রোতাগণে সুখ বাড়ুক অপার॥
তবে সখী কহে শুন নন্দের নন্দন।
তোমারে কহি যে তার চেষ্টার লক্ষণ॥
রোমাঞ্চ শীৎকার কম্প বিলাপ ভ্রমতা।
ধ্যান ভয় মূর্চ্ছা আর গতি যথা তথা॥

অশ্বিনীকুমার তুল্য চিকিৎসক তুমি।
শুনহ দৈবত বৈদ্য কহিলাম আমি॥
রোমাঞ্চ হইয়া রাধা রহে অনিমিখে।
শীৎকার করিয়া পুনঃ উঠে মহাদুখে॥
বিলাপ করয়ে বহু কম্প সর্ব্ব-গায়।
ক্ষণে সাম্য করে ক্ষণে ধ্যানদৃষ্টে চায়॥
কখন ভ্রমণ করে এই কুঞ্জবনে।
চলিতে পড়য়ে ভূমে উঠে বহুক্ষণে॥
পুনঃ উঠি যাইতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে।
তবে মহাকম্প ঘটে সর্ব্ব-অঙ্গ নড়ে॥
তবে হয় বৈবর্ণ্য দেখিতে লাগে ভয়।
মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে সখী লো বলিয়া কান্দয়॥
বিরহেতে শ্বেতবর্ণ হৈল কলেবর।
কহিতে না পারে কিছু বচন ঘর্ঘর॥
এই মহাজ্বরে রাধা ব্যাকুল অন্তরে।
তোমার চিকিৎসা তাতে শীঘ্র সুস্থ করে॥
সখীবর্গ তার মহা চিকিৎসা করিয়া।
ছাড়ি দিল সবে মাত্র কান্দে মুখ চায়া॥
তব রসায়ন মাত্র তাঁহার জীবন।
নহিলে অন্যথা আমি কৈনু নিবেদন॥
শুনহ দৈবত বৈদ্য বচন আমার।
তব সঙ্গামৃত মাত্র চিকিৎসা তাহার॥
স্মরভাব বড় তার হয়েছে অন্তরে।
তব সঙ্গ সাধ্য মাত্র কহিনু তোমারে॥
ব্রজজন-হৃদ্য তুমি হস্ত পরশিলে।
ব্যাধি হৈতে মুক্ত রাধা হয় সেই কালে॥
যদি তারে সুস্থ নাহি কর হস্ত ধরি।
ইন্দ্রবজ্র হৈতে তুমি কঠিন বিচারি॥
কন্দর্পের জ্বরে অতি জ্বরাতুর তনু।
রাধিকার চিত্তের আশ্চর্য্য কথা শুন॥
চন্দন চন্দ্রমা কমলিনী নাম শুনি।
অন্তরে উঠয়ে শত আগুনের খনি॥
অতিশ্রান্ত হয়ে তাহা করয়ে চিন্তন।
তুমি মাত্র শীতল লাগয়ে অনুক্ষণ॥

ক্ষান্তির রসেতে তুমি পরম শীতল।
তুমি সর্ব্বপ্রিয় তোমা লাগিয়া বিকল॥
কষ্টে সৃষ্টে ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
অতি ক্ষীণ তনু কুঞ্জে রহে এক ভিতে॥
প্রাণ মাত্র আছে তোমা দেখিবার তরে।
বিরহ-সমুদ্রে ডুবি তোমা ধ্যান করে॥
পূর্ব্বে কতক্ষণ মাত্র বিরহ না জানে।
খিন্ন হয় পুনঃ পুনঃ নয়ন মিলনে॥
নিমিষ বিরহ যেবা সহিতে না পারে।
চিরকাল বিরহেতে কিসে প্রাণ ধরে॥
রসালের শাখা তার অগ্রে পুষ্প দেখি।
কেমনে জীবন রহে তুমি তার সাক্ষী॥
নিমিষ নিন্দয়ে যেবা ব্যবহৃত লাগি।
সে জন তোমার লাগি রহে কুঞ্জে জাগি॥
সর্ব্ব-লোক আশীর্ব্বাদ এক শ্লোকে করি।
চতুর্থ সর্গের কথা সমাপ্ত আচরি॥
কংসশত্রু সদা রক্ষা করুন সবারে।
শ্রেয়ঃ বিস্তার করুন জগতের তরে॥
চিরকাল ধরি গোপাঙ্গনাতে চুম্বিত।
সেই বাহু কৈল সর্ব্ব-গোকুলের হিত॥
ব্রজজনে রাখিলা ধরিয়া গোবর্দ্ধন।
বৃষ্টিতে ব্যাকুল তার রক্ষার কারণ॥
উর্দ্ধৃত করিয়া গিরি ধরি বাম হাতে।
বল্লব বল্লবী সব তাহার সহিতে॥
চুম্বন করিতে তার ললাটে সিন্দূর।
লাগিল বাহুতে দেখি অতি সুমধুর॥
অধিক আনন্দ হৈল চিরকাল ধরি।
নন্দরাজ-তনুজ সবারে রক্ষা করি॥
প্রেমেতে বিবশ চুম্ব দিতে কৃষ্ণ বহু।
চাঁদের মণ্ডলী যেন বেড়িলেক রাহু॥
গোকুল-রক্ষণে বীর-রস মূর্ত্তিমান্।
সেই কৃষ্ণ সদা করুক্ সবার কল্যাণ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ-মহাকাব্যে স্নিগ্ধমধুসূদন নামক চতুর্থ সর্গ॥ ৪

পঞ্চম সর্গ

সখীর বচন শুনি ব্যাকুল হৈলা।
আপনি চলিতে কৃষ্ণ উৎকণ্ঠিত হৈলা॥
সাপরাধ চিন্তি পুন হইয়া স্তম্ভিত।
সহসা গমনে মান হবে উপস্থিত॥
কোপ শান্ত করিয়া রাধা অনুনয় করি।
আপনার মুখে কথা কহিবে বিস্তারি॥
আনহ রাধারে বহু করি অনুনয়।
সহসা গমনে মান হবে অতিশয়॥
এই যুক্তি মধুরিপু সখীসঙ্গে করি।
পাঠাইল রাধার পাশ আনিতে আহীরী॥
সেই সখী গিয়া রাধা দেখে কুঞ্জবনে।
মৌন করি আছে কথা নাহি কার সনে॥
গণ্ডমূলে হস্ত দিয়া ভূমিতে লিখন।
অধোমুখে মনোদুঃখে ঝরিছে নয়ন॥
দেখি কৃষ্ণসখী বড় দুঃখ পায় মনে।
চারিদিকে সখীবর্গ আছে অচেতনে॥
সরস সম্ভাষ করি মন ফিরাইতে।
ক্রমে সব কৃষ্ণ-চেষ্টা লাগিল কহিতে॥
শুন সখি তোমার বিরহে বনমালী।
অবশ হয়েছে দেখি কান্দে সখী মেলি।
তোমার করের সেই মালা সুনির্ম্মাণ।
তাহা অবলম্বি মাত্র রাখয়ে পরাণ॥
অতএব বনমালী তোমার হতেতে।
তোমাগত চিত্ত তার জানিবে ইহাতে।

মদন করিয়া আগে মলয়-সমীর।
পুষ্প-গন্ধ লয়ে ফিরে অতি শৈত্য ধীর॥
আগে সন্নিহিত হয়ে মদন রাজার।
মলয়-পবন বহে পরম দুর্ব্বার॥
চারিদিকে ফুটিয়াছে কুসুম-নিকরে।
বিরহী জনের চিত্ত বিদারণ করে॥
শিশির ময়ূখ মর্ম্ম করিছে দাহন।
কুসুম-বিশিখ পড়ে অঙ্গ বিদারণ॥
মরণের অনুরূপ চন্দ্রের কিরণ।
কুসুম পড়িছে চিত্ত বিহ্বল কারণ॥
মনেতে বলিত যবে বিরহ-বেদনা।
নিশি ব্যাপি অতি পীড়া অধিক ভাবনা॥
অনুভব করি পীড়া রাত্রি নাহি যায়।
কৃষ্ণ মহা দুঃখী সখি কি করি উপায়॥
ছাড়িয়া রুচির গৃহ বনে বাস করি।
লুঠতি ধরণীতলে তব নাম ধরি॥
জয়দেব নাম কবি ভণিত তাহার।
বিরহেতে বিলাসিত কবিত্ব যাহার॥
রভস বিভবচিত্ত কৃষ্ণের উদয়।
করিয়া করুক সব দুষ্কৃতের ক্ষয়॥
পূর্ব্বে হবে রাসলীলা সিদ্ধ যেই স্থানে।
রতিপতি চরিত্র করিলা তোমা সনে॥
সেই মহা নিকুঞ্জ মন্মথ-তীর্থ-মাঝে।
ধ্যান করিছেন তোমা হৃদয়সরোজে॥
তোমার আলাপ মন্ত্রাক্ষর জপ করে।
তুহুঁ কুচকুম্ভ পরিরম্ভ আশা ধরে॥
সেই পরিরম্ভামৃত সদাই বাঞ্ছয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় নিশ্চয়॥
শুনিতে শ্রবণে কিছু জন্মিল উল্লাস।
পুনঃ প্রিয়সখী কহে করি প্রেম-হাস॥
পথ নিরীক্ষণ করি শ্রীনন্দকুমার।
আছেন্ রজনী-দিন না যায় যাহার॥
অতএব সখী শীঘ্র কর অভিসারে।
পুনর্ব্বার প্রাণসখী প্রার্থনা আচরে॥

যমুনার তীর ধীর সমীরে বসিয়া।
বনমালী আছে সখী তব মুখ চায়া॥
রতি-সুখ-অভিসারে কৃষ্ণ হৈলা গত।
মদন-মোহন বেশ করি অভিমত॥
নামের সহিত কৃষ্ণ সঙ্কেত সুতান।
বেণুর বাজনাসহ করিছেন গান॥
গমনেতে বিলম্ব না কর নিতম্বিনি।
অনুসর হৃদয়ের নাথ বাক্য মানি॥
পবন চলিছে তব স্পর্শ করি তনু।
তাহার সহিত উড়ে মলয়ার রেণু॥
তব অঙ্গ বায়ু-সঙ্গ হৈতে ধন্য হৈল।
সেই রেণু বহু মানি বহু প্রশংসিল॥
বায়ু সম স্পর্শ-সুখ না হয় আমার।
সেই হেতু রেণু বহু মান অর্থ তার॥
অতএব বসিলা ভূমে বৃক্ষ-ডাল হৈতে।
তাহে বিচলিত পত্র চলে চারিভিতে॥
তোমার সঙ্কেত উপস্তবন জানিয়া।
শয়ন রচনা করে সত্বর হইয়া॥
সচকিত নয়ন হইয়া পথ হেরি।
তোমার গমন বুঝি উঠে বেরি বেরি॥
ত্যজহ মঞ্জীর কর নিকুঞ্জে গমন।
মুখর অধিক লোল এত দোষগণ॥
আশু ত্যাগ কর সখি চরণমঞ্জীর।
চল সখি কুঞ্জমাঝে হইয়া সুধীর॥
সতিমির কুঞ্জ-পুঞ্জে করহ গমন।
নীল নিচোল ভূষা করহ শীলন।
শুনহ গৌরাঙ্গী রাধা বচন আমার।
কৃষ্ণের বক্ষসি তুমি তড়িৎ আকার॥
অতি শোভা পাবে তাতে বিপরীত রতি।
উপস্থিত হার যেন বলাকার পাঁতি॥
সঙ্কেতের ফল পাবে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে।
কহিল তোমারে সখি বসিয়া নিগমে॥
নবঘনে বলাকার তড়িৎ শোভা করে।
হার সহ অতি শোভা করিবে তোমারে॥

শুন সখি শীঘ্র গিয়া কিশলয়মাঝে।
জঘনঘটন কর কৃষ্ণ-সুখ-কাজে॥
কৃষ্ণ বিগলিত করে বসন যাহার।
কৃষ্ণ হেতু দূরে কৃত রশনার ভার॥
পঙ্কজ-নয়না শুন মোর হিত-বাণী।
অতিহর্ষ পাবে কৃষ্ণ নিধি প্রায় মানি॥
আভরণ-রহিত দেখিয়া তব অঙ্গে।
মাতিবে কৃষ্ণের রতি মদন-তরঙ্গে॥
হরি অভিমানী আর বিরাম রজনী।
অভিসার কর সখি মোর বাক্য মানি॥
কি জানি অন্যের হয় পাছে অভিসার।
কৃষ্ণ অভিমানী শুন মর্ম্ম অর্থ তার॥
শুনহ সাধক প্রমুদিতচিত্ত হৈয়া।
কৃষ্ণপদে নমস্কার বিধান করিয়া॥
জয়দেব-ভণিত শুনহ একমনে।
ইহাতে পাইবে বহু প্রেমভক্তি-ধনে॥
সুকৃতী জনের বাঞ্ছনীয় বস্তু হয়।
হরিপদ ভজনের পরম আশ্রয়॥
প্রমোদিতহৃদয় হইয়া শুন কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলিবে সর্ব্বথা॥
মদনের পীড়া পায়ে অতিকান্ত হৈয়া।
তব প্রিয় কুঞ্জমাঝে আছেন বসিয়া॥
পর্য্যাকুল হয়ে মুহু করিছে ঈক্ষণ।
বারংবার শয্যা সব করিছে রচন॥
অতি শীঘ্র অভিসার করহ সুন্দরি।
তোমার বিচ্ছেদে কৃষ্ণ দুঃখ পায় ভারি॥
প্রিয়া না আইলা বলি বহু শ্বাস ছাড়ি।
বহু পরিতাপ করি আছে ভূমে পড়ি॥
এখনি আসিবে বলি অগ্রে নিরীক্ষণ।
দিক নিরখিতে অশ্রু ঝরিছে নয়ন॥
কদাচিৎ অন্য পথ দিয়া কিবা আইলা।
ইহা বলি পুনঃ পুনঃ কুঞ্জে প্রবেশিলা॥
প্রবেশ করিয়া কুঞ্জে না দেখি তোমারে।
ম্লান হয়ে অত্যন্ত কাতর শব্দ করে॥

অবশ্য আসিবে প্রিয়া করিয়া নির্দ্ধার।
মুহুর্মুহুঃ করে মনে প্রিয়ার সঞ্চার॥
তোমার বাম্যের সহ সূর্য্য অস্তগত।
অন্ধকার নিবিড় পাইল অভিমত॥
গোবিন্দের মনোরথ সহিত বাড়িয়া।
কুঞ্জবন আচ্ছাদিল নিবিড় হইয়া॥
চক্রবাক্ করুণায় মম অভ্যর্থনা।
দৈন্যরূপে কহি তুমি শুনহ করুণা॥
শুন মুগ্ধে বিফল বিলম্ব কেন হয়।
রম্য অভিসারে ক্ষণ জানিবে নিশ্চয়॥
এত কহি তাহার উৎকণ্ঠা বাড়াইতে।
এক শ্লোক কহিলেন ঈষৎ হাসিতে॥
এক দিন কুঞ্জে দোঁহে
ভ্রমেতে মিলন।
কোন কোন রস তাহে
নহে উপার্জ্জন॥
অন্যার্থ গমন তোমা দোঁহার মিলনে।
লজ্জাতে মিশ্রিত রস হৈল সেই ক্ষণে॥
আশ্লেষ চুম্বন নখ-উল্লেখ হৈতে।
জানিলেন দোঁহে দোঁহা সন্তোষ করিতে॥
অনুরতি আরম্ভ সংভ্রম হইতে জানি।
আপনার প্রিয় বলি মনে অনুমানি॥
অন্ধকারে চিনিতে না পারিল দুই জন।
স্পর্শসুখে জানি দোঁহে দোঁহার লক্ষণ॥
এ কথা শ্রবণে তার ব্যগ্রচিত্ত দেখি।
পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলা প্রিয়সখী॥
সুমুখি সুভগ কৃষ্ণ দেখিয়া তোমারে।
পরম কৃতার্থ হবে কর অভিসারে॥
সভয় চকিত হয়ে নেত্র বিস্তারিয়া।
কি জানি আছয়ে কেহ বলি ভয় পায়্যা॥
তিমির-ব্যাপিত পথ পদ সঞ্চারিতে।
মন্দ মন্দ গতি তরুতলেতে যাইতে॥
চরণ বিলাস-গতি করহ বিস্তার।
কিছু ভয় নাহি সুখে কর অভিসার॥

বিরহ-ব্যাকুল করি বিকল অন্তর।
মিলন স্মরণে হর্ষ বাড়য়ে বিস্তর ॥
এই শ্লোকে জগতেরে করি আশীর্ব্বাদ।
মিলন করাইতে খণ্ডাইল অবসাদ ॥
ব্রজসুন্দরীর হয় রজনীর মুখ।
আনন্দজনকে দেখি দূরে যায় দুখ ॥
কংসধ্বংসে ধূমকেতু উদয় গগনে।
সেই কৃষ্ণ তোমা রক্ষা করুন্ সর্ব্বক্ষণে ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ-মহাকাব্যে সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষ নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ

অভিসার নায়িকার কৈল বিবরণ।
ভক্তি করি শিরে ধরি তা সবা চরণ ॥
অতঃপর বাসকসজ্জিকা বর্ণিবারে।
বিচার করিব নানা গ্রন্থ অনুসারে ॥
প্রিয়তম বৈবর্ণ্য শুনিয়া রাইরাণী।
আসিয়া দশমী দশা জন্মিল আপনি ॥
যাইতে হইল ইচ্ছা চলিতে না পারে।
চিরকাল অনুরক্ত দেখিল তাহারে ॥
সেই কুঞ্জে গোবিন্দ আছেন বসিয়া।
মনসিজ-ব্যথাতে ব্যাকুলচিত্ত হৈয়া ॥
ব্যগ্র হয়ে সেই সখী আইল কৃষ্ণস্থানে ॥
তাহার যতেক চেষ্টা কহিল বিধানে ॥
শুন হে নাথ ভরে বাসকসজ্জা-গৃহে।
সম্প্রতি রাধা তোমার বড় দুঃখ সহে ॥
দিশি দিশি তোমারে নিরখে অনুক্ষণে।
তন্ময় জগৎ হৈয়া আর নাহি জানে ॥
তুমি তারে কদাচিৎ না কর স্মরণ।
অতএব সন্তাপ বাড়য়ে অনুক্ষণ ॥
তোমার অধর-সুধা করিবারে পান।
তব গুণ-রূপ-লীলা সদা করে ধ্যান ॥
লোমহর্ষ-উৎপাদক তোমার অধর।
জিহ্বা আকর্ষয়ে আর সর্ব্বচিত্তহর ॥
তব অভিসারসুখে বলিত হৃদয়।
কিছু পদ চলিয়া না চলিতে পারয় ॥
উৎসাহ উঠিল মাত্র পদ চারি চলে।
গমনের শক্তি নাই পড়িলে ভূতলে ॥
তব সহ রতিক্রীড়া করিবার আশে।
কেবল জীবন মাত্র রহত হুতাশে ॥
বিচিত্র বিশদ পদ্ম বলয় করিতে।
মৃণাল সহিত সেই একত্র ধরিতে ॥
আপনার অঙ্গে সব বহু চিহ্ন দেখি।
নিরীক্ষণ করে হয়ে অনিমিষ আঁখি ॥
তোমার ভূষণ আর লীলানুকরণ।
আমি মধুবিন্দ ইষ্ট কহয়ে কখন ॥
তোমার বিচ্ছেদে ধনী সামামনা হৈয়া।
আপনাকে কৃষ্ণ মানে ধ্যাননিষ্ঠা রয়া ॥
পুনঃ স্ফূর্ত্তি অপগমে আত্মস্ফূর্ত্তি হৈলা।
আত্মাকে পৃথক্ জানি কহিতে লাগিলা ॥
কৃষ্ণ কেন ত্বরিত না করে অভিসার।
সখী প্রতি এই বাক্য কহে বার বার ॥
পুনঃ কহে কৃষ্ণ আইল তব কুঞ্জে দেখি।
জলধর সম অতি মুগ্ধা নিতি লিখি ॥
আলিঙ্গন করি তারে করয়ে চুম্বন।
এইরূপ দশা তার কৈনু নিবেদন ॥
তোমার বিলম্বে লজ্জা বিগলিত হৈলা।
কুঞ্জেতে বসিয়া বহু রোদন করিলা ॥
বাসকসজ্জিকাবস্থা হইয়া তাহার।
বিলাপ করিতে আঁখি বহে জলধার ॥

শ্রীজয়দেব কবি-মুখের বচন।
রসিক ভকত ইহা করে আস্বাদন॥
শৃঙ্গার-রসেতে যার ভাসিত হৃদয়।
তার সুখ বিস্তার করুন অতিশয়॥
স্বসখীর পীড়া যত স্মরণ হইলা।
পুনর্ব্বার ঈর্ষ্যা করি কহিতে লাগিলা॥
বিপুল হইয়া অঙ্গেহয় রোমাঞ্চন।
অতিশয় শীৎকার উঠে ঘন ঘন॥
অন্তরে জনিত জাড্য ব্যাকুল হইলা।
কুঞ্জে আসি কণ্ঠাগত প্রাণ মাত্র কৈলা॥
শুনহ কিতব তুমি নিশ্চিন্ত রহিলে।
সরল স্বভাব তারে বহু দুঃখ দিলে॥
অতিশয় কন্দর্প বাড়িছে ক্ষণে ক্ষণে।
চিন্তায় ব্যাকুল রাধা কিছু নাহি জানে॥
তব রসে জলনিধি তাহার অন্তরে।
অতিশয়া ধ্যানমগ্না আছে নিরন্তরে॥
তবে ধনী বাহ্য-দৃষ্টে সহ সখীগণে।
অবশ্য আসিবে কৃষ্ণ বিচারিল মনে॥
এত বলি কুঞ্জমধ্যে বসি পুনর্ব্বার।
কেলিতল্প সাজাইল বিবিধ প্রকার॥
কুঞ্জের উপরে পুষ্প চামর রাখিল।
পুষ্পের তোরণ করি আবরণ কৈল॥
পদ্মমালা তল্পে সাজাইল মনোহারী।
নানা বর্ণে পুষ্প তার দুই পাশে ধরি॥
নবপল্লবে শয্যা তার মধ্যে দিয়া।
কেলিতল্প সাজাইল সযত্ন হইয়া॥
অপূর্ব্ব মাধুকীর পত্র ধরি দুই পাশে।
কর্পূর-বাসিত বীড়া ধরিল হরিষে॥
তবে রাধা সখীবর্গে কহি বার বার।
কুঞ্জ সাজাইল তবে বিবিধ প্রকার॥
আজি মোর আনন্দ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কত সুখ হবে মোর রজনী-বঞ্চনে॥
ঋতুপতি রজনী তাহাতে কৃষ্ণসঙ্গ।
কহিতে কহিতে ধনী পুলকিত অঙ্গ॥
কর্পূর-বাসিত সুবাসিত জল ভরি।
রাখহ শয্যার কাছে বহু যত্ন করি॥
অঙ্গের ভূষণ সখি কর পুনর্ব্বার।
কহিতে ঝুরিয়া পড়ে অমৃতের ধার॥
শীতল বীজন পুনঃ সুস্নিগ্ধ করিলা।
এমত প্রকারে কত কহিতে লাগিলা॥
কৃষ্ণের লাগিয়া সখি করহ চন্দন।
পরাইব অঙ্গে পুনঃ করহ উত্তম॥
উত্তম করিয়া গাঁথি নব পদ্মমালা।
অগুরু গন্ধেতে পুনঃ পূরিত করিলা॥
এইমত কুঞ্জসজ্জা আপনি রচিল।
পানপাত্র মধুপাত্র সকাল করিল॥
কুসুমের চূড়া সাজাইল ভালমতে।
মুক্তাহার গাঁথিলেন তোমা পরাইতে॥
ক্ষণে চমকিত হয় ক্ষণে মৌন রয়।
তোমার বিচ্ছেদে ধনী বড় দুঃখ পায়॥
এইরূপে কতক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে।
প্রলয় উৎকণ্ঠা আসি হৈল উপস্থিতে॥
ক্ষণে ঘর বাহির করেন বেরি বেরি।
কিছু নাহি শুনে রহে আপনা পাসরি॥
উঠিল হৃদয়ে তবে বিরহের জ্বালা।
শুষ্কপ্রায় ক্ষণে ক্ষণে পরম চঞ্চলা॥
অমন্দ কন্দর্প-জ্বালা বাড়িতে লাগিল।
রস জলনিধিমগ্না ধ্যানমগ্না হৈল॥
রাধিকা তোমার প্রেম-সমুদ্রে পড়িয়া।
অবলম্ব নাহি রহে তব মুখ চায়্যা॥
পুনঃ অতি শীঘ্র তথা যাইবার তরে।
বাসকসজ্জিকা চেষ্টা কহিল কৃষ্ণেরে॥
অঙ্গে আভরণ সব বহু মত পরি।
সাজাইল কেলি-শয্যা নানা পুষ্প ধরি॥
আমারে দেখিয়া কৃষ্ণ পাইবে বিমন।
এ হেতু বহু মত পরিল আভরণ॥
পুনঃ ত্যাগ করি পুনঃ অঙ্গে ভূষা করে।
আকল্প বিকল্প সঙ্কল্পাদি শত ধরে॥

কহিছে অন্তরে মহা বিপ্রলব্ধবান্ ।
অতি বিপরীত চেষ্টা সেই সে প্রমাণ ॥
পক্ষ্যাদি সঞ্চরে পথে বুঝি আগমন ।
আশঙ্কা করিয়া পুনঃ করেন চিন্তন ॥
কেলিশয্যা বিস্তার করিল বার বার ।
কভু বসি ধ্যান করে বহু দুঃখ তার ॥
এইরূপে লীলা শত-ব্যাসক্ত হইয়া ।
তোমা লাগি বরতনু আছেন জাগিয়া ॥
অত্যন্ত উৎকণ্ঠা রাত্রি গোঙাইতে নারে
একদৃষ্টে তব পথ নিরীক্ষণ করে ॥
পথিকের বেশ দেখি থাকে নন্দ-ঘরে ।
পাঠাইল কৃষ্ণ অভি র করিবারে ॥

শুনহ পথিক এই ভাণ্ডীর-কাননে ।
কৃষ্ণরূপ কালসর্প করেন শয়নে ॥
দৃষ্টিগোচর হয় ঐ নন্দের মন্দির ।
তথা যায়ে বাস কর পথিক সুধীর ॥
কৃষ্ণ-ভোগীর ভবনে
বিশ্রাম যুক্ত নহে ।
পথিক যাইয়া নন্দ
আগে সব কহে ॥
রাধার বচন শুনি অধ্বগের মুখে ।
নন্দ আগে গোপন করিল প্রেমসুখে ॥
সায়ংকালে পথিকের বচন শুনিয়া ।
জানিলেন কুঞ্জে অভিসরণ লাগিয়া ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ-মহাকাব্যে ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ নামক ষষ্ঠ সর্গ ।

সপ্তম সর্গ

বিপ্রলব্ধ নায়িকার করিতে বর্ণন ।
যেমতে হৈল তার লক্ষণ ঘটন ॥
জয়দেব গোসাঞি তাহা গ্রন্থে লিখিলা ।
মধুর ভজন-তত্ত্ব প্রকাশ করিলা ॥
বাসকসজ্জার শেষে উৎকণ্ঠা-লক্ষণ ।
তার পর বিপ্রলব্ধা রসের পোষণ ॥
আপ্তদূতী কৃষ্ণ লাগি করিল গমন ।
সময়ে কান্তের সঙ্গে না হৈল মিলন ॥
শ্রীকৃষ্ণের লাগি মহাদুঃখ শোক করে ।
বিপ্রলব্ধা নায়িকা-লক্ষণ কহি তারে ॥
রাধিকার প্রেম -চেষ্টা করিয়া স্মরণ ।
জয়দেব কবি কৈলা গ্রন্থ প্রকটন ॥
সেই কথা আস্বাদ করহ ভক্তি করি ।
জয়দেব-পাদপদ্মে বহু নমস্করি ॥
এই অবসরে ইন্দু অতিদীপ্ত হৈয়া ।
কিরণমণ্ডলী সব প্রকাশ করিয়া ॥
বৃন্দাবন-মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের উদয় ।
দেখিয়া উৎকণ্ঠা চিত্তে বাড়ে অতিশয় ॥

দিকসুন্দরী-মুখে যেন চন্দনের বিন্দু ।
বৃন্দাবনে পূর্ণোদয় হৈলা পূর্ণ ইন্দু ॥
কথিত সময়ে চন্দ্র অনুদয়কালে ।
বৃন্দাবনে গমন না হৈল সেই কালে ॥
হরিয়া আমার মন না আইল হেথা ।
সেই হেতু আমি মনে পাই বহু ব্যথা ॥
বিফল ভ্রমল রূপ যৌবন আমার ।
কি কহিব কহ সখি ইথে প্রতীকার ॥
যাহার নিমিত্তে আগমন এ কাননে ।
হৃদয়ে অসম শর করিছে যাতনে ॥
কৃষ্ণ-সঙ্গ নিমিত্তে আসিয়া অন্ধকারে ।
সুখ রহু পড়িলাম দুঃখের সাগরে ॥
মরণ আমার সর্ব্ব হৈতে শ্রেষ্ঠ লাগে ।
ব্যর্থ মোর দেহ সখি কহি তব আগে ॥
অচেতন আমি কৃষ্ণ-বিরহ-অনলে ।
কেমনে রহিব চিত্ত হইল বিকলে ॥
ইহ প্রাণসখী এই মধুর যামিনী ।
বিধুরিত কৈল মোরে হেন অনুমানি ॥

কোন গোপী কৃষ্ণ-রস করিছে আস্বাদ।
সুকৃতি কামিনী পাইল শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ॥
মণিবলয়াদি যত ভূষণের গণ।
কৃষ্ণের বিরহে সব মানিয়ে দূষণ॥
হা হা প্রাণপ্রিয়সখি বিরহ-দহনে।
দহিছে আমার মন দেখ সর্ব্বক্ষণে॥
কুসুম হইতে সুকুমার কলেবর।
লীলা করি মদন দহিছে নিরন্তর॥
গলেতে মাণিক্য করে হৃদয় মোহন।
বিষম-স্বভাব কাম না হয় বারণ॥
বসিয়া আছি যে আমি বেতসী-কাননে।
কৃষ্ণ মোরে বঞ্চনা করেন বাক্যবাণে॥
অস্থির সৌহৃদ্য তার মধুসূদন নাম।
চিত্তে কভু নাহি করে করি অনুমান॥
হরিপাদপদ্ম শরণ যাহার হৃদয়।
জয়দেব নাম কবিরাজ মহাশয়॥
তাঁহার ভারতী সর্ব্বজনের হৃদয়।
প্রবেশ করুক ভক্তগণে অতিশয়॥
যুবাপুরুষের হেন যুবতীর প্রায়।
কোমল কবিত্বযুক্ত আছয়ে সদায়॥
বানীরলতাকুঞ্জের সঙ্কেত করিয়া।
কেন না আইল কৃষ্ণ নিষ্ঠুর হইয়া॥
কিংবা কোন ভাবিনী অর্থিত সর্ব্বভাবে।
কিংবা কলা-কেলি-বদ্ধ আপন স্বভাবে॥
অন্ধকার বনে কিংবা করিছে ভ্রমণ।
বনভ্রমণেতে কিংবা ক্লান্ত হৈল মন॥
প্রস্থান করিতে মাত্র সামর্থ্য নহিল।
বঞ্জুললতার কুঞ্জে এ হেতু না আইল॥
চন্দ্রিমা উদয় করি প্রতিবন্ধ হৈল।
সঙ্কেত করিয়া পুনঃ আসিতে নারিল॥
আমার বিশ্লেষ-দুঃখে কান্ত ক্লান্ত হৈয়া।
কিংবা কোন কুঞ্জমধ্যে রহিল পড়িয়া॥
এই অবসরে শ্রীরাধিকা-প্রিয়সখী।
নিকটে আইলা মাত্র ঝুরে দুই আঁখি॥

দেখিয়া তাহারে অতি বিষাদিত মন।
সঙ্গে না দেখিল তার শ্রীনন্দনন্দন॥
বিষাদিত মুখ কিছু কহিতে না পারে।
তারে দেখি মহা দুঃখ বাড়িল অন্তরে॥
নিঃশঙ্ক হৃদয় দেখি কহিতে লাগিলা।
বুঝি কার সঙ্গে কৃষ্ণ ক্রীড়া আরম্ভিলা॥
দৃষ্ট যত সেই কথা কহে সখী-আগে।
হৃদয়ে বাড়িল তাপ অতি অনুরাগে॥
আরে সখী না কহিতে জানিল বিচারি।
মধুরিপু সহ কেলি করে অন্য নারী॥
আমা হৈতে সেই সে অধিক গুণবতী।
মধুরিপু সঙ্গে করে একত্র বসতি॥
স্মর-সমরেতে তাহে বাহুযুদ্ধ করি।
সময় উচিত বিরচিত বেশ ধরি॥
রণবেশে বিগলিত কুসুমের মালা।
সব বিলোলিত কেশ-বন্ধন হইলা॥
ইহাতে জানিনু তিঁহো বিশেষ তাঁহার।
হরিপরিরম্ভণেতে রোমাঞ্চ অপার॥
বলিত বিকার তার হইয়াছে অঙ্গ।
কুচকলসেতে তরলিত হার-রঙ্গ॥
মুখচন্দ্রে বিচলিত অলকার পাঁতি।
তদধরপান হৈতে চন্দ্রাকৃতি ভাতি॥
পানরসে বাড়ে কত আনন্দ-বিকার।
নিমীলন দৃষ্টি তার হয় বার বার॥
চঞ্চল কুণ্ডলে হৈল লম্বিত কপোল।
মুখরিত রশনে জঘন অতিলোল॥
দয়িতে চাতুরী হয় কটাক্ষদর্শনে।
লজ্জিত হইয়া বহু হাসে মনে মনে॥
দাত্যূহ কপোত পরাভূত শব্দ করি।
আনন্দ বাড়িছে তার কৃষ্ণমুখ হেরি॥
বিপুল পুলক পৃথু বেপথুর রঙ্গ।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে তার মদন-তরঙ্গ॥
নিমীলিত নিশ্বসিত হইতে মদন।
আবির্ভাব হইয়া বাড়য়ে অনুক্ষণ॥

শ্রমজল-কণভরে সুন্দর শরীর।
রমণ-সংগ্রাম অতি পণ্ডিত সুধীর॥
কৃষ্ণ-বক্ষঃস্থলে অতিসুখেতে শয়ন।
আরে সখী সদা বিচারিছে মোর মন॥
জয়দেব-ভণিত হরিচরিত্র সকল।
কলুষ করিয়া নাশ করুক মঙ্গল॥
কলিযুগ-কলুষ করিয়া সব নাশ।
শ্রবণাদি করি চিত্তে হউক প্রকাশ॥
কৃষ্ণমুখ উপমা করিয়া দ্বিজরাজে।
কহিতে লাগিল রাধা সখীর সমাজে॥
আরে সখি চন্দ্র মোর বাড়ায় সন্তাপ।
দেখিয়া দ্বিগুণ চিত্তে উঠিছে বিলাপ॥
মদনের জ্বালা ব্যথা বিচার করিয়া।
ব্যথা দেয় চন্দ্র মোরে তাপ উঠাইয়া॥
অন্য নায়িকার সহ কৃষ্ণের বিহার।
আমার বিরহে পাণ্ডু বদন তাহার॥
ঐছে কৃষ্ণমুখাম্বুজ কৃষ্ণ তদাকার।
সেই পাণ্ডু মুখ দেখি বহু দুঃখভার॥
মলয়-সুহৃদ চন্দ্র মদনের ব্যথা।
অতিশয় বাড়াইতে জানিবে সর্ব্বথা॥
কৃষ্ণমুখ স্মরণ করয়ে বার বার।
ইহাতে মদনজ্বালা ব্যথায় আমার॥
তবে সেই নায়িকাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা।
সখী আগে বিচারিয়া কহেন রাধিকা॥
যমুনা-পুলিন-বনে বিজয়ী মুরারি।
বিহার করিছে সেই গোপী সঙ্গে করি॥
দিব্য ভূষণাদি সব অঙ্গে সাজাইয়া।
অধুনা বিহরে কৃষ্ণ গোপী সব লৈয়া॥
সমুদিত মদনে মলিন-মুখ চান্দে।
চুম্বন-বলিত তার অধরসুছান্দে॥
মৃগমদ তিলক-সুকপোলে লিখন।
কহিতে পুলক রোঁহে বাড়ে অনুক্ষণ॥
সুধাকর মৃগলাঞ্ছ ঐছে শোভা করে।
ঐছে পুনঃ কবরী বান্ধিল নিজ করে॥

ঘনচয় রুচির চিকুর সাজাইল।
রক্তঝিণ্টী পুষ্প তাহে রচনা করিল॥
চপলা গগনে যেন মেঘের সহিতে।
মেঘে বেড়ি শোভা অতি করে চারিভিতে॥
তরলিত তরুণ আনন সে ইহার।
কৃষ্ণ তার প্রশংসার করিলা বিস্তার॥
রতিপতি-গৃহ তার চিকুর কানন।
সতত আশ্রিত সেই বনে অনুক্ষণ॥
মুক্তাহার তার কপোলে পয়োধরে।
ঘটনা করিল তায় অতি শোভা করে॥
সুবলিত কুচযুগ গলে মুক্তাহার।
অতি সুনির্ম্মল তাহা পটল আকার॥
মৃগমদ রুচি তাতে মৃগলক্ষ হৈলা।
কস্তূরিকা লিপ্ত যেন গগনে করিলা॥
মৃদু ভুজযুগলেতে বলয়ার পাঁতি।
মরকত-নির্ম্মিত করিল বহু ভাতি॥
মধুকর-নিচয় যেমন শোভা করে।
করতল সুললিত দলের উপরে॥
জিত মৃণালের খণ্ড ঐছে ভুজশোভা।
তাহাতে বলয়ের পাঁতি পঙ্কজের আভা॥
হিম সম শীতল পরশসুখ ধরে।
সাজাইল বলয়ের পাঁতি দুই করে॥
রতিগৃহ জঘনেতে মণি সারসনা।
সাজাইয়া পুনঃ পুনঃ করিছে রচনা॥
মনসিজ কনকের সুন্দর আসন।
তোরণের উপহার করিল জঘন॥
বিপুল নিতম্বে দিল মণিসার শোভা।
বাড়াইতে অনুক্ষণ কৃষ্ণসুখলোভা॥
অনুরাগে তাহার চরণ-কিশলয়।
যাবক-রঞ্জিত সুখে করে অতিশয়॥
কমলার নিলয় সে চরণ সুন্দর।
নখমণিগণেতে সেবিত নিরন্তর॥
বক্ষেতে ধরিতে পদপল্লব তাহার।
আবরণ করিয়াছে বাহিরে অপার॥

কাহার সহিত হৈল রভস তাহার।
রমণ করিছে সুখ পাইয়া বিস্তার॥
মোরে অভিসার করি অন্যের সহিতে।
বিহার করয়ে ইহা কে পারে সহিতে॥
অবসর হইয়া বসিয়া বৃক্ষ-ডালে।
কৃষ্ণ সুখে বিহার করিছে কুতুহলে॥
কবির নৃপতি জয়দেব মহাশয়।
তাহার বর্ণনে কৃষ্ণভক্তি উপজয়॥
কলিযুগ-চরিত্র কেবল দুরাশার।
মধুরিপু-পাদপদ্মে গাঢ় প্রেম যার॥
হরিগুণ বর্ণন চিন্তন কাব্য করি।
তার মধ্যে মাধুর্য্য-রসের অধিকারী॥
হৃদয়ের শোক নাশ যাহার শ্রবণে।
কৃষ্ণে রতি জন্মে পাঠ করয়ে যে জনে॥
কৃষ্ণ অনাগমনে বিষণ্ণমুখী সখী।
কহিতে লাগিলা রাধা তার দুঃখ দেখি॥
শুন সখি দূতীকার্য্য অনেক করিলা।
শঠ পরবঞ্চকেরে আনিতে নারিলা॥
দৌত্যক্রিয়া অনেক করিলে বারে বার।
হারিয়া রহিলে দোষ সকল তোমার॥
বহু মত শঠরাজ বল্লভ সেই জন।
তার কার্য্যে না করি যে তোমার দূষণ॥
যবে মোর দশা আসি দশমী হইবে।
তারে দেখিবারে চিত্ত আপনি যাইবে॥
স্বচ্ছন্দ বিহার কৃষ্ণ করুন পর সনে।
কিবা তার দোষ তারে না করি দূষণে॥
উৎকণ্ঠার আধিক্য বাড়িবে যেই ক্ষণে।
প্রিয়-সঙ্গমেতে চিত্ত যাবে সেইক্ষণে॥
দেখ সখি প্রিয়-গুণে আকৃষ্ট হইয়া।
উৎকণ্ঠার আর্ত্তিভয়ে চলিল ধাইয়া॥
আকর্ষণ মহাগুণ আছয়ে কাহার।
অতএব আমারে টানিছে বার বার॥
আরে সখী কি কহিব দুঃখ আপনার।
তুমি দেখি মহাদুঃখ পাবে বারে বার॥

আনিল তরল কুবলয়-আঁখি হৈতে।
দুঃখ নাহি পাবে নবপল্লবশয্যাতে॥
কৃষ্ণের সহিত সদা বিহার যাহার।
মনসিজ-বাণে মুগ্ধ চিত্ত নহে তার॥
বিকসিত সরসিজ তার শোভা দেখি।
মোর সম দুঃখ নাহি পায় তার আঁখি॥
অমন মধুর মৃদু বচন হইতে।
জ্বালা নাহি পায় সঙ্গে বিহার করিতে॥
স্থলে জলরুহরুচি কর-পদ দেখি।
দুঃখ নাহি পায় সেই কৃষ্ণগত আঁখি॥
হিমকর-কিরণেতে দহিতে না পারে।
সজল সকল দুঃখ কভু না আচরে॥
মেঘ সমুদয় দেখি ব্যাকুল না হয়।
কৃষ্ণসহ রমণেতে সতত আছয়॥
কনক-নিকর তুল্য বসন নেহারি।
নিশ্বাস না ছাড়ে পরিজন-হাস হেরি॥
সকল ভুবন জন বয়-রূপ দেখি।
না পায় সমান পীড়া কৃষ্ণসঙ্গ সখী॥
জয়দেব গোসাঞি ভণিত্য কাব্য হৈতে।
সাদর করিয়া কথা শ্রবণ করিতে॥
হৃদয়ে প্রবেশ কৃষ্ণ করুন সবার।
জয়দেব-রসবাক্য সর্ব্বতত্ত্বসার॥
জগতের প্রাণ তুমি চন্দন পবন।
মদনের মনে কর আনন্দ যোজন॥
দক্ষিণ পথেতে আসি দক্ষিণ যে নাম।
আমার নিকটে তুমি না হইও বাম॥
একবার মাধবেরে করি দরশন।
পশ্চাৎ আমার প্রাণ করিবে হরণ॥
রিপু সম সখীগণ সম্ভাষ হইল।
হিমানিল অনল সমান দাহ দিল॥
নিশাকর বিষাকর সমান হইল।
সুধাকর নাম তার কোথায় রহিল॥
যে নির্দয় লাগি সব হইল এমনি।
তাহার নিকটে মন করিছে গমন॥

আপনার হয়ে মন আপনার নয়।
ধিক্ ধিক্ নারীমন নিরঙ্কুশ হয় ॥
শ্রীহরি-বিরহে বহু যাতনা পাইয়া।
মরণ বরঞ্চ ভাল মনেতে জানিয়া ॥
রাধিকা কহেন শুন শুন হে মদন।
সহকারী আছে তব মলয়-পবন ॥
দোঁহে মেলি কর মোর প্রাণের নিধন।
আর নাহি গৃহে পুনঃ করিব গমন ॥
শমন-ভগিনি শুন করি নিবেদন।
কি হেতু করহ ক্ষমা নাহি ত কারণ ॥
শ্রীহরি-বিরহে দেহ দহিছে আমার।
ভাসায়ে লউক আসি তরঙ্গ তোমার ॥
বিরহ-দুঃখের বহু বর্ণন করিয়া।
কবি জয়দেব তাহা সংক্ষেপে সারিয়া ॥
সম্ভোগ-রজনী-সুখ করিয়া স্মরণ।
করিছেন প্রভাতের কৌতুক-বর্ণন ॥
প্রভাতে নিকুঞ্জ-গৃহে আসি সখীগণ।
কৃষ্ণ-কলেবরে দেখি রাধার বসন ॥
কৃষ্ণের বসন দেখি রাধিকার অঙ্গে।
সকলে মিলিয়া হাসে কৌতুক-তরঙ্গে ॥
সখীগণ-উপহাসে লজ্জিত শ্রীহরি।
আনন্দে করয়ে হাস্য রাধা-মুখ হেরি ॥
তাঁহার চরণে মন রাখ ভক্তগণ।
করুন জগদানন্দ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ-মহাকাব্যে বিপ্রলব্ধবর্ণনে নাগরনারায়ণ-নামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ

এবে কহি নায়িকার খণ্ডিত লক্ষণ।
জয়দেব-পাদপদ্ম করিয়া বন্দন ॥
অতিকষ্টে সে রাত্রি করিয়া বঞ্চন।
সখীর সহিত রাত্রি কৈল জাগরণ ॥
কন্দর্পের শরে অতি জর্জ্জর হইয়া।
আছেন প্রভাতে কুঞ্জদ্বারেতে বসিয়া ॥
হেনই সময়ে কৃষ্ণ আসে সেই স্থানে।
দেখিল অঙ্গেতে সব রতির লক্ষণে ॥
কৃষ্ণ আসি প্রণত হইয়া কথা কয়ে।
দেখিয়া অসূয়া বহু বাড়িল হৃদয়ে ॥
অনুনয়-বিনয় করিতে তাঁর আগে।
মহাঈর্ষ্যা দৃষ্টি করি কহে অনুরাগে ॥
কণ্ঠাগত প্রাণ যদি হইয়াছে তার।
দেখিতেই ঈর্ষ্যা ক্রোধ বাড়িল অপার ॥
বাহিরে ভূষণ যথা মলিন আকার।
মন হৈতে মলীমস হয়েছে তোমার ॥
অনুগত জনেরে বঞ্চনা কেন কর।
অনঙ্গশরেতে মোর আসিয়াছে জ্বর ॥
অবলা কবল করি করহ ভ্রমণ।
চিত্র নহে তোমার এ সব বিবরণ ॥
পূতনার স্তন্যপানে করিলা সংহার।
বাল্য হৈতে নির্দ্দয়তা শরীরে তোমার ॥
জয়দেবভণিত এ যুবতী-বিলাপ।
খণ্ডিতা সহিত এই বচন-কলাপ ॥
বিবুধ সকল শুন মধুর বচন।
রিপুর আলয় হৈতে দুরাপ লক্ষণ ॥
অরুণের প্রায় দ্যুতি হৃদয়ে তোমার।
প্রিয়াপাদালক্তযুক্ত দেখি বার বার ॥
প্রকট করিয়া প্রসরিত অনুরাগ।
বাহিরে ধরিছ তুমি হাবকের রাগ ॥
সেই অনুরাগ তার প্রতি বৃদ্ধি হয়্যা।
হৃদয় ভেদিয়া বহির্গত প্রকাশিয়া ॥

শুন হে কিতব তোমা করি আলোকন।
অতিশয় লজ্জা মোর বাড়ে অনুক্ষণ ॥
তাহার প্রণয়ভর প্রখ্যাত করিতে।
অতিশয় করি আমা সব জ্বালাইতে ॥
অন্য জন-কথা কহ হৃদয়েতে আন।
কিতব জনার বাক্য কে করে প্রমাণ ॥
ঈর্ষা শোক নির্ব্বেদ হইলে ব্যভিচারী।
স্তবধভাব উপজিল রহে মৌন ধরি ॥
লীলাপদ্ম তাতে ছিল ভূমে ফেলাইল।
বিমুখ হইয়া পুনঃ মৌনেতে রহিল ॥
অতি গাঢ় মান দেখি শিথিল করিতে।
কৃষ্ণও মুরলীধ্বনি লাগিলা বর্ণিতে ॥
বংশীধ্বনি তোমাদের বিঘ্ন নাশ করি।
বিস্তার করুন শুভ স্বগুণ বিস্তারি ॥
বিশ্রংসস্তম্ভনে আকর্ষণে মহামন্ত্র।
মধুরিপু মুরলী জপয়ে সর্ব্বতন্ত্র ॥
দৃপ্ত দৈত্যকুল হৈতে ব্যাকুল যে জন।
তাহার বিপত্তি সব করয়ে ধ্বংসন ॥
যাহার শ্রবণ হৈতে যত দেবগণ।
দৈত্যভয় হৈতে মুক্ত হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
কুরঙ্গ-নয়নীদের অনন্ত মোহনে।
চন্দন নন্দীর পুষ্পমাল্য-বিশ্রংসনে ॥
মৌলি কর্ণ নেত্র দৃষ্টি হ্রষণ-জননে।
মহা মন্ত্ররাজ কৃষ্ণ মুরলীর গানে ॥
এইরূপে সর্ব্বলোকে আশীর্ব্বাদ করি।
মধুরিপু মুরলীর মহিমা বিস্তারি ॥
জানাইল আকর্ষণে মহামন্ত্রে তায়।
শুন ভক্তগণ ইথে পাবে অর্থসার ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ-মহাকাব্যে খণ্ডিতা-লক্ষণ-বর্ণনে
বিলক্ষলক্ষ্মীপতি নামক অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ

কামেতে বিধুরা রতিসুখেতে বঞ্চিতা।
চিন্তামগ্না বিষাদিতা কলহান্তরিতা ॥
এরূপে রাধারে হেরি সখী এক জন।
কহিতে লাগিলা তবে সান্ত্বনা-বচন ॥
"মানময়ি কৃষ্ণ প্রতি নাহি কর মান।
মৃদুমন্দ গন্ধবহ হয় বহমান ॥
আসিতেছে কৃষ্ণধন তব অভিসারে।
ইহা হ'তে কিবা সুখ আছে গো আগারে
রসপূর্ণ কুচকুম্ভ ওগো বরাননি।
বিফল করিছ কেন বল দেখি শুনি ॥
ভুবনমোহন কৃষ্ণ খ্যাত সর্ব্বস্থান।
সে প্রাণবল্লভে নাহি কর প্রত্যাখ্যান ॥
ব্যাকুল হইয়া কেন করহ রোদন।
তোমারে হেরিয়া দেখ হাসে নারীগণ ॥
সজল-নলিনীদলরচিত শয্যায়।
হরিকে দর্শন কর কহিনু তোমায় ॥
সার্থক হইবে তব নয়নযুগল।
কেন গো বিষাদ রাখ অন্তরভিতর ॥
মম বাক্য ওগো ধনি করহ পালন।
বিরহ-যাতনা তব ঘুচিবে এখন ॥
কেন ব্যাকুলতা রাখ হৃদয়-মন্দিরে।
প্রিয়-সম্ভাষণ কর লইয়া হরিরে ॥"
অতীব মধুর এই শ্রীহরিচরিত।
জয়দেব কবি দ্বারা হয় বিরচিত ॥
রসিকজনের হৃদে আনন্দবর্দ্ধন।
সতত করুক ইহা এই আকিঞ্চন ॥
"নিষ্ঠুর হতেছ তুমি স্নেহবান্ প্রতি।
বিনম্রেতে উদাসীন ওগো মানবতি ॥

দ্বেষ করিতেছ তুমি অনুরাগী 'পরে।
বিমুখতা দেখাতেছ প্রণয়-অর্থীরে ॥
গরল সমান বোধ হইবে চন্দন।
তব পক্ষে কি বিচিত্র বুঝিনু এখন ॥
শিশিরে না হবে কেন দগ্ধ কলেবর।
রতিজন্য হয় নাহি হবে ক্লেশকর ॥
যেমন হয়েছ তুমি উন্মার্গগামিনী।
তার উপযুক্ত ফল ভুঞ্জ গো মানিনি ॥"

সানন্দে সম্ভ্রমে যত দেবতা-নিকর।
প্রণাম করিল যাঁর
চরণ উপর ॥
শিরস্থিত ইন্দ্রনীল মণিসমুদয়।
বিরাজ করয়ে হেন ভ্রমরনিচয় ॥
অমঙ্গল নাশ হেতু সেই হরিপদে।
পুনঃ পুনঃ নতি করি
ঐকান্তিকচিতে ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ-মহাকাব্যে কলহান্তরিতাবর্ণনে
মুগ্ধমুকুন্দ-নামক নবম সর্গ।

দশম সর্গ

এখন কহিব কৃষ্ণ-প্রার্থনার কথা।
অমৃতের শত ধার বহি যায় যথা ॥
পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সে দিবস গোঙাইলা।
প্রদোষসময় আসি উপসন্ন হৈলা ॥
অতি গাঢ় মান কেহ ভাঙ্গিতে নারিল।
কি করি উপায় কৃষ্ণ মনে বিচারিল ॥
সখীবর্গ হৈতে মানভঙ্গ নাহি হয়।
আপনি ভাঙ্গিতে মান করিয়া নিশ্চয় ॥
কোপ উপশম মনে হয়েছে তাহার।
প্রসন্ন বদন কিছু দেখিলা রাধার ॥
সমীপে আসিয়া পুনঃ তারে দেখা দিল।
কৃষ্ণ-দর্শনে রাধার অভিমান হৈল ॥
আনন্দ-গদ্গদ পদ গলিত অক্ষরে।
কহিতে লাগিল অতি মন্দ মন্দ স্বরে ॥
দেখিল শ্রীমুখপদ্ম বিরহের দাহে।
নিশ্বাসের সহ মুখকান্তি ম্লান রহে ॥
অতিগাঢ় রোষরস আছে অনুক্ষণ।
আনন্দ-রাধার মুখ করি নিরীক্ষণ ॥
লজ্জা সহ গলিত অক্ষরে আগে গিয়া।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ বিনয় করিয়া ॥

"শুন প্রিয়ে চারুশীলে অকারণ মান।
ক্ষমহ সকল তুমি কেন অভিমান ॥
চারুশীলে তুমি অকারণ মান লয়্যা।
কিবা সুখ পাও বল মোরে দুঃখ দিয়া ॥
তোমার বিচ্ছেদ আর সহিতে না পারি
কাম-অগ্নি আমার মানস দাহ করি ॥
তৎক্ষণে সকল তনু দাহিল আমার।
তুয়া মুখ কমল-মধু পান করিবার ॥
চাহে মোর মন রাধে কর অবধান।
মধুপান হৈতে মোর জুড়াক্ পরাণ ॥
শুন প্রিয়ে তুমি যদি কিঞ্চিৎ বচন।
কহিলে আমার দুঃখ হইবে মোচন ॥
তব দন্তরুচি-রূপ কৌমুদী সকল।
নাশে ঘোরতর তম করয়ে উজ্জ্বল ॥
তোমার বদনচন্দ্রে অমৃতের ধার।
ঝরি পড়ে দেখি লুব্ধ নয়ন আমার ॥
চকোর সদৃশ মোর নয়ন-যুগল।
স্ফুরিত অধর-সুধা দেখিয়া বিকল ॥
তব মুখচন্দ্র উছলিত সুধারাশি।
নয়ন-চকোর মোর অতি অভিলাষী ॥

নয়ন-চকোর হয় ত্বদেকজীবন।
শুন চন্দ্রমুখি মোরে না কর বঞ্চন ॥
ত্বদেকজীবন আমি রোষযুক্ত নয়।
যদি দোষ দেখ দণ্ড কর অতিশয় ॥
হে রাধিকে প্রসন্ন বদনে সত্য যদি।
আমাতে কোপিনী তুমি আছ নিরবধি ॥
তবে খর নয়নের তীক্ষ্ণ শর করি।
প্রহার করহ মোরে মনোরথ ভরি ॥
ইহাতেও তুষ্ট যদি নহে তব মন।
ভুজপাশে বন্ধনের করহ ঘটন ॥
শুন বৃকভানুসুতা বল্লভ তোমার।
ক্ষমহ আমার রোষ চাহ একবার ॥
মুরলী ধরিনু তব নামের কারণে।
অহর্নিশি গান করি ভ্রমি বৃন্দাবনে ॥
যদি দুঃখ আছে চিত্তে করিবে তাড়ন।
ভুজযুগে মোর অঙ্গ করহ বন্ধন ॥
স্ফুরিত অধর-সুধা পান করিবারে।
নয়ন-চকোর মোর উৎকণ্ঠা আচরে ॥
শ্রীমুখকমলমধু দেহ করি পান।
মদন-দাহন হইতে রাখহ পরাণ ॥
সত্য যদি আমারে আছহ কোপবতী।
নয়ন-সন্ধান বাণ কর মোর প্রতি ॥
যে দণ্ড করিলে সুখ উপজে তোমার।
সেই দণ্ড করি মোরে কর অঙ্গীকার ॥
ভুজদণ্ডে বান্ধি যদি না হয় সন্তোষ।
দশনে দংশন কর যাতে পরিতোষ ॥
কতেক কহিব প্রিয়ে যাতে তব সুখ।
সেই দণ্ড করি ত্যাগ কর নিজ দুখ ॥
নিজ প্রিয়জন যদি অপরাধ করে।
ত্যাগ নাহি করে কিন্তু দণ্ড করে তারে।
ভৎসন তাড়ন দণ্ড আর যত আছে।
সকল করহ প্রিয়ে আছি তব কাছে ॥
নিভৃতে বান্ধিয়া মোরে রাখ কুঞ্জঘরে।
দণ্ড করি ভয়মুক্ত করহ আমারে ॥

কি আর বিস্তর কথা কহিব সুন্দরি।
যাহাতে তোমার সুখ হয় অতি ভারী ॥
তোমার চিত্তের যাতে প্রসন্নতা হয়।
যাহাতে চিত্তের সব ঘুচয়ে সংশয় ॥
মানময়ী তুমি মোর ভূষণ জীবন।
অঙ্গনার রূপে কর গমনাগমন ॥
মোর প্রাণরূপা তুমি বনের ঈশ্বরী।
তোমা বিনে বৃন্দাবন শূন্যময় হেরি ॥
যদি মোর অতি দোষ হয় তব স্থানে।
ক্ষমহ সকল কিছু না করিহ মনে ॥
কি জানি কিরূপ ক্রোধ জন্মিল তোমার।
সব ক্ষমা করি মোরে কর অঙ্গীকার ॥
মোর কাম্য তুমি সে করিবে বার বার।
তুমি মোর ধন প্রাণ তুমি মোর সার ॥
তুমি মোর জীবন ভূষণ রত্নখনি।
ভব-সমুদ্রের মাঝে রত্ন করি মানি ॥
তোমা বিনা প্রাণাধিক কেহ নাহি আর।
সেই দণ্ড কর মোরে যা ইচ্ছা তোমার ॥
তুমি মোর রত্নরূপা সবার প্রধান।
তুমি অনুকূলা হৈলে জুড়ায় পরাণ ॥
লোচন রঞ্জিত সেই করি সেই গুণে।
প্রেমদৃষ্টে চাহ কহ মধুর বচনে ॥
তবে সেই রাগ মোর জন্মিবে অন্তরে।
তবানুরঞ্জনী বিদ্যা স্ফুরুক আমারে ॥
তুমি অঙ্গীকার কৈলে তাপ-নাশ হয়।
আপনার বশ করি রাখহ আমায় ॥
আমি তবে সর্ব্বত্র বিজয়ী নাম ধরি।
পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলা দৈন্য করি ॥
কোনরূপে তুমি মোরে কর অঙ্গীকার।
হৃদয়ের দুঃখ মোর ঘুচাও অপার ॥
আমার মস্তকে তব চরণ-পল্লব।
স্থাপন করহ সেবা আমার দুর্লভ ॥
আমার বাঞ্ছিত সেই মহৎ চরণ।
যার স্পর্শে হয় স্মরগরলখণ্ডন ॥

মন্ত্ররূপ পাদদ্বয় স্পর্শিলে তোমার।
স্বরূপ গরল সব হয় ছারখার॥
লোকে বলে কন্দর্প গরল নাশ করে।
শিরসি ভূষণ কৈলে অতি শোভা করে॥
যদি বল এমন প্রার্থনা কেন কর।
তার অর্থ কহি ইথে করহ বিচার॥
ক্লেশ দেয় কামরূপ দারুণ অরুণ।
কামসূর্য্য-প্রতাপে জ্বলিছে মোর মন॥
সে মহাপ্রতাপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হয়্যা।
জ্বালিছে হৃদয় মোর ব্যাকুল করিয়া॥
চরণ ধারণ কৈলে তাপ-নাশ হবে।
মদন-কদন-ক্লান্তি সকলি ঘুচিবে॥
কন্দর্প-গরল খণ্ডে যার স্পর্শ হৈতে।
শিরসি নিধান কর সুখ মোর ইথে॥
রাতুল চরণ শ্যাম-চিকুর-উপরি।
অতি শোভা হবে কৃষ্ণচিত্তমনোহারী॥
মদন-কদনশর জ্বলিছে অন্তরে।
পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলা দামোদরে॥
কুচকুম্ভ উপরে শোভিছে মুক্তামালা।
নবঘনে শোভে যেন বলাকার মালা॥
তোমার হৃদয়দেশে করিছে শোভন।
জঘন-মণ্ডলে কাঞ্চী মধুর বাজন॥
মণিময় মালা কুচকুম্ভের উপরি।
হৃদয়দেশের মাঝে অতি শোভা করি॥
জঘনমণ্ডলে দোলে রশনা তোমার।
ঘোষণা করিছে মন্মথের অধিকার॥
তব কাঞ্চী মন্মথের করিছে ঘোষণ।
ভঙ্গি করি কহে কৃষ্ণ প্রার্থনা সূচন॥
উত্তর না করে রাধা আছে মৌন করি।
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ তার মুখ হেরি॥
শুন প্রিয়ে বাক্যে মম কর আজ্ঞা দান।
কি আজ্ঞা করিব যদি কর অনুমান॥
তোমার চরণদ্বয় সাজাব আদরে।
সরস অলক্তরাগ ঐছে শোভা করে॥

ঐছে ভাতি করিয়া সাজাব পাদুখানি।
এমতি আমার ইচ্ছা আজ্ঞা অনুমানি॥
স্থলপদ্মবন সবে করিছে গঞ্জন।
তারে তিরস্কার করে তোমার চরণ॥
আমার হৃদয় অতি করিছে বাঞ্ছিত।
কোকনদ হৈতে আর রক্তাব্জ বিদিত॥
তাহাতে জন্মিবে রতিরঙ্গে অতি শোভা।
অলক্ত-সাজনি দেখি মন অতিলোভা॥
ইতি উক্ত প্রকারে শ্রীমধুরিপু-কথা।
শ্রীরাধিকা লক্ষ্য করি উপজিল তথা॥
সে বাক্যসমূহ তার উৎকথ সূচন।
পরম প্রেয়সী রাধা তাহার বর্ণন॥
চটুল বচন হয় অনেক প্রকার।
মান উপশমনেতে সামর্থ্য যাহার॥
সুচারু শোভন অতি সার সুখপ্রদ।
পদ্মাবতী শ্রীরাধিকা প্রার্থনা সম্পদ॥
জয়দেবপত্নী পদ্মাবতী নাম হয়।
তাহার রমণ জয়দেব মহাশয়॥
সেই মহাকবি তার ভারতী সকল।
তাহার ভণিত সুখপ্রদ সুমঙ্গল॥
শ্রীরাধিকে গো আশঙ্কা কর তুমি ত্যাগ।
অন্য জনে মোর কিছু নাহি অনুরাগ॥
তোমাতে সতত আছে মানস আমার।
অন্য কারে পরশিতে নাহি অধিকার॥
যদ্যপি অন্তরে তুমি আছ মগ্না হয়্যা।
তথাপি জানিয়ে শূন্য তোমা না দেখিয়া॥
তোমা বিনা আত্মা মোর বাসিছে উদাস।
তবে প্রাণ স্নিগ্ধ হয় যদি দেখি হাস॥
শুন পরাশয়া পরিরম্ভ আরম্ভণে।
কর্ত্তব্য যে হয় তাহা করহ যতনে॥
হে চণ্ডি হে প্রিয়ে পুষ্পায়ুধ মহামতি।
মন্মথ সেবিয়া বিশ্ব জিনিবে সংপ্রতি॥
শুন প্রিয়ে দেহ মোরে দংশনের ঘাত।
বাহুমূলে বান্ধি শাস্তি করহ সাক্ষাৎ॥

নিবিড় স্তনের পীড়া দেহ মোর অঙ্গে।
ইহা শুনি রাধিকার মন হয়ে রঙ্গে ॥
কৃষ্ণ কহে এইমত বিধান করিয়া।
হইবে তোমার সুখ দণ্ড আচরিয়া ॥
পঞ্চবাণ চণ্ডাল কাণ্ড দলন হৈতে।
প্রাণ মোর ছাড়ি যায় কহিনু তোমাতে ॥
শশিমুখি তোমার শোভিছে ভ্রূভঙ্গিমা।
যুবজনমনোহর কালসর্পী সমা ॥
সেই কালসর্পী মহা ভয়ঙ্করী হয়।
যুবজনে দংশন করিতে সদা চায় ॥
তদুদিত ভয় ভুঞ্জনায় মোর মন।
ত্বদধর-সীধুসুধা বাঞ্ছে অনুক্ষণ ॥
সেই সুধা সিদ্ধ মন্ত্র তাপ নাশ করে।
এ হেতু অধর-সুধাপান দেহ মোরে ॥
কোপিনী হইয়া কেন আছ মোর প্রতি।
সহজেই ভ্রূভঙ্গিমা আর ক্রোধমতি ॥
উত্তর না করে রাধা আছে মৌনভরে।
পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ তারে ॥
শুন তন্বি কোপভরা দেখিয়া তোমারে।
মদন-প্রভাবে কিন্তু খিন্ন কলেবরে ॥
বৃথা মৌনে আমারে দিতেছ বড় ব্যথা।
পঞ্চম বিস্তার তুমি করহ সর্ব্বথা ॥
যদি বল আমি গান করিব না করি।
তোমার বিকল কিছু বুঝিতে না পারি।
শুনহ তরুণী কর মধুর আলাপ।
শুনিতে হইবে সুখ ঘুচিবে সন্তাপ ॥
শুনহ সুমুখি কৃপাবলোকন করি।
ঔদাস্য মুঞ্চন কর মান ত্যাগ করি ॥
শুনহ সুমুখি ত্যজ বিধুমুখ-ভাব।
তোমার মধুর বাক্যে কত সুধালাভ ॥
তাপ মোর দূর কর হাস্যদৃষ্টি করি।
আপন হৃদয়-কর্ম্ম কার বেরি বেরি ॥
বিহরিতে অনভিজ্ঞা মুগ্ধার লক্ষণ।
সেই জ্ঞান অন্তাহৃত কৈল আগমন ॥

হে চণ্ডি হে প্রিয়ে পুষ্পায়ুধ মহাশয়।
ত্বন্মুখ সেবিয়া বিশ্ব করিলেন জয় ॥
অধরপল্লব তব বান্ধুলী-বান্ধব।
তব কান্তি অধরেতে মিলিয়াছে সব ॥
স্নিগ্ধ মধুপুষ্প দুই গণ্ডে শোভা করে।
নীলপদ্মকান্তি দুই লোচন সুন্দরে ॥
লোচনের শোভা পদ্ম-শোভা দূর কৈল।
ভয় পায়ে নীলপদ্ম চক্ষে মিশাইল ॥
নাসা তিল-প্রসূন-পদবী প্রাপ্ত হয়্যা।
আনিল তাহার অতি সৌন্দর্য্য হরিয়া ॥
শুন কুন্দদন্তি কুন্দ নিন্দি দন্তপাঁতি।
দশন আনিল সব হরি কুন্দভাতি ॥
তব মুখে আছে সেই কুসুম সকল।
তার বাণে বিশ্বজয় করি মহাবল ॥
পুষ্পায়ুধ নাম ধরে তোমার কৃপাতে।
আমি তাতে কিবা হই তোমার সাক্ষাতে ॥
দেবতা যুবতী সব তোমারে সেবিতে।
স্থানে স্থানে তোমা ঘোর আছে সাবহিতে ॥
স্বর্গের দুর্ল্লভা তুমি পরম দেবতা।
চাহ একবার মোরে হয়ে কৃপান্বিতা ॥
দেবতা যুবতীগণ সমূহ সকল।
তোমার আশ্রিত হয় পাইতে মঙ্গল ॥
রাধিকার স্থূল লীলা করিয়া বর্ণন।
তার অতি কষ্ট-দশা করি নিরীক্ষণ ॥
বিষণ্ণ মানসে বসিলেন কুঞ্জমাঝে।
সেই দশা স্মরণ করিল কবিরাজে ॥
তার শ্লোক সর্ব্বলোকে করি আশীর্ব্বাদ।
করি ঘুচাইল সব চিত্ত-অবসাদ ॥
শ্রীকৃষ্ণ সবার প্রতি করুন প্রকাশ।
আশীর্ব্বাদ করি চিত্ত বাড়ল উল্লাস ॥
কুবলয়াপীড় সঙ্গে সংগ্রামের স্থলে।
তার কুম্ভস্থল পীন-পয়োধর ভালে ॥
সেই মত্ত গজকুম্ভ সদৃশ দর্শনে।
রাধা-পীন-পয়োধর হইল স্মরণে ॥

তার স্পর্শসুখ হৈতে ভাব উপজিলা।
সেই ভাবে কৃষ্ণ কিছু স্তম্ভিত হইলা॥
স্বেদ অঙ্গে বহে অশ্রু হইল মিলন।
অঙ্গ কম্প হৈল উঠে যত ভাবগণ॥
জিতিনু জিতিনু বলি ডাকে কংসচর।
অতি কোলাহল শব্দ উঠে নিরন্তর॥
সেই ভাবে অবহিত কৃষ্ণ পুনর্ব্বার।
ভাব সংবরিতে যুদ্ধ বাড়িল অপার॥

পুনর্ব্বার ঠেলিয়া ফেলিল গজরাজে।
অতিশয় ব্যামোহ বাড়িল কংসরাজে॥
পুনর্ব্বার কোলাহল শোকানন্দ হৈতে।
উঠিল কিঙ্করগণ না পারে নিশ্চিতে॥
ক্ষণেক থাকিয়া কৃষ্ণ মারিলা সে করী।
সেই কৃষ্ণ হউন্ জগত-হিতকারী॥
দশম সর্গের এই করিনু বিচার।
জয়দেব-পাদপদ্মে করি নমস্কার॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ-মহাকাব্যে মানিনী-বর্ণনে মুগ্ধমাধব নামক দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ

এবে কহি দোঁহার মিলন ব্যবহার।
শ্রবণে বাড়য়ে কর্ণে আনন্দ অপার॥
তাহে সখীগণ প্রবেশিলা কুঞ্জঘরে।
কহিতে লাগিলা কিছু মধুর উত্তরে॥
যার মুখ দেখিবারে এতেক কামনা।
পাঠাইলে সখীগণে করিয়া প্রার্থনা॥
সে জন বিনয় কৈল পদযুগ ধরি।
তাহারে উচিত নহে এত মান ভারী॥
অন্য যুবতীর গণ আছে স্থানে স্থানে।
মন ফিরাইতে পারে পাইলে নির্জ্জনে॥
ললিতা বলেন শুন মানময়ী রাধা।
আপন সখীর বাক্যে না করিহ বাধা॥
অনুচিত কার্য্য হয় কৃষ্ণে উপেক্ষিলে।
ললিতা বলেন সখি ভালই করিলে॥
হস্তগত ধন ছড়াইলে বনে বনে।
শ্রমমাত্র সাধ্য পুনঃ না মিলিবে ধনে॥
দেখ সখি প্রণত যে হৈল সর্ব্বমতে।
যুক্তি না আসে তারে উপেক্ষা করিতে॥
যারে না দেখিলে মাত্র না রহে জীবন।
তারে আর উপেক্ষা করিবে কতক্ষণ॥

দেখ সখি যে অগ্নি পোড়ায় গৃহধন।
তারে আনি রাখে পুনঃ করিয়া যতন॥
সখীর কথায় রাধা পারিলা বুঝিতে।
কহিতে লাগিলা কিছু হাসিতে হাসিতে॥
শুন সখি এই দেহ তোমা সবাকার।
যে তোমার ইচ্ছা সেই সম্মত আমার॥
তোমরা আমার সব বান্ধব ও প্রাণ।
তোমা সবা বিনা আমি নাহি জানি আন॥
শুনিয়া আনন্দে ভোর সবে অতিশয়।
বাহির হইয়া কৃষ্ণ হইয়া নির্ভয়॥
কৃষ্ণ আসি পুনঃ দাণ্ডাইলা রাধা-আগে।
হাস্যমুখে কহিতে লাগিলা অনুরাগে॥
রাধা পুনঃ কৃষ্ণমুখ হেরি হৃষ্ট-মন।
মুখপদ্ম মৃদু স্মিতমধুর বচন॥
দেখি কৃষ্ণমুখপদ্ম হৈল হরষিত।
আনন্দ অন্তরে সব ভুলে গেল ভীত॥
সখীর সম্মতি লয়ে বঞ্জুলকাননে।
মঞ্জুতর কুঞ্জমাঝে করিলা গমনে॥
কুঞ্জে প্রবেশিয়া কৃষ্ণ রাধা-মুখ হেরি।
ঘুচাইলা মনোব্যথা মান ভঙ্গ করি॥

কৃষ্ণের অপ্রীতি দুঃখ সব দূরে গেলা।
রাধার হৃদয়ে বহু আনন্দ বাড়িলা ॥
কুঞ্জশয্যা করি কৃষ্ণ তাহে বসিয়াছে।
তবে সখী কহিতে লাগিলা রাধা-কাছে।
বিবচিত চাটুকার বহু মত করি।
প্রণিপাত চরণে করিলা বেরি বেরি ॥
সম্প্রতি মঞ্জুলকুঞ্জে করিলা গমনে।
বঞ্জুল কাননমধ্যে অতি মনোরমে ॥
কেলিশয্যামধ্যে কৃষ্ণ হৈল উপগত।
অতএব তোমার প্রসাদ অভিমত ॥
মধু-মথনের প্রতি কর অভিসার।
শুন মুগ্ধে মোর বাক্য কর অঙ্গীকার ॥
কৃষ্ণ তব অনুগত শুনহ রাধিকে।
চলহ নিকুঞ্জে ধনী কি বাক্য অধিকে ॥
স্তন ঘন-জঘনের ভার অতিশয়।
তাহার ভারেতে তব মৃদু গতি হয় ॥
তাহাতে চরণযুগে করিয়া বিহার।
শুন প্রিয়ে সুখে সুখে কর অভিসার ॥
মুখরিত মণির মঞ্জীর পরিধান।
করহ আমার বাক্য করিয়া প্রমাণ ॥
মরালের পরাভব হয় তো তাহাতে।
নূপুরের ধ্বনি শুনি হংস পায় ভীতে ॥
রমণীর ভাব কৃষ্ণ-বচন মধুর।
শুনহ শ্রবণ ভরি অতি রসপূর ॥
তরুণীজনার মন করয়ে মোহন।
মধুরিপু-বাক্য সখি অতি মনোরম ॥
তরুণীজনার করে শাসন প্রচার।
পিকনিকরের ভার করহ বিচার ॥
গতি প্রতি বিলম্বিত করহ মুকুন্দ।
লতা-নিকুরম্ব তোমা করিছে প্রেরণ ॥
অনিল হেরহ কিশলয়-কর দিয়া।
প্রেরণ করিছে তোমা প্রেমাস্পষ্ট হৈয়া ॥
দেখি সখি তোমার অঙ্গেতে ভাবগণ।
ভাবের বিকার সব করিছে স্পন্দন ॥

আমার বচন যদি আত্মমত জান।
তবে অবিলম্বে কর কুঞ্জেতে পয়াণ ॥
অনঙ্গ তরঙ্গবশে স্পন্দে বারে বারে।
তব কুচকুম্ভ ধনি পুছহ তাহারে ॥
সূচিত করিছে হরিরঞ্জণ সর্ব্বথা।
অতি মনোহর হার বিহরিছে যথা ॥
কমনীয় জলধার যেন তাহে বহে।
বামস্তন স্পন্দ হৈয়া এই কথা কহে ॥
অখিল সখীতে ইহা হৈল অধিগত।
তব বপু রতিরসে সজ্জা অবিরত ॥
রতিরণ-প্রবীণ রশনা-মণিগণ।
অলজ্জ হইয়া করে ডিণ্ডিম বাদন ॥
অপূর্ব্ব বাদন সেই হরে জন-মন।
তার শব্দ শুনিয়া দুলিছে তব স্তন ॥
নহিলে কাঞ্চীর ধ্বনি হয় ত অন্যথা।
অভিসার কর ধনি শুন মোর কথা ॥
লজ্জায় রহিত হয়ে কাঞ্চী করে ধ্বনি।
বপু তব উৎফুলিত সেই ধ্বনি শুনি ॥
স্মর-শরসম নখ আছে তব করে।
মোহ নামে কামশাস্ত্রে বান্ধিয়া সমরে ॥
লীলার সহিত সখী অবলম্ব কার।
চলহ নিকুঞ্জে তুমি এই বস্ত্র পরি ॥
কর-পদে চঞ্চলতা বলয়া চলিত।
তার শব্দ হৈতে কৃষ্ণে করহ বোধিত ॥
জয়দেব-ভণিত মধুর রসকথা।
কৃষ্ণ-বিনিহিত চিত্ত যাহার সর্ব্বথা ॥
তার কণ্ঠে লাগিয়া রহুক অনিবার।
কি করিবে বরনারী কি করিবে হার ॥
অতি ত্বরা করিবারে মধুর করিয়া।
শ্রীকৃষ্ণ-উৎকণ্ঠা সব কহে বিস্তারিয়া ॥
কৃষ্ণের মনের কথা শুন ঠাকুরাণি।
নিশ্চয় জানিবে ইহা সত্য করি মানি ॥
সেই মোর প্রিয় রাধা আসি মোর ঘরে।
প্রেমাবিষ্ট হয়ে কবে দেখিবে আমারে ॥

স্মরকথা আবেশে করিবে বার বার।
শুনিতে আনন্দ মোর বাড়িল অপার॥
প্রেমালাপ করিয়া প্রত্যঙ্গে আলিঙ্গনে।
অতি প্রীতি হবে মম প্রথম মিলনে॥
প্রীতি-কথা উক্ত করি আমার সহিতে।
রমণ করিবে সুখে লয় মোর চিতে॥
এই চিন্তা করি কুঞ্জে রহে স্থির হৈয়া।
স্থিরতর অন্ধকার নিবিড় দেখিয়া॥
প্রিয়-মিলনের এই সময় উচিত।
তমাল-বেষ্টিত তমঃ হয় যথোচিত॥
তরুচ্ছায়া অন্ধকার অতি স্থিরতর।
এই হেতু তব সুখ বাড়িবে বিস্তর॥
নিকুঞ্জেতে প্রিয় কৃষ্ণ তোমারে দেখিবে।
তোমা দেখি প্রেমাবেশে কম্প উপজিবে॥
পুলক হইবে সব শরীরে তাহার।
আনন্দে পূরিত তনু হবে পুনর্ব্বার॥
স্বেদজলপূর্ণ হবে সকল শরীরে।
ডুবিবে সকল তনু আনন্দ-সাগরে॥
নিকটে হইলে মোর প্রিয়া আগমন।
প্রত্যুদ্গম করিতে উঠিবে সেইক্ষণ॥
ক্ষণে তার আনন্দ আবেশ মূর্চ্ছা হৈয়া।
কত সুখ উপজিবে তোমারে দেখিয়া॥
অন্ধকার অভিসার বেশ-ভূষা করি।
নীলপদ্মমালা আর নীলবস্ত্র পরি॥
সেই অনুসারে যায় দুই এক জন।
ক্রমে ক্রমে সবার সঙ্গে হইবে মিলন॥
স্থিত তমঃকুঞ্জ নিকুঞ্জমাঝে হরি।
আছেন বসিয়া পথ নিরীক্ষণ করি॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক হৈল মহা অন্ধকার।
অন্ধকার হেতু দৃষ্টি না চলে কাহার॥
সবাকার প্রত্যঙ্গ করিছে আলিঙ্গন।
অতি ঘোর হয় যৈছে দলিত অঞ্জন॥
প্রিয় অনুসারে অনুকূল অন্ধকার।
অতএব বড় সুখ করিবে বিস্তার॥

নীলবস্ত্র যেন সর্ব্ব-অঙ্গেতে আছয়।
তাহা হৈতে অন্ধকার ঘোরতর হয়॥
অভিসারি সর্ব্বাঙ্গে করিয়া আবরণ।
পরম সহায় তমঃ অতি বিলক্ষণ॥
কদাচিৎ কার পাছে হয় অভিসার।
বিলম্ব করিয়া কিছু কার্য্য নাহি আর॥
পরজনপ্রবঞ্চক ধূর্ত্তের মণ্ডলী।
অতিশয় সত্বর আছয়ে সখী মেলি॥
যদি তার সখী আনি দিব মনে করে।
সে সময় কৃষ্ণ তারে উপেক্ষিতে নারে॥
পরবঞ্চকতা তার স্বভাব নিশ্চয়।
তবে তব অভিসারে কিবা কার্য্য হয়॥
নয়নে অঞ্জন দেহ কালোচিত জানি।
শ্রবণে তমালগুচ্ছ করহ সাজনি॥
মস্তকেতে শ্যাম-সরোজের দাম দিয়া।
সাজন করহ অতি যতন করিয়া॥
কুচোপরি কস্তুরিকা-পত্র-ভঙ্গ-লেখা।
সকল অঙ্গেতে কর কস্তুরিকা মাখা॥
প্রেম পরীক্ষণ লাগি কহে পুনর্ব্বার।
নিকুঞ্জ করিছে ধ্বান্ত বিনাশ এ সবার॥
কাশ্মীরের তুল্য গৌর অঙ্গ তা সবার।
অন্ধকারে তা সবার করে অভিসার॥
তা সবার প্রেম হেম পরীক্ষার তরে।
স্বর্ণরুচি জিনি যারা অঙ্গরুচি ধরে॥
নিকষ পাষাণ বলি ধরে নিজ নাম।
মরাল-গমন চারু হয় অভিরাম॥
তমালের দল নিন্দি নীলকান্তি ধরে।
প্রেম হেন সুবিখ্যাত করিছে বিস্তরে॥
অন্ধকার-নিবিড়তা প্রতিপাদ্য করি।
তমালের কুঞ্জে শুক কহিল বিস্তারি॥
তবে রাধা সখার বচনে সুখ পায়্যা।
মন্দ মন্দ পদগতি সঞ্চার করিয়া॥
নীলবর্ণ শ্যাম-বেশ শ্যাম অলঙ্কার।
সখীগণ মিলিয়া করিল শীঘ্র তার॥

অঙ্গকান্তি হেতু তবে কস্তুরী লেপিলা।
সখী-হস্ত ধরি কুঞ্জে গমন করিলা॥
দেখিয়া কৃষ্ণের শোভা মন্দস্মিত হয়।
তমঃপুঞ্জ ভেদ করি বাহিরে দাঁড়ায়॥
লুকান না যায় আর অঙ্গের মাধুরী।
তিমির করয়ে নাশ কিরণ সঞ্চারি॥
কৃষ্ণের নিকট পরে করিয়া গমন।
দ্বার হৈতে কৃষ্ণরূপ করে নিরীক্ষণ॥
অত্যন্ত উৎসুক কৃষ্ণ রাধা-অঙ্গ দেখি।
রাধা পুনঃ বাম দিকে নেহারিল সখী॥
নিকটে যাইতে চিত্তে আনন্দ উঠিলা।
লজ্জারূপা সখী তারে স্তম্ভিত করিলা॥
নিকুঞ্জের দ্বারে কৃষ্ণ নিরীক্ষণ করি।
আছেন রাধিকা কৃষ্ণবদন নেহারি॥
লজ্জাবতী পুনঃ হয়ে চলিতে না পারে।
পুনর্ব্বার সখী কিছু কহিছে তাহারে॥
কেলিতল্পে বাস কৃষ্ণ পরম মোহন।
মনোহর হার বক্ষে করিছে শোভন॥
হারমধ্যে মণিগণ অতি শোভা করে।
কাঞ্চনের কাঞ্চী তার নিতম্ব-উপরে॥
কনকমঞ্জীর পদে অতি শোভা তার।
কাঞ্চন-কঙ্কণ করে শোভা অলঙ্কার॥
তাহার কান্তিতে দীপ্ত শ্যাম-কলেবরে।
দেখিয়া রাধার মুখ বাড়িল অন্তরে॥
মঞ্জুতর কুঞ্জ তাহে প্রবেশ করিতে।
প্রিয়সখীগণ তারে লাগিলা কহিতে॥
শুন রাধে মাধব-সমীপে প্রবেশিয়া।
বিহার করহ সুখে কৃষ্ণেরে লইয়া॥
মঞ্জুতর কুঞ্জতলে করহ প্রবেশ।
কেলির সদনে পাবে আনন্দ বিশেষ॥
বিলস পরম সুখে এই কুঞ্জ-ঘরে।
দেখিয়া বাড়ুক মোর আনন্দ অন্তরে॥
হে রাধে হে হসিত-বদনে শুন বাণী।
তোমার হাস্যের ভাব এই ত বাখানি॥

তব মুখে হাস্য দেখি লয় মোর মনে।
কৃষ্ণেরে ব্যাকুল দেখি হাসিছ বদনে॥
কৃষ্ণে দেখি হাস্য তব উপজিল মনে।
মদনে আসিয়া পুনঃ হৈল প্রকাশনে॥
পূর্ব্ববৎ মুখবন্ধ সর্ব্বত্র শোভন।
প্রতিপদ শেষে ধ্রুব পদের যোজন॥
নবভব অশোকের দল মনোহর।
তাহার শয়ন সার অতি স্নিগ্ধকর॥
তাহাতে বিলাস কর পরম হরিষে।
পাইবে পরম সুখ শ্রীঅঙ্গ-পরশে॥
কুচকুম্ভে তরলিত হার শোভা হয়।
তব মর্ম্মকথা আমি কহিনু নিশ্চয়॥
কুসুমের স্তরে শয্যা রচিত যাহাতে।
শ্রীধরের বাসগৃহ কহিনু তোমাতে॥
তাহাতে বিলাস কর কুসুম-শয়নে।
কুসুম জিনিয়া অঙ্গ করি অনুমানে॥
কুঞ্জদ্বারে গত প্রিয় প্রতীক্ষয়ে তোমা।
সুকুমার তনু তার নাহিক উপমা॥
উদ্দীপন করিছে তোমার গুণগণ।
মনোহর কেলি-শয্যা করিছে রচন॥
চলিত মলয়-বায়ু পরম সুন্দর।
সুরভি-রচিত অতি শীতল বিস্তর॥
সেই কেলি-শয়নেতে করহ বিলাস।
তব মুখ হেরি কৃষ্ণ-হৃদয়ে উল্লাস॥
রতিতে বলিত রস যোগেতে তোমার।
শুন রাধে মধুস্বরে নৃত্য-গীত কর॥
অতএব প্রবেশ করিয়া কুঞ্জঘরে।
কৃষ্ণ সঙ্গে কর গীত কেলি-শয্যাপরে॥
বিস্তারিত বাহু-বল্লী নবীন পল্লব।
অতি মনোহর তব পরম বল্লভ॥
তাহাতে বিলাস কর চিরকাল ধরি।
অলসিত পীন ঘন জঘন তোমারি॥
মধুপানে মুদিত মধুপ ঘন ধ্বনি।
করিছে মধুর গান বেড়ি শয্যাখানি॥

বিলাস করহ সেই পল্লবের মাঝে।
কৃষ্ণ সহ বিলাস যে তোমারেই সাজে ॥
শুনহ মধুর রস-ভাষিত রাধিকে।
মধুর বচন বল কৃষ্ণের আগুকে ॥
অতি সুমধুরতর পিকের নিকর।
তাহাতে নাদিত কুঞ্জ হয়েছে মুখর ॥
দশন রুচির তব মাণিকের পাঁতি।
মাণিকের সম দন্ত শোভা করে অতি ॥
বিহিত করিল পদ্মাবতী সুখসাজে।
পদ্মাবতী রাধা নাম কাছে কুঞ্জমাঝে ॥
জয়দেব কবিরাজ তাহার বর্ণনে।
হে কৃষ্ণ মঙ্গল শত করহ আপনে ॥
তাঁহার ভণিত শ্লোক শতেক প্রকার।
সর্ব্ব-লোকের মঙ্গল হৌক বার বার ॥
চিরকাল ধরি চিত্তে তোমারে বহিতে।
পীন স্তনভারে কৃষ্ণ শ্রান্ত যথোচিতে ॥
কন্দর্পের বাণে ভৃশ হয়েছে তাপিত।
শ্রমেতে তাপিত হয়ে অতি পিপাসিত ॥
সুধাতে ব্যাপিত সদা তব বিম্বাধর।
পান করিবারে কৃষ্ণ বাঞ্ছে নিরন্তর ॥
কৃষ্ণ-ক্রোড় ক্ষণেক শোভন কর তুমি।
বহিঃস্থিত ভাব সব কহি শুন আমি ॥
অবিদিত অভিপ্রায় ক্রোড়ে প্রবেশিতে।
মনেতে সঙ্কোচ তব হয় আচম্বিতে ॥
ভ্রূক্ষেপ-লক্ষ্মীর লেশে ক্রীত এই জন।
দাস পায়ে সেবিতে যে করয়ে দ্বিগুণ ॥
কিসের সম্ভ্রম তব কৃষ্ণের বিষয়।
তব বিম্বাধর-সুধা সদা যে বাঞ্ছয় ॥
ক্রয়ক্রীত জনে শঙ্কা বহে কদাচিত।
সেবিতে চরণাম্বুজ যোগ্য উপস্থিত ॥
সখীর বচনে রাধা উল্লাসিত হৈয়া।
চরণ-মঞ্জীর মৃদু বাজন করিয়া ॥
উল্লাসিতচিত্ত হয়ে সখীর বচনে।
সানন্দ হইয়া প্রবেশিলা কৃষ্ণ-স্থানে ॥

প্রথম সঙ্গমে অতি সাধ্বস জন্মিল।
লোলদৃষ্টে গোবিন্দেরে দেখিতে লাগিল।
সন্তুষ্ট হইয়া রাধা আছে দাণ্ডাইয়া।
ভাবাবেশে অঙ্গভঙ্গ ভ্রূরু নাচাইয়া ॥
হাস্যমুখে রাধা কৃষ্ণে দর্শন করিলা।
হরি পুনঃ এক রস ভাবে বুঝাইলা ॥
রাধা-রূপ আলম্বনে একরস হৈয়া।
নিকুঞ্জ-ভিতরে কৃষ্ণ আছেন বসিয়া ॥
চিরকাল ব্যাপি অভিলষিত বিলাস।
রাধিকার দর্শনেতে মুখে মন্দ হাস ॥
শ্রীরাধিকার মুখপদ্ম বিলোকন হৈতে।
বিকাসিত বিবিধ প্রকার ভঙ্গি যাতে ॥
রসের সমুদ্র যেন রসের তরঙ্গ।
রাধা-মুখ-দর্শনেতে কৃষ্ণ হর্ষ-অন্ধ ॥
জলনিধি যেন বিধুমণ্ডল দর্শনে।
তরলিত সুতুঙ্গ তরঙ্গ অনুক্ষণে ॥
মুক্তাহার ধরিয়াছে বক্ষের উপরে।
নির্ম্মল বিশুদ্ধ অঙ্গ বেড়ি শোভা করে ॥
বিদূর লম্বিত হয়ে সাজে মনোহর।
যমুনার জলে যেন ফেন স্ফুটতর ॥
শ্যামল মৃদুল কলেবর অতি শোভা।
তাহে অধোগতি পীত দুকূলের আভা ॥
নীল পদ্মমূল পীত পরাগপটলে।
অতিশয় বলয়িত যৈছে শোভা দোলে ॥
নীলপদ্ম সহ সাম্য শ্যাম কলেবরে।
পরাগের সাম্য পরিধান পীতাম্বরে ॥
অতিশয় চঞ্চলতা দৃগঞ্চলে সাজে।
সুবলন মনোহর বদনে বিরাজে ॥
তাহাতে আনীত রতি-রাগ অনুক্ষণ।
মৃদু মৃদু হাসি সর্ব্বজগতমোহন ॥
তড়াগের স্ফুটতর কমল-উপরে।
খেলিত খঞ্জন-যুগ ঐছে শোভা করে ॥
বিকসিত মুখপদ্ম নয়ন-শোভন।
কমলের মাঝে যেন খেলিছে খঞ্জন ॥

বদন-কমলে যেন মিলে দিবাকর।
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে অতি মনোহর॥
স্মিতরুচি কুসুম শোভিছে মনোহর।
উল্লাসিত অধর-পল্লব শোভাকর॥
শশিকিরণেতে ব্যাপ্ত উদয় যাহার।
হেন জলধর জিনি শোভে কেশভার॥
পুষ্পের মণ্ডলী যেন চন্দ্রের মণ্ডলী।
জলধর সম কেশ শোভিয়াছে ভালি॥
তিমিরে উদিত বিধুমণ্ডল নির্ম্মল।
চন্দন-তিলক তৈছে শোভিছে বিমল॥
বিপুল পুলকভরে অঙ্গ বিহ্বল।
রতি-কেলি-কলা তাহে অধীর করিল॥
মণিগণ-কিরণেতে অতীব উজ্জ্বল।
সেই ভূষণেতে অঙ্গ সুন্দর নির্ম্মল॥
জয়দেব-ভণিত বিভ্রম সুখসার।
সেই বাক্যে দ্বিগুণিত কৃষ্ণ-ভূষাভার॥
হেন কৃষ্ণ হৃদয়ে ধরিল ভক্তগণ।
প্রণাম করহ আর করহ চিন্তন॥
সুকৃতি জনার এই মহোদয় ফল।
তার সার তত্ত্বকথা জানিবে সকল॥
জয়দেববাক্যে যে করিবে অঙ্গীকার।
আপনি ভুগত হয়ে তারিবে সংসার॥
শুন ভক্তগণ এই ভূষা সুধাসার।
ভূষিত হইবে কণ্ঠে কর অলঙ্কার॥
রাধিকা-দর্শনানন্দে কৃষ্ণের বিকার।
কহিয়া রাধিকা-চেষ্টা কহে বার বার॥
কৃষ্ণবিলোকনকালে শ্রীরাধা দর্শনে।
হর্ষ-অশ্রু-নিকর ঝুরিলা কতক্ষণে॥
স্বেদাম্বু-প্রসর যেন বহে অশ্রুধার।
অতি চঞ্চলতারূপে নেত্রের বিকার॥
শ্রবণের পথসীমা অপাঙ্গ আনিয়া।
কৃষ্ণ নিরীক্ষণ করে অশ্রুমুখ হৈয়া॥
ক্রমেতে ঝুরিয়া যেন পড়ে মুক্তাহার।
প্রিয়তম দরশনে উঠিল বিকার॥
পরে কেলি-শয্যা প্রতি করিলা গমন।
প্রিয়মুখ দরশনে লজ্জা পলায়ন॥
তার আনুকূল্যে সাবধান সখীগণ।
করিতে লাগিল কালোচিত আচরণ॥
কর্ণকণ্ডূয়ন-ছলে হাস্য সংবরিয়া।
হস্তস্থিত বলয়াদি সঙ্গীত করিয়া॥
কুঞ্জ হৈতে বাহির হইলা সখীগণ।
রাধিকারে ছাড়ি কৈল
দূরেতে গমন॥
শয্যার নিকটে রাধা
গমন করিলা।
স্মরশরে সুশাণিত কটাক্ষ পূরিলা॥
হাস্য করি প্রিয়মুখে করে নিরীক্ষণ।
দেখিয়া কৃষ্ণের হৈল আনন্দ-বর্দ্ধন॥
কৃষ্ণভুজদণ্ড কবি করিয়া স্মরণ।
তাহার সৌন্দর্য্য কিছু করিছে বর্ণন॥
মুরজিৎ-ভুজদণ্ড জয় সর্ব্বকাল।
জয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহিমা রসাল॥
সুবিন্যস্ত মন্দার-কুসুমেতে অর্চ্চিত।
দ্বিপ সহ যুদ্ধ করি সিন্দূরে মুদ্রিত॥
ভুজপীড়া-ক্রীড়া-হত কুবলয় করী।
রক্তবিন্দু লাগিয়াছে অতি শোভা ধরি॥
জয়তি জয়তি কৃষ্ণবাহু সর্ব্বক্ষণ।
সেই বাহু করুন সর্ব্বজীবের রক্ষণ॥
জয়দেব-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে।
একাদশ সর্গ পূর্ণ যাঁহার কৃপাতে॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ-মহাকাব্যে অভিসারিকা-বর্ণনে
সানন্দদামোদর-নামক একাদশ সর্গ।

দ্বাদশ সর্গ

প্রেমোল্লাসযুক্ত রাধা পরম হরিষে।
আপনাকে কৃতার্থ মানিলা তার পাশে॥
অতি দৈন্য আবিষ্কার করি তার আগে।
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ অতি অনুরাগে॥
সখীবৃন্দ গমন করিয়া সেই কালে।
রাধাকে সরসময় দেখিয়া বিরলে॥
মদনতাপেতে যেন রয়েছে নির্ভর।
স্মরশরবশে দেহ ব্যাপ্ত নিরন্তর॥
দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ সানন্দ অন্তরে।
অতএব স্মিত-সুধা স্নপিত অধরে॥
নব পল্লবের শয্যা অতি মনোহারী।
পুনঃ পুনঃ দেখে তাহা নয়ন প্রসারি॥
শয্যাতে নিক্ষিপ্ত দৃষ্টি দেখিয়া রাধারে।
প্রিয়বাক্যে কৃষ্ণ কহিছেন বারে বারে॥
শুন রাধে কিশলয়-শয়নের তলে।
চরণ নিবেশ কর কহি যে বিরলে॥
নারীসমূহের আমি পরম আশ্রয়।
অতএব নারায়ণ নাম লোকে কয়॥
তব অনুগত তেঁই একনিষ্ঠা মোর।
ক্ষণেক ভজহ মোরে দেহ প্রাণ তোর॥
সুকোমল কিশলয়-শয়ন-উপরি।
চরণকমল তোল বিলাস আচরি॥
প্রথমেতে পূজার আসন অঙ্গীকারি।
আশীর্ব্বাদ কর পূজা করে গিরিধারী॥
তব পদপল্লবের বৈরি অনুক্ষণ।
অরুণতা গুণ ধরে পল্লব-শয়ন॥
চরণ-বিলাস হ'তে পরাজয় পায়া।
থাকিবে পল্লব কান্ত-চরণে লাগিয়া॥
নিজ করকমলেতে তোমার পূজন।
করিব অনেক দূর করিলা গমন॥
দূর হৈতে তোমারে আনিনু যত্ন করি।
আজ্ঞা কর মোরে সেবি শয়ন-উপরি॥

চরণে নূপুর তব যৈছে অঙ্গীকার।
তেমতি আমারে রাধে করহ স্বীকার॥
নূপুর তোমার যৈছে হয় রতিশূর।
তৈছে অনুগত আমি না ভাবিও দূর॥
অমৃত-বচন সব করহ রচন।
তব মুখ-সুধানিধি হৈতে অনুক্ষণ॥
ঝরিয়া পড়য়ে যেন অমৃতের ধার।
অতি অনুকূল হবে বচন তোমার॥
বক্ষঃস্থল-দুকূল করিব নিবারণ।
পয়োধর বোধ হয় তাহার কারণ॥
প্রিয়-পরিরম্ভণ রভস সুবলিত।
কুচকুম্ভ হয় তব অতি পুলকিত॥
উরসি কুচকলস করহ অর্পণা।
করহ আমার যত ঘুচুক যন্ত্রণা॥
অধরজ সুধারস পান দেহ মোরে।
মৃতপ্রায় দাস জনে জীয়াও সমরে॥
তোমাতে নিহিত মন আছে রাত্রি-দিনে।
বিরহ-অনলে দগ্ধ বপু তবে কেনে॥
শশিমুখি মুখর যে কটির রশনা।
তার সঙ্গে কণ্ঠনাদ করহ যোজনা॥
রশনার গুণ মুখরিত করি আগে।
তাহার সদৃশ গান কর অনুরাগে॥
তোমার নয়ন মোরে বিকল করিল।
লজ্জিত হইয়া পুনঃ মুদ্রিত হইল॥
অতিশয় বিকলের প্রায় রোষ করি।
বিকল করিছে মোরে বুঝিতে না পারি॥
জয়দেব-ভণিত অপূর্ব্ব গীতসার।
প্রতি পদে নিগদিত মধুরিপু যার॥
জনয়তু রসিকের মনের বিনোদ।
মনোরম রসিকের মহাসুখপ্রদ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণ যত করিল প্রার্থনা।
কুঞ্জকেলি-শয়নের করিলা বর্ণনা॥

দোঁহে প্রেম-লীলা-রস করে আস্বাদন।
সেই কথা পূর্ব্বাপর করহ শ্রবণ॥
সুরত-আরম্ভে যত বিঘ্ন উপজিল।
সেই ত প্রত্যূহ প্রীতিজনক হইল॥
তাহাতে সুরতারম্ভ বাড়িল অপার।
পুনরপি সেই লীলা করে বার বার॥
দোঁহে দোঁহা নিবিড় আশ্লেষ করিবারে।
পুলক-অঙ্কুর তাহে বিঘ্নভাব ধরে॥
কেলিভাব বিলোকন করিতে দোঁহার।
বিঘ্ন আসি উপজিল নিমিষে সঞ্চার॥
অধরের সুধাপানে কৃষ্ণ প্রবর্ত্তিলা।
পরিহাসবাক্য তাহে বিঘ্ন উপজিলা॥
কামকলা-সমরে সাজিল দুই জনা।
আনন্দ-আবেশ করে বিঘ্নের সূচনা॥
সেই বিঘ্ন মহাসুখ হইল দোঁহার।
সুরত-আনন্দ যাতে করিল বিস্তার॥
বন্ধনেতে দোঁহাকার হইল সংযম।
তাহাতেই শতগুণ বাড়িল সঙ্গম॥
পয়োধরভারেতে পীড়িত হৈল অঙ্গে।
নখধারে বিদ্ধ তনু সুরত-তরঙ্গে॥
দশনেতে ক্ষত হৈল অধর-পল্লব।
অনির্ব্বচনীয় সুখ বাড়ি গেল সব॥
কটিতটে আঘাত করিল প্রেমসুখে।
অধরের সুধা পান করিয়া উন্মুখে॥
কেশবন্ধ দুই হাতে করিয়া লম্বিত।
অধরের সুধাপানে হইল মোহিত॥
প্রেমের আশ্চর্য্য গতি ঐছে ব্যবহার।
দোঁহার সুখেতে সুখ জনমে দোঁহার॥
রতিকেলি-সঙ্কুল রণের আরম্ভণে।
প্রবর্ত্ত হইলা কান্ত জিনিবার মনে॥
কান্তের উপরে রতি আরম্ভ করিলা।
হঠাৎকারে কান্ত জিনিবারে প্রবর্ত্তিলা॥
বাহুবন্ধ আদি যত ক্রীড়াসুখ করি।
পরস্পরে জয়শঙ্কটে তত ভারি॥

অতিশয় শ্রমভরে কাতর হইলা।
কামরণে রাধা কৃষ্ণে জিনিতে নারিলা॥
নিস্পন্দ জঘনস্থল হৈল সেইক্ষণে।
বাহুলতা শিথিলতা কৈল কামরণে॥
বক্ষঃস্থলে অতিশয় হইল কম্পন।
আঁখিযুগ নিমীলিত হয় অনুক্ষণ॥
বিপরীত রতিক্রীড়া আরম্ভ করিলা।
পুরুষ-সম্বন্ধি রস সিদ্ধ না হইলা॥
নারীর পুরুষ-রস কৈছে সিদ্ধ হয়।
দোঁহার হৃদয়ে কামচিহ্ন অতিশয়॥
সুখভরে রাধিকার মুদিত নয়ন।
পুলকে পূরিত গণ্ড করিছে স্পন্দন॥
বাড়িল আনন্দ ঘন ঘন শীৎকার।
দশন-কিরণে ওষ্ঠ ব্যাপিল তাহার॥
অবশ হইল অঙ্গ ধরিতে না পারে।
বদনে চুম্বন কান্ত করে বারে বারে॥
রণারম্ভে রাধিকার জয় নাহি দেখি।
শ্লথবাহু বক্ষঃকম্প নিমীলিত আঁখি॥
এই কামশরে বিদ্ধ হৈল কৃষ্ণ-মন।
কীলিত করিল তারে অদ্ভুত কথন॥
বিধৌত হইল সব অধরের শোভা।
বিলুলিত বনমালা বর্ণান্তর আভা॥
মূর্দ্ধজ লুলিত যার ফুলের গাঁথনি।
কাঞ্চীদাম শ্লথ পুনঃ চঞ্চল চাহনি॥
কামশরে বিদ্ধ হৈল নয়ন-যুগল।
তবে কৃষ্ণ রাধা-অঙ্গ দেখিয়া বিকল॥
সুরতান্তে চিহ্নিত দেখিয়া রাধা-অঙ্গ।
বাড়িল কৃষ্ণের রতি-সুখের তরঙ্গ॥
বক্ষঃস্থলে পুষ্পমালা অতি শোভা ধরে।
নখেতে অঙ্কিত যেন অরুণ আকারে॥
আঁখিযুগ নিদ্রাতে লোহিত সব দেখি।
অধর শোণিত সখি অতি স্নিগ্ধ আঁখি॥
বিনির্ধৌত রাগ যেন দেখিল অধর।
কেশপাশ বিলুলিত অতি মনোহর॥

স্রস্তস্রজ হৈল তাহে বন্ধনরহিত।
ইতস্তত হৈয়াছে দেখি আনন্দিত॥
কাঞ্চীদাম শ্লথ হয়ে ঝুন্ ঝুন্ করে।
দেখিয়া আনন্দ বড় বাড়িল অন্তরে॥
প্রভাতসময়ে এই কন্দর্পের বাণে।
শয়ন করিতে মাত্র বিদ্ধ কৈল মনে॥
অঙ্গেতে অর্পিত শর অঙ্গে বিদ্ধ করে।
এই ত অদ্ভুত কথা নারি বুঝিবারে॥
কৃষ্ণ কহে রাধিকার অঙ্গের মাধুরী।
করেতে জঘন স্তন আচ্ছাদন করি॥
লজ্জার সহিত আমা ঈক্ষণ করিতে।
পুনর্ব্বার ঔৎসুক্য হৈল মোর চিতে॥
দলিত পঙ্কজমালা অঙ্গে প্রসারিয়া।
বুঝি বিলোকন হাসি আমা নিরখিয়া॥
কেশ সব লুলিত হৈয়াছে অতিশয়।
বিস্তীর্ণ হইয়া সব অঙ্গ আচ্ছাদয়॥
অলকামণ্ডলী সব তরলিত দেখি।
কপোলেতে স্বেদ মুক্ত চঞ্চলতা আঁখি॥
বিম্বাধরশোভা ক্ষত হয়েছে রাধার।
কুচকলসের বিমর্দ্দন-ক্ষত হার॥
বিলুপ্ত অধরশোভা হার নাহি গলে।
শয্যামধ্যে কোথা পড়ি আছয়ে বিরলে॥
কোন্ দিকে গেল কাঞ্চী রসের আবেশে।
শিথিল করিল তনু অঙ্গ লোক কিসে॥
আত্মার চিন্তনস্ফূর্ত্তি নাহিক যাঁহার।
কৃষ্ণমুখে কিবা বেশ কিবা অলঙ্কার॥
প্রিয় দর্শনেতে হয় উন্মত্ত শরীর।
দেখি সেই বেশভূষা সকল অস্থির॥
আনন্দ-আবেশে রাধা কহে গোবিন্দেরে।
আপনার অঙ্গে বেশ করিবার তরে॥
সুরতান্তে পরিখিন্ন অঙ্গবেশ লাগি।
কহিতে লাগিলা রাধা অতি অনুরাগী॥
রাধিকা কহেন শুন শ্রীযদুনন্দন।
খণ্ডিত অঙ্গের বেশ করহ সাজন॥

যদি পুনঃ মনে ভাব সুখারম্ভ আছে।
তবে পয়োধর-সজ্জা কর মম কাছে॥
কস্তূরিকা পত্রভঙ্গ করি নিরমাণ।
মৃগমদ দিয়া সজ্জা করহ সুঠাম॥
শীতল চন্দন নিজ করপদ্মে করি।
সাজাইবে পয়োধর অতি মনোহারী॥
হৃদয়ানন্দন যদুনন্দনের স্থানে।
কহিলেন অঙ্গবেশ করহ রচনে॥
কজ্জল নয়নে মোর করহ রচিত।
অধরচুম্বনেতে হয়েছে খণ্ডিত॥
উজ্জ্বলতা অতিশয় কজ্জল সুন্দর।
অলিকুল গঞ্জন করয়ে নিরন্তর॥
রতিপতি পঞ্চবাণ বিমোচন করে।
ঐছে নয়ন মোর অতি শোভা ধরে॥
কুণ্ডল আপন করে দেও শ্রুতিমূলে।
শুনহ সুবেশ কৃষ্ণ করহ বিরলে॥
মনসিজ পাশ তার বিলাসাদি ধরে।
নয়ন-কুরঙ্গ তার সহিত বিহরে॥
আমার মুখারবিন্দে অলকা রচন।
করহ সুন্দর করি অতি বিচক্ষণ॥
চিরকাল ব্যাপি যায় উড়িছে ভ্রমর।
অতএব রুচির সুন্দর মনোহর॥
বিহিত কমল আর অত্যন্ত বিমল।
অলকা সাজাও মুখে দেখিতে কোমল॥
উপরে ভ্রমরচয় উড়ে গন্ধ পায়্যা।
কপোল সাজাও সুখে অলকা অর্পিয়া॥
ললাটে সাজাও মোর তিলক সুন্দর।
মৃগমদ-রসেতে বলিত মনোহর॥
ললিত তিলক কর ললাটে সাজানি।
করহ আনন্দে কৃষ্ণ মোর বাক্য মানি॥
বিহিত করহ যেন কলঙ্কের কলা।
ললাট-চন্দ্রেতে হেন কলঙ্ক লাগিলা॥
শ্রমজন্য অম্বুকণা মুখেতে আমার।
মৃগমদ ললাটেতে কর পুনর্ব্বার॥

চিকুরে কুসুমাবলি করহ সাজন।
শুনহ মাধব তোমা করিয়ে প্রার্থন॥
মণির রশনা আর বসন রঞ্জন।
জঘনে আমার তুমি করহ যোজন॥
শুন ভক্ত এই জয়দেবের বচন।
সদয়-হৃদয় হয়ে করহ শ্রবণ॥
শ্রীহরিচরণামৃত স্মরণ করিতে।
কলির কলুষ যত নাশিবে ত্বরিতে॥
তবে পুনর্ব্বার কিছু কহেন আনন্দ।
অতিশয় প্রীত মন দেখিয়া গোবিন্দ॥
সদসদ্বাক্যের বক্তা পরম পণ্ডিত।
শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ যাহার রচিত॥
শ্রীকৃষ্ণভজনতত্ত্ব সকলি লিখিলা।
বৈষ্ণবের ধ্যানবস্তু তত্ত্ব বিচারিলা॥
অবতার অবতারী লিখিলা তাহাতে।
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ কহিলা নিশ্চিতে॥
মহাপ্রেমরসের বিচার ইথে জানি।
ব্রজলীলা পরিপূর্ণ ইহাতে বাখানি॥
নিত্য লীলা সহ গ্রন্থ বিচার করিলা।
সব সার গ্রন্থ যাতে সব কৃষ্ণলীলা॥
ইহাতে একান্ত ভক্ত করিয়া চিন্তন।
মাধব-ভজনে লুব্ধ হয় যার মন॥
নারায়ণ হরি রক্ষা করুন সবারে।
নিজ ভক্তিদান করুন সকল সংসারে॥
নারায়ণরূপে তিঁহো পর্য্যঙ্ক করিয়া।
নাগেন্দ্র-নায়কের ফণাশ্রেণী ধরিয়া॥
পদাম্বুজদ্বয় ধরি জলনিধিসুতা।
মণিগণ কান্তি সহ অতি আসক্তা॥
লক্ষ্মীমুখ বিলোকনে বহুরূপ যেন।
সেইরূপে রাধা সহ করি অনুমান॥
রাধা সহ তন্মধ্যে আছে কুঞ্জঘরে।
সে কৃষ্ণ করুন রক্ষা সকল সংসারে॥
এইরূপে কৃষ্ণ উচ্ছলিতচিত্ত হয়ে।
কহিতে লাগিল তারে বৈচিত্র্য দেখিয়ে॥
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ শুনহ সুন্দরি।
পূর্ব্বকথা কিছু তোমা কহিব বিচারি॥
ক্ষীরোদ সমুদ্রে ভাসে মৃড়ানীর পতি।
তোমায় না পাইয়া মরণে করি মতি॥
মৃতপ্রায় কালকূট বিষপান করি।
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা রাধিকা সুন্দরী॥
কৃষ্ণ কহে রাধা তুমি মোর প্রেমসুখে।
হইলে অনুরাগিণী ঘুচে সব দুঃখে॥
কুঞ্জের গৃহিণী তুমি মোর সর্ব্বকাল।
বসতি করিবে কুঞ্জে সখীর মিশাল॥
এইরূপে জয়দেব করিয়া বর্ণন।
জগতের আশীর্ব্বাদ করিলা সূচন॥
হৃদয়ের রোগ নাশে ইহার শ্রবণে।
পঞ্চাধ্যায়ী শুকবাক্য আছয়ে প্রমাণে॥
গ্রন্থানুশ্রবণে অনুমোদন কীর্ত্তন।
স্মরণ যে করে গ্রন্থ লীলার বচন॥
হৃদয়ের রোগ নাশি কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।
দেশ নাশ করি প্রেমভক্তি উপজয়॥
শুন হে ভকত ইহলোক সংসারেতে।
জয়দেববাক্যে চিত্ত রাখ সাবহিতে॥
মধুর ভজনকথা শৃঙ্গারের সার।
যাবৎ থাকিবে এ কথার অধিকার॥
তাবৎ তোমার চিন্তা সাধ্বী নাহি হয়।
মাজকতা-গুণ তোমার জানি যে নিশ্চয়॥
সম্পূর্ণ হইল সর্গ দ্বাদশ বর্ণনা।
গ্রন্থকার টীকাকার দোঁহার রচনা॥
অল্পমাত্র লিখিলাম যা পারি বুঝিতে।
আপন মনের কথা সুবুদ্ধি যাহাতে॥
সুসিদ্ধ সম্ভোগরস স্বাধীনভর্তৃকা।
নায়িকার অঙ্গবেশ রচনা অধিকা॥
সেই সব কথা জয়দেব মহাশয়।
প্রকাশ করিয়া গ্রন্থ করিলা নিশ্চয়॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ-মহাকাব্যে সুপ্রীতপীতাম্বর-নামক দ্বাদশ সর্গ॥ ১২॥